উৎসর্গ

তপন, কাশীনাথ, সান্টু এবং

শ্যামলী বৌঠানকে

পাইন জঙ্গলের জমিতে উপুড় হয়ে শুয়ে শরীরটাকে টান টান করে বিছিয়ে সে দু হাতে চাড় দিয়ে নিজের মাথাটা তুলে ধরলো। তার ঠিক পাশে অসমতল পাহাড়ী জায়গাটা আস্তে আস্তে ঢালু হয়ে গেলেও একটু পরেই সেটা ভয়ংকর খাড়াইভাবে নেমে গেছে। ওখান থেকে পাহাড়ের পাশ ঘেঁষা ছায়া ঘেরা তৈলাক্ত রাস্তাটাও স্পষ্ট দেখা যায়। রাস্তার ঠিক পাশ ঘেঁষে বয়ে গেছে একটা ঝর্ণার ধারা, তার ওপাশে একটা করাত কল। বাঁধের মতো করে ঘেরা একটা জায়গা থেকে ফোয়ারার মতো বেরিয়ে আসা জলের ধারার ওপর গ্রীষ্মের সূর্যকিরণ পড়ে দৃশ্যটাকে অপরূপভাবে উদ্ভাসিত করে তুলেছিলো।

'ওই কি সেই মিল?' জিজ্ঞেস করলো সে।

'হ্যাঁ।'

'কই আগে দেখেছি বলে তো মনে হচ্ছে না!'

'আপনি এখানে থাকাকালীনই ওটা তৈরি হয়েছিলো। পুরনো মিলটা আরও ওপাশে, নিচের দিকে।'

সৈন্যবাহিনীর মানচিত্রটা মাটির ওপর বিছিয়ে সে দেখতে শুরু করতেই বুড়ো লোকটাও তার কাঁধের ওপর ঝুঁকে পড়লো। বেঁটেখাটো স্বাস্থ্যবান বৃদ্ধটির পরনে চাষীদের মতো শেমিজ আর কড়া মাড় দেওয়া রূপালি পাতলুন। পায়ে ন্যাকড়ার জুতো। দুটো ভারি বাক্স হাতে নিয়ে পাহাড়ে ওঠার ধকল বোধহয় সে তখনো সামলাতে পারেনি তাই ঘন ঘন শ্বাস ফেলে চলেছিলো।

'তাহলে ব্রিজটা এখান থেকে দেখা যায় না বলো?'

'না,' মাথা নাড়ে বৃদ্ধ। 'ঝর্ণার জল যেখানে শান্ত ওর পাশ দিয়ে ওখানে যাবার একটা রাস্তা আছে। তাছাড়া, ওই রাস্তাটা যেখানে জঙ্গলের মধ্যে পড়েছে, সেখানেও একটা পাহাড়ী পথ ধরে—'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে আমার।'

'ওই পথটার যেখানে শেষ সেতুটার শুরু হল সেখানে।'

'চৌকিগুলো তাহলে কোথায়?'

'একটা ওই মিলটার পাশেই।'

তরুণটি তার খাকি ফ্লানেলের জামার পকেট থেকে একটা দুরবীন বের করে রুমাল দিয়ে মুছে চোখে লাগালো। চাবি ঘুরিয়ে কাচ দুটো সামান্য নিয়ন্ত্রণ করতেই মিলের নাম লেখা বোর্ডটা স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠলো তার চোখের সামনে। এর ঠিক নিচে ফটকের সামনে একটা বেঞ্চি পাতা। পেছনে-খোলা ছাউনির নিচে করাত কল থেকে রাশি রাশি কাঠের গুঁড়ো ছিটকে পড়ছিলো চারদিকে।

'রক্ষীটক্ষী কাউকে তো দেখতে পাচ্ছি না।'

'কিন্তু মিলবাড়ির ভেতর থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন?' বৃদ্ধ আঙুল তুলে দেখায়। আর দেখুন, তারে কিছু জামাকাপড়ও শুকোতে দেওয়া হয়েছে।'

'সবই দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু রক্ষীটা কোথায় গেলো?'

'ছাউনির মধ্যে হয়ত ঢুকে রয়েছে। কিংবা ওই চায়াটার পাশেও থাকতে পারে। ওধারটা তো আমরা দেখতে পাচ্ছি না।'

'তা হতে পারে। পরের চৌকিটা কোনদিকে?'

'সেতুর তলায়। যেখানে রাস্তা সারাই করানোর লোকটাব আস্তানা, ঠিক তার পাশে।'

মিলের দিকে নির্দেশ করে তরুণটি। 'ওখানে ওদের ক'জন লোক আছে?'

'একজন অফিসার আর তার সঙ্গে বোধহয় আরও চারজন।'

'আর তলায়?'

'আরো বেশি। পরে জেনে বলবখন।'

'সেতুর ওপর?

'ওখানে সব সময় দুজন থাকে। একেক ধারে একেকজন পাহারা দেয়।'

'আমাদেরও কিছু লোকের দরকার পড়বে। কতজনকে যোগাড় করতে পারবে তুমি?'

'আপনার যত লোক দরকার আমি যোগাড় করে আনতে পারি,' বৃদ্ধ বিজ্ঞের মতো বলে। 'এখানে এখন লোকের অভাব নেই।'

'তাও?'

'তা ধরুন শ খানেকের ওপর তো বটেই। ওরা অবশ্য আলাদা আলাদা জোটে থাকে। কতজন হলে চলবে আপনার?'

'সেটা আমি তোমায় সেটা দেখার পর বলবো।'

'ওখানে কি এখনই যাবেন?'

'না। আগে আমি এই বিস্ফোরকগুলো লুকনোর জায়গাটা দেখতে চাই। জায়গাটা ঢাকাঢাকা হওয়া তো চাই-ই, তাছাড়া যদি সম্ভব হয় দেখতে হবে, ওখান থেকে সেতুতে পৌঁছতে আমাদের যেন আধ ঘণ্টারও বেশি সময় না লাগে।'

'তাতে অসুবিধে নেই। আমরা এখন আছি পাহাড়ের নিচের দিকে, কষ্ট করে আর একটু ওপরে উঠলেই ওরকম একটা জায়গা খুঁজে পাওয়া যাবে। খিদে পেয়েছে নাকি আপনার?'

'তা একটু পেয়েছে। তবে ওটার ব্যবস্থা আর একটু পরে করলেও চলবে। ভালো কথা, তোমার নামটা যেন কি?' বুড়োর নামটা এমনভাবে ভুলে যাবার লক্ষণটা তরুণটির নিজের কাছেও ভালো ঠেকলো না।

'অ্যানসেলমো। ওই নামেই আমাকে সকলে ডাকে। আমার বাড়ি হচ্ছে বারকো দ আভিলাতে। দাঁড়ান, প্যাকেটটা আপনাকে ঠিকমতো ধরিয়ে দিই।'

দীর্ঘাকার কৃশ তরুণটি উঠে বসে সামান্য ঝুঁকে বসতেই অ্যানসেলমো প্যাকেটের

একটি চামড়া-বন্ধনী তার এক কাঁধে ঢুকিয়ে দিলো। বাকি বন্ধনীটা নিজেই আর এক কাঁধে গলিয়ে প্যাকেটটার ভার পুরোপুরি পিঠে তুলে নিলো তরুণটি।

'নাও, হয়েছে। এবার?'

'আমরা এবার ওপরে উঠবো,' অ্যানসেলমো বললো।

দুটো ভারি প্যাকেট পিঠে নিয়ে ঘর্মাক্ত দেহে পাইন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ওরা ওপরে উঠতে শুরু করলো। ফেলে আসা জায়গাটা কিছুক্ষণের মধ্যেই দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলো ওদের। ছোট্ট একটা পাহাড়ী ঝর্ণার ধার ঘেঁষে ওরা এরপর এমন একটা জায়গায় উপস্থিত হলো যেখান দিয়ে ওপরে ওঠার পথ শুধু কষ্টসাধ্য নয় অত্যন্ত পিচ্ছিলও বটে। এখানেও অগ্রগামীর ভূমিকা নিয়ে সঙ্কীর্ণ একটা গিরিপথ বেছে অ্যানসেলমো তরুণটিকে ওপরে টেনে তুললো।

'কেমন বোধ করছেন এখন?'

'ভালো।' ঘামে সপসপ করছিলো তরুণটির শরীর। এতখানি কষ্টসাধ্য পথ অতিক্রম করার পর উরু দুটোও টনটন করছিলো।

'আপনি এখানে একটু অপেক্ষা করুন। আমি ওদের একটু সাবধান করে আসি। নইলে ওই মাল সঙ্গে নিয়ে গুলি খাবার ইচ্ছে নিশ্চয়ই আপনার নেই?'

'পাগল নাকি! কদ্দুর যাচ্ছ?'

'এই কাছেই। আচ্ছা, ওরা আপনাকে কি নামে ডাকবে?'

'রবার্টো,' বলেই কাঁধের বোঝাটা অতি সন্তর্পণে দুটো শিলাখণ্ডের মাঝে নামিয়ে রাখলো সে।

'আপনি তাহলে অপেক্ষা করুন, আমি ঘুরে আসি?'

'এসো। কিন্তু তুমি কি এখান দিয়েই মালটা নিয়ে সেতুতে যাবার পরিকল্পনা করছো নাকি?'

'আরে না! আমরা এর চেয়ে অনেক ভালো আর সহজ রাস্তা দিয়ে নামবো।'

'আমি কিন্তু সেতু থেকে খুব বেশি দূরে এগুলো রাখতে চাই না।'

'আগে দেখুনই না জায়গাটা। আপনার পছন্দ না হয় পরে অন্য জায়গাটায় যাওয়া যাবে।'

'আচ্ছা দেখাই যাক।'

রবার্টো প্যাকেট দুটোর পাশে বসে অ্যানসেলমোকে আরো ওপরে উঠে যেতে দেখলো। যে অনায়াস ভঙ্গিমায় পাথরের খাঁজগুলো ধরে সে উঠছিলো তাতে বুঝতে একটুও অসুবিধে হয় না যে ও পথ সে আগেও বহুবার অতিক্রম করেছে।

অ্যানসেলমো দৃষ্টির আড়ালে যেতেই আবার খিদে ভাবটা ফিরে এলো রবার্টোর। আর সেই সঙ্গে দুশ্চিন্তাটাও। খিদের ব্যাপারটা যদিও একটা পুরনো অভ্যাস কিন্তু দুশ্চিন্তাটা তার কাছে সম্পূর্ণ নতুন একটা উপসর্গ। রবার্ট জর্ডন ওরফে রবার্টো এর আগে জীবনে কখনো শত্রুর পিছু ধাওয়া করতে গিয়ে এভাবে চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েনি।

রবার্টো বিশ্বাস করে একজন উপযুক্ত এবং বিশ্বাসী পথপ্রদর্শকের সাহায্য পেলে

যে কোন শক্তিশালী শত্রুবাহিনীকে অনুসরণ করার কাজ অনেক—অনেক সহজ হয়ে দাঁড়ায়। সেই হিসেবে অ্যানসেলমোকে সে অবশ্য একজন যোগ্য পথপ্রদর্শকের আখ্যা দিতে পারে। অন্তত পাহাড়ী অঞ্চলে অনায়াস চলাফেরার দ্বারা সে নিজের যোগ্যতার মর্যাদা ইতিমধ্যেই দিতে পেরেছে। হাঁটাপথে চলতে রবার্টোও অবশ্য যথেষ্ট পটু, তবু সূর্যোদয়ের আগে থেকে ক্রমাগত লোকটার পিছু হাঁটতে হাঁটতে তাকেও হার স্বীকার করতে হয়েছে একসময়।

সবই ভালো লোকটার, যদিও একটা জিনিসের পরিচয় সে এখনো পায়নি। তা হলো তার বিচারবুদ্ধি ক্ষমতা যাচাই করার সুযোগ। ও ব্যাপারটাকে কাজে লাগিয়ে স্বপথে চালিত করার দায়িত্ব অবশ্য তারই।

না, অ্যানসেলমোকে নিয়ে সে মোটেই ভাবিত নয়। এমনকি সেতু ধ্বংস করার কাজটাও সে খুব কষ্টসাধ্য হবে বলে মনে করে না, কারণ ইতিপূর্বে এই ধরনের ছোট বড় নানান আকারের সেতু সে অনায়াসে উড়িয়ে দিয়ে এসেছে। অ্যানসেলমোর বর্ণনাকে পুরোপুরি সত্যি মেনে নিলেও রবার্টোর দৃঢ় ধারণা, যে পরিমাণ বিস্ফোরক সে দুটি প্যাকেটে মুড়ে এনেছে তাতে ওর দ্বিগুণ আকারের সেতুকেও নিমেষের মধ্যে ধ্বংস করা সম্ভব। প্রসঙ্গক্রমে একটা ঘটনার কথা রবার্টোর মনে পড়লো। লা গ্রাঞ্জাতে রওনা হবার ঠিক আগের দিন রাত্রে সেতুটার যথাযথ বর্ণনা দিয়ে গোলজ্ তাকে বলেছিলেন, 'এটাকে ওড়ানোর কাজ মোটেই কঠিন নয়।' বিরাট একটা মানচিত্রের ওপর পেন্সিল বুলিয়ে দেখাচ্ছিলেন তিনি। 'দেখতে পাচ্ছো?'

'হ্যাঁ, কমরেড জেনারেল।'

'বুঝতেই পারছো, সেতু ওড়ানোর সময়টা নির্দিষ্ট করা হবে আমাদের আক্রমণের সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। কাজটা কিভাবে করা হবে তাও তোমাকে বুঝিয়ে দিলাম।' পেন্সিলটাকে একবার দেখে নিয়ে গোলজ্ সেটা নিজের দাঁতের ওপর ঠুকতে লাগলেন। রবার্টো নিরুত্তর রইলো। কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে আবার মানচিত্রের ওপর পেন্সিল নামিয়ে আনলেন তিনি। 'আবার এমনও হতে পারে কাজটা হয়তো আদৌ তোমাকে করতে হলো না।'

'কেন?'

'কেন মানে?' গোলজ্ খেপে ওঠেন হঠাৎ। 'এত যুদ্ধ করে আমার পরেও তুমি প্রশ্ন করছো, কেন? এমন কোন গ্যারান্টি আছে কি যে আমার সিদ্ধান্ত পরে বদল হবে না? হলফ করে বলতে পারো কি যে আক্রমণ করার পূর্ব সিদ্ধান্ত আমরা শেষ অব্দি অপরিবর্তিত রাখবো? ওটা যে পুরোপুরি বাতিল হবে না তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? হয়তো সময়টাকে আরও ছ ঘণ্টা পিছিয়ে নিয়ে আসা হলো। দেখাতে পারবে তুমি, আজ পর্যন্ত কোন যুদ্ধে আক্রমণ নির্দিষ্ট সময়ক্ষণ মেনে করা হয়েছে?'

'অন্তত আপনার ক্ষেত্রে যে ওটা সময়ক্ষণ মেনে করা হবে এটুকু বলতে পারি,' রবার্টো মন্তব্য করে।

'তুমি হয়তো জানো না আক্রমণ করার দায়িত্ব আমার ওপর থাকে না, যদিও প্রস্তুতিটা আমিই নিই। গোলন্দাজ বাহিনীও আমার হাতে নেই। তাছাড়া

লোকজন আর মালমশলাও আমার চাহিদামতো কোন সময় পূরণ করা হয় না—এমন কি উপায় থাকলেও দেওয়া হয় না। এর ওপর অন্যান্য সমস্যা তো আছেই। যেমন আমি দেখেছি, প্রত্যেক ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে কোন-না-কোন অবাঞ্ছিত ব্যক্তি এসবের মধ্যে নাক গলাবেই। সে যাক, আপাতত তুমি তোমার দায়িত্বটা বুঝে নাও।'

'তাহলে আপাতত কখন আপনি ব্রীজটা ওড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন?'

'আক্রমণ শুরু হবার ঠিক পরেই এবং কোন ক্ষেত্রেই তার আগে নয়। আমি চাই না যুদ্ধ শুরু হবার পর সেতুর ওপাশ থেকে সৈন্য এনে ওরা বাহিনীর কলেবর বৃদ্ধি করাক।' পেন্সিল দিয়ে দেখালেন গোলজ্। 'এই পথ দিয়ে ওদের কোন কিছু যাতে না আসতে পারে সে সম্বন্ধে আমাকে নিশ্চিত হতে হবে।'

'আক্রমণটা কখন শুরু হচ্ছে?'

'পরে বলছি। তবে আগেই জানিয়ে রাখছি তারিখ এবং সময় দুটোরই বদল হওয়া সম্ভব, যদিও আপাতত ওটাকেই ধরে নিয়ে তুমি প্রস্তুতি নেবে। বুঝতে পেরেছো?' পেন্সিল দিয়ে দেখালেন। 'এটাই একমাত্র পথ যেখান দিয়ে এসে ওরা বাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি করতে পারে। ট্যাঙ্ক বলো, গোলন্দাজ সেনা বলো বা ভারি ট্রাকই বলো, আমার আক্রমণের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে গেলে এই পথে আসা ছাড়া ওদের গত্যন্তর নেই। সুতরাং ব্রীজটা ওড়াতে হবেই। আগে কাজটা করা চলবে না তার কারণ হঠাৎ যদি আমরা আক্রমণের সময়টা পিছিয়ে দিই ওরা ওটাকে সারানোর সুযোগ পেয়ে যেতে পারে। না, সেটা ওদের করতে দেওয়া হবে না। আমি ঝাঁপিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওটা যে ধ্বংস হয়েছে তা আমাকে জানতে হবে। শুনেছি ব্রীজটার ওপরে দুজন মাত্র রক্ষী আছে। যে তোমাকে ওখানে নিয়ে যাবে সে ইতিমধ্যেই এখানে পৌঁছে গেছে। যতদূর শুনেছি লোকটা খুবই বিশ্বাসী। তুমি অবশ্য বাজিয়ে নেবে তাকে। সেতুর কাছাকাছি এই পাহাড়ী এলাকার মধ্যে তার অনেক লোকজন আছে। তোমার যতজনকে প্রয়োজন নিয়ে নিও। খুব বেশি লোকের দরকার নেই, কিন্তু সংখ্যাটা যেন কাজের অনুপাতে কম না হয়ে যায় সেদিকে নিশ্চয়ই লক্ষ্য রাখবে। অবশ্য এসব জিনিস তোমাকে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করছি না।'

'কিন্তু আক্রমণ যে শুরু হয়েছে তা আমি জানবো কেমন করে?'

'এ কাজে আমাদের একটা পুরো ডিভিসনকে নামানো হবে। আকাশ থেকে কিছু বোমা ফেলার প্রস্তুতি আমরা নিয়েছি। কানে তুমি কম শোন না নিশ্চয়ই?'

'তাহলে প্লেন থেকে বোমাবাজি শুরু হলেই আমি ধরে নেবো যে আক্রমণও শুরু হয়ে গেছে, তাই তো?'

'তোমার এই ধারণাটা সর্বক্ষেত্রেই যে প্রযোজ্য হবে এমন ভেবে নেওয়া নিশ্চয়ই ঠিক নয়।' মাথা নাড়তে নাড়তে গোলজ্ বললেন, 'তবে এবারে ভাবছি ওইভাবেই শুরু করবো।'

'বুঝলাম। তবে মনের দিক দিয়ে কাজটা করার সাড়া আমি এখনও পাচ্ছি

না।'

'তা যদি বলো, আমারও তেমন সায় নেই মন থেকে। কিন্তু যদি রাজি না থাকো এখনই জানিয়ে দাও। যদি মনে করো তোমার দ্বারা হবে না, তাও জানাও এক্ষুনি।'

'না না, কাজটা করবো আমি,' রবার্টো দৃঢ় গলায় বলে। 'নিশ্চয়ই করবো।'

'ব্যস, এইটুকুই যথেষ্ট। আমি শুধু দেখতে চাই, সেতুটা ব্যবহার করে ওরা এদিকে আসতে পারছে না।'

'বুঝেছি।'

'এই ধরনের কাজের দায়িত্ব কারুর ঘাড়ে চাপাতে আমার ভালো লাগে না,' গোলজ্ বলে চলেন। 'তাই জোরজবরদস্তি আমি করছি না। তাও এসব ক্ষেত্রে সাধারণত যেসব সম্ভাব্য ঝামেলার উদ্ভব হয় এবং সেগুলোর কি করে মোকাবিলা করতে হয় তা তোমাকে আমি বুঝিয়ে দেবো।'

'কিন্তু সেতুটা ধ্বংস হয়ে গেলে আপনি লা গ্রাঞ্জাতে কিভাবে এগোবেন?'

'অপারেশনটা শেষ হয়ে গেলে আমরা নিজেরাই আবার ওটা সারিয়ে নেবো। আমাদের এই অনবদ্য পরিকল্পনাটা রচনা করা হয় মাদ্রিদে। যথারীতি এখানেও আমি খুব বেশি সৈন্য ব্যবহার করছি না। তবু অপারেশনটার সাফল্য সম্বন্ধে আমার মনে কোন সংশয় নেই। তবে হ্যাঁ, ওই সেতুটার অবশ্যই ব্যবস্থা হওয়া চাই। তাহলেই সেগোভিয়া আমাদের দখলে এসে যাবে। এবার শোন কিভাবে কাজটা হবে। ঠিক এই জায়গায়—তলার দিকে আমরা আক্রমণ করছি—'

'আমার ওসব না জানাই ভালো,' রবার্টো বাধা দেয়।

'তা একদিক দিয়ে ভালো।' পেন্সিল দিয়ে কপালে টোকা মারতে থাকেন গোলজ্। 'সময়ে সময়ে আমার নিজেরও মনে হয় কথাটা। সবার সব কিছু জানা নিশ্চয়ই উচিত নয়। কিন্তু সেতুটার বিষয়ে তোমার তো জানা উচিত?'

'আমি জানি ওটার সম্বন্ধে।'

'আমারও তাই বিশ্বাস ছিলো। যাক, অনেক বক্তৃতা হলো, এবার একটু ড্রিঙ্ক নেওয়া যাক। বেশি কথা বললে আমার আবার তেষ্টা পেয়ে যায়।…কমরেড হর্ডন। স্প্যানিশ ভাষায় তোমার নামটা বড় অদ্ভুত শোনায়।'

'আর আপনার নামটা?'

'হোটজ্।' সামান্য হেসে গোলজ্ এমনভাবে গলা খাঁকারি দিলেন যেন ঠাণ্ডায় তাঁর গলা ধরে গেছে। 'কমরেড জেনারেল হোটজ্। স্প্যানিশে আমার নামটা এমন বিশ্রীভাবে বিকৃত হবে জানলে যুদ্ধে আসার আগে একটা ভাল নাম নিয়ে আসতাম। একটা ডিভিসনের দায়িত্ব নিয়ে এখানে আসার সময় নিজের নামটা বদলে নেবার সুযোগও আমার ছিলো। হোটজ্ নামটা আমার নিজেরই বাছা। যাক, আমি শুনেছি সেতু ওড়াতে তুমি নাকি ভীষণ দক্ষ, বৈজ্ঞানিক পন্থায় তুমি নাকি কাজ করো। অবশ্য এগুলো সবই অন্যের মুখে শোনা কথা, নিজের চোখে তো দেখিনি। সত্যি তুমি ওগুলো ওড়াতে পারো নাকি? আচ্ছা, আগে এটা খেয়ে নাও।' এক

গেলাস স্প্যানিশ ব্রাণ্ডি এগিয়ে দিলেন গোলজ্, 'সেতুগুলো কি তুমি একেবারে উড়িয়ে দাও ?'

'মাঝে মাঝে দিই।'

'এটাকে যেন একেবারে ওড়াতে যেও না। আচ্ছা যাক, ও নিয়ে আর আলোচনার প্রয়োজন নেই। আশা করি তুমি ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছো। আচ্ছা, ঠাট্টাতামাসা যখন চলছে এই ফাঁকে একটা কথা জেনে নিই তোমার কাছে। তোমার মেয়ে-বন্ধু নিশ্চয়ই অনেক আছে ?'

'মেয়েদের সঙ্গে মেশার মতো সময় আমার নেই।'

'যুক্তিটা ঠিক মানতে পারলাম না। সাধারণত দেখা যায় চাকরি অনিয়মিত হলে জীবনটাও অনিয়মে চলে। তোমার চাকরিটা যে অনিয়মিত নিশ্চয়ই তুমি মানবে ? তোমার চুলটা কিন্তু কাটা দরকার।'

'আমার তো মনে হয় চুল আমার ঠিকই আছে।' গোলজ্-এর মতো মাথা কামানোর কথা ভেবে রবার্টো বিরক্ত হয়ে ওঠে। 'আর মেয়েছেলের কথা চিন্তা করার চেয়ে অনেক বড় চিন্তা আমার মাথায় সর্বদা ঘুরপাক খায়।' গম্ভীর হয়ে কথাটা বলে সে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে, 'আমার পোশাকটা কিরকম আন্দাজ হবে বলুন ?'

'সেরকম বিশেষ কিছু থাকবে না।' হাসলেন গোলজ্। 'আমি ঠাট্টা করছিলাম, চুল তোমার ঠিকই আছে। তোমার সঙ্গে আমার তফাত অনেক দেখছি।' আবার গেলাসে পানীয় ঢালতে শুরু করলেন তিনি।

'মেয়েছেলে নিয়ে চিন্তা আপনিও করেন না, আমি তো করিই না। দয়া করে এসব জিনিস আমার মাথায় ঢোকাবেন না।'

গোলজ্-এর এক সহকারী একটু দূরে বসে বোর্ডে লাগানো একটা মানচিত্র ঘাঁটা-ঘাঁটি করছিলো, সহসা সে বিচিত্র ভাষায় গোলজ্-এর উদ্দেশ্যে কিছু বলে উঠলো। রবার্টো তার কথা বুঝলো না।

'চুপ করো তুমি।' তাকে ধমক দিলেন গোলজ্, তারপর রবার্টোর উদ্দেশ্যে বললেন, 'প্রয়োজনে ঠাট্টাতামাসা আমি করে থাকি। একটা গাম্ভীর্যপূর্ণ বিষয়ের পর ওটার একটু দরকার ছিলো। এবার এই ড্রিঙ্কটা শেষ করে তুমি কেটে পড়বে। বুঝেছো ?'

'আচ্ছা।'

গোলজ্-এর সঙ্গে রবার্টোর এরপর আর দেখা হয়নি। বাইরে এসে যে গাড়িটায় সে উঠেছিলো অনেক আগে থেকেই আনসেলমো নামে বৃদ্ধ লোকটা শুয়েছিলো সেখানে। তাকে ঘুমন্ত অবস্থাতে নিয়েই গুয়াডারমার পথে রওনা হয়েছিলো গাড়িটা। ওটা ছিলো গন্তব্যস্থলে রওনা হবার আগের দিনের ঘটনা।

আগামীকাল রাতের অন্ধকারে বাকিরা লক্ষ্যস্থলের পথে যাত্রা শুরু করবে। সারি সারি ট্রাক বোঝাই মানুষ, যার প্রত্যেকটার সামনে থাকবে মেশিনগানধারীরা আর তাদের পেছনে থাকবে ট্যাঙ্কবাহী গাড়ির মিছিল। একটা গোটা ডিভিসনের সৈন্যবাহিনী এইভাবে চলতে শুরু করবে। কিন্তু ও ব্যাপারটায় রবার্টোর মাথা

থামানোর প্রয়োজন নেই, কারণ ওটা সম্পূর্ণভাবে গোলজ্-এর বিবেচ্য বিষয়। আপাতত সে শুধু নিজের দায়িত্বটা নিয়েই মনোনিবেশ করবে।

পাথরের মাঝ দিয়ে প্রবহমাণ ঝর্ণার স্বচ্ছ জলের দিকে তাকাতে তাকাতে সহসা এক জায়গায় কিছু শালুক ফুলের দিকে দৃষ্টি পড়লো রবার্টোর। এগিয়ে গিয়ে দু হাতে কিছু গাছ তুলে কাদামাখা শিকড়গুলো জলে ধুয়ে নিলো সে, তারপর নিজের জায়গায় ফিরে এসে ঝাল ঝাল পাতা আর কাণ্ডগুলো চিবোতে শুরু করলো। সবশেষে কোমরবন্ধনীর সঙ্গে লাগানো পিস্তলটা পিঠের দিকে সামান্য ঠেলে, ঝুঁকে দাঁড়িয়ে, দু হাতের অঞ্জলি ভরে জল খেয়ে নিলো।

এরপর ঘাড় ঘোরাতেই রবার্টো দেখলো অ্যানসেলমো একজনকে নিয়ে ওপর থেকে নেমে আসছে। অ্যানসেলমোর মতো হুবহু একই পোশাক তার পরনে, পিঠে ঝোলানো একটা বন্দুক, মাথার চুল কামানো। ঠিক ছাগলদের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে পাহাড় থেকে নামছিলো ওরা।

লোকটা কাছে আসতেই রবার্টো সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মুচকি হাসলো। 'সেলাম কমরেড।'

'সেলাম,' সামান্য বিরক্তির সঙ্গে জবাব দিলো সে।

রবার্টো তাকে ভালো করে নিরীক্ষণ করলো। চাপদাড়িওলা গোলাকার মুখটা প্রায় ঘাড়ের সঙ্গে লাগানো, ছোট ছোট চোখ দুটোর মাঝের দূরত্বটা বেশ বেশি, কান দুটোও মুখের তুলনায় অনেক ছোট। চেহারাটা বিশাল, অন্তত পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি লম্বা। হাতের আর পায়ের গঠনও সেই তুলনায় যথেষ্ট বড়। নাক ভাঙা, ঠোঁটের এক কোণে থুতনির একটা গভীর ক্ষতকে মুখের দাড়ি অনেকখানি চাপা দিয়ে রেখেছে।

'এ হলো এখানকার সর্দার।' লোকটার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো অ্যানসেলমো। 'ভারি তেজী লোক।'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি।' রবার্টো মুখে হাসি ফোটালেও ভেতরে ভেতরে মোটেই খুশি হচ্ছিলো না।

লোকটা মুখ খুললো এবার, 'আপনার পরিচয়ের প্রমাণ আছে কিছু?'

রবার্টো তার বুকপকেটের সঙ্গে লাগানো সেফটি পিনটা খুলে ভেতর থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করে তার দিকে বাড়িয়ে ধরলো। লোকটা দু-একবার কাগজটা উল্টেপাল্টে দেখেই ফেরত দিয়ে দিলো।

রবার্টো বুঝলো তার অক্ষরজ্ঞান নেই।

'ওই ছাপটা শুধু দেখে রাখ।'

অ্যানসেলমোর ইঙ্গিত করা জায়গায় কাগজটার ওপর মোহরের ছাপটায় আঙুল বুলিয়ে লোকটা জিজ্ঞেস করলো, 'কিসের ছাপ এটা?'

'তুমি আগে কখনো দেখোনি এটা?'

'না।'

'এখানে দুটো মোহর দেওয়া আছে,' রবার্টো বলে। 'একটা মিলিটারি গোয়েন্দা

বিভাগের আর একটা আমাদের বাহিনীর পরিচয়।'

'হতে পারে, আগে হয়তো দেখেছি,' যথারীতি গম্ভীর লোকটা। 'কিন্তু এখানে কারুর হুকুম মেনে আমি চলি না। ওই প্যাকেটে কি আছে?'

'ডিনামাইট,' অ্যানসেলমো গর্বের সঙ্গে বলে। 'গতকাল রাতের অন্ধকারে সীমানা পেরিয়ে, সারা দিন হেঁটে আমরা ওগুলো পাহাড়ে তুলেছি।'

'ডিনামাইট আমি ব্যবহার করেছি।' রবার্টোর দিকে তাকায় লোকটা। 'কতখানি এনেছেন আমার জন্যে?'

'তোমার জন্যে আমি কোন ডিনামাইট আনিনি। ওটা অন্য কাজের জন্যে আনা,' এবার রবার্টো গম্ভীর হয়। 'কি নাম তোমার?'

'আমার নাম জেনে আপনার কি দরকার?'

'ওর নাম পাবলো,' অ্যানসেলমো বলে। সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পাবলো তার দিকে তাকায়।

'ও, তাই বলো! আমি তো তোমার সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছি,' রবার্টো বলে ওঠে।

'আমার নাম আগে শুনেছেন আপনি?'

'শুনেছি বৈকি। আমি জানি তুমি একজন ওস্তাদ গেরিলা নেতা। তাছাড়া তুমি যে একজন সত্যিকারের দেশপ্রেমী তার অনেক প্রমাণ নাকি তুমি কাজের মাধ্যমে সকলকে দেখিয়েছো। তোমার সাহসও নাকি বিরাট। আমাদের বাহিনীর তরফ থেকে তোমাকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি।'

'এ সব আপনি কার কাছে শুনলেন?'

রবার্টো লক্ষ্য করলো লোকটা তোষামোদিতে মোটেই ভোলেনি।

'বুইট্রাগো থেকে এসকোরিয়াল সর্বত্রই তোমার নাম আমি শুনেছি।'

'আমি বুইট্রাগোতেও কাউকে চিনি না, এসকোরিয়ালেও কাউকে চিনি না।'

'এই পাহাড়টার ওধারে এমন বহু লোক আছে যারা আগে এখানে থাকতো না,' রবার্টো প্রসঙ্গ বদলাতে চেষ্টা করে। 'তোমার আসল বাড়ি কোথায়?'

'অ্যাভিলাতে। ডিনামাইট নিয়ে কি করবেন?'

'একটা সেতু ওড়াবো।'

'কোন্ সেতু?'

'সেটা আমার বিবেচনার ব্যাপার।'

'ওটা যদি আমার এলাকার মধ্যে হয়ে থাকে, ব্যাপারটা তাহলে নিশ্চয়ই আমারও বিবেচনার ব্যাপার। যেখানে যে থাকে তার আশেপাশের কোন সেতুকে কখনো কেউ নষ্ট হতে দেয় না। এটা আপনার জানা উচিত।'

'আমি আগেই তোমাকে বলেছি ওটা আমার বিবেচনার বিষয়। তবে তোমার সঙ্গে ও ব্যাপারে আলোচনা করতে আমার আপত্তি নেই। এই প্যাকেট দুটো লুকিয়ে রাখতে তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে?'

'না,' পাবলো মাথা নেড়ে ওঠে।

সহসা অ্যানসেলমো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে তার উদ্দেশ্যে এমন এক ভাষায় কথা বলতে শুরু করে যার সবটা রবার্টো বুঝে উঠতে না পারলেও আকারে ইঙ্গিতে অনেকটাই অনুমান করে নেয়। অ্যানসেলমোর কথাগুলো অনেকটা এইরকম :

'আরে, তুমি কি ক্ষেপে গেলে নাকি? দেখে তো মনে হচ্ছে বুদ্ধিশুদ্ধি তোমার সব লোপাট। এলাম একটা জরুরী কাজ নিয়ে, যাতে তোমাদেরও উপকার হবে—আর তুমি সেটা না জেনেশুনে বেমালুম উড়িয়ে দিচ্ছ? নাও নাও, উল্টোপাল্টা না বকে প্যাকেটটা তুলে নাও।'

পাবলো মাথা নিচু করে। 'যার যা সামর্থ্য সেই অনুযায়ী কাজ করাই ভালো। আমি এখানে থাকলেও সেগোভিয়া পর্যন্ত আমার এলাকা। এর মধ্যে কোনরকম ঝামেলা হলে আমি তোমাদের এখান থেকে বের করে দেবো। মনে রেখো, আমরা এখানে শেয়ালের নীতিতে আছি, ফালতু ঝুটঝামেলা আমাদের একদম পছন্দ নয়।'

'হ্যাঁ, জানি,' তিক্ত গলায় জবাব দেয় অ্যানসেলমো, 'যেখানে নেকড়ের উৎপাতের ভয় থাকে সেখানে শেয়ালকে ওইভাবেই থাকতে হয়। কিন্তু জেনে রাখো তুমি, এই আটষট্টি বছর বয়সেও আমি তোমার থেকে কিছু কম ক্ষমতা ধরি না।'

'এত বয়েস তোমার?' পরিস্থিতিকে খানিকটা স্বাভাবিক করতে রবার্টো বলে ওঠে।

'হ্যাঁ, এই জুলাইতে আটষট্টি পূরণ হবে।'

'তাহলে ওই মাসটা পর্যন্ত তোমাকে জ্যান্ত দেখতে গেলে আমার দেখছি তোমাদের সাহায্য না করে উপায় নেই।' রবার্টোকে লক্ষ্য করে পাবলো বলে, 'একটা আমি নিচ্ছি, আর একটা ওই বুড়োকে দিন। ওর গায়ে যে প্রচণ্ড জোর আছে তা তো আমাকে মানতেই হবে।'

'না না, আমিই নিচ্ছি ওটা,' রবার্টো বলে ওঠে।

'না!' এবার অ্যানসেলমো বলে। 'আর একটা ওই পালোয়ানকেই নিতে দিন।'

'আমাকে তাহলে তোমার বন্দুকটা দাও।' পাবলোর বন্দুকটা পিঠে ঝুলিয়ে নিয়ে রবার্টো ওদের পিছু পিছু পাহাড়ে উঠতে শুরু করে।

ভারি বোঝাটা পিঠে না থাকায় সে বেশ স্বস্তি অনুভব করছিলো। পাহাড়ের মাথায় ছোট্ট একটা তৃণভূমি অতিক্রম করার সময় সে লক্ষ্য করলো জায়গায় জায়গায় ঘাসগুলো ছোট ছোট করে ছাঁটা। মাটির ওপর পেরেক বেঁধানোর মতো বেশ কিছু গর্তও দেখা যাচ্ছিলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেলো তার কাছে। ওগুলো ঘোড়ার নালের চিহ্ন। সম্ভবত রাতের অন্ধকারে তাদের এখানে এনে ঘাস খাইয়ে দিনের বেলা কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়। পাবলোর এরকম ঘোড়ার সংখ্যা কত হতে পারে রবার্টো অনুমান করতে চেষ্টা করে।

ব্যাপারটা নিয়ে বিষদভাবে ভাবতে গিয়ে পাবলোর প্যান্টের হাঁটু আর উরুর দু পাশের ঘষা অংশগুলোর কথাও তার মনে পড়লো। ঘোড়ায় চড়ার স্পষ্ট চিহ্ন ওগুলো।

আরো কিছুটা ওঠার পর তার ধারণাটা স্পষ্ট রূপ নিলো। দূর থেকে গাছের গোড়ার সঙ্গে বাঁধা একটা ঘোড়াকে দেখা গেলো। আরও পেছনে ঘন পাইন অরণ্যের মাঝে আরো কিছু ঘোড়া বাঁধা ছিলো। একটা গাছের নিচে ত্রিপলে চাপা দেওয়া ছিলো স্তূপাকার জিন্‌গুলো।

কাছাকাছি গিয়ে ওরা দাঁড়িয়ে পড়তেই রবার্টো বুঝলো এবার তার ঘোড়াগুলোর প্রশংসা করা দরকার।

'সত্যিই চমৎকার!' বলেই পাবলোর দিকে ঘুরে তাকালো সে। 'তোমার অশ্ববাহিনী?'

দড়ির জালে ঘেরা খোঁয়াড়ের মধ্যে সবসুদ্ধ পাঁচটা ঘোড়া রাখা ছিলো। তিনটে তামাটে, একটা পিঙ্গল আর একটা হরিণ বর্ণের। এদের প্রত্যেকটাকে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে রবার্টো লক্ষ্য করলো পাবলোর মুখের গাম্ভীর্য অনেকখানি কেটে গিয়ে একটা স্পষ্ট গর্বভাব ফুটে উঠেছে। যেন বিরাট একটা চমক দেবার আনন্দে অ্যানসেলমোর চোখ দুটোও জলজল করছিলো। সেই-ই মুখ খুললো প্রথম: 'কিরকম দেখছেন?'

'হ্যা, সব আমার!' পাবলোর মনের ভাব মুখেও প্রকাশ হয়ে পড়ে।

'ওটা সব থেকে ভালো।' মাথায় সাদা দাগওয়ালা তামাটে রঙের যে ঘোড়টার দিকে রবার্টো নির্দেশ করলো তার একটা পা পুরোপুরি সাদা।

'ভালো সবকটাই,' পাবলো উত্তর দেয়। 'ঘোড়া চেনেন আপনি?'

'তা চিনি কিছুটা।'

'ভালো। এদের মধ্যে একটার কিছু গড়বড় আছে, লক্ষ্য করেছেন?'

সবকটা ঘোড়াই সরাসরি পাবলোর দিকে তাকিয়ে ছিলো। দড়ির জালের ভেতর ঢুকে প্রথমে হরিণ বর্ণের ঘোড়াটার পিঠে আলতো চাপড় মারলো রবার্টো, তারপর চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে একটা ঘোড়াকে একটু বেশীক্ষণ নিরীক্ষণ করে আবার বাইরে বেরিয়ে এলো।

'হলুদটার পেছনের পাটা ঠিক নেই। খুরটা অনেকখানি চেরা—অবশ্য এখনো ঠিকমতো নাল লাগাতে পারলে তেমন ভয়ের কারণ নেই, তবে শক্ত মাটির ওপর বেশি চরালে ওর ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।'

'আমরা যখন ওকে নিয়ে আসি তখনই ওর খুরটা অমন ছিলো,' পাবলো বলে।

'তোমার যেটা সবচেয়ে ভালো ঘোড়া, ওই সাদা মুখওলাটার পিঠের ওপর দিকে একটা বিশ্রী ক্ষত দেখলাম।'

'ও কিছু নয়। দিন তিনেক আগে হঠাৎ পড়ে গিয়ে ওখানে চোট পেয়েছে। তেমন কিছু হবার হলে এর মধ্যেই হয়ে যেতো।'

ত্রিপল তুলে কালো চামড়ায় তৈরি সৈনিকদের ব্যবহৃত দুটো জিনকে দেখিয়ে পাবলো বললো, 'দুটো রক্ষীকে মেরে আমরা ওগুলো পেয়েছি। সেগোভিয়া আর সান্তামারিয়া ডেল রিয়েলের মাঝে একটা গাড়িকে দাঁড় করিয়ে ওরা ড্রাইভারের কাগজপত্তর দেখছিলো, আমরা সেই সময় ওদের মেরে ঘোড়া দুটো দখল করে নিই।'

'এইভাবে তোমরা তাহলে অনেক রক্ষীকেই মেরে ফেলেছো বলো ?'

'তা মেরেছি, প্রচুর। তবে এই প্রথম আমরা আস্ত অবস্থায় দুটো ঘোড়া পেলাম।'

'অ্যারিভালোর ট্রেনটা পাবলোই উড়িয়েছে,' অ্যানসেলমো বলে, 'আমাদের এই পাবলো।'

'এক বিদেশী সেবার আমাদের জন্যে বোমা বানিয়ে দেয়,' পাবলো বললো। 'চেনেন তাকে ?'

'কি নাম ?'

'মনে নেই, তবে একটু অদ্ভুত ছিলো নামটা।'

'দেখতে কিরকম ?'

'রঙ আপনার মতোই পরিষ্কার, তবে অত লম্বা নয়। আর আপনার মতো বড় বড় হাত বা ভাঙা নাকও তার ছিলো না।'

'বুঝেছি, ওর নাম ছিলো কাশখিন।'

'হ্যা হ্যা, এবার মনে পড়েছে, ওইরকমই নামটা। আচ্ছা, তিনি এখন কোথায় ?'

'গত এপ্রিলে মারা গেছেন।'

অ্যানসেলমো দীর্ঘশ্বাস ফেলে। 'আমাদের সকলকেই একদিন এইভাবে মরতে হবে।'

'আমার মৃত্যু এখানেই হবে।' যেন স্বগতোক্তির মতো বলতে থাকে পাবলো, 'তাছাড়া এই পাহাড় ছেড়ে যাবোই বা কোন্ চুলোয় ? আর কোথায়ও ঠাঁই হবে আমাদের ?'

'কেন, স্পেনে কি পাহাড়ের অভাব ? সেরা দ্য গ্রেডোসের মতো জায়গাও তো রয়েছে ?'

'ওসব আমার জন্যে নয়। নিজেকে লুকিয়ে রাখতে রাখতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এখানে বেশ আছি আমরা। আপনি সেতুটা ওড়ালে আবার আমাদের পেছনে ফেউ লেগে যাবে। একবার যদি ওরা বুঝতে পারে আমরা এখানে আছি, ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে এরোপ্লেন উড়িয়ে দেবে আকাশে। এমন কি মুরদের লাগিয়ে দিলেও ওরা খুঁজে বের করবে আমাদের। না না, ওসব আর ভাল্লাগে না। শুনুন!' রবার্টোর দিকে তাকায় পাবলো: 'একজন বিদেশী হয়ে কোন্ সাহসে আপনি আমাকে উপদেশ দিতে এসেছেন বলতে পারেন ?'

'আমি তো তোমায় কিছু করতে বলিনি ভাই।'

'বলেন তো আপনাকে লুকিয়ে রাখা যেতে পারে, কিন্তু ওগুলো ?' প্যাকেট দুটো নির্দেশ করে পাবলো। 'ঝামেলা তো ওগুলোকে নিয়েই।'

'দ্যাখো, আমি এখানে এসেছি সম্পূর্ণ কর্তব্যের খাতিরে। যারা আমাকে পাঠিয়েছে এই যুদ্ধ তারাই পরিচালনা করছে। সেক্ষেত্রে যদি তোমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়, আর তুমি যদি তাতে রাজী না থাক, তাহলে বাধ্য হয়ে আমাকে অন্য লোকের শরণাপন্ন হতেই হবে। অবশ্য তোমার সাহায্য আমি এখনো পর্যন্ত চাইনি।

তবে আমার ওপর যে হুকুম আছে তা আমাকে তামিল করতেই হবে—এবং জেনে রাখো, সে কাজটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর আমি যে বিদেশী তার জন্যে আমি নিজে নিশ্চয়ই দায়ী নই। বিদেশে না জন্মে আমি এখানেও তো জন্মাতে পারতাম?'

'আমার কাছে এখন সবচেয়ে জরুরী ঝামেলা এড়ানো,' পাবলোর গলা গম্ভীর, থমথমে। 'এখানে যারা আছে, আর আমি নিজে যাতে ঝুটঝামেলা থেকে দূরে থাকতে পারি, সেটা দেখা আমার এখন একমাত্র কাজ।'

'অন্যের কথা না বলে তোমার নিজেরটাই বলো,' অ্যানসেলমো ঝামটে ওঠে। 'ওই ঘোড়াগুলো আর তুমি নিজে, এছাড়া আর কারুকে নিয়ে চিন্তা আছে তোমার?'

'তুমি অন্যায় বলছো। একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে আমি যে ঘোড়াগুলো রেখেছি তা তুমি জানো।'

'আমি যা বলেছি তার মধ্যে ভুল কিছু নেই। বুড়ো হয়েছি ঠিকই, কিন্তু তা বলে ভয় আমি কাউকে পাই না।'

'চুপ করো! বড় বেশি কথা বলো তুমি,' পাবলো একটা প্যাকেট কাঁধে তুলে নেয়।

'আচ্ছা চলো,' দ্বিতীয় প্যাকেটটা তুলতে তুলতে অ্যানসেলমো বলে, 'খিদে তেষ্টা দুটোই পেয়েছে। আগে ওগুলো মেটানোর ব্যবস্থা করো দেখি।'

সূত্রপাতটা অত্যন্ত খারাপ হলো, রবার্টো মনে মনে ভাবে। এই ধরনের মানুষেরা সময়বিশেষে যেমন ভালো, তেমনি আবার মাঝে মাঝে অত্যন্ত বিপজ্জনকও হয়ে ওঠে। কিন্তু অ্যানসেলমো নিশ্চয়ই জেনেশুনেই তাকে এনেছে। তবু রবার্টোর মনের খুঁতখুঁতুনি দূর হলো না।

সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে একমাত্র শুভ সংকেত, পাবলোর প্যাকেটটা বহন করা আর নিজের বন্দুকটা তার হাতে দেওয়া। কিন্তু ওর মেজাজ কি বরাবরই এরকম তিরিক্ষে ধরনের!

এ সম্বন্ধে নিশ্চিত ধারণা না করে তার বর্তমান অবস্থাটাই যাচাই করতে চাইলো রবার্টো। যে কোন কারণেই হোক, লোকটা যে বিরক্ত তার ওপর তাতে কোন সন্দেহ নেই—এবং এই ভাবটা সে গোপন করার চেষ্টাও করেনি। সুতরাং বন্ধুত্বসুলভ কোনপ্রকার আচরণ প্রকাশ না করা পর্যন্ত তাকে বিশ্বাস করার প্রশ্ন ওঠে না।

তবে লোকটা যাই হোক তার ঘোড়াগুলো যে অত্যন্ত সুন্দর তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। বুড়োর কথাগুলো হয়তো যথার্থ—ঘোড়াগুলো আর নিজেকে নিয়েই মশগুল হয়ে আছে সে। হয়তো ওদের রেসের মাঠে নামিয়ে বড়লোক হবার বাসনাও মনে মনে রাখে। এবারের চিন্তাধারাটা মোটামুটি পছন্দসই হতে রবার্টো মনে মনে হাসলো।

কিন্তু না, এসব নিয়ে ভাবনার সময় এখন নয়। একটা সেতু ধ্বংস করার কাজ নিয়ে সে এসেছে, আপাতত ওটা ছাড়া অন্য কিছু মনে ঠাঁই দেওয়া উচিত নয়, রবার্টো বোঝায় নিজেকে। কিন্তু পেটের খিদের নিবৃত্তি? পাবলোর ওপর এ ব্যাপারে ভরসা রাখা যায় কি?

দুই

দারুবৃক্ষের গভীর জঙ্গল পেরিয়ে পেয়ালাকৃতি একটা উপত্যকায় ওরা আসতেই রবার্টো বুঝলো ওদের ঘাঁটিটা আশেপাশেই কোথাও আছে। দেখা গেলো তার অনুমান নির্ভুল। জায়গাটা সত্যিই সুন্দর এবং খুব কাছে না যাওয়া পর্যন্ত বোঝবার উপায়ও নেই। এমন কি আকাশ থেকেও ওটা দৃষ্টিগোচর নয়। ঠিক যেন একটা ভাল্লুকের আস্তানা। কিন্তু ওখানকার পাহারাদারটা বোধহয় একটু বেশিমাত্রায় সজাগ। ওদের কাছে আসতে দেখে ভুরুটুরু কুঁচকে তাকালো সে। একটা বিরাট গুহামুখ আগলে, পাথরে হেলান দিয়ে, দু পা মাটিতে ছড়িয়ে সে ছুরি দিয়ে একটা কাঠি চাঁচছিলো। পাশেই একটা পাথরের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখা ছিলো তার বন্দুকটা।

'কি হে, ওসব কি আনলে?'

'আনলাম এই বুড়ো আর এক ডিনামাইট-ফাটাইয়েকে।' গুহার মুখে পাবলোকে প্যাকেটটা রাখতে দেখে অ্যানসেলমোও সেখানে নিজের বোঝাটাকে মুক্ত করলো। একটা পাথরের গায়ে রাইফেলটা হেলান দিয়ে রাখলো রবার্টো।

'উহু উহু, গুহার অত কাছে রেখো না,' নীল চোখওয়ালা জিপসী লোকটা পাবলোর উদ্দেশ্যে বলে ওঠে। 'ওখানে আগুন জ্বলছে ভেতরে।'

'যেখানে রাখতে হয় তুমি রাখো,' পাবলো বলে। 'ওই গাছটার পাশে সরিয়ে দাও।'

জবাবে অশ্রাব্য একটা খিস্তি ব্যবহার করলো লোকটা, কিন্তু ওঠবার কোন লক্ষণ দেখালো না। শেষে বললে, 'ঠিক আছে, ওখানেই থাক তবে। নিজেকে নিজেই উড়িয়ে দাও তবেই যদি তোমার ব্যামোটা ছাড়ে।'

'কি তৈরি করছিলে তুমি? জিপসীটার পাশে বসে পড়ে রবার্টো।

বাঁশের কঞ্চি দিয়ে তৈরি ফাঁদের মতো আকৃতির একটা বস্তু দেখায় লোকটা। 'শেয়াল ধরা ফাঁদ। এতে একবার পা দিলেই শিরদাঁড়া খতম। এই দেখুন।' ফাঁদটার কার্যকারিতা সে রবার্টোকে বুঝিয়ে দেয়।

'ও খরগোশ ধরে বলে শেয়াল মেরেছি,' অ্যানসেলমো বলে। 'কোনদিন সত্যি সত্যি শেয়াল ধরলে হয়তো বলে বসবে হাতি ধরেছি।'

জিপসীটা তার ঝকঝকে সাদা দাঁত বের করে হেসে রবার্টোর উদ্দেশ্যে চোখ টিপলো। 'আর যদি সত্যিই হাতি ধরি?'

'ওটাকে ট্যাঙ্ক বলে চালাবে, আর কি?' অ্যানসেলমো বলে।

'তাহলে জেনে রাখো, আমি একদিন সত্যিই একটা ট্যাঙ্ক ধরছি।'

অ্যানসেলমো হাসে। 'জিপসীদের কথায় আর কাজে কোন সময়েই সঙ্গতি থাকে না।'

ইতিমধ্যে পাবলো কোন্ ফাঁকে গুহার মধ্যে ঢুকে গেছে রবার্টো লক্ষ্য করেনি। সম্ভবত খাবার আনতে গেছে, ভাবলো সে। পড়ন্ত বেলার সূর্যরশ্মি গাছের ফাঁক দিয়ে এসে তার পায়ের ওপর পড়ছিলো। ভেতর থেকে পেঁয়াজ আর তেলে-ভাজা মাংসের গন্ধ যেন আরো বহুগুণ বাড়িয়ে তুলছিলো তার খিদেকে।

'একটা ট্যাঙ্ক আমরা অনায়াসে পেতে পারি,' প্রসঙ্গটার আবার জের টানে সে। "ওটা এমন কিছু মস্ত ব্যাপার নয়।'

'ধরবেন কি করে, এটা দিয়ে?' প্যাকেট দুটোর দিকে ইঙ্গিত করে জিপসীটা।

'ট্যাঙ্ক ধরার ফাঁদ কিভাবে তৈরি করতে হয় আমি তোমাকে শিখিয়ে দেবো। খুব শক্ত নয় ব্যাপারটা।'

'শুধু আপনি আর আমি, দুজনে মিলে হয়ে যাবে?'

'আবার কি! কেন হবে না?'

'ওহে,' অ্যানসেলমোর উদ্দেশ্যে হাঁক দেয় লোকটা, 'ও দুটো সাবধানে রাখার ব্যবস্থা করো। অনেক দামী মাল আছে ওতে।'

অ্যানসেলমো গজগজ করে ওঠে, 'আমি এখন মালের খোঁজে যাচ্ছি।'

অগত্যা রবার্টো নিজেই প্যাকেট দুটো গুহার মুখ থেকে সরিয়ে একটা গাছের গুঁড়ির গায়ে হেলান দিয়ে রেখে এলো।

'আমার জন্যেও এক পাত্তর এনো,' অ্যানসেলমোর উদ্দেশ্যে হাঁক দিয়ে ওঠে জিপসীটা।

রবার্টো ফিরে এসে আবার তার পাশে বসলো। 'এখানে মদ পাওয়া যায়?'

'মদ? কেন পাওয়া যাবে না? প্রচুর পাওয়া যায়।'

'আর খাবারদাবার?'

'যা চাইবেন তাই পাবেন। কই, আপনার নামটা তো শোনা হলো না?'

'রবার্টো। তোমার?'

'র‍্যাফেল। আচ্ছা, ট্যাঙ্কের ব্যাপারটা তখন যা বলছিলেন সেটা ঠাট্টা নয় তো?'

'আরে ঠাট্টা হবে কেন? আশ্চর্য তো!'

এক হাতে তিনটে পেয়ালা অন্য হাতে একটা বড় পাথরের বাটিতে পানীয় নিয়ে অ্যানসেলমো গুহা থেকে বেরিয়ে এলো। তার ঠিক পেছনে পেছনে আসতে আসতে পাবলো বললো, 'খাবার আসছে। তামাক আছে আপনার কাছে?'

রবার্টো গাছের কাছে উঠে গিয়ে একটা প্যাকেটের ভেতর হাত গুঁজে রাশিয়ান সিগারেটের একটা চ্যাটালো বাক্স টেনে আনলো। ওটা গোলজ্-এর দপ্তর থেকে সংগ্রহ করা। ফিরে এসে সে বাক্সটা খোলার সঙ্গে সঙ্গে পাবলো এক খামচে গোটা ছয়েক সিগারেট তুলে নিলো তার থেকে। তারপর ওর থেকে একটা বেছে নিয়ে আলোর দিকে তুলে দেখতে দেখতে বললো, 'তামাক কম, কেবল হাওয়া পোরা। আমি চিনি এই জিনিস। সেই অদ্ভুত নামের লোকটা খেতো।'

'কাশখিন তার নাম,' বলে অ্যানসেলমো আর জিপসীটার দিকে সিগারেট বাড়িয়ে ধরলো রবার্টো। দুজনেই একটা করে তুলে নিলো।

'নাও নাও, আরো নাও।' আর একটা করে নিলো ওরা, কিন্তু রবার্টো জোর করে তাদের হাতে আরো চারটে করে গুঁজে দিলো।

'এই নিন মাল।' অ্যানসেলমো পাথরের বাটিতে পেয়ালা ডুবিয়ে প্রথমেই রবার্টোর হাতে তুলে দিলো। তারপর একে একে নিজের আর জিপসীটার জন্য

আনা পেয়ালা দুটো ভর্তি করলো।

'আমার জন্যে আনোনি বোধহয় ?'

অ্যানসেলমো সঙ্গে সঙ্গে নিজের পেয়ালাটা পাবলোর হাতে দিয়ে গুহার ভেতর ঢুকে অন্য একটা পেয়ালা হাতে নিয়ে ফিরে এলো।

পরস্পরের হাতে ধরা পেয়ালাগুলো ঠোকাঠুকি করে পান করতে শুরু করলো ওরা। লাক্ষা জাতীয় একটা মৃদু গন্ধ থাকলেও পানীয়টা ছিলো সত্যিই সুন্দর এবং হাল্কা ধরনের। রবার্টোর খেতে মন্দ লাগছিলো না।

'খাবার এক্ষুনি আসছে।' পেয়ালাটা মুখ থেকে নামিয়ে পাবলো বললো, 'ওই যে অদ্ভুত নামের বিদেশী ভদ্রলোকের কথা বললেন, তিনি মারা গেলেন কিভাবে ?'

'ধরা পড়ে সে নিজেই আত্মহত্যা করে।'

'কেন ?'

'প্রথমত সে ভীষণ ভাবে জখম হয়েছিলো, তাছাড়া বন্দীজীবন মেনে নিতে সে রাজী হয়নি।'

'একটু খুলে বলুন তো ঘটনাটা ?'

'এর থেকে বেশি আমি নিজেই জানি না।' এখন বেশি কথা বলা উচিত নয় ভেবে রবার্টো সব জেনেশুনেও আসল ব্যাপারটা চেপে যাবার সিদ্ধান্ত নিলো।

'ওই ট্রেনটা ওড়ানোর সময় তিনি আমাদের দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন, যদি কোন কারণে তিনি জখম হন বা পালাতে না পারেন, আমরা যেন তাঁকে গুলি করে মেরে ফেলি।' চাপা গলায় পাবলো বলে, 'বড় অদ্ভুত ধরনের কথা বলতেন তিনি। ধরা পড়লে তাঁর ওপর যে অত্যাচার হবে, এটা মনে করে তিনি ভীষণ রকম চিন্তায় থাকতেন।'

রবার্টো সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করে, 'এটাও কি উনি তোমাদের বলেছিলেন ?'

'হ্যাঁ,' এবার র‍্যাফেল উত্তর দেয়। 'আমাদের সকলের সঙ্গে উনি ওইভাবে কথা বলতেন।'

'তুমিও কি সেই ট্রেনের ব্যাপারটায় ছিলে ?'

'আমরা সকলেই ছিলাম।'

'ওঁর কথাবার্তাগুলো অদ্ভুত হলেও সাহস ছিলো প্রচণ্ড,' পাবলো বলে।

বেচারী কাশখিন, রবার্টো মনে মনে ভাবে। লোকটা যে স্নায়বিক দিক দিয়ে এত দুর্বল ছিলো এ তথ্য তার আগে জানা ছিলো না। ব্যাপারটা জানাজানি হলে অনেক আগেই তার কর্মচ্যুতি ঘটতো। এই ধরনের দায়িত্বভার হাতে নিয়ে অতিরিক্ত কথা বলা যে কতখানি বিপজ্জনক তা সে নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেনি। অবশেষে ভেবেচিন্তে সে উত্তর দেয়, 'হ্যাঁ, একটু অদ্ভুত ধরনের ছিলো লোকটা। বোধহয় সামান্য খেপাটে।'

'কিন্তু বোমা তৈরিতে হাত একেবারে পাকা,' র‍্যাফেল মন্তব্য করে। 'আর তেমনি ছিলো সাহস।'

'কিন্তু ওই যে বললাম, একটু খেপাটে ছিলো। না হলে ভাখো, এসব দায়িত্ব এক-

গাণা চিন্তা মাথায় নিয়ে খুব ঠাণ্ডা ভাবে কাজ করতে হয়। বেশি কথা বলেছো কি মরেছো।'

পাবলো বলে, 'আপনি তাহলে বলছেন, সেতুটা ওড়াতে গিয়ে আপনি জখম হলে আপনাকে ফেলে আমরা পালিয়ে যাবো?'

'না, না শোনো।' খালি পেয়ালাটা বাটিতে ডুবিয়ে আবার ভর্তি করে নেয় রবার্টো। 'যা বলছি মন দিয়ে শুনবে। যদি এই কাজে তোমাদের কারুর সাহায্যের প্রয়োজন আমার পড়ে, তাহলে সেই সময় পরিস্থিতি অনুযায়ী যাকে যা নির্দেশ দেবার আমি দিয়ে দেবো।'

'বাহ্!' র‍্যাফেল মাথা নাড়তে থাকে। 'এই হলো মানুষের মতো কথা। যাক, ওই এসে গেছে।'

'এসে গেছে তো তোমার কি?' পাবলো ধমক দেয় তাকে। 'তুমি তো খেয়েছো।'

'তাতে কি? অমন আরো দুবার আমি খেতে পারি। আরে দ্যাখো দ্যাখো, কে খাবার নিয়ে আসছে!'

বিরাট লোহার থালাটা হাতে নিয়ে গুহা থেকে বেরোনোর মুখে মেয়েটি সামান্য হোঁচট খেলো, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে হেসে বললো, 'স্বাগতম কমরেড।'

'ধন্যবাদ,' তৎক্ষণাৎ বলে উঠলো রবার্টো।

লোহার থালাটা নামিয়ে রাখতেই রবার্টো ওর অদ্ভুত সুন্দর বাদামী হাত দুটো লক্ষ্য করলো। চোখাচোখি হতেই ঝকঝকে সাদা দাঁতগুলো বের করে হাসলো ও। রবার্টো দেখলো গায়ের চামড়ার মতো ওর চোখের মণি দুটোও বাদামী। টানা টানা চোখ আর সুন্দর ঠোঁট দুটো দুষ্টুমিতে ভরপুর। মাথার সোনালী চুলগুলো রোদের তাপে বিবর্ণ এবং খুব ছোট ছোট করে ছাঁটা। সব মিলিয়ে মোটামুটি আকর্ষণীয় একটা মুখ।

রবার্টোকে তাকাতে দেখে তাড়াতাড়ি ও একটা হাত চুলের ভেতর দিয়ে খেলিয়ে নিলে, কিন্তু খাড়া চুলগুলো তাতেও বাগে রাখা গেলো না। 'আমি এই ভাবেই চুল আঁচড়াই,' বলেই খিল খিল করে হেসে উঠলো ও। 'নিন, আমার দিকে না তাকিয়ে এবার খেয়ে ফেলুন দেখি। ভ্যালাডোলিডেতে এই ছাঁটটা দিয়েছিলুম। তারপর অবশ্য চুলগুলো অনেক বেড়েছে।'

হাঁটু পর্যন্ত পরা পাৎলুনটা নিয়ে ও পা মুড়ে বসতেই ধূসর সার্টের পেছনে ওর ছোট্ট অথচ দৃঢ় স্তন দুটো লক্ষ্য করলো রবার্টো।

'সকলের জন্য আলাদা থালা হবে না,' অ্যানসেলমো বলে ওঠে। 'চামচ আর ছুরি দিয়ে তুলে তুলে খাও।' চারটে কাঁটা-চামচ আগে থেকেই রাখা ছিলো থালার ওপর।

স্প্যানিশ প্রথায় বাক্যালাপ বন্ধ রেখে খেতে শুরু করলো ওরা। ছোট ছোট মটর, পেঁয়াজ আর গোল মরিচ দিয়ে রান্না করা খরগোসের মাংসটা বেশ সুস্বাদু। এর

সঙ্গে টকটকে লাল চাটনিটা তো আরো ভালো। মাংসের সঙ্গে সঙ্গে আরও এক পেয়ালা মদ উদরস্থ করলো রবার্টো। প্রত্যেকেই স্থির দৃষ্টিতে তার খাওয়ার ধরন উপভোগ করছিলো। একটুকরো রুটি দিয়ে পেয়ালাটার ভেতরের অংশ মুছে নিলো সে, তারপর ওটা দিয়েই নিজের ছুরি আর কাঁটা-চামচটা মুছে সবশেষে রুটিটা মুখে পুরে দিলো।

মাংসের উচ্ছিষ্ট হাড়গুলো একপাশে সরিয়ে আবার পেয়ালাটা মদে ভরে নিলো সে, তারপর কিছুটা পানীয় চুমুক দিয়ে শেষ করে মেয়েটিকে প্রশ্ন করলো, 'কি নাম তোমার ?'

পাবলো এই সময় উঠে দাঁড়িয়ে সরে পড়লো।

'মারিয়া। আপনার ?'

'রবার্টো। এখানে কি তুমি বহুদিন আছ ?'

'তিন মাস।'

'তিন মাস ?'

রবার্টোকে অবাক দৃষ্টিতে ওর কদমছাঁট চুলগুলোর দিকে তাকাতে দেখে মারিয়া বলে ওঠে, 'আগে একদম ন্যাড়া ছিলাম। ভ্যালোডোলিডের জেলখানায় ওরা নিয়ম করে আমাদের মাথা কামিয়ে দিত। এখানে এসে তিন মাসে এর থেকে বড় হয়নি। ওরা আমাকে ট্রেনে চাপিয়ে দক্ষিণের দিকে নিয়ে যাচ্ছিলো, এমন সময় ওটাকে উড়িয়ে দেওয়া হলো। বন্দীদের মধ্যে অনেকেই পরে ধরা পড়ে যায়, আমি কোনরকমে নিজের জান বাঁচিয়ে পালিয়ে এসেছিলাম।'

'আমরা ওকে পাহাড়ের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে দেখি,' র‍্যাফেল বলে। 'আমরা তখন সরে পড়বো ভাবছি। ব্যস, সেই থেকে ও আমাদের ঘাড়ে এসে চাপলো। ওকে দলে নিয়ে পরে অবশ্য আমরা অনেক পস্তেছি।'

'আচ্ছা, সেই সোনালী চুলওলা বিদেশী লোকটা কি করছে এখন ?' মারিয়া প্রশ্ন করে।

'গত এপ্রিল মাসে মারা গেছে,' রবার্টো জবাব দেয়।

'এপ্রিলে ? ট্রেনটা তো ওই মাসেই ওড়ানো হয়েছিলো ?'

'হ্যাঁ, ওই ঘটনার দশদিন পরে সে মারা যায়।'

'বেচারী !' মারিয়া আক্ষেপের সুরে বলে ওঠে। 'আর কিছু না হোক লোকটার সাহস ছিলো। আপনিও কি একই কাজ নিয়ে এসেছেন ?'

'হ্যাঁ।'

'আগেও অনেক ট্রেন উড়িয়েছেন ?'

'হ্যাঁ, তিনখানা।'

'কিন্তু জগতে এত জায়গা থাকতে, এই পাহাড়ী অঞ্চলটা বেছে নিলেন কেন ?'

'আমাকে পাঠানো হয়েছে সেই সোনালাচুলো লোকটার জায়গায়। তাছাড়া আন্দোলন শুরু হবার আগে থেকেই আমি এখানকার সম্বন্ধে মোটামুটি পরিচিত ছিলাম।'

'এখানকার সব জায়গা চেনেন ?'

'সব চিনি না নিশ্চয়ই। এখনও চিনছি অনেক জায়গা। তাছাড়া একটা মস্ত সুবিধে হয়েছে আমার—একটা ভালো ম্যাপ আর পথ চেনানোর একজন ভালো লোক পেয়েছি।'

'ওই বুড়ো ?' অ্যানসেলমোর দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়ে মারিয়া। 'হ্যাঁ, ভালো লোক মানতেই হবে।'

অ্যানসেলমোর উপস্থিতি এতক্ষণ ভুলেই গিয়েছিলো রবার্টো। খেয়াল হতে তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ বদলে বলে উঠলো, 'তোমার মুখ তো বেশ সুন্দর। আমার দুর্ভাগ্য পুরো চুলসুদ্ধ তোমাকে দেখা হলো না।'

'আর ছ মাসেই আগের মতো হয়ে যাবে।'

'আমরা যখন পেয়েছিলাম তখন তো দেখেননি ওর মুখ,' র‍্যাফেল কথার মাঝে ঢুকে পড়ে। 'ওহ্, কী জঘন্য! দেখলেই আপনার বমি আসত।'

'এখন কার কাছে আছো তুমি ? পাবলোর কাছে নাকি ?'

মারিয়া খিলখিল করে হেসে উঠে রবার্টোর হাঁটুতে চাপড় মারে। 'পাবলোর কাছে ? পাবলোকে চেনেন আপনি ?'

'চিনি বলতে এখানে এসে যেটুকু জেনেছি আর কি। তবে কি তুমি র‍্যাফেলের ?'

'ধ্যুৎ।'

'ও কারুরই নয়,' র‍্যাফেল বলে। 'এ এক অদ্ভুত মেয়েছেলে।'

'সত্যিই তুমি কারুর কাছে থাকো না ?' রবার্টো প্রশ্ন করে।

'বলছি তো, না।' দুষ্টু হাসিতে ভরে ওঠে মারিয়ার মুখ। 'এমনকি আপনি বললেও আপনার কাছে থাকবো না।'

'তাই নাকি ? যাক, ভালোই হয়েছে। আমারও মেয়েছেলের সঙ্গে কাটানোর মতো সময় নেই।'

'আহা, পনেরোটা মিনিট ওর সঙ্গে কাটানোর মতো সময় কি আপনার হবে না ?' র‍্যাফেল ঠাট্টার সুরে বলে ওঠে।

মারিয়া হেসে উঠলো আবার, কিন্তু পরক্ষণেই লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করলো।

'তুমি কিন্তু লজ্জা পাচ্ছ,' রবার্টো বলে। 'তুমি ভীষণ লাজুক মনে হয় ?'

'মোটেও না।'

'কিন্তু এখন তো লজ্জা পেয়েছো ?'

'তাহলে আমি ভেতরে চলে যাচ্ছি।'

'না না, তুমি এখানেই থাকো।'

'না, আমি যাব এখন।' ক্ষিপ্র হাতে থালাটা তুলে নেয় মারিয়া, তারপর ছটফটে এক জন্তুর মতো গুহার মুখে ঢুকে পড়েই আবার থমকে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকায়। 'কাপগুলো কি আপনাদের দরকার ?'

কোন উত্তর না দিয়ে রবার্টো স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে।

মাথা নিচু করে লজ্জিত ভঙ্গিমায় মারিয়া বলে, 'আমাকে ওভাবে দেখবেন না,

আমার ভালো লাগে না।'

'থাক ওগুলো, তুমি যাও,' বলেই একটা কাপ বাটিতে ডুবিয়ে রবার্টোর দিকে বাড়িয়ে ধরতে গিয়ে র‍্যাফেল দেখে সে তখনো মারিয়াকে লক্ষ্য করছে।

ও ঢুকে পড়তেই রবার্টো ধীরে ধীরে মাথা ঘুরিয়ে পেয়ালাটা হাতে নেয়। 'ধন্যবাদ। কিন্তু এটাই শেষ, অনেক খাওয়া হয়ে গেলো।'

'এটাকে আমরা আজ শেষ করবো।'

'তোমরা কতজন এখানে থাকো ?'

'দুজন মেয়েছেলে আর আমরা সাতজন।'

'দুজন মেয়েছেলে ?' রবার্টো কিছুটা বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করে।

'হ্যাঁ, পাবলোর বউ আছে। মারিয়া রান্নাবান্না করে আর ওর দেখাশুনো করে।'

'ওই মেয়েটা কিরকম ?'

'একেবারে বুনো ধরনের।' র‍্যাফেল মুচকি মুচকি হাসে। 'পাবলোকে তো দেখলেন, এবার তাকে দেখবেন। তবে হ্যাঁ, পাবলোর চেয়ে শতগুণ সাহস বেশি ওর। তবে ওই—একেবারে জংলি।'

'প্রথম প্রথম পাবলোর সাহসও কম ছিলো না,' অ্যানসেলমো বলে।

'হ্যাঁ, তা ঠিক,' র‍্যাফেল সায় দেয়। 'আমাদের আন্দোলনের শুরুতে পাবলো শয়ে শয়ে লোক মেরেছে।'

'কিন্তু তারপরেই কেমন যেন কুঁকড়ে গেলো,' অ্যানসেলমো বলে আবার। 'এখন তো মরার ভয়েই সিঁটিয়ে থাকে।'

'সেটা প্রথম দিকে অত লোক মারার দরুনও হতে পারে।' র‍্যাফেল অনেকটা দার্শনিকের মতো মন্তব্য করে।

'তা হতে পারে। তাছাড়া হাতে কিছু পয়সাও এসেছে, মালও খুব খায় আজকাল। ষাঁড়ের লড়াই যারা করে, তারা যেমনভাবে হঠাৎ খেলা ছেড়ে দিতে চায়, ও-ও সেইভাবে লড়াই ছাড়তে চাইছে। কিন্তু আমি বলছি পারবে না।'

'লড়াই ছাড়বো বললেই কি আর ছাড়া যায় নাকি ? সীমানা পেরিয়ে ওপারে গেলেই ওকে ঘোড়াগুলোও চরাতে হবে আর সৈন্যদলেও নাম লেখাতে হবে। আমার বাপু সৈন্যদলে নাম লেখানোর কোন শখ নেই।'

'সৈন্যদলের মধ্যে কিন্তু কোন জিপসী নেই,' অ্যানসেলমো ফোড়ন কাটে।

'থাকবেই বা কি জন্যে ?' র‍্যাফেল ঝামটে ওঠে। 'কার অত সাধ আছে ওখানে যাবার ? আর সৈন্যদলে যোগ দিলে কি বিপ্লব করা যাবে ? তবে হ্যাঁ, লড়াই করতে আমার মন্দ লাগে না। কিন্তু তাই বলে সৈন্যদলে থেকে লড়াই নিশ্চয়ই নয়।'

মদের প্রভাবে রবার্টোর চোখ দুটো প্রায় জুড়ে আসছিলো। শরীরটাকে টান টান করে মাটিতে শুইয়ে সে প্রশ্ন করে, 'তোমাদের বাকি লোকেরা কোথায় ?'

'দুজন তো গুহার ভেতর ঘুমোচ্ছে,' র‍্যাফেল উত্তর দেয়। 'ওপরে আমাদের

দুজন বন্দুক নিয়ে পাহারা দিচ্ছে। আর নিচে আছে একজন। আমার মনে হয় সবাই এখন ঘুমিয়ে পড়েছে।'

রবার্টো পাশ ফিরে শোয়। 'তোমাদের বন্দুক কি ধরনের?'

'সে এক অদ্ভুত নাম। মেশিনগান হবে বোধহয়।'

সম্ভবত স্বয়ংক্রিয় রাইফেল, রবার্টো ভাবে। মুখে বলে, 'কত ওজন জিনিসটার?'

'ভীষণ ভারি, তবে একজন বইতে পারে। ওটার আবার তিনটে ভাঁজ করা পায়া আছে।'

'গুলি কিরকম আছে তোমাদের?'

'সে অনেক,' র‍্যাফেল বলে। 'গুলির বাক্সটার তো অসম্ভব ওজন।'

সম্ভবত শ পাঁচেক রাউণ্ডের মতো হবে, ভেবে রবার্টো বলে, 'গুলি কি হাতে করে ভরতে হয়, না বেল্ট থেকে আসে?'

'লোহার গোল মতো একটা পাত্তর দিয়ে বন্দুকের ওপর দিয়ে পুরতে হয়।'

ও, লুইস বন্দুক! অ্যানসেলমোকে প্রশ্ন করে রবার্টো, 'মেশিনগান সম্বন্ধে তুমি কিছু জানো?'

'উঁহু, কিস্যু না।'

'তুমি?'

'ওটা দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি গুলি ছোঁড়া যায় আর কিছুক্ষণ পরে নলটা এমন তেতে যায় যে মনে হয় হাত লাগালে বুঝি হাত পুড়ে যাবে,' গর্বিত কণ্ঠে কথাগুলো বলে যায় র‍্যাফেল।

'ওসব সবাই জানে,' অ্যানসেলমো তাকে ব্যঙ্গ করে ওঠে।

'তা না জানার কি আছে। আমাকে উনি বলতে বললেন তাই বললাম। আর হ্যাঁ, সাধারণ রাইফেলে যেটা হয় না, এর ঘোড়ায় যতক্ষণ আপনি চাপ দিয়ে থাকবেন ততক্ষণ গুলি বেরোতে থাকবে।'

'যদি না গুলি আটকে যায়, ফুরিয়ে যায় বা গলে যায় ভেতরে,' স্প্যানিশ বলতে বলতে হঠাৎ ইংরাজীতে বলে ওঠে রবার্টো।

'কি বললেন?' অ্যানসেলমো উদগ্রীব হয়ে ওঠে।

'ও কিছু নয়। আমি নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তা করছিলাম।'

'ভবিষ্যৎ চিন্তা?' র‍্যাফেল সজাগ হয়ে তাকায়। 'আপনি হাত দেখতে জানেন?'

'নাঃ।' মদের বাটিতে ডুবিয়ে পেয়ালাটা আবার ভরে নেয় রবার্টো। 'তবে আমি জানি, তোমরা ইচ্ছে করলেই আমার হাত দেখে বলে দিতে পারো, আমার আগামী তিনটে দিন কিরকম যাবে।'

'পাবলোর বউ হাত দেখতে জানে,' র‍্যাফেল বলে। 'তবে ওই যে বললাম, ওর স্বভাবটা এমন জঘন্য যে দেখবে কিনা সন্দেহ।'

উঠে বসে পেয়ালায় চুমুক দেয় রবার্টো। 'তবে ওর সঙ্গে বরং একবার দেখা করা যাক। দেখতে চাই ও আমার সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করে।'

'আমার দ্বারা ও কাজ হবে না,' র‍্যাফেলের মুখ ব্যাজার হয়ে ওঠে। 'আমাকে ও চু'চক্ষে দেখতে পারে না।'

'কেন?'

'আমি নাকি কেবল বকবক করে লোকের সময় নষ্ট করি।'

'কি অন্যায় কথা,' অ্যানসেলমো ফোড়ন কাটে।

'আসলে জিপসীদের ও সহ্য করতে পারে না।'

'বড় বিশ্রী ব্যাপার,' আবার খোঁচা দেয় অ্যানসেলমো।

'কিন্তু ওর নিজের শরীরেই জিপসীর রক্ত আছে। এটা জেনেও ও এরকম করে।' দাঁত বের করে হাসে র‍্যাফেল। 'জিভ তো নয় যেন ষাঁড় পেটানোর চাবুক। ওর ভয়েই সকলে তটস্থ হয়ে থাকে।'

'মারিয়ার সঙ্গে ও কিরকম ব্যবহার করে?'

'ভালো। মারিয়াকে ভালোও বাসে। কিন্তু কেউ যদি ওর সঙ্গে বেশি মেলামেশা করতে চায়, ব্যস—,' জিভ দিয়ে আওয়াজ করে মাথা নেড়ে ওঠে র‍্যাফেল।

'মারিয়ার সঙ্গে ওর খুবই ভালো সম্পর্ক,' অ্যানসেলমো সায় দেয়। 'ওকে খুব নজরে রাখে।'

'ওহ্, ওকে যখন আমরা প্রথম পেলাম সে এক কাণ্ড,' অ্যানসেলমোর কথা কেড়ে নেয় র‍্যাফেল। 'কারুর সঙ্গে কথা বলবে না, কেবলই কেঁদে চলেছে, আর ধরতে গেলে তো কেঁপে-টেঁপে অস্থির। এখন ওকে দেখলে কে বলবে সে সব কথা! আজ ওর মেজাজটাও বেশ ভালো আছে মনে হচ্ছে। তবে একটা জিনিস আমরা ভুল করেছি। এমন একটা অকালকুষ্মাণ্ড মেয়েছেলের জন্যে অতখানি ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হয়নি আমাদের। পাবলোর বউ তো প্রথম প্রথম ওকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতো। তারপর যখন ছেড়ে দিলো, তখন ওই দড়ি দিয়ে সপাসপ মার খেয়েও আর বেশি দূরে যেতে চায় না। শেষে ওই বুড়ি আর আমি ওকে পালা করে করে কাঁধে নিয়ে ঘুরতাম। চিন্তা করুন, ওকে নিয়ে নিয়ে আমরা এই বিরাট পাহাড় ভেঙে ওপরে উঠেছি! শুধু আমরা নই, বউয়ের মুখ-খিঁচুনি থেকে বাঁচতে গিয়ে পাবলোকেও কাঁধে তুলতে হয়েছে ওকে।'

'ট্রেনটা যখন ওড়ানো হলো আমি তখন সীমানার ওপারে,' অ্যানসেলমো রবার্টোর দিকে তাকিয়ে বলতে থাকে। 'এখানে পাবলোর দল, এল সোরডোর দল আর আরো দুটো দল একসঙ্গে মিলে কাজটা করেছিলো। এল সোরডোকে আপনি আজই দেখতে পাবেন।'

'আর সেই সোনালী চুলওলা অদ্ভুত নামের লোকটার কথা বললে না?' র‍্যাফেল বলে ওঠে।

'কাসখিন।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ—নামটা আমার কিছুতেই মনে থাকে না। আমাদের দুজনের কাছেই ছিলো সৈন্যবাহিনীর মেশিনগান। সে কি কম ওজন! অন্তত ও মেয়েটার ওজনের থেকে তো অনেক বেশি।' স্মৃতির পর্দায় নাড়া দিতে দিতে র‍্যাফেল ঘাড় নাড়তে

থাকে। 'জীবনে ভুলব না সেই বোমা ফাটার দৃশ্য! দূর থেকে ট্রেনটা আসছে—আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। ধোঁয়া উঠছে সামনে থেকে, ভোঁপু বাজাচ্ছে। তখনকার মনের অবস্থা বলে বোঝানোর ভাষা আমার জানা নেই। ঝু-ঝিক-ঝিক ঝিক ঝিক করতে করতে ট্রেনটা আরো সামনে এগিয়ে এলো, তারপর হঠাৎ বু-উম করে আকাশ-ফাটানো একটা শব্দ। মনে হলো যেন সারা পৃথিবীটাই কেঁপে উঠেছে। কালো একটা ধোঁয়া ধপ করে ওঠার পরেই দেখি, ট্রেনটার ইঞ্জিন উড়তে উড়তে পাশে এক জায়গায় বিকট শব্দ করে আছড়ে পড়লো। এরপর চারদিক থেকে শুরু হলো টা! টা! টা! টা! করে গুলির শব্দ।' যেন হাতে একটা কাল্পনিক বন্দুক ধরা আছে এই ভঙ্গিমায় সে দেখাতে থাকে। 'সৈন্যরা যে এমন প্রাণভয়ে দৌড়তে পারে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। ওদের মধ্যে অনেকেই গুলি খেয়ে ওই-খানেই লুটিয়ে পড়ছিলো। হঠাৎ সেই সময় আমার খেয়াল হলো, আমার হাতেও একটা বন্দুক ধরা রয়েছে। সবে ওটা তাক করতে যাবো এমন সময় সজোরে গালে একটা চড় খেলাম। "গাধা কোথকার! গুলি চালাতে পারছিস না? না পারলে বল্ এক লাথিতে তোর খুলিটা আমিই উড়িয়ে দিই।" তাকিয়ে দেখি ওই বুড়ি। তখন থেকে আমিও গুলি চালাতে শুরু করলাম। ওই অবস্থায় হাত সোজা রাখা যে কী কঠিন কাজ, সে একমাত্র আমিই জানি। শাঁই শাঁই করে সৈন্যরা ছুটে আসছিলো আমাদের দিকে আর সেই অবস্থায় মাথা ঠাণ্ডা রেখে আমি গুলি ছুঁড়-ছিলাম। যাই হোক, কিছুক্ষণ পরে সব চুকেবুকে যাবার পর আমরা যখন ট্রেনটার অবস্থা দেখতে নিচে নেমে এসেছি, সেই সময় হঠাৎ পিস্তল হাতে ওদের এক অফিসার কিছু সৈন্য সঙ্গে নিয়ে এসে আমাদের সামনে আস্ফালন শুরু করলো। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালাতে শুরু করলাম। কিন্তু কী আশ্চর্য, একটা গুলিও লাগলো না তার গায়ে। যতবার আমরা গুলি চালাই সে ট্রেনের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে। এইভাবে কিছুক্ষণ চলার পর হঠাৎ সে গোটা তিনেক সৈন্য নিয়ে আমাদেরই তাড়া শুরু করলো। আমরা পেছন ফিরে দৌড় শুরু করতে গিয়ে দেখি ওই মেয়েটাও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে চলেছে। সেদিন সারারাত ধরে সমস্ত পাহাড় তোলপাড় করে ওরা আমাদের ধরার চেষ্টা করে।'

'সেদিন শুধু দয়া দেখাতে গিয়ে আজ আমরা ওকে নিয়ে ফেঁসে গেছি,' অ্যানসেলমো উপসংহার টানে।

'ওটাই সেদিন আমাদের একমাত্র ভালো কাজ ছিলো,' গভীর একটা কণ্ঠস্বর সহসা পেছন থেকে বলে উঠলো। 'তুই এখানে কী করছিস রে, হারামজাদা মোদো মাতাল? কি করছিস তুই এখানে?'

রবার্টো ঘুরে তাকিয়ে দেখলো প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়সী এক মহিলা রক্তচক্ষু মেলে র‍্যাফেলের দিকে তাকিয়ে আছে। মহিলা লম্বা যেমন গায়েগতরেও তেমন। পরনে কালো স্কার্ট আর জামা, মোটা মোটা পা দুটো উলের মোজায় ঢাকা আর তাতে ক্যাকড়ার জুতো পরা। মুখটা যেন গ্রানাইট পাথর থেকে কাটা, মাথার কুচকুচে কালো কোঁকড়ানো চুলগুলো খোঁপা করে বাঁধা। কিন্তু হাত দুটো বড় হলেও তার

মধ্যে কোথায় যেন একটা সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে।

'কী হলো, জবাব দিচ্ছিস না যে?'

'আমি এই কমরেডদের সঙ্গে কথা বলছিলাম,' র‍্যাফেল কোনরকমে আমতা আমতা করে জবাব দেয়। 'ইনি ডিনামাইট ফাটানোর জন্যে এসেছেন।'

'ওসব আমি জানি। তুই এখন ওপরে চলে যা, আঁদ্রেকে ছুটি দিতে হবে।'

'এক্ষুনি যাচ্ছি।' রবার্টোর দিকে তাকায় র‍্যাফেল। 'খাবার সময় আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে।'

'তোর খাওয়া আমি বের করছি,' পাবলোর স্ত্রী গর্জে ওঠে। 'আজ তিনবার তোর খাওয়া হয়ে গেছে। যা, তাড়াতাড়ি গিয়ে আঁদ্রেকে আমার কাছে পাঠিয়ে দে।' রবার্টোর দিকে ঘুরে তাকিয়ে মুচকি হেসে হাত বাড়িয়ে ধরে। 'নমস্কার। বলুন আমাদের প্রজাতন্ত্রী দেশের খবর কি?'

'ভালো।' মহিলার শক্ত হাতের সঙ্গে হাত মেলাতে গিয়ে রবার্টো ওর সুন্দর ধূসর চোখ দুটো লক্ষ্য করতে থাকে।

'শুনে খুশি হলাম। আপনি কি আবার একটা ট্রেন ওড়াতে এসেছেন?

'নাঃ। আমি এসেছি একটা সেতু ধ্বংস করার জন্যে।'

'ও আর কী এমন শক্ত কাজ! আর একটা ট্রেন কবে ওড়ানো হবে বলুন! আরো কিছু ঘোড়া তাহলে পাওয়া যেত।'

'ওসব পরে হবে, আপাতত সেতুটা আমাদের কাছে আরো জরুরী।'

'মারিয়ার কাছে শুনলাম, সেখানে আপনাদের যে লোক আমাদের সঙ্গে কাজ করছিলো, সে নাকি মারা গেছে?'

'হ্যাঁ।'

'খুব দুঃখের কথা। খুব কাজের লোক ছিলো সে। আমার ভারী ভালো লেগেছিলো তাকে। আচ্ছা, আমাদের এখানে কিন্তু এখন অনেক লোক আছে। আর একটা ট্রেন অনায়াসে ওড়ানো যেতো। তাছাড়া খাবারেও টান পড়েছে আমাদের।'

'কিন্তু সবার আগে ওই সেতুটার ব্যবস্থা আমাদের করতেই হবে।'

'কোথায় সেটা?'

'কাছাকাছিই।'

'ভালো। আমার মনে হয় এখানকার সবকটা সেতুই ধ্বংস করে আমাদের এ জায়গা ছেড়ে দেওয়া উচিত। আমার তো এখানে আর একটুও মন বসছে না। এসব লোকেদের নিয়ে কি কোন কাজ হবে?' পাবলোর দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও। 'মোদো মাতাল। পাঁড় মাতাল একটা। বনে গিয়ে একা এক বোতল মাল সাবাড় করে এলো। এইভাবে ও নিজের জীবনটাকে শেষ করছে। যাক, আপনি আসাতে ভালই হয়েছে।' রবার্টোর পিঠে একটা চাপড় মেরে কাঁধের ওপর হাত বুলিয়ে মাংসপেশীগুলো পরখ করতে থাকে। 'আহ্, ওপর থেকে আপনার চেহারা বোঝা যায় না দেখছি। মদ দিই এক গেলাস?'

'এইমাত্র খেয়েছি। তার থেকে তুমি একটু খাবে তো খাও।'

'না না, এখন নয়, একেবারে রাত্তিরের খাবারের সঙ্গে খাবো।' পাবলোর দিকে তাকিয়ে হাঁক দেয় ও। 'কই গো শুনছো!' তারপর আবার রবার্টোর দিকে ফিরে বলে, 'একসময় ও সত্যিই ভালো লোক ছিলো, কিন্তু এখন একেবারে গোল্লায় গেছে। ও হ্যাঁ, একটা কথা। আপনি কিন্তু মারিয়া মেয়েটার সঙ্গে একটু সাবধানে কথা বলবেন। বেচারীর খুব খারাপ সময় গেছে। বুঝেছেন?'

'তা না হয় হলো, কিন্তু একথা বলছো কেন?'

'গুহা থেকে বেরোতে গিয়ে আর ঢোকার সময় ও কেমন করে আপনার দিকে তাকাচ্ছিলো আমি দেখেছি।'

রবার্টো হাসে। 'সে আমি একটু ঠাট্টা করেছিলাম ওর সঙ্গে।'

'ওকে আমাদের এখান থেকে পাচার করতেই হবে।'

'সে আর শক্ত কি কাজ। অ্যানসেলমোর সঙ্গেই ওকে সীমানা পার করে দেওয়া যাবে।'

'তাহলে এসব ঝুটঝামেলা মিটলে আপনি আর অ্যানসেলমো মিলে ওকে নিয়ে যাবেন।'

উত্তর দিতে গিয়ে রবার্টোর মনে হলো ওর গলা যেন ধরে গেছে। কোনরকমে সে বললো, 'সে দেখা যাবে।'

পাবলোর স্ত্রীর দৃষ্টিতে ব্যাপারটা এড়ায় না। মাথা নাড়তে নাড়তে ও বলে, 'আরে! সব পুরুষমানুষই কি এক?'

রবার্টো থতমত খেয়ে যায়। 'কই আমি তো সেরকম কিছু বলিনি। তবে মেয়েটা যে দেখতে ভালো তা তুমি নিশ্চয়ই মানবে?'

'ভালো দেখতে নিশ্চয় নয়, তবে চেহারায় একটু চটক ভাব আসছে। মেয়েছেলেদের কাছে সবচেয়ে লজ্জাকর জিনিস কি জানেন? আমরাই পুরুষমানুষদের জন্ম দিই। যাকগে। আপনাদের প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্রে ওর মতো একটা মেয়ের ঠাঁই কি একেবারে হবার নয়?'

'কে বলে এমন কথা? অনেক জায়গাই তো আছে। সমুদ্রের ধারে ভ্যালেন্সিয়াই তো রয়েছে। আরো প্রচুর জায়গা আছে ওরকম। সেখানে ওর আশ্রয়ও মিলবে, কাজও শিখে নিতে পারবে কিছু।'

'আমিও তাই চাই।' পাবলো ইদানীং ওকে একদম সহ্য করতে পারছে না। ওর মদ খাওয়া বেড়ে যাবার এটাও একটা কারণ। ওকে দেখলেই যেন ওর মেজাজ তিরিক্ষে হয়ে ওঠে। তার চেয়ে ওর চলে যাওয়াই ভালো।

'ঠিক আছে, এটা মিটে গেলেই আমরা ওকে নিয়ে যাবো।'

'তাহলে ওর ব্যাপারে আমি আপনার ওপর ভরসা রাখতে পারি? এই দেখেছেন, আমি এমনভাবে আপনার সঙ্গে কথা বলছি যেন আমাদের কতদিনকার পরিচয়।'

'পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়া গড়ে উঠলে এরকমই মনে হয়।'

'বসুন আপনি। যা হবার তা হবেই, তাই আপনার কাছে কোন কথা আদায়

করতে চাই না। তবে একান্তই যদি ওকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়া আপনার পক্ষে সম্ভব না হয় তাহলে একটা কথা আপনাকে দিতে হবে।'

'কেন, আমি ওকে না নিয়ে গেলে কি হবে?'

'আমি চাই না আপনি চলে যাবার পর ও আবার পাগলামি শুরু করুক। এর আগে এই নিয়ে আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে।'

'ঠিক আছে, সেতুর ঝামেলাটা মিটে গেলে যদি বেঁচেবর্তে থাকি তো নিয়ে যাওয়া যাবে ওকে।'

'আপনার এই ধরনের কথাবার্তা ওর কানে যেন না যায়। এসব কথা অমঙ্গল ডেকে আনে। দেখি আপনার হাতটা।'

রবার্টোর বাড়ানো হাতটা নিজের একটা হাতের ওপর নিয়ে অন্য হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে কিছুক্ষণ টিপে টিপে দেখলো ও, তারপর হঠাৎ হাতটা ছেড়ে দিয়ে গম্ভীর চোখে তাকালে।

'কি দেখলে?' রবার্টো প্রশ্ন করে। 'আমার ওসবে আদৌ বিশ্বাস নেই। তুমি স্বচ্ছন্দে বলতে পারো।'

'না না, আমি কিছু পাইনি।'

'বললাম তো তোমাকে, আমি ওসবে বিশ্বাস করি না। তবে হ্যাঁ, কৌতূহল আমার আছে। সেই হিসেবে তুমি যা জেনেছো বলতে পারো।'

'আপনি কিসে তাহলে বিশ্বাস করেন?'

'সে অনেকে জিনিসই করি, তবে ওটা নয়।'

'যেমন?'

'যেমন আমার কাজ। ওটা আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস নিয়েই করে থাকি।'

'হ্যাঁ, সেটা আমি হাতে পেয়েছি।'

'আর কি পেলে?'

'বললাম তো আর কিছু দেখিনি,' ওর গলা তিক্ত হয়ে ওঠে। 'সেতু ধ্বংস করার ব্যাপারটা ঝামেলার বলছিলেন না?'

'.মোটেই না। আমি বলেছি ওটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।'

'কিন্তু ঝামেলা তো হতে পারে?'

'তা পারে। আমি ওটা এখন দেখতে যাবো। আচ্ছা, তোমাদের এখানে ঠিক কতজন লোক আছে?'

'কাজের লোক জনা পাঁচেক। আর সবচেয়ে অকাজের লোক হলো ওই জিপসীটা। লোকটার মন অবশ্য ভালো। আর পাবলোকে আমি আদৌ বিশ্বাস করি না।'

'আর এল সোরডোর দলে ক জন ভালো লোক আছে?'

'মনে হয় জনা আষ্টেক। আজ সে এখানে আসছে। লোকটার হাতেকলমে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে। ওর কাছে কিছু ডিনামাইটও আছে। আপনি ওর সঙ্গে কথা বলে নেবেন।'

'তুমি কি খবর পাঠিয়েছো তাকে ?'

'সে রোজই এখানে আসে। একদিকে সে আমাদের প্রতিবেশী, বন্ধু, আবার যুদ্ধের সাথীও বলতে পারেন।'

'তার সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা ?'

'খুব ভালো লোক। আর ট্রেনক্রেন ওড়ানোর ব্যাপারে ওর তো জুড়ি নেই বললেই চলে।'

'আর অন্যান্য দিকে ?'

'এক কথায় সে পঞ্চাশজন রাইফেলধারী যোগাড় করে ফেলতে পারে। তবে এই ব্যাপারটায় তারা কতখানি এগিয়ে আসবে বলা শক্ত। কারণ সেতু উড়িয়ে টাকাও পাওয়া যাবে না, লুঠতরাজও হবে না। তার ওপর ঝামেলা এড়াতে সকলকে হয়তো পাহাড় ছেড়েই পালাতে হবে। অনেকেই তার জন্যে কাজটার বিরোধিতা করবে।'

'তা ঠিক।'

'তাই বলছিলাম, এখন থেকে ওসব কথা নিয়ে অনাবশ্যক আলোচনা করে লাভ নেই। আপনি আগে সেতুটা দেখে আসুন, তারপর আজ আমরা ওটা নিয়ে এল সোরডোর সঙ্গে কথা বলবো।'

'আমি তাহলে অ্যানসেলমোকে নিয়ে নিচে নামছি।'

'ওর আগে ঘুম ভাঙান তাহলে। সঙ্গে কি বন্দুক নেবেন ?'

'ধন্যবাদ। ওটা কাছে থাকা ভালো, যদিও আমি ব্যবহার করবো না। দেখার সময় অযথা ঝামেলা না পাকালেই ভালো। যাকগে, তোমার সঙ্গে কথা বলে সত্যিই খুব আনন্দ পেলাম।'

'আমি সব সময় খোলাখুলি বলতে চেষ্টা করি।'

'তাহলে এখন বলো, আমার হাতে কি দেখেছো ?'

'বললাম তো আপনাকে, কিছু দেখিনি। আপনি বরং রওনা হয়ে পড়ুন। আমি আপনার জিনিসপত্র দেখছি।'

'ওটা ঢাকা দিয়ে রেখো, আর লক্ষ্য রেখো কেউ যেন ওতে হাত না লাগায়। আমার মনে হয় গুহার ভেতরে রাখার চেয়ে ওটা ওখানে থাকাই ভালো।'

'আপনি নিশ্চিন্তে যান, কেউ ওতে হাত লাগাবে না।'

মাথার নিচে হাত রেখে শুয়ে থাকা ঘুমন্ত অ্যানসেলমোর কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দেয় রবার্টো। 'ওঠো, অ্যানসেলমো।'

অ্যানসেলমো মুখ তুলে তাকায়। 'হ্যাঁ, চলুন।'

তিন

পাইন জঙ্গল ভেদ করে অতি সতর্কভাবে নামতে নামতে ওরা পাহাড়ের যে জায়গায় পৌঁছলো, সেতুটা সেখান থেকে মাত্র পঞ্চাশ গজ তফাতে। পড়ন্ত বিকেলের শেষ সূর্যরশ্মিতে পাহাড়ের ওপরটা সামান্য আলোকিত হয়ে থাকলেও সেতুর বুকে তখন ঘন ছায়া নেমে এসেছে। দু প্রান্তে রক্ষীদের জন্যে নির্দিষ্ট ছোট্ট খুপরি দুটো রবার্টো প্রথম লক্ষ্য করলো। আগাগোড়া ইস্পাত দিয়ে তৈরি সেতুটার ওপর দিয়ে দুটো গাড়ি অনায়াসে পাশাপাশি চলতে পারে।

আচমকা কি মনে হতে সে পকেট থেকে একটা ছোট্ট নোটবই বের করে দ্রুত হাতে সেতুটার নক্সা আঁকতে শুরু করলো। মোটামুটি কোন্ কোন্ জায়গায় বিস্ফোরণ ঘটালে কাজটা সফল হতে পারে তার ছক অবশ্য সে ইতিমধ্যেই করে ফেলেছে। এ কাজে বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হবে বলেও সে মনে করে না। দু জায়গায় যুগপৎ দুটি বিস্ফোরণ অথবা দু প্রান্তে বড় মাপের দুটি বিস্ফোরক একই সঙ্গে ব্যবহার করতে পারলেই সফলতা সম্বন্ধে নিশ্চিত।

অ্যানসেলমোও এতক্ষণ সেতুটা একমনে লক্ষ্য করছিলো। আঁকা শেষ হতে, রবার্টোকে খুশি মনে নোটবইটা আবার পকেটে রাখতে দেখে, সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে কাছে এগিয়ে এলো। সেতুর দিকে মুখ রেখে একটা পাইন গাছের গুঁড়ির আড়ালে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লো ওরা। অ্যানসেলমোর আঙুলের নির্দেশে রবার্টো সামনে তাকালো।

সেতুর সামনের অংশে রক্ষীদের জন্যে নির্দিষ্ট খুপরিটার মধ্যে একজন রক্ষীকে দেখা যাচ্ছিলো। হাঁটুর মাঝে রাইফেলটা রেখে মনের সুখে সিগারেট টানছিলো সে। প্রায় পঞ্চাশ গজ দূর থেকে তার মুখটা স্পষ্ট না দেখালেও রবার্টো চোখে দূরবিন লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে সেটুকুও পরিষ্কার হয়ে উঠলো। রবার্টো লক্ষ্য করলো খুপরির ভেতরে কোন টেলিফোন নেই। তার চোখের আড়াল পড়া অংশে ওটা রাখা থাকলেও খুপরি থেকে বেরিয়ে আসা কোণটা তার দৃষ্টিগোচর নয়। রাস্তার ধার ঘেঁষে সেতুর মাথার ওপর দিয়ে টেলিফোনের তার অবশ্য এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে চলে গেছে। খুপরির বাইরে দুটো পাথরের ওপর রাখা পেট্রলের টিন কেটে তৈরি একটা উনুনের মতো বস্তুও দৃশ্যমান। উনুনটা নেভানো থাকলেও অনেকখানি ছাই পড়ে ছিলো নিচে। আগুনে পোড়া বেশ কয়েকটা খালি টিনের কৌটো গড়াগড়ি খাচ্ছিলো তার ওপর।

দেখা শেষ করে রবার্টো দূরবিনটা বাড়িয়ে ধরতেই অ্যানসেলমো একগাল হাসি মুখে নিয়ে সেটা গ্রহণ করলো।

'আই বাপ! এ যে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।' প্রায় ফিসফিস করে বলে উঠলো সে।

অপর প্রান্তের খুপরিটা ওখান থেকে পরিষ্কার বোঝা না গেলেও বাইরের রাস্তাটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো। রীতিমতো চওড়া এবং মজবুতভাবে তৈরি রাস্তাটা সেতু থেকে কিছুটা দূরে বাঁ দিকে খানিকটা ঘুরেই, সহসা ডান দিকে মোচড় দিয়ে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে।

'আর চৌকি কোথায় আছে?' রবার্টো প্রশ্ন করে।

'ওই যে রাস্তাটা ঘুরে গেছে, ওখান থেকে শ পাঁচেক মিটার নিচে, পাহাড়ের গায়ে। রাস্তাটা মেরামতের তদারক করার দায়িত্ব যার, তারই বাড়িতে ওটা।'

'কতজন আছে ওখানে? অ্যানসেলমোর কাছে দূরবিনটা নিয়ে রবার্টো আবার রক্ষীটিকে লক্ষ্য করতে থাকে। হাতের সিগারেটটা খুপরির দেওয়ালের গায়ে ঘষে নিভিয়ে সে পকেট থেকে একটা ছোট্ট চামড়ার থলে বের করলো। তারপর সিগারেট পাকানো কাগজটা ছিঁড়ে অবশিষ্ট তামাকটুকু তাতে ভরে নিলো। এরপর উঠে দাঁড়িয়ে রাইফেলটা কাঁধে ফেলে বেরিয়ে এলো সেতুর রাস্তায়। দেখে অ্যানসেলমো আর রবার্টো দুজনেই মাথা লুকিয়ে নিলো পাইন গাছের গুঁড়ির আড়ালে।

'একজন বড় সেপাই সমেত আটজন, রবার্টোর কানের কাছে মুখ এনে ফিস-ফিস করে ওঠে অ্যানসেলমো। 'জিপসীটার কাছে আমি শুনেছি।'

'ও লোকটা আবার বসলেই আমরা রওনা হবো। বড় কাছাকাছি রয়েছি আমরা।

'যা দেখবার দেখে নিয়েছেন?'

'হ্যাঁ।'

ক্রমশ ঠাণ্ডা হয়ে আসছিলো পরিবেশ। পড়ন্ত সূর্যের শেষটুকু রশ্মিকে উদ্ভাসিত পাহাড়ের মাথাগুলো দেখিয়ে অ্যানসেলমো বলে, 'কেমন লাগছে বলুন?

'দারুণ। সত্যিই দারুণ।

রক্ষীটিকে গুটিগুটি পায়ে সেতুর অপর প্রান্তের দিকে এগিয়ে যেতে দেখে অ্যানসেলমো আবার চাপা গলায় বলে ওঠে, 'এবার যাবেন? ও আর আমাদের দেখতে পাবে না।

ঠিক সেই সময় দূর থেকে একটা আওয়াজ ভেসে এলো। ক্রমবর্ধমান আওয়াজটা কাছে আসার পর দেখা গেলো ইংরাজী ভি অক্ষরের রূপ নিয়ে তিনটে বিমান সমগতিতে আকাশে ছুটে চলেছে। অবিশ্বাস্য দ্রুততার সঙ্গে ওরা মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাবার পর অ্যানসেলমো প্রশ্ন করলো, 'আমাদের?

'মনে হয়।' মুখে বললেও রবার্টো অবশ্য সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিলো না। এত উঁচু দিয়ে ওড়া বিমান চিনে নেওয়া সহজ নয়। ওগুলো যে কোন পক্ষেরই টহলধারী বিমান হতে পারে। তবু নিজেদের বিমান শুনলে লোকে অনেকখানি বুকে বল পায়।

অ্যানসেলমোর ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা তাই ঘটলো। তাড়াতাড়ি বলে উঠলো সে, 'হ্যাঁ আমাদেরই। আমি চিনে ফেলেছি ওদের। ওগুলো মোসকাস।'

সঙ্গে সঙ্গে সায় দিলো রবার্টো। 'ঠিকই বলেছো। মোসকাসই হবে ওগুলো।' দূরবীনটা চোখে লাগাতে গিয়েও সে তাড়াতাড়ি সংযত করে নিলো নিজেকে। এমন সময় কাদের বিমান আকাশপথে চলেছে সে সম্বন্ধে আদৌ তার কৌতূহল নেই। তাছাড়া এতে অ্যানসেলমোর বিশ্বাসের ওপর আঘাত আসাও সম্ভব। কিন্তু তবু চোখ ঘুরিয়ে দেখতে গিয়ে বিমানগুলোর ডানায় লাল এবং সবুজ ফুটকিগুলো তার নজরে পড়লো না। নিচু ডানাওয়ালা রুশীদের তৈরি বোইং পি ৩২, যেগুলো স্প্যানিশদের কাছে মোসকাস নামে পরিচিত, ওই রং দেখেই চেনা যায়। না, মোসকাস ওগুলো নয়, ওগুলো ফ্যাসিস্টদের টহলদারি বিমান হওয়াই সম্ভব।

সেতুর অপর প্রান্তে রক্ষীটিকে তখনও পিঠ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রবার্টো বললো, 'চলো, এবার যাওয়া যাক।

অ্যানসেলমোকে শ খানেক গজ পেছনে রেখে সে অতি সতর্কতার সঙ্গে আবার ওপরে উঠতে শুরু করলো। অবশেষে সেতুটা চোখের আড়াল হতেই একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন জায়গা দেখে আবার দাঁড়িয়ে পড়লে ওরা।

'তাহলে আমরা একটা জব্বর কাজ করতে চলেছি,' অ্যানসেলমোর গলায় খুশির আমেজ স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

'হ্যাঁ, সংক্ষেপে জবাব দেয় রবার্টো।

'আর একে জয় আমাদের হবেই।'

'জিততে তো অবশ্যই হবে।'

'জেতার পর আপনাকে কিন্তু শিকারে যেতে হবে।'

'কিসের শিকার?

'এই ধরুন, শুয়োর, হরিণ, নেকড়ে, বুনো ছাগল, এইসব—'

'তাহলে শিকার তুমি পছন্দ করো বলো?'

'তা করি বৈকি। ও জিনিস ভীষণ ভালো লাগে আমার। শুধু আমি নই, আমাদের গাঁয়ের সকলে শিকার করে। কেন, আপনার শিকারটিকার ভালো লাগে না?'

'নাঃ,' বিষাদে মাথা নাড়ে রবার্টো। 'জন্তুজানোয়ার মারতে আমার একটুও ভাল্লাগে না।

'আমার আবার উল্টো। মানুষ মারা আমি পছন্দ করি না।'

'মাথায় ছিট না থাকলে কেউই ওটা পছন্দ করে না। তবে হ্যাঁ, প্রয়োজন পড়লে বা কোন কারণ থাকলে আমার আবার ওসব মনে হয় না।'

'সে আলাদা কথা। আমার বাড়িতে—মানে যখন আমার বাড়ি ছিলো, এখন আর ওসব নেই—সেখানে আমার নিজের হাতে শিকার করা বুনো শুয়োরের মাথাগুলো টাঙানো থাকতো। এছাড়া নেকড়ের ছালও ছিলো আমার। শীতকালে বরফ জমার পর ওদের শিকার করতাম। সেবার নভেম্বর মাসে একদিন রাত্রে বাড়ি ফেরার পথে ইয়া বড় একটা নেকড়ে মেরেছিলাম। আমার ঘরের মেঝেতেই চার চারটে নেকড়ের চামড়া পাতা ছিলো। পায়ের ঘষা লেগে লেগে ওগুলোর

বাবটা বেজে গিয়েছিল বটে, কিন্তু তবু ওগুলো নেকড়ের চামড়া তো! আর ছিলো বুনো ছাগলের শিং—বিস্তর। একটা ঈগল ছিলো দেখলে আপনি তাজ্জব হয়ে যেতেন। ভেতরে খড় পোরা, পাখা দুটো ছড়ানো, চোখ দুটো হলুদ—ঠিক যেন জীবন্ত একটা পাখী। ভারি সুন্দর সেসব জিনিসগুলো, দেখলে মনটা ভরে উঠতো।'

'তা তো স্বাভাবিক।'

'আমাদের গাঁয়ের গীর্জার দরজায় একটা ভাল্লুকের থাবা পেরেক দিয়ে আটকানো ছিলো। ওটাও আমার শিকার।'

'ওটা কদ্দিন আগেকার ঘটনা?'

'তা ধরুন বছর ছয়েক আগে! ওহ্, যতবার ওই থাবাটা দেখতাম—ঠিক মানুষের হাতের মতো জিনিসটা—আমার মনের ভেতরটা কীভাবে চনমন করে উঠতো আপনাকে বলে বোঝাতে পারবো না।'

'খুব গর্ববোধ করতে বোধহয়?'

'হাঁ। সবার বসন্তের শুরুতে পাহাড়ের ধারে ওই ভাল্লুকটাকে মারার ঘটনা মনে করলেই বুকটা ফুলে উঠতো। কিন্তু একটা মানুষ মারার ঘটনা সেভাবে মনের মধ্যে দাগ কাটে না।'

'তার কারণ তুমি তো আর তার থাবাটা গীর্জার দরজায় লটকিয়ে রাখতে পারতে না।'

'নাঃ, সে অসম্ভব। অতখানি নিষ্ঠুর হওয়া যায়ও না। কিন্তু জানেন, মানুষের হাত আর ভাল্লুকের থাবা দেখতে অনেকটা একই রকম।'

'সেকথা যদি বলো, দুজনের বুকের গঠনেও বিশেষ তফাত নেই। ভাল্লুকের গায়ের চামড়াটা খুলে নিলে তুমি তাদের মাংসপেশীর মধ্যেও বহু মিল খুঁজে পাবে।'

'হ্যাঁ,' অ্যানসেলমো মাথা নেড়ে সায় দেয়। 'জিপসীদের ধারণা ভাল্লুক আর মানুষ ভাই ভাই।'

'আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানদেরও তাই বিশ্বাস। ওরা তো এর জন্যে মরা ভাল্লুকের কাছে ক্ষমাও চায়। গাছের ডালে ভাল্লুকের খুপিটা নিয়ে তার কাছে ক্ষমা ভিক্ষে চায় ওরা।'

'জিপসীরা তাদের মানুষের ভাই ভাবে তার কারণ চামড়ার নিচে ওদের দেহটা ঠিক মানুষের মতন। তাছাড়া ওরা মানুষের মতো বিয়ার খায়, গান বাজনা ভালোবাসে আবার নাচতেও পারে।'

'ইণ্ডিয়ানরাও তাই মানে।'

'আচ্ছা, ইণ্ডিয়ানরাও কি জীপসী?'

'না, তবে ভাল্লুক সম্বন্ধে ওদের চিন্তাধারার মিল আছে।' একটু থেমে রবার্টো প্রশ্ন করে, 'তোমার শরীরেও কি জিপসীদের রক্ত আছে নাকি?'

'না। তবে আন্দোলন শুরু হবার পর থেকে ওদের অনেককে আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি। এই পাহাড়েই ওদের অনেক লোক আছে। নিজেদের গোষ্ঠীর

বাইরের মানুষকে খুন করাকে ওরা পাপ মনে করে না। ওরা অবশ্য কথাটা অস্বীকার করে, কিন্তু ব্যাপারটা খুবই সত্যি।'

'যেমন মুররা ওদের গোষ্ঠীর বাইরের মানুষ।'

'হ্যাঁ। ওদের অনেক নিয়মকানুন আছে যেগুলো ওরা সাধারণ মানুষের কাছে স্বীকার করে না। ইদানীং খানিকটা সভ্য ভব্য হয়ে উঠেছিলো ওরা, কিন্তু এই যুদ্ধের দৌলতে ওদের অনেকেই আবার আগেকার অভ্যেসে ফিরে গেছে।'

'আসলে যুদ্ধের কারণটাই ওরা বোঝে না। ওরা জানে না কিসের জন্যে আমরা লড়াই করছি।'

'ঠিক তাই। ওরা কেবল জানে, যুদ্ধ মানেই আদিম সমাজের মতো কেবল মানুষ খুন করা।'

'তুমি মানুষ মেরেছো কখনো?'

'অনেকবার। তবে তার জন্যে আনন্দ পাইনি কখনো। আমার মতে মানুষ মারাটাই পাপ। এমন কি যাদের মারা অবশ্যই দরকার, সেই ফ্যাসিস্টদের ক্ষেত্রেও আমার একই মত। জিপসীদের সঙ্গে আমি কখনই একমত নই যে মানুষ আর পশুর মধ্যে ভাই ভাই সম্পর্ক আছে। নাঃ, মানুষ মারায় আমার একটুও বিশ্বাস নেই।'

'তবুও তোমার হাতে কিন্তু মানুষ মরেছে।'

'তা মরেছে। পরেও হয়তো মরবে। কিন্তু এইসব চুকেবুকে গেলে আমি ঠিক করেছি আর ঝুটঝঞ্ঝাটে থাকবো না। কারুর ক্ষতি আর করবো না। তাতে হয়তো আমার পাপের ক্ষমা হবে।'

'কে ক্ষমা করবে?'

'তা কেমন করে বলি? ভগবান তো এখন আর নেই! নেই তার সাঙ্গোপাঙ্গরাও। ক্ষমা কে করবে এখন থেকে কেমন করে বলি?'

'ভগবান নেই বলছো?'

'না নেই। ভগবান থাকলে তিনি কি আর এসব জিনিস আমায় চোখে দেখার অনুমতি দিতেন? ভগবান যার আছে তার থাকুন, আমার নেই।'

'ভগবান আছে এ দাবী কিন্তু সকলেই করে।'

'আমি তাহলে ওঁর কৃপা পাইনি বলতে হবে। আমি কিন্তু মনে করি মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য গড়ে নেয়।'

'তাহলে ওই খুনগুলোর জন্যে তুমি নিজেই নিজেকে বরং ক্ষমা করে নিও।'

'তাই উচিত। তবে ভগবান থাকুন বা না থাকুন, আমি এখনো মনে করি, খুন করা পাপ। যদিও প্রয়োজন হলে ও কাজটা হয়তো আবার আমাকে করতে হবে।'

'কিন্তু যুদ্ধে জিততে হলে শত্রুকে তোমায় মারতেই হবে। এটা কিন্তু ধ্রুব সত্য।'

'তা ঠিক।'

চাপা গলায় নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে পাহাড়ে উঠছিলো ওরা। মাঝে মাঝে ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনটা দেখে নিচ্ছিলো। কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর রবার্টো

আবার প্রশ্ন করে, 'তুমি কখনো যুদ্ধ করোনি ?'

'নাঃ,' অ্যানসেলমো ঘাড় নেড়ে ওঠে। 'আন্দোলনের শুরুতে আমরা সেগোভিয়ায় লড়াই করতে গিয়ে প্রচণ্ড মার খেয়ে পালিয়ে আসি। আসলে আমরা নিজেরাই জানতাম না ওখানে কি করতে গিয়েছিলাম। তাছাড়া আমাদের কাছে যে বন্দুক ছিলো তা দিয়ে একশো গজের বেশি গুলি ছোঁড়া যেত না, অথচ ওদের বন্দুক দিয়ে তিনশো গজ দূর থেকেও ওরা ইচ্ছে করলে আমাদের খরগোশের মতো মারতে পারতো।' কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে প্রশ্ন করে, 'আপনার কি ধারণা, ওই সেতুটা ধ্বংস করার সময় লড়াই হবে ?'

'সম্ভাবনা তো যথেষ্টই আছে।'

'লড়াই মানেই তো দৌড়োদৌড়ি। জানি না এ বুড়ো বয়সে ওই ধকল সইবে কিনা।'

'তোমার দায়িত্ব আমি নিচ্ছি।'

অ্যানসেলমোকে খানিকটা আশ্বস্ত দেখায়। আবার একটু চুপ থেকে প্রশ্ন করে, 'আপনি কি অনেক লড়াই করেছেন ?'

'নিশ্চয়ই। এই কাজটা কিন্তু আমরা দুজনে মিলে করবো। কখন কি করতে হবে আমিই বলে দেবো তোমাকে।'

'তাহলে তো ল্যাঠা চুকেই গেলো। হুকুম পেলে যে কোন কাজ আমি করতে পারি। আসুন, এইখান দিয়ে একটু নিচে নামলেই আমরা তাঁবুতে পৌছে যাবো।'

ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে পাহাড়ের এক সঙ্কীর্ণ পথ দিয়ে ওরা নিচে নামবার উপক্রম করতেই পাশ থেকে কে যেন বজ্রগম্ভীর গলায় বলে উঠলো, 'দাঁড়াও! কে যায় ?'

সঙ্গে সঙ্গে রাইফেলে গুলি ভরার শব্দও শুনলো ওরা।

'আমরা কমরেড,' অ্যানসেলমো জবাব দেয়।

'কোথাকার কমরেড ?'

'পাবলোর দলের। কেন, তুমি চিনতে পারছো না আমাদের ?'

'তা চিনেছি। তবে আমাদের ওপর আদেশ আছে। সঙ্কেত জানো ?'

'না। আমরা তলা থেকে আসছি।'

'জানি। তোমরা সেতু দেখতে গিয়েছিলে। কিন্তু তা হলেও সঙ্কেতের শেষ অংশটা তোমার জানা উচিত।'

এবার রবার্টো মুখ খোলে, 'তাহলে প্রথম অংশটা কি ?'

'ওটা আমারই মনে নেই,' বলেই হা হা করে হেসে ওঠে অন্ধকারের লোকটা। 'যান, এগিয়ে যান আপনারা।'

'তোমার বন্দুকের নলটা এখন কোন্ দিকে ?' অ্যানসেলমো ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করে।

'তোমারই দিকে।'

রবার্টো লোকটার কাছে এগিয়ে আসে। 'তোমার নামটা জানলাম না ?'

'আমার নাম অগাস্টিন। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমার পায়ে প্রায় ঝিঁঝি লেগে যাবার যোগাড় হয়েছে। আচ্ছা দাঁড়ান এক মিনিট।' পকেট থেকে লাইটারের মতো একটা বস্তু বের করে ফস করে জ্বালিয়ে অগাস্টিন সেটা রবার্টোর মুখের কাছে তুলে ধরে। 'আপনার চেহারাটাও দেখছি প্রায় সেই লোকটার মতো।' আলোটা নিভিয়ে আবার রাইফেলে হাত দিয়ে বলে, 'আচ্ছা, একটা কথা বলুন তো। সেতুর ব্যাপারটা কি সত্যি?'

'সেতুর ব্যাপার বলতে?'

'মানে সেতুটা ওড়ানোর পর আমাদের নাকি এই পাহাড় ছেড়ে পালাতে হবে?'

'তা বলতে পারলাম না।'

'আপনিই জানেন না? মানে? ডিনামাইটগুলো তাহলে কার?'

'আমারই।'

'আপনারই? অথচ আপনিই জানেন না ওগুলো কিজন্যে আনা হয়েছে? তাজ্জব গল্প শোনালেন তো!'

'ওগুলো কেন আনা হয়েছে তা জানা থাকলেও, এই মুহূর্তে সেটা আমি তোমায় বলতে পারছি না। তবে সময়ে তুমি সবই জানবে। আপাতত ক্যাম্পে যাওয়া যাক।'

'বেশ, তাই হোক। বলা যখন বারণ তখন আমিও শুনতে চাইছি না। তবে আপনার উপকারের জন্যে একটা কথা জানিয়ে রাখতে চাই।'

রবার্টো কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকায়। 'বলো।'

'শুনুন। সেতুটা গেলো কি থাকলো তা নিয়ে আমার একটুও মাথাব্যথা নেই। তাছাড়া এই পাহাড়ে থাকতে আমার আর একটুও মন টিকছে না। আর আমার মতে, প্রয়োজন পড়লে আমাদের সকলেরই এ জায়গা ছেড়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু একটা কথা। আপনার ওই বোমাটোমাগুলো একটু সাবধানে রাখবেন।'

'কার থেকে? তোমার থেকে?'

'না। আমি ছাড়াও আরও লোক আছে এখানে।' অগাস্টিন সহসা গম্ভীর হয়ে ওঠে, 'আপনি স্প্যানিশ ভালই বোঝেন। শুধু এটুকু জেনে রাখুন, আপাতত ওগুলো ভাল করে রাখতে হবে।'

'ধন্যবাদ।'

'না না, ধন্যবাদ-টন্যবাদের দরকার নেই। যা বললাম তাই শুধু করবেন।'

'এর মধ্যেই ওগুলোর কিছু হয়ে যায়নি তো?' রবার্টোর গলায় আশঙ্কা ঝরে পড়ে।

'না। তাহলে এইভাবে অনর্থক বকে আমি আপনার সময় নষ্ট করতাম না।'

'ধন্যবাদ। চলো হে অ্যানসেলমো, এবার যাওয়া যাক। তোমার সঙ্গে তাহলে ক্যাম্পে দেখা হচ্ছে নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ, একটু পরেই আসছি।'

একটা তৃণভূমির ধার ঘেঁষে রবার্টো আর অ্যানসেলমো আবার এগিয়ে চললো

এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই গাছের আড়ালে দূর থেকে একটা আলোর রেখা দেখতে পেয়ে রবার্টো বুঝলো ওরা গুহার প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেছে।

আনসেলমো মুখ খুললো আবার, 'অগাস্টিনের মুখটা একটু খারাপ হলেও লোক হিসেবে খুবই ভালো। ঠাট্টাতামাসা করে বটে কিন্তু কাজের সময় ওর এতটুকু ফাঁকি নেই।'

'তোমার সঙ্গে ভালোই আলাপ আছে বোধহয়?'

'তা আছে। অনেক দিন ধরে চিনি ওকে। ওর ওপর আমার যথেষ্ট বিশ্বাসও আছে।'

'ও ঠিক কি বলতে চাইলো বলো তো?'

'পাবলোর থেকে একটু সাবধানে থাকতে হবে। অবশ্য আপনি নিজেও সেটা বুঝতে পারবেন।'

'তার জন্যে কি করতে হবে আমায়?'

'আপনার মালগুলো সারাক্ষণ নজরে রাখতে হবে।'

'কে করবে সে কাজ?'

'করবো আপনি, আমি আর পাবলোর বউ। আর সেই সঙ্গে অগাস্টিনও, কারণ বিপদের আঁচটা সেও পেয়েছে।'

'তার মানে তুমি বলতে চাইছো, এখানের পরিস্থিতি এত খারাপ?'

'আগে এমন ছিলো না, সম্প্রতি হয়েছে। এ এলাকা পাবলো আর এল সোরডোর, এখানে আলাদা ভাবে কিছু করতে গেলে ওদের বাদ দিয়ে করা চলবে না।'

'এল সোরডো লোক কেমন?'

'ভালো। পাবলোর ঠিক উল্টো চরিত্রের লোক বলতে পারেন।'

'তুমি তাহলে সত্যি সত্যি পাবলোকে খারাপ লোক ভাবো?'

'হ্যাঁ। গোটা বিকেল ধরে ওকে নিয়ে আমি চিন্তা করেছি। শেষ অব্দি যেটা আপনি ওর সম্বন্ধে শুনলেন, সেই একই কথা আমি হয়তো পরে আপনাকে বলতাম। অগাস্টিনের কথাগুলো বর্ণে বর্ণে সত্যি।'

'তাই যদি হয়, সেতুটার কাজে অন্য জায়গা থেকে আমাদের লোক আনাই কি উচিত হবে না?'

'না', অ্যানসেলমো গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়ে। 'এই এলাকা ওর। ওর নজর এড়িয়ে কোন কাজ করা অত সহজ নয়। আর তা যদি করতেই হয়, আপনাকে তার জন্যে প্রচুর—প্রচুর কাঠখড় পোড়াতে হবে।'

চার

একটা কম্বল ঝোলানো ছিলো গুহার মুখে। তারই ফাঁক দিয়ে কিছুটা আলোর রশ্মি বাইরের সামান্য অংশকে আলোকিত করে রেখেছিল। গাছের নিচে ত্রিপল চাপা দিয়ে রাখা প্যাকেট দুটো পরীক্ষা করতে গিয়ে রবার্টো দেখলো যথাস্থানেই আছে ওগুলো। ত্রিপলের নিচে হাত ঢুকিয়ে ব্যাগের বাইরের খোপে রাখা চামড়া মোড়া একটা ছোট্ট ফ্লাস্ক বের করে পকেটস্থ করলো সে। এরপর কি মনে হতে চাবি বের করে ব্যাগের মুখের লম্বা তালাটা খুলে, হাত ঢুকিয়ে ভেতরের জিনিস-গুলোও পরখ করে দেখে নিলো। সবকিছুই যথারীতি সাজানো ছিলো ভেতরে। শোবার পোশাক, কাঠের সিগারেটের বাক্স—যার মধ্যে থরে থরে সাজানো আছে বিস্ফোরকগুলো। ছোট ছোট বেলনাকার বস্তুগুলোর প্রতিটার গায়ে পেঁচানো আছে দুটো করে তার। আর আছে নল খুলে রাখা একটা সাবমেশিনগান। রবার্টোর চামড়ার জ্যাকেটে মোড়া আছে সেটা। এছাড়া টুকিটাকি আরও জিনিসপত্র, যেমন—তামার তারের একটা ছোট্ট কুণ্ডলী, অপরিবাহী মোড়কে জড়ানো হাল্কা তারের একটা বড় কুণ্ডলী, দুটো চাটালো পাত্র, তার কাটার ছোট সাঁড়াশি, ফুটো করার যন্ত্র এবং গোটা পাঁচেক ক্লিপ রাখা ছিলো ব্যাগের ভেতরে একটা খোপের মধ্যে। ব্যাগের তালাটা আবার বন্ধ করার আগে রুশী সিগারেটের একটা বড় প্যাকেট রবার্টো বের করে নিলো।

অ্যানসেলমো ইতিমধ্যে ভেতরে ঢুকে গেছে। ওপরের ত্রিপলটা চাপা দিতে গিয়েও রবার্টো আবার মত পরিবর্তন করলো। প্যাকেট দুটো দু'হাতে নিয়ে গুহার মুখের কম্বলটা সরিয়ে সে সোজা ঢুকে পড়লো ভেতরে।

ভেতরটা অপেক্ষাকৃত গরম এবং ধোঁয়াশায় ভরা। একটা দেওয়ালের ধারে লম্বা একটা টেবিলকে ঘিরে পাঁচজন বসে ছিলো। এর মধ্যে পাবলো আর র‍্যাফেল বাদে বাকি তিনজন রবার্টোর অপরিচিত। টেবিলের ওপর রাখা মোমবাতিটার আবছা আলোয় অ্যানসেলমোকেও দেখা গেল ওদের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে। আরো ভালো করে দৃষ্টি বোলাতে গিয়ে গুহার এক কোণে কাঠকয়লার একটা খোলা তাপচুল্লির পাশে পাবলোর স্ত্রীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো রবার্টো। মারিয়া ওর পাশে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে একটা লোহার পাত্রে কিছু নাড়াচাড়া করছিলো. রবার্টোকে দেখে কাঠের হাতটা নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

'আপনার সঙ্গে ওগুলো কি?' পাবলোই মুখ খুললো প্রথম।

'আমার জিনিসপত্র,' বলে প্যাকেট দুটো গুহার একটা ধার ঘেঁষে নামিয়ে রাখলো রবার্টো।

'ওগুলো বাইরে থাকাই কি ভালো ছিলো না?'

'ভাবলাম অন্ধকারের মধ্যে কে আবার হোঁচট-টোঁচট খাবে, তাই ভেতরেই নিয়ে

এলাম।' রবার্টো এগিয়ে গিয়ে সিগারেটের বাক্সটা টেবিলের ওপর রাখলো।

'গুহার মধ্যে ডিনামাইট রাখাটা আমার ঠিক পছন্দ নয়।'

'আগুন থেকে ওগুলো অনেক দূরে রেখেছি। নাও, সিগারেট খাও।' সিগারেটের প্যাকেটটা পাবলোর দিকে এগিয়ে দিয়ে আনসেলমোর আনা টুলের ওপর বসলো রবার্টো।

কিছু একটা বলতে গিয়েও শেষ অব্দি নিজেকে সংযত করে পাবলো একটা সিগারেট তুলে নিলো। কিন্তু অন্য তিনজনের মধ্যে একজন ছাড়া বাকি দুজন হাত গুটিয়ে বসে রইলো।

ব্যাপারটা উপেক্ষা করে র‍্যাফেলের দিকে তাকালো রবার্টো। 'কি খবর বলো?'

'ভালো।' গলার স্বরেই বোঝা গেলো র‍্যাফেল কিছুটা অস্বস্তির মধ্যে রয়েছে। অর্থাৎ রবার্টো নিশ্চিত, এতক্ষণ তাকে ঘিরেই আলোচনা চলছিলো ওদের।

পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে সে আবার র‍্যাফেলকে প্রশ্ন করলো, 'শেষ পর্যন্ত তোমাকে তাহলে আবার খেতে দেওয়া হয়েছে?'

'নিশ্চয়ই; না দেবার কি আছে!'

রবার্টো লক্ষ্য করলো র‍্যাফেলের গলায় আগেকার আন্তরিকতা একেবারেই নেই। পাবলোর স্ত্রীও কোন উত্তর না দিয়ে একমনে তাপচুল্লী জালিয়ে রাখার কাজে লেগে রয়েছে। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলো রবার্টো। 'অগাস্টিন নামে তোমাদের একজন বলছিলো ওর নাকি আর ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে ভালো লাগছে না।'

'ভালো না লাগলেও ওকে ওখানেই আপাতত থাকতে হবে;' পাবলো জবাব দেয়।

'মদ আছে নাকি?' বলেই টেবিলে দু হাত ছড়িয়ে ঝুঁকে বসে রবার্টো।

'খুব সামান্যই আছে।'

'তাহলে আমাকে বরং এক কাপ জল খাওয়াও।' মারিয়ার দিকে তাকিয়ে রবার্টো বলে, 'একটু জল দিও তো আমাকে।'

মারিয়া পাবলোর স্ত্রীর দিকে তাকালো, কিন্তু কথাটা আদৌ ওর কানে গেছে বলে মনে হলো না। শেষ পর্যন্ত ও নিজেই এক কাপ জল নিয়ে টেবিলের ওপর রাখলো। ওর দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে রবার্টো টুলের ওপর এমন করে ঘুরে বসলো যাতে তার কোমরের বেল্টের সঙ্গে লাগানো পিস্তলের খাপটা সকলের নজরে পড়ে। এরপর সকলের দৃষ্টির সামনে প্যান্টের পেছনের পকেটে গোঁজা চামড়ার খাপে মোড়া ফ্লাস্কটা টেনে আনলো সে। তারপর কাপের জল অর্ধেকটা খেয়ে ফ্লাস্ক থেকে তরল পদার্থ ঢেলে আবার ওটা পূরণ করে নিলো।

'জিনিসটা ভীষণ কড়া, তা না হলে তোমাকে খানিকটা খাওয়াতাম,' মারিয়াকে উদ্দেশ্য করে কথাটা বলে পাবলোর দিকে তাকালো রবার্টো। 'আমার কাছে আর বেশি নেই। থাকলে তোমাদেরও দেওয়া যেতো।'

'কি জিনিস ওটা?' র‍্যাফেল প্রশ্ন করে।

'একটা ওষুধ। চাখবে নাকি একটু?'

'কিসের ওষুধ ?'

'সব কিছুর। সব রোগ সারে এতে। তোমার শরীরে যদি কিছু গড়বড় থেকে থাকে এতে সেরে যাবে।'

'দিন তো একটু।'

রবার্টো সঙ্গে সঙ্গে কাপটা এগিয়ে দিতেই র‍্যাফেল তাতে চুমুক দেয়। পরক্ষণেই বিকৃত হয়ে ওঠে তার মুখ। 'ইস্! এ ওষুধ খাওয়ার চেয়ে রোগে মরা অনেক ভালো।'

'হুঁ হুঁ বাবা, এর নাম হলো সোমরস। এর এক চুমুকেই তোমার মাথার ঘিলুগুলো ওলটপালট করে দেবার কথা। অতটা না হলেও তোমার মাথা এতে খানিকটা সাফ হবেই ধরে নিতে পারো। নিয়ম হলো এর সঙ্গে ফোঁটা ফোঁটা করে জল মেশানো, কিন্তু তার বদলে আমি সোজা জলেই ঢেলে দিয়েছি জিনিসটা।'

ঠাট্টাতামাসার ব্যাপারটা পাবলোর হয়তো ঠিক পছন্দ হলো না। গর্জে উঠলো সে, 'কি আজবাজে বকছেন তখন থেকে ?'

রবার্টো হাসলো। 'ও কিছু নয়। ওকে ওষুধটার ব্যাপারে একটু বুঝিয়ে বলছিলাম আর কি। মালটা কিনেছিলাম মাদ্রিদে। এটাই শেষ বোতল, তাও তিন হপ্তা ধরে খাচ্ছি।' এক চুমুকে বেশ খানিকটা তরল পদার্থ খেয়ে নিয়ে আবার পাবলোর দিকে তাকিয়ে হাসলো সে। 'এবার কাজের কথা হোক ?'

পাবলোর কাছে উত্তর না পেয়ে ধীরে ধীরে অন্য তিনজনের দিকে তাকালো রবার্টো। একজনের বাদামি থ্যাবড়া মুখে নাকটাও চাপা এবং থ্যাতলানো। এর ওপর সিগারেটটা ত্যারছা করে টানার দরুন তার মুখের চেহারা আরও বৈচিত্র্যহীন হয়ে উঠেছিলো। মাথার এবং দাড়ির চুল দু জায়গাতেই পাক ধরেছে তার। রবার্টোর সঙ্গে চোখাচোখি হবার সঙ্গে সঙ্গে সে মুখ নামিয়ে ফেললো।

বাকি দুজনকে দেখেই বোঝা যায় তারা সহোদর ভাই। দুজনেরই গাঁট্টাগোট্টা ছোট্ট মজবুত শরীর, মাথার চুল ঘন কিন্তু কপালের কাছে খানিকটা টাকের রেশ, চোখ কালো এবং গায়ের রঙ বাদামি। একজনের বাঁ চোখের ঠিক ওপরে একটা গভীর ক্ষতচিহ্নের দাগ। সম্ভবত ছাব্বিশ থেকে আটাশের মধ্যে তার বয়েস। অন্যজন তার থেকে বছর দুইয়ের মতো বড় হবে। রবার্টোর দিকে সরাসরি তাকিয়েছিলো তারা।

কপালে যার ক্ষতচিহ্ন সেই-ই প্রথম মুখ খুললো, 'কি দেখছেন ?'

'তোমাদেরই,' রবার্টো নিরুত্তাপ গলায় জবাব দেয়।

'কেন, আমাদের মধ্যে দ্রষ্টব্য কিছু পেয়েছেন নাকি ?'

'নাঃ, তা অবশ্য পাইনি। সিগারেট চলবে নাকি ?'

'নিশ্চয়ই,' এবার তার ভাই জবাব দেয়। রবার্টোর সিগারেট আগে সে নেয়নি। 'এগুলো একই জিনিস। ট্রেনটা ওড়ানোর সময় সেই ভদ্রলোক এনেছিলেন।'

'তুমি কি সেই ট্রেনটার কেসে ছিলে ?'

'ওই বুড়ো বাদে আমরা সকলেই ওতে ছিলাম,' এবারও ভাইটি জবাব দেয়।

'এবার আমাদের আর একটা ওরকম কেসে হাত দেওয়া উচিত,' পাবলো বলে। 'মানে আমি আর একটা ট্রেনের কথা বলছি।'

'সেতুর ব্যাপারটা মিটে যাবার পর ওটা নিয়ে ভাবা যেতে পারে।' উত্তরটা দিয়েই রবার্টো লক্ষ্য করলো পাবলোর স্ত্রী তাদের কথাগুলো শুনছে। সেতুর কথায় নীরবতা নেমে আসতে রবার্টো আবার বললো, 'তবে সেতুর কাজটা আগে।'

'সেতুর ব্যাপারে আমি নেই,' বলেই মাথা নিচু করলো পাবলো। 'আমার কোন লোকজনও এতে থাকবে না।'

কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে রবার্টো ধীরে ধীরে কাপটা মুখের কাছে তুলে অ্যানসেলমোর দিকে তাকালো। 'তাহলে আমাদেরই কাজটার দায়িত্ব নিতে হবে, কি বলো ?'

'হ্যাঁ, এই ভেড়ুয়াকে বাদ দিয়েই কাজ হবে,' অ্যানসেলমো তৎক্ষণাৎ জবাব দেয়।

পাবলো হঠাৎ ক্ষেপে ওঠে, 'কি, কি বললে তুমি ?'

'তোমার সম্বন্ধে কোন কথা হয়নি,' অ্যানসেলমো ঠাণ্ডা মেজাজে জবাব দেয়। 'তোমার সঙ্গে কথাও বলি না আমি।'

রবার্টো এই সময় লক্ষ্য করলো পাবলোর স্ত্রী নিচু গলায় মারিয়াকে কিছু নির্দেশ দিচ্ছে। পরক্ষণেই ঘাড় নেড়ে মারিয়া গুহার বাইরে বেরিয়ে গেলো।

রবার্টো আবার ফিরে তাকালো পাবলোর দিকে। 'তাহলেও কাজটা আমরা তোমার সাহায্য ছাড়াই সেরে নিচ্ছি।'

'না!' রবার্টো লক্ষ্য করলো পাবলোর মুখে ঘাম চকচক করছে। 'এখানে কোন সেতু ধ্বংস করা চলবে না।'

'চলবে না ?'

'বললাম তো—না!'

পাবলোর স্ত্রীর দিকে তাকালো রবার্টো। 'তুমি কি বলছো ?'

'আমি সেতুটা নষ্ট করার পক্ষে।'

পাবলো যেন চমকে ওঠে কথাটা শুনে। 'কি বললে ?'

অবিচল গলায় তার স্ত্রী আবার জবাব দেয়, 'বললাম আমি সেতুটা নষ্ট করার পক্ষে আর তোমার বিপক্ষে। আর কিছু বলিনি আমি।'

'আমিও চাই সেতুটা ধ্বংস করা হোক,' থ্যাবড়া মুখওলা লোকটা টেবিলের ওপর সিগারেটটা ঘষে নেভাতে নেভাতে বলে।

'ওই সেতু থাকলো কি না থাকলো তাতে আমার কিছু যায় আসে না,' দুই ভাইয়ের একজন বলে। 'আমিও পাবলোর বউয়ের পক্ষে।'

'আমিও,' অন্য ভাইটি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়।

'আমারও একই মত,' র‍্যাফেল বলে।

'আমি প্রজাতন্ত্রের পক্ষে।' বিপুল সমর্থন পেয়ে পাবলোর স্ত্রী দ্বিগুণ উৎসাহে বলতে থাকে, 'ওই সেতুটা সেই কারণেই ধ্বংস করা প্রয়োজন। এর পরে আরো অনেক কাজ আছে আমাদের।'

'তোমার মাথায় ষাঁড়ের গোবর পোরা আছে,' পাবলো আরো ক্ষেপে ওঠে ওর কথায়। 'এর পরের অবস্থাটা চিন্তা করেছো কি একবারও? সেতুটা ওড়ানোর পর আমাদের ঠিক বুনো জন্তুর মতো তাড়া খেয়ে খেয়ে ঘুরতে হবে, ভেবে দেখেছো কি সে কথা?'

'তার জন্যে আমি পরোয়া করি না,' পাবলোর স্ত্রী সমান ঝাঁঝে উত্তর দেয়। 'আমাকে ওসব ভয় দেখানোর চেষ্টা কোরো না বলে দিলাম। ভীতুর ডিম কোথাকার!'

'ভীতু আমি, যেহেতু আমার মধ্যে কাণ্ডজ্ঞান আছে, তাই তো? লোকের নির্বুদ্ধিতার পরিণাম আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি, তাই তো আমাকে ভীতু বলা হচ্ছে? তবে একটা কথা জেনে রাখো তোমরা! জেনেশুনে বোকামির পথে পা না বাড়ানোকে ভীরুতা বলে না।'

'তাহলে তুমিও জেনে রাখো, ভীতু লোককে আগে থেকে চিনে নেওয়াকেও বোকামি বলে না,' অ্যানসেলমো বলে ওঠে।

'তোমার তাহলে মরার খুব ইচ্ছে জেগেছে বলো?'

'মোটেই না।'

'তাহলে কথাবার্তা যগুলো বলছো একটু ভেবেচিন্তে বলো। যা বোঝো না তাই নিয়ে অনর্থক বকে লাভ আছে কি? ব্যাপারটা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ বোঝো? নাকি এর গুরুত্বটুকু আমি একা। আর কেউ বুঝছে না তোমরা?' হঠাৎ আক্ষেপ ঝরে পড়ে পাবলোর কথায়। অ্যানসেলমোকে ছেড়ে অন্যদের দিকে তাকায় সে 'শোনো! আমি তোমাদের কাজ করাই। তোমাদের যাতে ভালো হয় আমি সব সময় সেটাই চাই। তাই তোমরা যটা বুঝছো না আমি সেটা বুঝেছি। এই বুড়োর কথায় তোমাদের কান দেবার দরকার নেই। ওর কাজ হলো খবর আনা দেওয়া করা আর বিদেশীদের রাস্তাঘাট চেনানো। এই বিদেশী লোকটা এখানে এসেছে বিদেশীদের স্বার্থ দেখার জন্যেই। এখন ওর স্বার্থের জন্যে কি আমাদের সকলের স্বার্থ বিসর্জন দিতে হবে? আমি এতে রাজী নই। আমাদের সকলের ভালো আর নিরাপত্তার ব্যাপারটাই আগে দেখবো আমি।'

'নিরাপত্তা?' পাবলোর স্ত্রী মুখ ভেঙচে ওঠে। 'কিসের নিরাপত্তা? এখানকার অনেক নিরাপত্তার ব্যবস্থাই আমাদের কাছে বিপজ্জনক হয়ে আছে, তা কি জানো তুমি?' হাতের চামচটা নিয়ে ও টেবিলের কাছে এগিয়ে আসে। 'ওসব করতে যেও না, এতে একদিন সর্বস্ব হারাতে হবে তোমাকে, বলে দিলাম। আমি কেবল লক্ষ্য করছি, যুদ্ধ শুরু হবার মাত্র এক বছরের মধ্যে একটা লোক কিভাবে পাল্টে যেতে পারে। তোমার মতো কুঁড়ে, মোদো মাতাল আর ভীতুর ডিমের মুখে ওসব কথা শোভা পায় না।'

'দ্যাখো, তোমাকে আমি বারণ করছি এভাবে তুমি আমার সঙ্গে কথা বলবে না। তার ওপর বাইরের লোকেরা রয়েছে এখানে।'

'আমি ঠিক এইভাবেই কথা বলবো, তাতে কে সামনে রয়েছে না রয়েছে আমার

জানার দরকার নেই। তোমার কি এখনো ধারণা এখানকার লোক তোমার কথায় চলে?

'হাঁ, তাই ভাবি আমি।

'আর লোক হাসিও না। তুমি ভালো করেই জানে, এখানে আমি যা বলবো তাই করা হবে। একমাত্র দু বেলা খাওয়া আর মদ গেলা বাদে আর কিছু স্বাধীন ভাবে করার অধিকার তোমার নেই। বাকি দায়িত্বটা আমিই নিয়ে থাকি।'

'ইচ্ছে করছে কি জানো?' পাবলো দাঁত কিড়মিড় করে ওঠে। 'ইচ্ছে করছে, তোমাকে আর ওই বিদেশীটাকে, দুজনকে একসঙ্গে গুলি করে উড়িয়ে দিই।'

'চেষ্টা করেই ছাখো না তাতে কি হয়।'

'আমার আর এক কাপ জল লাগবে,' স্বামী স্ত্রীর কথার মাঝে হঠাৎ ঢুকে পড়ে রবার্টো।

'মারিয়া। ও ভেতরে ঢুকতেই পাবলোর স্ত্রী বলে, 'এই কমরেডকে জল দাও।'

পেছনের পকেট থেকে ফ্লাস্ক বের করতে গিয়ে রবার্টো। পিস্তলটা খাপ থেকে বের করে উরুর ওপর রাখলো। এরপর আগের কাপে খানিকটা পানীয় ঢেলে, মারিয়ার আনা কাপ থেকে একটু একটু জল তাতে ঢালতে শুরু করলো।

এদিকে কাপটা দেবার পরও মারিয়াকে রবার্টোর কাছ থেকে সরতে না দেখে পাবলোর স্ত্রী গম্ভীর গলায় বলে উঠলো, 'যাও তুমি, বাইরে যাও।'

'বাইরে ভীষণ ঠাণ্ডা' বলে রবার্টোর কাছে আরো ঘন হয়ে এসে তার কাজ দেখতে লাগলো মারিয়া।

'তা হতে পারে তবে এখানেও গরম কম নয়। তারপর হঠাৎ সুর পাল্টে পাবলোর স্ত্রী বলে ওঠে, 'তাছাড়া তোমাকে বেশিক্ষণ থাকতে তো আমি বলিনি।

এবার বাধ্য মেয়ের মতো ঘাড় নেড়ে বাইরে বেরিয়ে গেলো মারিয়া।

রবার্টো বুঝলো এবার অতিশীঘ্র কিছু ঘটতে চলেছে। একটা হাত পিস্তলের ওপর রেখে অন্য হাতে কাপটা তুলে নিয়ে সে আবার তাকালো ওদের স্বামী-স্ত্রীর দিকে।

পাবলোর স্ত্রী তখন বলছে, 'এবার দেখলে মাতাল সাহেব, কার হুকুমে এখানে কাজ হয়? দয়া করে কান থেকে মেয়ের ছিপিটা খুলে শুনে নাও। ওরা আমার হুকুমে চলে।'

মুখ দেখে পাবলোর মনোভাব বোঝা গেলো না। একদৃষ্টে কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে সে রবার্টোর দিকে ঘুরলো, তারপর আবার নিজের স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বললো, 'বেশ, তোমার হুকুমই তাহলে চলুক। তুমি ইচ্ছে করলে ইংরেজ না হয় আমাদের হুকুমটুকুন দেবেন। তোমরা দুজনে জাহান্নমে গেলেও আমি আপত্তি করবো না। হুঁ, এটা ঠিক আমি একটু কুঁড়ে আর মদটদ একটু বেশি মাত্রায় খাই কিন্তু আমি ভীতু, এই ধারণাটা তোমার ভুল। আর বোকা তো আমি নই ই।' একটু থেমে কিছু চিন্তা করে নেয়। 'যাক, তোমার যখন অত কর্তৃত্ব করার ইচ্ছে তখন তাই হোক। আপাতত আমাকে কিছু খেতে দিলে বাধিত হবো।'

'মারিয়া!' ও বাইরে থেকে মাথা বাড়াতেই পাবলোর স্ত্রী বলে, 'খাবার দিয়ে দাও।'

মারিয়া ভেতরে ঢুকে চুল্লির সামনে রাখা একটা নিচু টেবিল থেকে কয়েকটা এনামেলের পাত্র এনে সবার সামনে টেবিলে রাখলো।

'সকলের খাবার মতো মদ দেওয়া হলো।' সবার উদ্দেশ্যে কথাটা বলে রবার্টোর দিকে তাকালো পাবলোর স্ত্রী। 'এই মাতালের কথায় কান দেবেন না। আপনার জিনিসটা শেষ করে এর থেকে এক কাপ খাবেন।'

রবার্টো তাড়াতাড়ি এক চুমুকে কাপটা নিঃশেষ করে ফেললো। মুচকি হেসে মারিয়া তার কাপটা আবার পূরণ করে দিলো।

'সেতুটা তাহলে দেখলেন?' অনেকক্ষণ বাদে আবার মুখ খুললো র‍্যাফেল।

'হ্যাঁ,' রবার্টো ঘাড় নাড়ে। 'খুবই সোজা কাজ। দেখবে নাকি?'

'নিশ্চয়ই দেখবো বৈকি।'

পকেট থেকে নোটবই বের করে রবার্টো একে একে তার আঁকা নক্সাগুলো দেখাতে লাগলো।

'এই ছাখো,' থ্যাবড়ামুখো লোকটা, যার নাম প্রিমিটিভো, একটা নক্সাকে ইঙ্গিত করে বলে ওঠে, 'এই হলো সেই সেতুটা।'

রবার্টো একটা পেন্সিল বুলিয়ে দেখিয়ে দিলো কিভাবে বিস্ফোরকগুলো ব্যবহার করে সে সেতুটা ধ্বংস করবে। কথাগুলো বলার সময় সে হঠাৎ অনুভব করলো মারিয়া তার কাঁধে ভর করে দাঁড়িয়েছে। ব্যাপারটা যে পাবলোর স্ত্রীও লক্ষ্য করছে তাও তার নজর এড়ালো না। কিন্তু পাবলো নির্বিকার। একমনে সে তখন পান করে চলেছে।

মারিয়া আচমকা প্রশ্ন করে, 'আচ্ছা, সেতুটা ওড়ানোর সময় আমরা দেখতে পাবো?'

'নিশ্চয়ই,' রবার্টো জবাব দেয়।

'আর কেউ দেখুক বা না দেখুক তুমি অন্তত দেখতে পাবে,' পাবলো হঠাৎ ফোড়ন কেটে ওঠে।

কথাটা শুনে আরো জ্বলে ওঠে তার স্ত্রী। 'চুপ করো। একদম আজেবাজে বকবক করবে না।'

'বেশ, তাই হোক। এই আমি মুখে কুলুপ আঁটলাম। তুমিই যখন এখানকার নেতা তখন তোমার কথা তো মেনে চলতেই হবে। কিন্তু হ্যাঁ, আর যাই ভাবো আমাকে কিন্তু বোকা ভেবো না।'

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে পাবলোর স্ত্রী, 'এবার আমরা খেতে বসবো। মারিয়া, তুমি খাবার দিতে শুরু করো।

পাঁচ

গুহার গুমোট আবহাওয়া থেকে বাইরে বেরিয়ে একটা গভীর শ্বাস নিলো রবার্টো। কুয়াশা কেটে গিয়ে তারায় ঝলমল করছিলো রাতের আকাশ কিন্তু বাতাস সম্পূর্ণ বন্ধ। প্রচুর কুয়াশা পড়ার দরুন পায়ের নিচের ঘাসজমি সম্পূর্ণ ভেজা। নিচে আস্তাবলের কাছ থেকে সহসা একটা পেঁচা ডেকে উঠলো, পরক্ষণেই গুহার ভেতর থেকে গীটারের মৃদু ঝঙ্কারের সঙ্গে র্যাফেলের গলা শোনা গেলো।

'বাবার কাছে উত্তরাধিকারে আমি কিছু জিনিস পেয়েছি
সেই চাঁদ আর সূর্যকে আমি সাথী করেছি
সারা দুনিয়া ঘুরেও আমি হারাইনি কভু তাদের।'

গীটারে ঝঙ্কার উঠলো, সেই সঙ্গে হাততালি দিয়ে তারিফ জানানো হলো গায়ককে। এরপর রবার্টো একজনকে বলতে শুনলো, 'এবার ক্যাটালানটা হোক-র্যাফেল।'

'না না, এটাই চলুক।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, আগে ক্যাটালান।'

'বেশ, ওটাই গাইছি তবে।' র্যাফেল এবার শোকার্ত গলায় সুর ধরল:

'নাক আমার চ্যাপটা,
মুখ আমার কালো,
তবু তো লোকের কাছে
মানুষ আমি ওগো।'

'সা-ব্বাস!' স্প্যানিশে বলে ওঠে কেউ। 'চালিয়ে যাও, র্যাফেল!'

বিদ্রূপ মেশানো গলায় র্যাফেল আবার গাইতে থাকে:

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জন্মেছি আমি নিগ্রো হয়ে,
হইনিকো ক্যাটালান।'

'বড় বেশি হৈচৈ হচ্ছে,' পাবলোর গলা শুনলো রবার্টো। 'অনেক হয়েছে, চুপ করো এবার।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক,' পাবলোর স্ত্রী সায় দেয়। 'যা চিৎকার জুড়েছো তাতে হানাদারর না এসে পড়ে।'

'আর একটা স্তবক মনে পড়েছে আমার,' বলে র্যাফেল আবার গীটারে ঝঙ্কার তোলে।

'এখন বন্ধ করো ওসব,' পাবলোর স্ত্রীর ধমকে গীটার আবার শুব্ধ হয়ে যায়।

'থাক, ভালোই হলো। গলাটা আজ তেমন সুবিধের ছিলো না।'

পরক্ষণেই রবার্টো দেখলো র্যাফেল বাইরে বেরিয়ে তার দিকেই এগিয়ে আসছে।

'কি, রবার্টো?'

'বলো, র‍্যাফেল।'

'আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করছি আপনাকে। সুযোগ পেয়েও পাবলোকে আপনি শেষ করে দিলেন না কেন?'

'শেষ করে দেবো বলতে?'

'ও কাজটা এখনই হোক বা পরেই হোক আপনাকে করতেই হবে। তাই বলছিলাম সুযোগটা হাতছাড়া করলেন কেন?'

'তুমি যা বলছো সেটা কি তোমার মনের কথা?'

'আপনি কি ভাবছেন—ঠাট্টা? ওখানে এতক্ষণ থেকেও কি আমাদের মনোভাব বুঝতে পারেননি? ওর বউ মেয়েটাকে কেন বাইরে পাঠালো তাও বুঝলেন না? বলুন আপনি, অত কথার পরেও কি ওর সঙ্গে আমাদের কাজ করা সম্ভব?'

'তাহলে তোমাদের সকলে মিলেই ওকে শেষ করা উচিত ছিলো।'

'না। ও কাজটা আপনার। ওকে মারার তিন-চারটে মওকা আপনাকে দেওয়া হয়েছিলো। পাবলোর কোন বন্ধু নেই আমাদের মধ্যে।'

'সেটা অবশ্য আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু তবু কিছু করলাম না অনেক কিছু ভেবে।'

'আমরাও দেখেছি আপনি একটা প্রস্তুতি নিয়েও শেষ অব্দি পিছিয়ে এলেন।'

'আসলে আমার ধারণা হয়েছিলো, সেরকম কিছু করতে গেলে ওর বউ বা তোমাদের ভালো লাগবে না।'

'বলেন কী! আমাদের কথা বাদ দিন, ওর বউই হয়তো সুযোগটা হাতছাড়া হওয়ার জন্যে আপসোস করছে। নাঃ, আপনি দেখছি সত্যিই ছেলেমানুষ।'

'কি জানি, হবে হয়তো।'

'ওকে এক্ষুনি শেষ করে দিন।'

'এটা তাহলে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে।'

'হোক,' সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা গলায় বলে র‍্যাফেল। 'তবু মারুন ওকে।'

'নাঃ, এটা আমার চরিত্রবিরোধী কাজ। এভাবে কাউকে মারা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'তাহলে ওস্কান ওকে। মোট কথা পাবলোকে আপনার শেষ করতেই হবে। এ ছাড়া কোন রাস্তা নেই।'

ওদের কথার মাঝখানে হঠাৎ গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে পেঁচাটা উড়ে গেল। কিন্তু কোন শব্দ হলো না তার ডানায়। ব্যাপারটা লক্ষ্য করে র‍্যাফেল বলে উঠলো, 'দেখুন, ঠিক এইরকম নিঃশব্দে মানুষের কাজ করা উচিত।'

'যার উদাহরণ দিলে, দিনের আলোয় সে কিন্তু সম্পূর্ণ অপটু। তখন তার অন্ধত্বের সুযোগে কাকের মতো নিকৃষ্ট প্রাণীও তাকে ঠোকরায়।'

'সে যাই হোক। আমার মতে অযথা ব্যাপারটাকে ঘোরালো না করে বরং খতম করে ফেলুন ওকে।'

'এখন আর সে সুযোগ নেই।'

গুহার মুখের কম্বলটা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এলো কেউ। রবার্টো আর র‍্যাফেলের দিকেই এগিয়ে আসতে লাগলো সে।

'বাঃ, চমৎকার আবহাওয়া! রাতটা ভালোই যাবে মনে হচ্ছে।' পাবলো। সিগারেটে টান দিতে সেটুকু আলোর মধ্যেই তার মুখটা দেখতে পেলো রবার্টো।

'আমার বউয়ের কথায় কান দেবার দরকার নেই,' রবার্টোকে উদ্দেশ্য করে সে বলতে থাকে, 'মাঝে মাঝে ও ভীষণ অবুঝ হয়ে ওঠে। তবু বলবো মেয়ে হিসেবে ও খারাপ নয়। আসলে প্রজাতন্ত্রের ও একজন অন্ধ সমর্থক।' কথার সঙ্গে সঙ্গে সিগারেটটা নড়তে দেখে রবার্টো বুঝলো ওটা মুখে নিয়েই সে কথা বলছে। 'যাই হোক, ঝামেলার কিছু নেই, আমরা সবাই একসঙ্গে আছি। আপনি আসাতে আমি খুশিও হয়েছি।' সিগারেটের আগুন আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। 'এসব ঝগড়া-বিবাদ ভুলে যান, বুঝেছেন? আচ্ছা, ক্ষমা করবেন, আমি এখন একটু যাবো। দেখি ঘোড়াগুলো ওরা কিভাবে রেখেছে।'

সহসা গাছগাছালির মাঝ দিয়ে সে হনহন করে এগিয়ে গেলো। এর কিছুক্ষণ পরেই একটা ঘোড়ার মৃদু হ্রেষাধ্বনি শুনলো ওরা।

'দেখলেন?' র‍্যাফেল হঠাৎ উত্তেজিত গলায় বলে ওঠে। 'আবার একটা সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেলো।' রবার্টোর কাছে উত্তর না পেয়ে আবার বললো, 'আমি একটু নিচে যাবো।'

'কি জন্যে?'

'আবার জিগেস করছেন কি জন্যে? অন্তত ওর পালানোটা তো ঠেকাই।'

'ও কি ঘোড়া নিয়ে পালাতে পারে?'

'মনে হয় না।'

'তাহলে যেখান দিয়ে ও পালাতে পারে মনে করছো সেখানে চলে যাও।'

'সেখানে অগাস্টিন আছে।'

'তাহলে অগাস্টিনের কাছে গিয়ে সব ব্যাপারটা খুলে বলো।'

'অগাস্টিন ওকে খুশি মনেই শেষ করে দেবে।'

'তা হলে তো ভালোই। তুমি বরং এগোও, আমি একটু আস্তাবলের কাছটা ঘুরে দেখে আসি।'

'যাক, এতক্ষণে একটা কথার মতো কথা আপনার মুখ থেকে বেরোলো। যাচ্ছি আমি।'

অন্ধকারে র‍্যাফেলের মুখ দেখতে না পেলেও রবার্টো অনুভব করলো তার মুখে হাসি ফুটেছে। র‍্যাফেল চলতে শুরু করতেই পাইন অরণ্যের মাঝ দিয়ে সেও রওনা হলো তার গন্তব্যস্থলের দিকে।

আস্তাবলটা কাছেই, অল্পক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেলো রবার্টো। অন্ধকার সেখানে অত গাঢ় না হওয়ায় দূর থেকেই দেখা যাচ্ছিলো ঘোড়াগুলোকে। প্রথমেই সে সংখ্যাটা গুণে দেখলো। পাশাপাশি পাঁচটা ঘোড়া দাঁড়িয়ে। নিশ্চিন্ত মনে একটা পাইন গাছের গোড়া বেছে নিয়ে রবার্টো বসে পড়লো।

সম্ভবত আমি খুবই ক্লান্ত, এবং আমার সিদ্ধান্তগুলোও হয়তো সঠিক নয়। তবু লক্ষ্যে পৌঁছনোর আগে আমি অযথা কোন ঝুঁকি নিতে রাজী নই। একদৃষ্টে ঘোড়াগুলোকে লক্ষ্য করতে করতে রবার্টো একসময় নিজেকে বিশ্লেষণ করতে শুরু করলো। অবশ্য একথা ঠিক, সময়ে সুযোগ কাজে না লাগানোর জন্যে পরে পস্তাতে হয়, কিন্তু তবু আমি মনে করি এক্ষেত্রে আমার চিন্তাধারা একেবারে উড়িয়ে দেবার মতো নয়। র‍্যাফেল বলছে ওরা চেয়েছিলো আমার দ্বারাই পাবলোর মৃত্যু ঘটুক। কিন্তু কেন ওদের এই প্রত্যাশা? ব্যাপারটা পরিষ্কার নয় আমার কাছে। তাছাড়া আমি মনে করি একজন বাইরের লোকের কাছে কাজটা শোভনীয়ও নয়। যাদের নিয়ে পরে কাজ হাসিল করতে হবে তাদেরই একজনকে প্রকাশ্যে বিনা প্ররোচনায় খুন করার পরিণাম পরে ভালো নাও হতে পারে। পাবলোর স্ত্রীর প্রতি আমার যে সম্পূর্ণ আস্থা জন্মেছে একথা অবশ্য অস্বীকার করার উপায় নেই, কিন্তু তবু এই ধরনের একটা মারাত্মক কাজ করার পর ওর মনে কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে, তা আমার পক্ষে এখনই ধারণা করে নেওয়া সম্ভব নয়। যদি ও বেঁকে বসে তাহলে কাজ চালানো অসম্ভব, কারণ ওকে ছাড়া এখানে কোন সাংগঠনিক কাজ সম্ভব নয়। সবচেয়ে ভালো হতো যদি ওকে দিয়েই ওর স্বামীকে হত্যা করানো যেত। অথবা র‍্যাফেল (যদিও সে করবে না) বা অগাস্টিনকে দিয়েও কাজটা সম্ভব। আমি বললে অ্যানসেলমোও হয়তো রাজী হয়ে যাবে, যদিও তার বক্তব্য অনুযায়ী মানুষ মারতে সে আর ইচ্ছুক নয়। অ্যানসেলমো কিন্তু পাবলোকে ঘৃণা করে এবং আমার কর্তৃত্ব সে মেনে নিয়েছে। তার দৃঢ় বিশ্বাস আমিই একমাত্র লোক যার পক্ষে তার স্বপ্নকে বাস্তব করে তোলা সম্ভব। প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা সে আর পাবলোর স্ত্রী ছাড়া আর কারুর মধ্যে আমি দেখিনি।

অন্ধকারে চোখ কিছুটা সয়ে যেতে রবার্টো দেখলো পাবলো একটা ঘোড়ার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। একমনে ঘাস খেতে খেতে ঘোড়াটা একবার মাথা উঁচু করেই যেন বিরক্তির সঙ্গে আবার নামিয়ে ফেললো। রবার্টো লক্ষ্য করলো পাবলো কিছু বিড়-বিড় করতে করতে একটা দড়ি দিয়ে ঘোড়াটার পিঠে চাপড় মেরে চলেছে। এত দূর থেকে তার কথা বোঝা সম্ভব নয় এবং এই পরিস্থিতির মধ্যে তাকে হত্যা করাও অনুচিত ভেবে রবার্টো শেষ পর্যন্ত ফিরে যাওয়াই সাব্যস্ত করলো।

ছয়

গুহার ভেতরে কাঁচা চামড়ার একটা আসনে বসে রবার্টো কথা বলছিলো ওদের সঙ্গে। পাবলোর স্ত্রী থালা ধুচ্ছিলো আর মারিয়া সেগুলো মুছে তুলে রাখছিলো গুহার একটা খাঁজের মধ্যে।

পাবলোর স্ত্রী বলছিলো, 'এল সোরডো এলো না এটা আমাকে খুব অবাক করছে। অন্তত এক ঘণ্টা আগে তার এসে পড়ার কথা।'

'তুমি কি তাকে আসতে বলেছিলে?' রবার্টো প্রশ্ন করে।

'না না, আসতে বলবো কেন? রোজই তো সে আসে।'

'হয়তো আজ কোন কাজে আটকা পড়ে গেছে।'

'তা হতে পারে। যাক, আজ না এলে কাল আমরাই ওর সঙ্গে দেখা করতে যাবো।'

'কোথায় থাকে সে, অনেক দূর?'

'না, খুব দূরে নয়। আপনার যেতে ভালোই লাগবে।'

'পিলার, আমি যাবো তো?'

মারিয়ার মুখে পাবলোর স্ত্রীর নামটা প্রথম শুনলো রবার্টো।

'নিশ্চয়ই যাবে।' এরপর রবার্টোর দিকে ঘুরে পিলার বলে, 'বলুন, মেয়েটা খুব মিষ্টি নয়? ওকে কি খুব রোগা লাগে আপনার?'

'না না, ঠিকই তো আছে।'

একটা কাপে পানীয় ঢেলে মারিয়া রবার্টোর দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলে, 'এটা খেয়ে ফেলুন, দেখবেন আমাকে আরো মিষ্টি লাগছে। এই জিনিস আরো কিছুটা খাবার পর দেখবেন আমাকে রীতিমতো সুন্দরী মনে হচ্ছে আপনার।'

'তাহলে বরং না খাওয়াই ভালো,' রবার্টো হাসতে হাসতে বলে। 'আমার চোখে এখনই তো তুমি দস্তুরমতো সুন্দরী।'

'হ্যাঁ, এই হলো কথা বলার কায়দা,' পিলার বলে। 'ভদ্রলোকেরা এইভাবেই কথা বলে। আচ্ছা বলুন তো, ওকে দেখে আর কি মনে হয় আপনার?'

'প্রচণ্ড বুদ্ধিমতী,' রবার্টো সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়।

মারিয়া মুখ টিপে হাসতে থাকে। পিলার ঘাড় নেড়ে ওঠে। 'সত্যিই আপনার জবাব নেই, ডন রবার্টো।'

'আমাকে ওসব ডনফন বলে ডেকো না।'

'ও একটা ঠাট্টা। পাবলোকেও আমরা মাঝে মাঝে ডন পাবলো বলি। যেমন ওকে বলা হয় সিনোরিটা মারিয়া।'

'আমার ওসব ঠাট্টা ভালো লাগে না। এখন আমরা সবাই বিপ্লবের সাথী। এসব ক্ষেত্রে রঙ্গ-তাঁমাসার জন্যে অনেক সময় উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়ে যায়।'

'রাজনীতির ধর্ম আপনি খুব মেনে চলেন দেখছি?' পিলার বলে। 'আপনি তাহলে ইয়ার্কি-ফিয়ার্কি একেবারেই করেন না বলুন?'

'তা করি বৈকি। তবে কারুর নাম নিয়ে তামাসা আমি পছন্দ করি না। নামকে আমি পতাকার মতো মর্যাদা দিই।'

'আমি কিন্তু পতাকা নিয়েও তামাসা করে থাকি।' পিলার হেসে ওঠে। 'সে যারই পতাকা হোক।'

'উনি বোধহয় কম্যুনিস্ট,' মারিয়া বলে। 'ওঁরা যে কোন ব্যাপারেই গাম্ভীর্য বজায় রেখে চলেন।'

রবার্টো ওর দিকে তাকায়। 'তুমি কম্যুনিস্ট নও?'

'না, আমি হলাম ফ্যাসিস্ট বিরোধী।'

'কতদিন থেকে?'

'যতদিন ফ্যাসিস্টদের ব্যাপারটা জেনেছি তবে থেকেই।'

'তাও?'

'তা ধরুন, দশ বছর।'

'তাহলে খুব বেশিদিনের ব্যাপার নয়,' পিলার কথার মাঝে ঢুকে পড়ে। 'আমি আজ বিশ বছর ধরে প্রজাতন্ত্রের সমর্থক।'

'তাই যদি বলো, আমার বাবা সারা জীবন ধরে প্রজাতন্ত্র ক সমর্থন করে গেছেন,' মারিয়া বলে। 'এর জন্যে বাবাকে গুলি খেয়ে মরতেও হয়।'

'তাহলে শোনো,' রবার্টো হাসতে হাসতে বলে। 'আমার বাবা তো বটেই আমার ঠাকুর্দাও সারা জীবন ধরে ওদের সমর্থন করে গেছেন।'

'কোথায় থাকতেন তাঁরা?'

'যুক্তরাষ্ট্রে।'

'ওঁদেরও কি গুলি খেয়ে মরতে হয়?' পিলার জিজ্ঞেস করে।

'দূর!' মারিয়া বলে, 'তা কেন হবে! ওটা তো প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র, ওখানে তাদের সমর্থন করলে গুলি খেয়ে মরতে হবে কেন?'

'যাই হোক,' পিলার একটু দমে গিয়ে বলে, 'আপানার ঠাকুর্দাও যখন ওদের সমর্থন করতেন, তখন বুঝতে হবে আপনাদের বংশের ধারাটাই ভালো।'

'শুধু তাই নয়, আমার ঠাকুর্দা ওখানকার জাতীয় কমিটির সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন।'

'আপনার বাবা কি এখনও ওদের হয়ে কাজকর্ম করছেন?' পিলারের প্রশ্ন।

'না, উনি মারা গেছেন। আত্মহত্যা করেছিলেন উনি।'

'কেন, উৎপীড়ন এড়ানোর জন্যে?' এ প্রশ্নটা মারিয়ার।

'হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছো।'

মারিয়ার চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে। 'সত্যিই ভাগ্যবান উনি, হাতের কাছে একটা অস্ত্র পেয়ে গিয়েছিলেন। আমার বাবা কিন্তু পাননি।'

'তা বলতে পারো,' রবার্টো ঘাড় নেড়ে সমর্থন করে। 'আচ্ছা এবার অন্য কিছু নিয়ে আলোচনা করলে কেমন হয়?'

'আপনার সঙ্গে তাহলে আমার অনেক দিক দিয়ে মিল,' বলেই রবার্টোর বাহুতে আলতো করে স্পর্শ করে মুখের দিকে তাকায় মারিয়া। অদ্ভুত একটা ভাব ফুটে ওঠে ওর চোখে মুখে।

'বাইরে থেকে দেখলে তোমাদের ভাই বোন বলে মনে হয়।' পিলার মুখ টিপে হাসে. 'কিন্তু ভাগ্যিস তা নয়।'

অস্ফুট স্বরে মারিয়া বলে, 'এখন বুঝতে পারছি কেন একটা কথা বারবার মনে হচ্ছিলো।'

সহসা রবার্টো ওর মাথায় হাত বোলাতে শুরু করে। যেন ব্যাপারটায় মজা পেয়েই মারিয়া আরো এগিয়ে দেয় ওর মাথাটা। রবার্টো সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সংযত করে নেয়।

'উঃ, দারুণ লাগছিলো, আর একটু করুন না!' মারিয়া দুষ্টু হেসে বলে। 'আমার মাথায় সারাদিন যদি এইভাবে হাত বোলাতে পারেন তাহলে আরো ভালো হয়।'

'এখন ওসব থাক,' রবার্টো গলায় গাম্ভীর্য আনতে চেষ্টা করে।

'আচ্ছা আমার কি অন্য কাজ নেই? কেবল এসবই দেখতে থাকবো?' গলা নামিয়ে আনে পিলার, 'পাবলো কিন্তু যে কোন সময়ে এসে পড়তে পারে।'

মারিয়ার এখন আর ওর দিকে দৃষ্টি নেই। এমনকি ভেতরে মোমবাতির আলোয় যারা তাস খেলছিলো তাদেরও পরোয়া না করে রবার্টোর দিকে স্থির হয়ে তাকিয়ে ও বললো, 'আপনাকে আর এক কাপ দেবো?'

'দিতে পারো।'

'আপনি দেখছি আমার ঘরের লোকটার মতোই মাতাল হয়ে উঠছেন,' সহসা পিলারের কণ্ঠস্বর পাল্টে যায়। 'শুনুন, ইংরেজ সাহেব!'

'আমি ইংরেজ নই, আমেরিকান।'

'বেশ, তাই হলো, আমেরিকানই সই। আপনি শোবেন কোথায়?'

'বাইরে। আমার সঙ্গে শোবার ব্যবস্থা আছে।'

'তাহলে তো ভালোই। আজকের আবহাওয়া পরিষ্কারই আছে, আপনি বাইরেই শুতে পারবেন। আপনার মালপত্রগুলো বরং আমার বিছানার পাশে থাকবে।'

মারিয়ার কাঁধে হাত রাখে রবার্টো। 'এবারে আমাদের একটু একলা ছাড়তে হবে।'

'কেন?'

'আমি পিলারের সঙ্গে একটু কথা বলবো।'

'আমি তাহলে যাবো?'

'হ্যাঁ।'

একটু বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে ওঁদের দিকে তাকিয়ে মারিয়া আস্তে আস্তে সরে তাস খেলার জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালো। ওকে লক্ষ্য করতে করতে পিলার বলে, 'কি ব্যাপার বলুন তো?'

'র‍্যাফেল বলছিলো আমার নাকি উচিত ছিলো—'

'না', রবার্টোর মুখের কথা কেড়ে নেয় পিলার। 'ও ভুল বুঝেছে।'

'কিন্তু যদি তেমন প্রয়োজন পড়ে, তাহলে কি আমি—'

'আমি জানি আপনি সে সুযোগ পেয়েছিলেন, কিন্তু আমি বলছি তার প্রয়োজন নেই। আপনাকে আমি লক্ষ্য করছিলাম। আপনার বিচারবুদ্ধির আমি প্রশংসা করি।'

'কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে, যদি দরকার হয়—'

'না, দরকার নেই। ওই জিপসীটার ভিমরতি হয়েছে।'

'আমার যা ধারণা, মাথায় ভূত চাপলে লোকটা বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।'

'না। আপনি তাহলে কিছুই বোঝেননি। যাক, সবরকমের বিপদ এখন কাটিয়ে ওঠা গেছে।'

'বুঝলাম না তোমার কথা।'

'আপনি এখনো ছেলেমানুষ। তবে সময়ে সবই বুঝবেন।' এরপর মারিয়াকে লক্ষ্য করে পিলার বলে, 'তুমি এবার আসতে পারো। আমাদের কথা শেষ হয়ে গেছে।'

মারিয়া কাছে আসতেই রবার্টো ওর মাথায় আলতো করে চাপড় মারলো। জবাবে মারিয়াও ছেলেমানুষের মতো তাকে হাতের ওপর চাপড়াতে চাপড়াতে মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগলো।

'আপনি বরং শুতে চলে যান এখন,' পিলার বলে ওঠে। 'আজ অনেক হাঁটাহাঁটি করতে হয়েছে আপনাকে।'

'যাই,' রবার্টো বলে।…

সাত

একটা হাত বালিশের নিচে রেখে, অন্য হাতের কব্জির সঙ্গে ছোট্ট একটা দড়ি দিয়ে পিস্তলটা বেঁধে, রবার্টো প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিলো, সহসা কাঁধে কারুর স্পর্শ অনুভব করে ঘুমথলির মধ্যেই তাড়াতাড়ি পিস্তলটা চেপে ধরলো। পরক্ষণেই তার বিস্ময়ের পালা। মাথার কাছে হাঁটু গেড়ে বসে মারিয়া।

'ও তুমি!' পিস্তল ছেড়ে দু হাত বাড়িয়ে ওকে কাছে টানতে গিয়ে রবার্টো অনুভব করে ওর সারা শরীর থর থর করে কাঁপছে। 'ভেতরে এসো। বাইরে ভীষণ ঠাণ্ডা।'

'না।'

'এসো বলছি।' উঠে বসে রবার্টো ওকে টানার চেষ্টা করতেই মারিয়া মুখ ঘুরিয়ে নেয়। সঙ্গে সঙ্গে আলতো করে ওর ঘাড়ে একটা চুমু খায় রবার্টো। 'কি,

আসবে না?'

'আমার খুব ভয় করছে।'

'ভয়ের কিছু নেই। এর ভেতরে ঢুকে পড়ো।'

'কিভাবে ঢুকবো?'

'গলে যাও এর ভেতরে। অনেক জায়গা আছে এতে। বলো তো তোমায় সাহায্য করি।'

'দরকার নেই,' বলেই থলির মধ্যে ঢুকে পড়ে মারিয়া। রবার্টো সঙ্গে সঙ্গে ওকে জাপটে ধরে। মারিয়া তার গলা জড়িয়ে ধরলেও মুখ গুঁজে দেয় বালিশের মধ্যে।

'ভীষণ লজ্জা করছে আমার। ভয়ও হচ্ছে।'

রবার্টো পিস্তলটা হাত থেকে খুলে পাশে রাখে। 'কিছু লজ্জা নেই। আর ভয়টা কিসের?'

'ওসব কিছুই করবে না, যদি তুমি আমাকে ভালবাসো।'

'আমি তো তোমাকে ভালবেসে ফেলেইছি।'

'আমিও। অ্যাই, আমার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দেবে?' এতক্ষণ বালিশে মুখ গুঁজে ছিলো ও, রবার্টো মাথায় হাত বোলাতে শুরু করতেই ঝাঁপিয়ে তাকে জাপটে ধরে ফোঁপাতে শুরু করলো।

ওর ভেজা লবণাক্ত চোখ দুটোর ওপর চুমু খেতে খেতে রবার্টো অনুভব করলো ওর পুরুষ্টু দুটো স্তনের চাপ ক্রমশ তার বুকের ওপর দৃঢ় হচ্ছে।

'আমি যে ওসব খেতে জানি না গো।'

'তোমাকে কিচ্ছু করতে হবে না।'

'নিশ্চয়ই করতে হবে, সব কিছু করবো আমি।'

'এত জামাকাপড় পরেছো কেন?'

'তাহলে?'

'আমি তোমাকে ওগুলো খুলতে সাহায্য করবো।

'সেটা কি ভালো হবে?'

'নিশ্চয়ই। কেন, তুমি কি বলছো ভালো হবে না?'

'হবে গো হবে। তুমি যখন বলছো—। আচ্ছা, পিলার যে তখন বলেছিলো, আমি তোমার সঙ্গে চলে যেতে পারবো?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায়, তোমার বাড়িতে?

'আমার বাড়িতে নয়, তবে একটা বাড়িতে তোমায় আমি নিয়ে তুলবো।'

'না, না, না! আমি তোমার বাড়িতে তোমার বউ হয়ে থাকবো।'

কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে রবার্টো ততক্ষণে একে একে ওর পোশাকগুলো খুলে ফেলেছে। ওর নিটোল নিরাবরণ দেহটার ওপর হাত বোলাতে বোলাতে তার পক্ষেও নিজেকে সামলে রাখা অসম্ভব হয়ে উঠলো। বহু কষ্টে নিজেকে সংযত রেখে

প্রশ্ন করলো সে, 'তুমি আগে কাউকে ভালবেসেছো ?'

'না, কোনদিন না।' কিছুক্ষণ নিস্পন্দ হয়ে রবার্টোর বাহুবন্ধনে থেকে মারিয়া ফিসফিস করে ওঠে, 'তবে আমাকে নিয়ে সবই করা হয়েছে।'

'কে করেছে ?'

'একজন নয়, অনেকে।' সহসা আবার মাথা ঘুরিয়ে বালিশে মুখ গোঁজে মারিয়া। 'এরপর তুমি নিশ্চয়ই আর আমাকে ভালবাসবে না।'

'কেন বাসব না ?'

কিন্তু মারিয়া জানে রবার্টোর ভেতরে তখন ঝড় বইছে। কাঁপা কাঁপা গলায় ও বলতে থাকে, 'মিছে কথা! এসব শুনে কেউ কাউকে ভালবাসতে পারে না। তবে হয়তো তুমি এর পরেও আমাকে বাড়ি নিয়ে যাবে, কিন্তু তোমার বউ হবার মর্যাদা আমি আর পাবো না।'

'আমি তোমাকে ভালবাসি, মারিয়া—বললাম তো।'

'অসম্ভব! তুমি সত্যি বলছো না।...কিন্তু বিশ্বাস করো, আজ অব্দি আমি কোন পুরুষমানুষকে চুমু খাইনি।'

'তাহলে ওটা আমাকেই প্রথম দাও।'

'বললাম না তোমায়, আমি জানিই না কি করে ওটা খায়। ওরা যখন আমাকে ওসব করছিলো, আমি সারাক্ষণ হাত পা ছুঁড়ে গেছি। শেষে—শেষে একজন আমার মাথার ওপর চেপে বসলো। আমি সঙ্গে সঙ্গে তাকে কামড়ে দিলাম। এরপর... ওরা আমার মুখে কাপড় গুঁজে, হাত দুটো পিছমোড়া করে বেঁধে ফেললো। আর তারপর একে একে সকলে—।'

'ওসব কথা থাক, সোনা। আমি বলছি কেউ তোমাকে কিছু করেনি। কারুর সাধ্যি নেই তোমার গায়ে হাত দেবার।'

'তোমার কি তাই বিশ্বাস ?'

'তোমায় কিছু বলতে হবে না, আমি সব জানি।'

মারিয়া আবার ঘন হয়ে আসে। 'তাহলে বলো, আমাকে তুমি এর পরেও ভালবাসবে ?'

'নিশ্চয়ই, আরো বেশি করে ভালবাসবো।'

'তাহলে আমিও তোমাকে ভাল করে চুমু খেতে চেষ্টা করবো।'

'দাও।'

'উঁহু, আমি খেতে জানি না।'

'খাও বলছি! কই খাবে না ?'

এবার ওর গালে আলতো করে একটা চুমু খায় মারিয়া।

'না, এভাবে নয়। তোমার মাথাটা ঘোরাও।' এরপর মুহূর্তের মধ্যে দুই অধর এক হয়ে যায়। আবেগে পরস্পরকে পাগলের মতো চুমু খেতে শুরু করে ওরা।

'তুমি খালি পায়ে এসেছো ?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে আমার পাশে শোবার জন্তে প্রস্তুত হয়েই এসেছিলে বলো ?'

'হ্যাঁ।'

'আসার সময় ভয় করেনি ?'

'করেছিলো। তবে এর থেকেও বেশি চিন্তা ছিলো কিভাবে জুতোটা ছেড়ে আসবো।'

'সময় কত বলো তো ?'

'কেন, ঘড়ি নেই তোমার ?'

'তোমার পেছনে আছে।'

'সামনে নিয়ে এসো না।'

'না।'

'তাহলে আমার কাঁধের ওপর দিয়ে ছাখো।'

অন্ধকারে ঘড়ির রেডিয়ামের উজ্জল আলোয় রবার্টো দেখলো রাত একটা।

'অ্যাই, তোমার দাড়ির ঘষায় আমার হাত কিন্তু ছড়ে যাচ্ছে।'

'উপায় নেই, দাড়ি কামানোর সরঞ্জামই আনিনি সঙ্গে।'

'একটা কথা মনে পড়লো জানো,' অস্ফুট স্বরে বলতে থাকে মারিয়া। 'পিলার আমাকে বলেছে, তোমাকে জানিয়ে দিতে যে আমি অসুস্থ নই।'

'আমাকে বলতে বলেছে ?' রবার্টো বিস্মিত হয়।

'হ্যাঁ। আমি যখন বললাম তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি, তখন ও আমাকে বললো, আমি যেন ওই কথাটা তোমাকে সবচেয়ে আগে জানিয়ে দিই। এছাড়া অনেক দিন আগে সেই ট্রেনের ঘটনাটার সময় ও আমাকে আর একটা কথাও বলেছিলো।'

'কি ?'

'ও বলেছিলো, কাউকে দিয়ে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু পাপ কাজ করলে তাতে দোষ হয় না। আমি যদি কাউকে কোনদিন ভালোবাসি ও গ্লানি নাকি আপনি মুছে যাবে। সত্যি বলতে কি, সেই সময় আমি আত্মহত্যাই করতে যাচ্ছিলাম।'

'পিলার যা বলেছে তার মধ্যে কোন ভুল নেই।'

'আজ বিশ্বাস করো, নিজেকে ভীষণ সুখী মনে হচ্ছে। সেদিনের আত্মহত্যা করতে না পারার দুঃখ আমি সম্পূর্ণ ভুলে গেছি। বলো না গো, আমাকে তুমি ভালোবাসবে ?'

'বললাম তো, বাসবো '

'আমাকে তোমার বউ করবে ?

'করবো গো করবো।'

আবার শক্ত করে রবার্টোকে জাপটেধরলো মারিয়া। 'অ্যাই, এবার য করার তাড়াতাড়ি করে নাও। ওরা আবার এসে পড়তে পারে।'

'তুমি নিজে থেকে চাইছো ?'

'হ্যাঁ গো, হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ।'...

আট

বেশ ঠাণ্ডা পড়েছিলো রাতে, ররার্টোর ঘুমটাও তাই ভালোই হলো। মাঝে একবার পাশ ফিরতে গিয়ে হঠাৎ ঘুম ভাঙাতে সে অনুভব করে মারিয়া অনেকখানি নিচে নেমে গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে। অন্ধকারে ওর হালকা নিশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছিলো। রবার্টো ওর নিরাবরণ কাঁধে একটা চুমু খাবার লোভ সম্বরণ করতে পারেনি। গভীর ঘুমে অচেতন মারিয়ার অবশ্য এতে কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি। রবার্টো এরপর আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় বারে তার যখন ঘুম ভাঙে দিনের আলো তখন ফুটে গেছে। পাশে মারিয়া নেই, কিন্তু ঘুমথলির মধ্যে ওর শোয়া জায়গাটা তখনো বেশ গরম। কুয়াশা-ঢাকা গুহার প্রবেশপথটার দিকে তাকাতে গিয়ে পাথরের খাঁজ দিয়ে বেরোনো ধূসর ধোঁয়ার কুণ্ডলীটার দিকে লক্ষ্য পড়তে রবার্টো বুঝলো ভেতরে রান্নার কাজ চালু হয়ে গেছে।

কম্বলের পোশাক পরা একজন দূর থেকে এগিয়ে আসছিলো। কাছে আসার পর দেখা গেলো সে পাবলো। সিগারেট টানতে টানতে রবার্টোর দিকে না তাকিয়েই সোজা গুহার ভেতরে ঢুকে গেলো সে।

রবার্টো স্থির করলো আরো কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নেবে কিন্তু একটু পরেই বিমানের গর্জন আবার তার ঘুম ভাঙিয়ে দিলো।

শুয়ে শুয়েই সে দেখলো ফ্যাসিস্টদের তিনটে টহলদারী বিমান একসঙ্গে ছুটে আসছে। অ্যানসেলমোর সঙ্গে গতকাল সে যে পথে এসেছিলো সেই পথেই উড়ে গেলো সেগুলো। এরপর এলো ন'টা বোমারু বিমান। তিনটে করে দল বেঁধে বেশ কিছুটা উঁচু দিয়ে একই লক্ষ্যপথে সেগুলোও এগিয়ে গেলো।

রবার্টো তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে পোশাক পরতে শুরু করলো, কিন্তু ঠিক সেই সময় দূর থেকে আরো বিমান আসার শব্দ শুনে আবার শুয়ে পড়তে হলো তাকে। আরো দু দফায় মোট বারোটা বোমারু বিমান উড়ে গেলো আকাশ দিয়ে।

শোবার সরঞ্জামগুলো গুটিয়ে একটা পাথরের খাঁজে রেখে জুতো পরতে গিয়ে রবার্টোর চোখে পড়লো গুহার মুখে জটলাটার দিকে। দুই ভাইয়ের একজন, পাবলো, র‍্যাফেল, অ্যানসেলমো, অগাস্টিন আর পিলার সকলেই আকাশের দিকে তাকিয়ে বিমানগুলোর গতিবিধি লক্ষ্য করছিলো।

'এইভাবে এত প্লেন কি আগেও গেছে?' বিশেষ কাউকে প্রশ্ন না করে সবার উদ্দেশ্যেই কথাটা ছুঁড়ে দিলো রবার্টো।

উত্তরটা এলো পাবলোর কাছ থেকে, 'না। আপনি ভেতরে ঢুকে আসুন। ওরা আপনাকে দেখে ফেলতে পারে।'

সূর্যের আলো তখনো গুহার মুখে পৌঁছোয়নি। তাছাড়া রবার্টো জানে অসংখ্য গাছ আর পাহাড়ের ঘন ছায়ার মাঝে তাকে দেখতে পাওয়া একেবারেই অসম্ভব। তবু ওদের সন্তুষ্ট করতে সে ভেতরে ঢুকে পড়ারই সিদ্ধান্ত নিলো।

'অনেক প্লেন গেলো,' ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে পিলার বলে।

'আরো আসবে এরপর।'

'কি করে জানলেন?' রবার্টোর দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকায় পাবলো।

'যেগুলো গেলো, ওদের অনুসরণ করার জন্যে আরো কিছু প্লেন আসবে।'

রবার্টোর কথায় প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আবার দূর থেকে শোনা গেলো বিমানের মৃদু গর্জন। এবার অন্তত পাঁচ হাজার ফুট উঁচু দিয়ে পনেরোটা বিমান ইংরাজী ভি আকৃতির রূপ নিয়ে উড়ে গেলো।

গুহার সামনে ওদের সকলের শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে রবার্টো বলে, 'আসলে এতগুলো প্লেন একসঙ্গে দেখতে তোমরা অভ্যস্ত নও। সেগোভিয়াতেও বোধহয় এতগুলো দেখা যায় না?'

'আমরা কখনো দেখিনি,' পাবলো বলে। 'তিনটে, বড়জোর ছ'টা দেখেছি একসঙ্গে, তার বেশি নয়। আচ্ছা, ঘোড়াগুলো ওরা দেখে ফেলেনি তো?'

হাতঘড়ির একটা বোতামে চাপ দিয়ে সেকেণ্ডের কাঁটা চালু করে রবার্টো। ঘণ্টায় আড়াইশো মাইল গতিতে এগিয়ে কত দূরে ওরা বোমা নিক্ষেপ করে তার জানা প্রয়োজন। মুখে বলে, 'ঘোড়ার খোঁজে ওরা আসেনি।'

'না, আমি বলছি ওরা ওগুলো দেখতে পেয়েছে কিনা?'

'নির্দেশ না থাকলে ওরা ওসব দেখবে না। অবশ্য গাছের মাথায় সূর্যের আলো না আসা পর্যন্ত ওদের দেখা হয়তো সম্ভবও নয়।'

প্রায় আট মিনিট পরেও বোমার শব্দ পাওয়া গেলো না। রবার্টোকে মাঝে মাঝেই হাতঘড়ির দিকে তাকাতে দেখে পিলার প্রশ্ন করে, 'তখন থেকে কি দেখছেন ঘড়িতে?'

'দেখছি ওরা কদ্দূরে গিয়ে বোমা ফেলে।'

কিন্তু আরো মিনিট তিনেক অপেক্ষা করেও কোন শব্দ না পেয়ে রবার্টো শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিলো। সেকেণ্ডের কাঁটা বন্ধ করে অ্যানসেলমোকে লক্ষ্য করে সে বললো, 'তোমার সঙ্গে কিছু কথা ছিলো।'

গুহার মুখ ছেড়ে কিছুটা দূরে একটা পাইন গাছের নিচে এসে দাঁড়ালো ওরা।

'তারপর? কেমন চলছে সব?'

'ভালো।'

'খেয়েছো?'

মাথা নাড়ে অ্যানসেলমো। 'নাঃ। কেউই খায়নি।'

'তাহলে এখন কিছু খেয়ে দুপুরের মতো খাবার সঙ্গে নিয়ে নাও। তোমাকে রাস্তাটা দেখতে পাঠাবো। ওখানে যত গাড়ি যাতয়াত করছে সব লিখে নেবে।'

'কিন্তু আমি তো লিখতেই পারি না!'

'দরকার নেই।' বলেই নিজের নোটবই থেকে দুটো কাগজ ছিঁড়ে নেয় রবার্টো। এরপর ছুরির সাহায্যে পেন্সিলের অগ্রভাগ থেকে ইঞ্চিখানেক কেটে অ্যানসেলমোর দিকে বাড়িয়ে ধরে বলে, 'যখন কোন ট্যাঙ্ক যাবে এইভাবে কাত করে একটা দাগ মারবে। এইভাবে চারটে পাঁচটা যতগুলোই যাক না কেন একইরকমভাবে দাগ মারতে থাকবে।'

'এইভাবে আমরা তাহলে মোট কতগুলো ট্যাঙ্ক গেল গুণে নিতেও পারি?'

'ঠিক। এইভাবে দুটো গোল্লার ওপর একটা চৌকো এঁকে ট্রাকগুলো গুনবে। ওগুলো যদি খালি হয় চৌকোর মধ্যে আর একটা করে গোল্লা এঁকে নেবে। আর যদি এতে গোটা একটা সৈন্যদল যায়, লম্বা একটা দাগ তলায় এইরকমভাবে টানবে। এবার হলো বন্দুক। বড়গুলোর জন্যে এই, ছোটগুলোর জন্যে এই দাগ। তারপর আছে গাড়ি—এইভাবে। অ্যাম্বুলেন্স—দুটো চাকার ওপর একটা চৌকো আর তার মাঝে একটা গুণচিহ্ন। পায়ে হেঁটে যে সৈন্যদল যাবে তার চিহ্ন হলো এইরকম। একটা ছোট্ট চৌকো আর তার পাশে এইভাবে একটা দাগ। অশ্বারোহী বাহিনীর জন্যে এই—ঠিক ঘোড়ার মতো, বুঝেছো? আর একটা চৌ[illegible]র নিচে [illegible] হলো, কুড়ি ঘোড়ার বাহিনীর জন্যে। ঠিক আছে? প্রত্যেক [illegible]হিনীর জন্যে একটা করে দাগ।'

'ওহ্, দারুণ!'

'এবার ছাখো।' এরপর দুটো বড় বৃত্তের মাঝে ছোট দুটো বৃত্ত এঁকে আর একটা নক্সায় তার সঙ্গে বন্দুকের নলের মতো একটা কিছু যোগ করে দেয় রবার্টো। 'এটা হলো ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী কামান। এগুলো হলো রবারের চাকা, ভালো করে লক্ষ্য করো। আর এই যে বন্দুকের নলটা দেখছো, এটা হলো বিমান ধ্বংস করার কামান। দেখেছো তো এরকম জিনিস?'

'নিশ্চয়ই,' অ্যানসেলমো সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়। 'অনেক দেখেছি।'

'র‍্যাফেলকে নিয়ে গিয়ে জায়গাটা দেখিয়ে দেবে, যাতে পালা করে তোমরা কাজটা করতে পারো। আর জায়গাটা হওয়া চাই খুব নিরাপদ। খুব কাছে নয় আবার দেখতে অসুবিধে হয় এমন দূরেও নয়। র‍্যাফেল না যাওয়া পর্যন্ত তুমি কিন্তু জায়গা ছেড়ে নড়বে না, বুঝেছো?'

'বুঝেছি।'

'বেশ। তাহলে তোমার কাছে ওই রাস্তাটার বিষয়ে যাবতীয় তথ্য পাবার আশায় রইলাম। দু পাশের গাড়ির জন্যে দুটো আলাদা আলাদা কাগজ ব্যবহার করবে। আচ্ছা, এবার র‍্যাফেলকে পাঠিয়ে দাও আমার কাছে।'

অ্যানসেলমো গুহায় ঢোকার কয়েক মুহূর্ত পরেই র‍্যাফেল হাত দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বাইরে বেরিয়ে এলো।

'কি খবর বলুন?' হাসিমুখে রবার্টোর দিকে এগিয়ে এলো সে। 'রাতটা কেমন কাটালেন?'

'ঘুমিয়েছিলাম।'

'তবু ভালো। সিগারেট আছে আপনার কাছে?'

'শোনো,' পকেট থেকে সিগারেট বের করতে করতে রবার্টো বলে, 'অ্যানসেলমোকে আমি রাস্তাটা নজর রাখার ভার দিয়েছি। ওর সঙ্গে পালা করে তোমাকেও কাজটা করতে হবে। তথ্যগুলো এমন করে জেনে আসবে যাতে আমি চাইলেই পাই। আর সেই সঙ্গে করাত কলে পাহারা ব্যবস্থায় কিছু বদল হয়েছে কিনা সেটাও তোমাকে জানতে হবে।'

'বদল বলতে?'

'ওখানে এখন কতজন লোক আছে বলতে পারো?'

'সবশেষ আটজনকে দেখেছি।'

'তাহলে এখন কতজন আছে সেটা দেখবে। আর তার সঙ্গে ব্রীজের পাহারাদারদের ডিউটির সময় কতক্ষণ অন্তর অন্তর বদল হচ্ছে সেটাও আমাদের জানা দরকার।'

'কিন্তু আমার তো ঘড়ি নেই।'

'আমার নিয়ে নাও।' নিজের হাতঘড়িটা খুলে রবার্টো এগিয়ে দেয়।

'বাঃ, খাসা ঘড়ি!' র‍্যাফেল ঘড়িটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে থাকে। 'এ দিয়ে তো খবর পড়ার কাজও করা যায় মনে হচ্ছে!'

'জিনিসটার বারোটা বাজিও না যেন। সময় দেখতে জানো তো?'

'নিশ্চয়ই। বেলা বারোটা—মানে খিদের সময়। রাত বারোটা—মানে ঘুম। সকাল ছটা—আবার খিদে। সন্ধ্যা ছটা—মাল খাবার সময়। রাত দশটা—'

'বাজে বকবক কোরো না এখন। তোমাকে যা যা দায়িত্ব দিয়েছি সেগুলো আগে বুঝে নাও।'

'মেলাই কাজ দিয়ে ফেলেছেন কিন্তু।' র‍্যাফেল মুচকি হাসে। 'আমার বদলে অন্য কাউকে দিয়ে এগুলো হতো না?'

'না, র‍্যাফেল—হতো না। এগুলো অত্যন্ত জরুরী কাজ। তোমাকে ভীষণ সাবধানে আর লুকিয়ে কাজগুলো সারতে হবে।'

'লুকিয়ে বলছেন কেন? আপনার কি ধারণা কেউ আমাকে গুলি মেরে দেবে?'

'ঠাট্টা তামাসার সময় এটা নয়, র‍্যাফেল। ব্যাপারটার গুরুত্ব একটু বুঝতে চেষ্টা করো।'

'কাল রাত্রের ওই ঘটনার পরেও আপনার মুখে ওই কথা? একটা লোককে মেরে ফেলার গুরুত্ব আপনি কি তখন বুঝতে চেয়েছিলেন? যাই হোক, আমি কিন্তু ব্যাপারটাকে যথেষ্টই গুরুত্ব দিয়েছি।'

'বেশ।' হেসে র‍্যাফেলের কাঁধে হাত রাখে রবার্টো। 'আমার ওই ব্যাপারটায় এখনই অত গুরুত্ব দিও না, কেমন? এবার তাড়াতাড়ি জলখাবার খেয়ে বেরিয়ে পড়ো দেখি।'

'আপনি কি করবেন এখন?'

'আমি যাবো এল সোরডোর সঙ্গে দেখা করতে।'

'অতগুলো এরোপ্লেন যাবার পর এখন কি ওদের কাউকে পাহাড়ে পাবেন? ওদের অনেকের অবস্থাই মনে হয় এখন কাহিল। সত্যি বলতে কি আমিও কম ঘাবড়ে যাইনি।'

'গেরিলাদের খুঁজতে ওরা বেরোয়নি। আমার ধারণা ওরা গেছে কোন বিমান ঘাঁটি ধ্বংস করতে,' বলতে বলতে রবার্টো আবার গুহার ভেতরে ঢুকে পড়ে।

'কি বলছিলেন আপনি?' রবার্টোর শেষের কথাটা কানে যেতে পিলার বলে ওঠে। একটা পেয়ালায় কিছুটা কফি আর সেই সঙ্গে জমানো দুধের একটা টিন এগিয়ে দেয় ও।

'দুধও আছে এখানে? এত আরামের ব্যবস্থা!'

'সব ব্যবস্থাই আছে এখানে,' পিলার বলে। 'এরোপ্লেনগুলো কোন্‌দিকে গেলো বলছিলেন?'

কফির পেয়ালায় কিছুটা দুধ ঢেলে রবার্টো নাড়তে থাকে। 'আমার ধারণা ওরা কোন বিমানঘাঁটির দিকে গেছে। সম্ভবত এসকেরিয়াল বা কোলমেনারের ওপর বোমাবাজি করাই তাদের লক্ষ্য। আচ্ছা, গত রাত্রে রাস্তার দিককার খবর জানা আছে কারুর?' মারিয়া এই সময় খুব কাছাকাছি থাকা সত্ত্বেও রবার্টো ওর দিকে তাকানোর প্রয়োজন অনুভব করলো না।

'ফার্নাণ্ডো,' একজনকে লক্ষ্য করে পিলার বলে ওঠে। 'তুমি তো লা গ্রাঞ্জায় ছিলে। ওখানকার খবর কি?'

'কিচ্ছু নেই।' ছোটখাটো চেহারার বছর পঁয়ত্রিশের যে তরুণটি উত্তর দিলো রবার্টো তাকে আগে দেখেনি। 'কিছু মালবাহী লরি, কয়েকটা গাড়ি—ব্যস, আমি যতক্ষণ ছিলাম সৈন্যটৈন্য দেখিনি।'

'তুমি কি লা গ্রাঞ্জায় রোজই যাও?' রবার্টো প্রশ্ন করে।

'রোজ আমিই যাই না, তবে কেউ না কেউ যায়।'

'ওরা যায় খবর আনতে, তামাকের খোঁজে বা এটা সেটা যোগাড় করতে,' পিলার বলে।

'ওখানেও কি আমাদের লোক আছে?

'নিশ্চয়ই। বিদ্যুৎ কারখানার লোকেরা আছে, তাছাড়া আরো অনেকে রয়েছে।'

'ওদিককার খবর কিরকম?'

'ওদিককার খবর তো প্রথম থেকেই ভালো নয়।'

'সেগোভিয়ার খবর কিছু শুনেছো?'

'আমি জিজ্ঞেস করিনি।'

ফার্নাণ্ডোকে লক্ষ্য করে রবার্টো প্রশ্ন করলো, 'তুমি ওদিকটায় যাও না?'

'মাঝে মাঝে যাই। তবে বিপদ আছে ওখানে। প্রায়ই আটকে ওরা কাগজপত্তর দেখতে চায়।'

'ওখানকার বিমানঘাঁটিটা চেনো?'

'যাইনি কখনো। ওখানে তো আরো কড়াকড়ি।'

'কাল রাত্তিরে কারুর মুখে এই প্লেনগুলোর কথা শোনোনি?'

'কোথায়? লা গ্রাঞ্জায়? নাঃ। তবে আজ ওটা নিয়ে নিশ্চয়ই আলোচনা হবে। গতকাল কুইপো দা লানো বেতারের একটা খবর ওখানে শুনেছি। রিপাব্লিকের তরফে নাকি একটা আক্রমণের তোড়জোড় চলছে।'

'কোথায় হবে সেটা?'

'সেটা বলতে পারছি না। এখানেও হতে পারে।'

'কথাটা তুমি শুনেলে কোত্থেকে?'

'কেন, অনেকের মুখ থেকেই! সেগোভিয়া আর অ্যাভিলার রেস্তোরাঁতে অফিসাররা যা নিয়ে আলোচনা করে সেগুলো সবই ওয়েটারদের কানে যায়। ব্যস, তারপর সেগুলো ছড়াতে কতক্ষণ? রিপাব্লিকদের আক্রমণের ব্যাপারটা নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই এখানে কানাঘুষো চলছে।'

'ঠিক শুনেছো তুমি, রিপাব্লিক? ফ্যাসিস্ট নয়?'

'রিপাব্লিকই। তাছাড়া ব্যাপারটা ফ্যাসিস্টদের হলে এর মধ্যে সকলেই জেনে ফেলতো। মনে হয় দু জায়গায় লড়াইয়ের তোড়জোড় চলছে। একটা এখানে, আর একটা এসকোরিয়ালে অলটো ডেল লিয়ঁতে।'

'আর কি শুনেছো তুমি?'

'না দাদা, আর কিছু শুনিনি। ও হ্যাঁ, আর একটা কথা শুনেছি। আক্রমণের আগে প্রজাতন্ত্রীরা নাকি এখানকার ব্রীজগুলো উড়িয়ে দেবে।'

কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে রবার্টো তির্যক দৃষ্টিতে ফার্নাণ্ডোর দিকে তাকায়। 'তুমি কি ঠাট্টা করছো আমার সঙ্গে?'

'না দাদা, ঠাট্টা-ফাট্টা আমি করি না।'

'ওসব ও পছন্দও করে না,' পিলার বলে।

'যাক, তোমার খবরগুলোর জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ। আচ্ছা, মনে করে ভাখো তো, আর কিছু শুনেছো কিনা?'

'না। গুলতানি তো ওদের সব সময়েই চলছে। সৈন্যরা এসে এইসব পাহাড় থেকে নাকি লোকজন হটিয়ে দেবে। ওরা নাকি ভ্যালাডেলিড থেকে তার জন্যে রওনাও হয়ে গেছে। তবে ওদের কথা তো, আমি এসবের কোন গুরুত্ব দিই না।'

পিলার জ্বলন্ত দৃষ্টিতে পাবলোর দিকে তাকায়। 'আর তুমি তখন বলছিলে এখানকার নিরাপত্তার কথা। হুঃ!'

পাবলো দাড়ি চুলকে নেয়। 'তুমি তোমার ব্রীজ নিয়ে ভাবতে থাকো।'

'কিসের ব্রীজ?' ফার্নাণ্ডো উৎফুল্ল হয়ে প্রশ্ন করে।

'তোমার জানার কোন দরকার নেই,' পিলার ধমক দেয়। 'মাথামোটা একটা! যাও, আর এক কাপ গিলে বরং আরো কিছু মনে করার চেষ্টা করো।'

'কেন বৃথা মাথা গরম করছো, পিলার?' ফার্নাণ্ডো তখনো হাসতে থাকে।

'গুজবে কান দেওয়া উচিত নয়। আর আমার যা যা মনে পড়েছে সবই আমি এই কমরেডকে জানিয়েছি।'

অ্যানসেলমো আর র‍্যাফেলের দিকে তাকায় রবার্টো। 'তোমাদের খাওয়া হয়ে থাকলে রওনা হয়ে পড়ো।'

'যাই।' অ্যানসেলমোর সঙ্গে সঙ্গে র‍্যাফেলও উঠে দাঁড়ায়। কাঁধে কারুর হাতের ছোঁয়া পেয়ে ফার্নাণ্ডো ঘুরে তাকিয়ে দেখে মারিয়া। 'তুমিও কিছু খেয়ে নাও। এমন করে খাবে যাতে আরো কিছু গুজব শুনলেও হজম করতে পারো, বুঝেছো?' খাবারের একটা পাত্র ও এগিয়ে দেয়।

'আমাকে নিয়ে ইয়ার্কি কোর না, মারিয়া,' ফার্নাণ্ডো বলে। 'তোমার সঙ্গে আমার ভালোই সম্পর্ক আছে।'

'আমি তো তোমার সঙ্গে ইয়ার্কি করিনি। ওঁকে বলছিলাম কথাটা। ভালো করে না খেলে পরে খিদে পাবে না?'

'নাও নাও, তোমরা সকলেই খেয়ে নাও,' পিলার বলে ওঠে। 'আগে খেয়ে তারপর অন্য কাজ।'

নয়

ওদের খাওয়া শেষ হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রথম ঝাঁকের ফিরতি বিমানগুলোর গর্জন শোনা গেলো। তাড়াতাড়ি গুহার মুখে ছুটে এলো ওরা।

'এবার ওরা ঘোড়াগুলোকে দেখতে পাবে,' নিচু দিয়ে ওড়া বিমানগুলো দেখতে দেখতে পাবলো মন্তব্য করে।

'ওরা তোমার মুখের সিগারেটটাও দেখতে পাবে,' ব্যঙ্গ করে ওঠে পিলার। 'তাড়াতাড়ি গুহার মুখের ঢাকাটা ফেলে দাও।'

আবার ভেতরে ঢুকে পড়লো ওরা। রবার্টোকে লক্ষ্য করে মারিয়া বললো, 'ব্যাপারগুলো ঠিক যেন স্বপ্নের মতো ঘটে যাচ্ছে।'

'কোনটাই স্বপ্ন নয়। তুমি এখন যাও, তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে এসো।' রবার্টোর দিকে তাকায় পিলার। 'আমরা কি ঘোড়ায় চড়ে যাবো, না হাঁটবো?'

পাবলো ওর দিকে তাকিয়ে আপন মনে গজগজ করে ওঠে।

'তোমার যা ইচ্ছে, আমার কোনটাতেই আপত্তি নেই,' রবার্টো বলে।

'তাহলে হাঁটাই ভালো,' পিলার বলে। 'এতে লিভার ভালো থাকে।'

'আমি কিন্তু জানি ঘোড়ায় চড়া লিভারের পক্ষে আরো ভালো।'

'তা ঠিক, তবে পাছায় ব্যথা ধরে যায় এতে। যাই হোক, আমরা হাঁটবো আর

তুমি—' স্বামীর দিকে ঘোরে পিলার। 'তুমি নিচে গিয়ে দেখে এসো তোমার আহ্লাদের জন্তুগুলো ঠিক আছে কিনা।'

'আপনার ঘোড়ার দরকার হবে নাকি?' রবার্টোকে প্রশ্ন করে পাবলো।

'না, ধন্যবাদ। কিন্তু মারিয়া?'

'ও-ও হাঁটবে,' পিলার বলে। 'বসে বসে ওর শরীরের কয়েকটা জায়গা জং পড়ে গেছে, সেগুলো না ছাড়ালে পরে ও কারুর কোন কাজেই আসবে না।'

কথাটা শুনে রবার্টোর মুখ ক্ষণিকের জন্য লাল হয়ে ওঠে।

'রাতে ঘুম হয়েছিলো তো?' রবার্টোকে কথাটা বলেই পিলার স্বামীকে ধমকে ওঠে, 'তোমার এসব শোনার কি আছে? তোমাকে নিচে যেতে বললাম না?' পাবলো হাঁটা শুরু করতেই আবার রবার্টোর দিকে তাকায় ও। 'অগাস্টিন আপনার মালগুলো পাহারা দেবে।' তারপর মুচকি হেসে বলে, 'মারিয়ার সঙ্গে আপনার সবকিছুই হয়ে গেছে তো?'

রবার্টোও মুখ টিপে হাসে। 'ও কি বলছে?'

'এসব কথা ও আমাকে বলবে না।'

'তাহলে তো আমারও বলা চলবে না।'

'বুঝেছি, তার মানে সবই হয়েছে। ওকে একটু সাবধানে রাখবেন কিন্তু।'

'যদি বাচ্চাটাচ্চা হয়ে যায়?'

'তাতে কোন অসুবিধে নেই।'

'অসুবিধে নেই? এখানে ওসব ব্যবস্থা কি করে হবে?'

'এখানে তো ও থাকছে না, আপনার সঙ্গে যাবে।'

'আরে আমি কোথায় যাবো তার ঠিকানা কোথায়? একটা মেয়েছেলে সঙ্গে নিয়ে নিয়ে ঘুরবো?'

'কেন ওদের নিয়ে ঘুরতেই বা আপত্তি কোথায়?'

'এটা কোন কাজের কথা হলো না।'

'তাহলে শুনুন, একটি অতি সত্যি কথা বলি। আমি খুব ভালো করেই জানি, এখানে যারা আছে তাদের অনেকেই আর একটা রবিবারের মুখ আর দেখতে পাবে না।'

'আজ কি বার?'

'রবিবার।'

'ওরে ব্বাবা! আর একটা রবিবার তো অনেক দূর, সামনের বুধবারের মুখ দেখতে পেলেই আমরা নিজেদের ভাগ্যবান মনে করবো। কিন্তু তোমার মুখে এসব কথা শুনতে আমার একটুও ভালো লাগছে না।'

'প্রত্যেকেই চায় একজনের কাছে মনের কথা খুলে বলতে। আমি আপনাকেই না হয় তার জন্যে বেছে নিয়েছি।'

'আচ্ছা, একটা কথা।' প্রসঙ্গ পাল্টায় রবার্টো, 'আমি ভেবে পাচ্ছি না, পাবলোর মতো লোকের সঙ্গে তুমি কি করে এখনো ঘর করছো!

'কিভাবে ঘর করছি? কেন, আর পাঁচজনে যেভাবে করে সেইভাবেই করছি। এমন তো ও চিরদিন ছিলো না! আন্দোলন শুরু হবার পর বা তার আগেও ও ছিলো ভীষণ কর্মঠ লোক। কিন্তু তারপর মদই ওকে একেবারে শেষ করে দিলো।'

'তুমি যাই বলো, লোকটাকে কিন্তু আমার ভালো লাগে না।'

'আপনাকেও সে পছন্দ করে না। অবশ্য এর পেছনে কারণও আছে। গত রাত্তিরে আমরা একসঙ্গে শুয়েছিলাম।' মুচকি মুচকি হেসে মাথা নাড়তে থাকে ও। 'একসময় আমিই ওকে জিজ্ঞেস করলাম—আচ্ছা, পাবলো, ওই বিদেশীটাকে তুমি মেরে ফেললে না কেন? জবাবে ও কি বললো জানেন? বললো, না পিলার, ছোঁড়াটা ভালো। আমি আবার খোঁচালাম ওকে—এখন কিন্তু আমার হুকুমেই এখানে সবকিছু চলছে। জবাবে ও বললো, জানি পিলার—জানি।

'গেলো এইসব কথা। তারপর হঠাৎ মাঝ রাত্তিরে উঠে দেখি লোকটা কাঁদছে। সে কী কান্নার ছিরি! যেন একটা জানোয়ার ভেতরে ঢুকে পড়ে ওকে ভয় দেখাচ্ছে এইরকম একটা ভাব। আমি একটু তেড়েই বললাম—হলো কি তোমার? জবাব দিলো—কিছুই হয়নি। আমি আবার বললাম—নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। বলো সেটা কি?...এবার বললো—তুমি দেখেছো, পিলার, ওরা এক কথায় কি করে আমাকে অমান্য করে দিলো?

'আমি বললাম—তাতে কি হয়েছে, ওরা তোমাকে অমান্য করলেও আমাকে তো মেনে নিয়েছে! আমি তো তোমারই বউ। ও বললো—ঈশ্বর তোমার সহায় হোন। কিন্তু সেই ট্রেনের ঘটনাটা মনে করতে চেষ্টা করো। এত তাড়াতাড়ি আমি মরতে চাই না, পিলার।

'শুনে আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেলো। বললাম—তাহলে এই মুহূর্তে আমার বিছানা থেকে নেমে যাও। কোন কাপুরুষের সঙ্গে এক বিছানায় শুতে আমি রাজী নই। এরপর ও আর কোন কথা বলেনি। কিন্তু এসব শুনে আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, কিভাবে ওর বারোটা বেজে গেছে?'

রবার্টো কোন উত্তর দিলো না।

'সারা জীবন ধরে আমি এইভাবে মানসিক কষ্ট পেয়ে গেছি, কিন্তু তবু কেউ আমাকে সংকল্প ত্যাগ করাতে পারেনি।'

'সেটা আমি বুঝতে পারি।'

'হয়তো সব মেয়েছেলের জীবনেই এরকম ঘটে থাকে।' একটু থেমে পিলার বলে, 'আমি মনে মনে প্রজাতন্ত্রের একজন অন্ধ সমর্থক। আপনি?'

'আমিও।'

'শুনে খুশি হলাম। এসব কাজ করতে ভয় করে না আপনার?'

'অন্তত মরতে ভয় পাই না।'

'ধরা পড়ার ভয়?'

'ওটা অপদার্থতার ইঙ্গিত।'

পিলার হাসে। 'আপনাকে দেখে কিন্তু খুব ঠাণ্ডা মেজাজের লোক মনে হয়।'
'ভুল ধারণা। তবে নিজের কাজগুলো আমি ঠাণ্ডা মেজাজেই করে থাকি।'
'এসব ছাড়া অন্য কিছু করতে ইচ্ছে করে না?'
'করে। খুব করে। তবে আমার কাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারে এমন কিছু করতে আমি রাজি নই।'
'আপনি মদ খেতে ভালোবাসেন আমি জানি, নিজের চোখে দেখেওছি।'
'ঠিক। তবে ওটা কখনো আমার কাজের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় না।'
'আর মেয়েমানুষ?'
'ভালো লাগে—খুবই ভালো লাগে। তবে ওদের আমি কখনই তেমন গুরুত্ব দিইনি।'
'এটা কিন্তু সত্যি বললেন না। বলুন, মারিয়াকে আপনি গুরুত্ব দেননি?'
'গুরুত্ব বলতে···ওর ওপর আমার সামান্য আকর্ষণ জন্মেছে বলতে পারো। হ্যাঁ, এটাকে তুমি সেইভাবেও ধরতে পারো।'
'এল সোরডোর সঙ্গে দেখা করার পর আমি আপনাদের দুজনকে আলাদা কথা বলার সুযোগ করে দেবো।'
রবার্টো একটু ভেবে নিয়ে বলে, 'এর কোন প্রয়োজন ছিলো না।'
'নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে, আমি বলছি আছে।'
'আমাদের ব্যাপারটাও কি তুমি আমার হাত থেকেই জেনেছিলে?'
'না। হাতের ব্যাপারটা নিয়ে শুধু শুধু ভাবতে যাবেন না।'
রবার্টোর এই সময় মারিয়ার দিকে চোখ পড়লো। থালাগুলো ধুয়ে ধুয়ে রাখছিলো ও, চোখাচোখি হতে দূর থেকে একবার মুখ টিপে হেসে আবার কাজে মনোযোগ দিলো।
আবার পিলারের দিকে তাকালো রবার্টো। 'আমি কিন্তু তোমাকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দিই।' বলেই ওর কাঁধে একটা হাত রেখে হা হা করে হেসে উঠলো।
'আপনার শরীরে দেখছি সত্যি সত্যিই ডন জুয়ানের রক্ত আছে।' পিলারকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিলো কাঁধের হাতটা ওকে যথেষ্ট অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে। 'কিন্তু গুরুত্বের বিচারেরও একটা মাপকাঠি আছে। ওই অগাস্টিন আসছে।'
রবার্টো অগাস্টিনের দিকে তাকিয়ে, ধীরে ধীরে গুহার ভেতরে ঢুকে মারিয়ার সামনে দাঁড়াতেই এক মুখ হাসি নিয়ে ও একবার তাকিয়েই যেন লজ্জা পাবার ভান করে তৎক্ষণাৎ চোখ নামিয়ে নিলো। সঙ্গে সঙ্গে রবার্টো ওকে জাপটে ধরে গভীর করে ওর ঠোঁটে একটা চুমু খেলো।
একটু দূরে বসে ফার্নাণ্ডো তখন সিগারেট টানছে। দৃশ্যটা মোটেই পছন্দ করলো না সে। ঘন ঘন কয়েকবার মাথা নেড়ে, দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা বন্দুকটা তুলে নিয়ে, সজোরে পা ঠুকতে ঠুকতে সে সোজা এসে দাঁড়ালো পিলারের সামনে। 'ভেতরে ওরা অসভ্যতা করছে। আমার এসব একদম ভালো লাগে না। তুমি বরং মেয়েটাকে সামলাও।'

'আমি সামলাবো?' পিলার রহস্য করে হাসে। 'ওই কমরেডকে ও বাগদত্তা করেছে তুমি জানো?'

'ও, তাই বলো। তাহলে ঠিক আছে। আচ্ছা, আমি চলি এখন।'

'কোথায় চললে?'

'যাই ওপরে গিয়ে প্রিমিটিভোকে একটু ছুটি দিই।'

কার্মাণ্ডো রওনা হতেই অগাস্টিন বলে, হ্যাঁ, কি যেন পাহারা দেবার কথা বলছিলে?'

'ভেতরে দুটো বস্তা রাখা আছে। ওগুলো তোমায় নজর রাখতে হবে।'

'ঠিক আছে। আচ্ছা পিলার, একটা কথা বলো তো! মনে হচ্ছে একটা বিরাট কিছুর তোড়জোড় চলছে। সত্যি কি তাই?'

'হঠাৎ তোমার এরকম মনে হবার কারণ?'

'দেখলে না কতগুলো প্লেন একসঙ্গে উড়ে গেলো?'

'ও, তার মানে বোঝা যাচ্ছে ওদের মতো তুমিও ভয় পেয়েছ!'

'একদম বাজে কথা। যাক, আমি যা জিজ্ঞেস করছি তার জবাব দাও। তোমার কি মনে হচ্ছে, কিসের প্রস্তুতি এসব?'

'দ্যাখো, ওই ছেলেটা এখানে এসেছে একটা সেতু ধ্বংস করতে, তাই তো? তার মানে রিপাব্লিকানরা কোন আক্রমণের প্রস্তুতি চালাচ্ছে? আর ফ্যাসিস্টদের এতগুলো প্লেন উড়ে যাবার মানেই হলো, ওরা ওদের মতলবটা ধরতে পেরে তাদের মোকাবিলা করতে চায়, তাই তো? কিন্তু আমি একটা জিনিস বুঝতে পারছি না, এভাবে ওরা প্লেনগুলো দেখলো কেন?

'যুদ্ধের সময় ওরকম অনেক উদ্ভট উদ্ভট ব্যাপার ঘটে থাকে। আর এবারে তো ওসবের সীমা-পরিসীমা নেই।

'যেমন আমাদের এখানে লুকিয়ে থাকাটা সেরকম একটা ব্যাপার।'

'হ্যাঁ,' অগাস্টিন মাথা নাড়ে। 'আজ এক বছরের ওপর হয়ে গেলো আমরা এখানে ঘাপটি মেরে আছি।...পাবলোর মাথায় কিন্তু যথেষ্ট কূটবুদ্ধি খেলা করে।'

পিলার অবাক চোখে তাকায়। 'হঠাৎ একথা তোমার মুখে?'

'না, এমনিই বললাম।'

'কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই জানো, ওর মতলব আমাদের কেউ মেনে নেয়নি?'

'জানি। কিন্তু এ জায়গা ছেড়ে আমাদের চলে যেতেই হবে। আর যুদ্ধে জিততে হলে সেতুগুলোও ধ্বংস করতে হবে। কিন্তু তবু বলবো, পাবলোকে তোমরা ভীতু ভাবো বা যাই ভাবো, তার মাথায় যথেষ্ট বুদ্ধি আছে।'

'বুদ্ধি আমার মাথাতেও কিছু কম নেই, অগাস্টিন।'

'মানতে পারলাম না। ঠিক বুদ্ধিমতী বলতে যা বোঝায় তুমি তা নও। তবে হ্যাঁ, তোমার সাহস আছে, বিচারবুদ্ধি আছে, পূর্ব ধারণাশক্তি আছে আর দেশের প্রতি ভালবাসাও যথেষ্ট পরিমাণ আছে—এগুলো আমি মানি। কিন্তু না, বুদ্ধিমতী তুমি নও।'

'আমার সম্বন্ধে তোমার তাহলে এই ধারণ !' পিলারকে কিঞ্চিৎ চিন্তিত দেখায়।

'হ্যা।'

'ও ছেলেটা কিন্তু যথেষ্ট বুদ্ধি মগজে রাখে। মেজাজটাও ঠাণ্ডা। ঠাণ্ডা মানে, বেশ ঠাণ্ডা বলতে হবে।'

'বুদ্ধিমান কিনা জানি না, তবে নিজের কাজটা ও নিশ্চয়ই খুব ভালো বোঝে, না হলে ওরা নিশ্চয়ই এখানে এসব কাজে পাঠাতো না। তবে আবার বলছি, পাবলোকে আমি যথেষ্ট বুদ্ধিমান বলেই ভাবি।'

'তোমার বক্তব্যটা কি বলো তো ?'

'বক্তব্য বলতে য বোঝাচ্ছে সেরকম কিছু অবশ্য নেই, তবে পরিস্থিতির পর্যালোচনা করতে গিয়ে একটা কথা আমার মনে হলো। আমি মনে করি, এই অবস্থায় প্রতিটা পা আমাদের ভেবেচিন্তে ফেলা উচিত। সেতুটা ওড়ানো হলেই আমরা এখান থেকে একটুও দেরি না করে সরে পড়বো। এর জন্যে আমাদের সকলেরই প্রস্তুত থাকা দরকার। তাছাড়া, কিভাবে এখান থেকে সরে কোথায় উঠবো, সেটাও আমাদের আগেভাগে ঠিক করে রাখা উচিত।'

'সে তো স্বাভাবিক।'

'এর জন্যেই আমাদের পাবলোকে প্রয়োজন। এ কাজ তার চেয়ে ভালোভাবে আর কেউ করতে পারবে না।'

'কিন্তু আমার তার ওপর একটুও আস্থা নেই আজ সে কতখানি অধঃপাতে গেছে তা তোমার জানা নেই বলেই বোধহয় তুমি কথাটা বলতে পারলে।'

'তোমার আস্থা থাক বা না থাক, সে অধঃপাতে যাক বা না যাক, সে যে আমাদের সকলের চেয়ে বুদ্ধিমান তা মানতেই হবে। এই কাজে তাকে ছাড়া আমাদের চলবে না।'

'ঠিক আছে, তোমার কথাটা আমি পরে চিন্তা করে দেখবো। আজ সার দিনটা পড়ে রয়েছে তার জন্যে।'

'তবে সেতুটার ব্যাপারে যা করণীয় ওই ছেলেটাই করবে। এর আগের লোকটা কত সুন্দরভাবে ট্রেনের কাজটা করেছিলো তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে। ওর কাজে উৎসাহ দেওয়া আর কোন সমস্যা এলে তার জন্যে পরামর্শ দেবার ভার রইলো তোমার ওপর। কিন্তু তারপরে পালানোর চিন্তা সম্পূর্ণভাবে পাবলোর। সে যাতে এ ব্যাপারে মাথা ঘামায় তার জন্যে এখন থেকেই ওর ওপর তুমি জোর খাটাবে।'

পিলার মুখ টিপে টিপে হাসে। 'নাঃ, তোমার মগজেও যথেষ্ট ঘিলু আছে দেখছি।'

'তা আছে, তবে পাবলোর থেকে বেশি নয়।'

'যাই হোক, সেতুটার ব্যাপারে তোমার কি মত ?

'ওটা ওড়ানোর প্রয়োজন আছে। আমাদের সামনে এখন দুটো কর্তব্য। এক নম্বর—এই জায়গা ছেড়ে চলে যাওয়া, আর দু নম্বর—যুদ্ধে জেতা। শেষেরটার জন্যে

ওই সেতুটা অবশ্যই ধ্বংস করা দরকার।'

'এবার তাহলে পথে এসো। তোমার কথা অনুযায়ী পাবলো যদি এতই বুদ্ধিমান হয়, তাহলে এই ব্যাপারটা সে বুঝছে না কেন?'

'এটাকে তার মনের দুর্বলতা বলা যায়। একটা ছোট্ট গণ্ডীর মধ্যে সে তার মনকে বন্দী করে রেখেছে। এ ভাবটা তোমাকেই কাটাতে হবে। এরপর দেখো সে কী হয়ে ওঠে।'

'ওর বরাত ভালো ছেলেটা ওকে শেষ করে দেয়নি।'

'তাই নাকি? আরে, ওই জিপসীটাও গতকাল রাত্তিরে আমাকে দিয়ে ওকে খতম করাতে চেয়েছিলো! ব্যাটা একটা জানোয়ার!'

'সে তুমিও। তবে তোমার মাথায় কিছু বুদ্ধি আছে, তফাতটা শুধু এই। থাকগে, এবার আমাদের রওনা হতে হবে। অনেক দেরি হয়ে গেলো।' সহসা গলা চড়ালো পিলার, 'আরে ও ইংরেজ সাহেব! এবার বেরোন! আমাদের যেতে হবে যে!'...

দশ

'এখানে আমরা খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে নেবো,' রবার্টোকে বললো পিলার। 'মারিয়া, বসে পড়ো।'

'আমার কিন্তু এতে মত নেই,' রবার্টো বলে। 'ওখানে পৌঁছে একেবারে বিশ্রাম নেওয়া যেতো। আগে ও লোকটার সঙ্গে আমার দেখা হওয়া দরকার।'

'ওর সঙ্গে দেখা আপনার হবেই,' পিলার বলে। 'অত তাড়ার কি আছে? এখানে বসো, মারিয়া।'

ঝর্ণার ধারে পাশাপাশি বসলো ওরা দুজন। রবার্টো একটা ঝোপের ধারে দাঁড়িয়ে আশেপাশের পাহাড়ের শোভা কিছুক্ষণ নিরীক্ষা করে প্রশ্ন করলো, 'এল সোরডো আর কদ্দূরে থাকে?'

'এই কাছেই,' পিলার জবাব দেয়। 'আপনি এত ব্যস্ত না হয়ে বরং খানিকক্ষণ এখানে বসে বিশ্রাম নিয়ে নিন।'

'আমি দেখা করার ব্যাপারটা আগে মিটিয়ে নিতে চাইছিলাম।'

'দাঁড়ান, আমি আগে পা ধোব।' ন্যাকড়ার জুতো আর উলের মোজা খুলে ডান পাটা ঝর্ণার দিকে বাড়িয়ে ধরলো পিলার, পরক্ষণেই পা সরিয়ে নিয়ে বলে উঠলো, 'উঃ, কী ঠাণ্ডা!'

ব্যাপারটা যেন গ্রাহ্যের মধ্যেই আনতে চাইলো না রবার্টো, বললো, 'আমাদের ঘোড়ায় আসাই উচিত ছিলো।'

'কেন, কি হলো আবার?'

'কিছু নয়, আমার তাড়া ছিলো এই যা।'

'তাহলে একটু অন্তত সবুর করুন। অনেক সময় আছে আমাদের হাতে। উহ্, দিনরাত একঘেয়ে পাইন গাছের জঙ্গল দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। এখানে ওগুলো দেখতে না পেয়ে ভীষণ ভালো লাগছে। মারিয়া, তোমার একঘেয়ে লাগে না ওগুলো?'

'আমার কিন্তু ভালোই লাগে,' মারিয়া হেসে বলে।

'আরে! ও গাছের আবার ভালো কি আছে?'

'আছে বৈকি। পাইনের গন্ধ, পায়ের তলায় শুকনো পাতার মচমচানি, উঁচু ডালে হাওয়া লাগার পর পাতায় পাতায় ঘষা লাগার মিষ্টি শব্দ—এগুলো ভালো লাগার জিনিস নয়?'

'জানি না বাপু। তোমার যে কি ভালো লাগে না তাই তো আমি বুঝি না। তবে হ্যাঁ, একটু যদি রাঁধতে পারতে তাহলে তোমাকেও যে কোন পুরুষমানুষ ভালোবেসে লুফে নিতো। পাইন জঙ্গল বাদে আর কোন জঙ্গল তো জীবনে দেখলে না! যদি বীচ, ওক, বাদাম এই সব গাছ থাকতো তাহলে কি যে করতে তাই ভাবছি।' রবার্টোর দিকে তাকায় পিলার। 'কি ইংরেজ সাহেব, পাইন জঙ্গল আপনার কিরকম লাগে?'

'আমারও ভালো লাগে পাইন গাছ।'

'ও মা, দুজনেই একমত? তাহলে বাপু আমারও ভালো লাগে। তবে অনেকদিন ধরে একই দৃশ্য দেখছি তো, ক্লান্তি আসা স্বাভাবিক। সত্যি বলতে কি, পাহাড়ে থাকতেও আর মন চায় না। এখানে দিক বলতে তো কেবল দুটো। একটা ওপরে, আরেকটা নিচে। নিচে যাওয়া মানে রাস্তা, আর রাস্তায় হাঁটা মানে ফ্যাসিস্টদের ডেরায় পৌঁছনো।'

'তুমি সেগোভিয়ায় কোনদিন যাওনি?'

'এই মুখ নিয়ে? আমার এ মুখ চেনে না এমন লোক আছে?' মারিয়াকে লক্ষ্য করে পিলার বলে, 'তোমার মুখটা যদি আমার মতো কুৎসিত হতো কিরকম লাগতো বলো তো?'

'তুমি মোটেই কুৎসিত নও', মারিয়া বলে।

'না না, কুৎসিত আমি হতে যাবো কেন! তবে আমার জন্মটাই বোধহয় হয়েছিলো কুৎসিতভাবে। যার জন্যে সারা জীবনটাও কেটেছে ওইভাবেই।' রবার্টোর দিকে তাকায় ও। 'একটা কুৎসিত মেয়েমানুষের মানসিক অবস্থা কী হতে পারে আপনার ধারণা আছে কি? বলতে পারেন, একটা মেয়ে সারা জীবন নোংরা ঘেঁটেও কি করে মনের দিক দিয়ে সুন্দর থাকতে পারে?' আর একটা পা ঝর্ণার জলে বাড়িয়েই সঙ্গে সঙ্গে টেনে নেয়। 'উহ্, বাবা, কী ঠাণ্ডা! আমাকে একটা সিগারেট দিন তো!' রবার্টোর কাছে সিগারেট নিয়ে, ধরিয়ে, লম্বা একটা টান দেবার পর নাক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আবার কথা শুরু করে,

'জীবনটা আমার সত্যিই অদ্ভুত। এত তো কুচ্ছিত আমি, তবু কত লোক আমাকে ভালবাসলো, আমিও কতজনকে ভালবাসলাম।'

রবার্টো ঘুরে তাকায়। 'কে বলে তুমি কুচ্ছিত?'

'আপনিও বলছেন কথাটা? বাঃ!' সহসা খিলখিল করে হেসে ওঠে ও। 'তার মানে আমিও কি আপনার মনে সামান্য রঙ ধরালাম?...আরে না, এমনিই ঠাট্টা করছি। তবে হ্যাঁ, একথা খুবই সত্যি যে প্রেমে পড়লে পুরুষমানুষের প্রায়ই কোন হুঁশ থাকে না। রূপসী কুচ্ছিত তখন তার কাছে সমান। কিন্তু এই মোহ কাটতেও বেশি সময় লাগে না। তখন কিন্তু তার চোখের পর্দাটা সরে গিয়ে মেয়েটার কুচ্ছিত চেহারাটাই প্রকাশ হয়ে পড়ে। কি বলতে চাইছি তুমি বুঝতে পারছো, মারিয়া?'

'না, কারণ আমি কিছুতেই তোমাকে কুচ্ছিত বলে মানতে রাজি নই।'

'ওসব আবেগটাবেগ ছেড়ে বরং মাথা খাটাও, আমি কি বলতে চাইছি বুঝতে চেষ্টা করো। এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কি ইংরেজ সাহেব, গুরুত্বপূর্ণ নয়?'

'তা ঠিক, তবে আমার মনে হয় আমাদের এবার রওনা হওয়া উচিত।'

'এখনই? আমার কিন্তু ভালোই লাগছিলো জায়গাটা। হ্যাঁ, যা বলছিলাম' যেন একজন শিক্ষিকা তার ছাত্রছাত্রীদের পড়াচ্ছে এই ভঙ্গিমায় বলতে থাকে পিলার, 'তার মোহ কাটতেই তুমি হারালে তোমার ভালবাসার পাত্রকে এবং নিজেকেও আবার আগের মতো কুচ্ছিত ভাবতে শুরু করলে। এইভাবে চললো কিছুদিন। কিন্তু তার পরেই মনেপ্রাণে তুমি যখন আবার আমার মতো পুরোপুরি কুচ্ছিত হয়ে উঠেছো, তখন হঠাৎ একসময় থেকে দেখা গেলো, তোমার সেই বোকার মতো অনুভূতিটা আবার কাটতে শুরু করেছে এবং কালক্রমে নিজের মনের কাছে তুমি আবার আগের মতো সুন্দরী হয়ে উঠেছো। ঠিক এই সময় আবার একজনের সঙ্গে দেখা হলো তোমার। যথারীতি সেও তোমাকে সুন্দরী দেখলো এবং তোমরাও হারিয়ে গেলে পরস্পরের মাঝে। আবার শুরু হলো সেই আগের ঘটনার পুনরাবৃত্তি। আমি অবশ্য এইসব সময় পেরিয়ে এসেছি। তবুও আমার ক্ষেত্রে যে আবার এরকম ঘটবে না এমন কথাও জোর দিয়ে বলা যায় না। তুমি খুব ভাগ্যবতী, মারিয়া, যে তোমার চেহারা আমার মতো কুচ্ছিত নয়। আমার কথাগুলো কি আপনার ভালো লাগছে না, ইংরেজ সাহেব?'

'কথাগুলো ভালোই বলছো, তবে আপাতত সুন্দর কুচ্ছিতের আলোচনার চেয়ে অন্য আলোচনা চললেই আমি বেশি খুশি হতাম।'

'বেশ তাহলে তাই হোক। বলুন, কি নিয়ে কথা বলতে চান?'

'আন্দোলনের শুরুতে তুমি কোথায় ছিলে?'

'আমার নিজের শহর অ্যাভিলাতে।'

'সেই সময়ের কথা কিছু বলো, শোনা যাক।'

'সেসব বড় নৃশংস ঘটনা, এই মেয়েটার সামনে বলতে চাই না।'

'বলোই না।' রবার্টো হাসে। 'ও না হয় শুনবে না।'

'না, আমি শুনবো।' রবার্টোর গায়ে হাত রাখে মারিয়া। 'সব শোনা চাই আমার।'

'আমার কিসের আপত্তি!' মুচকি মুচকি হাসে পিলার, 'ওসব গল্প শুনলে তোমাকেই শেষে আজেবাজে স্বপ্ন দেখতে হবে।'

'মোটেও না, গল্প শুনে কেউ আজেবাজে স্বপ্ন দেখে না।'

'আর যদি ইংরেজ সাহেব স্বপ্ন দেখে?'

'বেশ তো, বলেই ছ্যাখো।'

'না ইংরেজ সাহেব, আমি ঠাট্টা করছি না, বড় বিশ্রী সেসব ঘটনা। আন্দোলনের শুরুতে কোন ছোট শহরে থাকার অভিজ্ঞতা আপনার আছে কি?'

'না।'

'তাহলে তো কিছুই জানেন না আপনি। পাবলোকে আজ এই অবস্থায় দেখছেন, সেদিন দেখলে বুঝতেন কী অসাধারণ সাহসী লোক ছিলো সে। মারিয়া, তুমি বলতে বলছো তাই বলছি, কিন্তু শুনতে তোমার যদি খারাপ লাগে, তৎক্ষণাৎ আমাকে বলবে, কেমন? আচ্ছা, আর একটা সিগারেট দিন আমায়।'

সিগারেট দিয়ে একটা আগাছার ঝাড়ে মাথা রেখে রবার্টো টান টান করে শরীরটা জমির ওপর ছড়িয়ে দিলো। মারিয়া উঠে এসে তার পাশে বসলো। পরস্পরের হাতে হাত রাখলো ওরা।

সিগারেটে একটা মৃদু টান দিয়ে পিলার কথা শুরু করলো, 'সেদিন খুব সকালে ব্যারাকের লোকেরা আত্মসমর্পণ করলো।'

'তোমরা ব্যারাক আক্রমণ করেছিলে?' রবার্টো অবাক হয়ে যায়।

'পাবলো রাতের অন্ধকারে ওখানকার টেলিফোন লাইন কেটে, দেওয়ালের নিচে একটা ডিনামাইট বসিয়ে ওদের বলেছিলো আত্মসমর্পণ করতে। তাতে রাজী হয়নি ওরা। এরপর ভোরে দেওয়ালটা উড়ে যেতেই আমরা আক্রমণ শুরু করলাম। এতে ওদের দুজন মারা গেলো, চারজন জখম হলো আর চারজন ধরা দিলো আমাদের কাছে। ওরা হাত তুলে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে পাবলো হাঁক দিয়ে উঠলো, "আর কজন আছে ভেতরে?" জবাব এলো, "যারা আছে সবাই জখম হয়েছে।" পাবলো তখন বললো, "তোমরা ওই দেয়ালটার কাছে গিয়ে দাঁড়াও।" এরপর আমাদের চারজন বন্দুকবাজকে ওদের পাহারার কাজে লাগিয়ে সে নিজে আরো কিছু লোক নিয়ে ব্যারাকে ঢুকে পড়লো জখম লোকগুলোকে মারতে।

'এর কিছুক্ষণ পরে যখন আবার বেরিয়ে এলো তখন তার হাতে নিজের বন্দুক ছাড়াও একটা মাউজার পিস্তল। আমাকে ওটা দেখিয়ে বললো, "অফিসারটা নিজেই এটা চালিয়ে আত্মহত্যা করেছে। আমি এই পিস্তল কখনো ব্যবহার করিনি।" বলে দেওয়ালের সঙ্গে দাঁড়ানো ওদের একজনকে লক্ষ্য করে বলে উঠলো, "ওহে, এটা কি করে চালায় একবার দেখাও দেখি। না না, দেখতে হবে না, মুখেই বলো।"

'চারটে ঢ্যাঙা লোক তখন দেওয়ালের ধারে দাঁড়িয়ে কাঁপছে। ওরা কেউই

কোন সাড়া দিলো না। পাবলো তখন একজনকে ইঙ্গিত করে বললো, "এই যে তুমি! তুমি বলো আমাকে।"

'লোকটা আরো কাঁপতে কাঁপতে কোনরকমে ব্যাপারটা বোঝানো শেষ করতেই পাশ থেকে আর একজন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলো, "আপনারা আমাদের নিয়ে কি করবেন?" "গুলি করবো তোমাদের, আর কিছু বলার আছে?...এবার দেখাও কি করে মরতে হয়। উল্টো দিকে ঘুরে হাঁটু গেড়ে মাথাটা দেওয়ালের সঙ্গে ঠেকাও।" ওরা এ অন্যের মুখের দিকে তাকাচ্ছে দেখে পাবলো আবার হুঙ্কার দিয়ে উঠলো, "কি হলো, যা বললাম কানে গেলো না?"

'ওরা এবার বাধ্য ছেলের মতো হাঁটু মুড়ে বসতেই পাবলো একে একে ওদের মাথার পেছনে পিস্তল ঠেকিয়ে গুলি চালিয়ে গেলো। চারজনেই গড়িয়ে পড়লো মাটিতে। আজও সেই পিস্তলের আওয়াজ আমার কানে ভাসছে, দৃশ্যটাও এক মুহূর্তের জন্যে ভুলতে পারিনি। গুলি চালানোর সময় একজন আদৌ নড়েনি, আর একজন মাথাটা সামান্য বাড়িয়ে দিতে দেওয়ালের সঙ্গে ঠোক্কর খায়। আর একজনের তো সারা দেহের সঙ্গে সঙ্গে মাথাটাও সমান তালে কাঁপছিলো। কেবল একজন গুলি চালানোর ঠিক আগের মুহূর্তে নিজের চোখ দুটো হাত দিয়ে চেপে ধরেছিলো।

'পিস্তলটা এর পর আর নিজের কাছে রাখার ক্ষমতা পাবলোর হয়নি। আমাকে ওটা হাতে দিয়ে সে বলেছিলো, "পিলার, এটা তোমার কাছে রাখো। এর ঘোড়াটা কি করে টেনে নামাতে হয় আমার জানা নেই"...ওই গ্রামে ওরা চারজনই ছিলো গুলিতে মরা আমাদের শেষ শিকার।'

পিলার উপসংহার টানতেই রবার্টো প্রশ্ন করে, 'তার মানে ওই গ্রামে আর কোন ফ্যাসিস্ট ছিলো না?'

'ছিলো না কে বললে? আরো অন্তত কুড়িজন ছিলো ওরা। কিন্তু আর কাউকে গুলি করে মারা হয়নি।'

'তাহলে?'

'পাবলো ওদের লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মেরে পাহাড়ের ওপর থেকে নদীতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলো।'

'কুড়িজনকেই?'

'হ্যাঁ। সেও এক কাহিনী। ওরকম বীভৎস মৃত্যুর দৃশ্য জীবনে যেন আর কখনো আমাকে দেখতে না হয়। শুনুন বলছি।'...

পাবলোর হাতে নৃশংসভাবে মৃত্যুর ঘটনাগুলো শুনতে শুনতে একসময় মারিয়া আতঙ্কভরা গলায় বলে উঠলো, 'থাক থাক, অনেক হয়েছে, আর শুনতে চাই না আমি।'

'সে তো তোমাকে আমি আগেই বলেছিলাম,' পিলার বলে। 'এবার ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখগে যাও।'

'ঠিক আছে,' রবার্টো বলে, 'তুমি বরং অন্য সময়ে আমাকে এগুলো শুনিও।

আমার কিন্তু খারাপ লাগছে না।'

'উহ্, তোমাদের মুখে খুনখারাপির গল্প ছাড়া আর কি কিছু শোনার নেই?'

মারিয়ার পিঠে চাপড় মারলো পিলার। 'আজ বিকেলে তোমাদের দুজনকে আমি আলাদাভাবে কথা বলার সুযোগ করে দেবো। তখন প্রাণে যা চায় তাই নিয়ে তোমরা আলোচনা কোরো।'

'বাব্বা, কখন যে সেই বিকেল আসবে!

'এবার তাহলে ওঠো, রওনা হওয়া যাক।'

এগারো

'দাঁড়াও!' সহসা একটা গাছের আড়াল থেকে একজন বন্দুকধারীর ধূমকেতুর মতো আবির্ভাব হলো ওদের সামনে। 'আরে, পিলার, তুমি? সঙ্গে কে?'

'এঁর নাম রবার্টো, আমি ডাকি ইংরেজ সাহেব বলে। উহ্, তোমাদের এখানে আসা কি কম ঝকমারি!'

'সেলাম, কমরেড।' রবার্টোর দিকে হাত বাড়িয়ে ধরলো লোকটা। 'ভালো আছেন?'

'হ্যাঁ। তুমি?'

'এই চলে যাচ্ছে একরকম।'

অল্পবয়সী ছেলেটিকে ভালো করে লক্ষ্য করলো রবার্টো। হাল্কা গঠন, মুখের তুলনায় নাকটা বেশ উঁচু, চোখ দুটো ধূসর, মাথার চুল কালো এবং অবিন্যস্ত। ওর করমর্দনের ভঙ্গিমা আর চোখের ভাষার মধ্যে আন্তরিকতার স্পর্শ স্পষ্ট।

রবার্টোর হাত ছেড়ে মারিয়ার দিকে ঘুরলো সে। 'কি মারিয়া, তুমিও কি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছো নাকি?'

'না, জোয়াকুইন, আমরা যত না হেঁটেছি তার থেকে অনেক বেশি সময় বসে গল্প করেছি।'

'আপনি তো সেই ডিনামাইট-বিশেষজ্ঞ? আমরা শুনেছি আপনার কথা। আবার কি একটা ট্রেনের জন্যে এসেছেন?'

রবার্টো হাসলো। 'তুমিও কি ওই ট্রেনের ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলে?'

'না, আমি ওতে ছিলাম না। তবে সেই সময় আমরা একে পেয়েছিলাম।' মারিয়ার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলো জোয়াকুইন। 'তুমি তো এখন রীতিমতো সুন্দরী। ওঁকে বলেছো তো আগে কতটা সুন্দরী ছিলে?'

'থামো তো!' কৃত্রিম ধমক দেয় মারিয়া। 'চুলটা একটু ছোট করো, তাহলে তোমাকেও সুন্দর লাগবে।'

জোয়াকুইন উচ্চস্বরে হেসে উঠলো। 'আমি তোমাকে কাঁধে নিয়ে নিয়ে ঘুরেছি, মনে আছে?'

'শুধু তুমি কেন, কে কাঁধে নেয়নি ওকে?' গম্ভীর হয়ে পিলার প্রশ্ন করলো, 'সে কোথায়?'

'তাঁবুতে।'

'কাল রাত্তিরে কোথায় ছিলো?'

'সেগোভিয়ায়।'

'কোন খবর এনেছে সেখান থেকে?'

'হ্যা, খবর কিছু আছে।'

'ভালো না খারাপ?'

'খারাপই বলবো।'

'প্লেনগুলো দেখেছো?'

'আরে বাবা, দেখেছি বৈকি।' রবার্টোকে লক্ষ্য করে জোয়াকুইন প্রশ্ন করে, 'আচ্ছা কমরেড, ওগুলো কী প্লেন ছিলো আপনি জানেন?'

'হিন্কেল-এক-এগারো বোমারু আর ফিয়াট।'

'নিচু ডানা বিরাট চেহারাওয়ালাগুলো?'

'ওগুলোই হিন্কেল।'

'খুব বাজে ব্যাপার। যাকগে, আপনাদের অনেক দেরি করিয়ে দিলাম। চলুন আমাদের কমাণ্ডারের কাছে নিয়ে যাই।'

'কমাণ্ডার মানে?' পিলার অবাক চোখে তাকায়।

জোয়াকুইন গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়ে। 'চীফের চেয়ে ওটা কানে শোনায় ভালো। নামটার মধ্যে মিলিটারি মিলিটারি গন্ধ আছে।'

'ওরে ব্বাবা, তুমি দেখছি বিরাট মিলিটারি হয়ে উঠেছো,' পিলার হাসতে থাকে।

'না তা নয়। আসলে ওদের সম্বোধন-টম্বোধনগুলো আমার ভালো লাগে। আদেশ আর শৃঙ্খলা মেনে চলার পক্ষে ওগুলো ভীষণ উপযোগী।'

'এ হলো একজন আপনার ধাতে গড়া ছেলে,' রবার্টোকে বলে পিলার। 'কাজের ব্যাপারে একদম ফাঁকি নেই।'

মারিয়ার কাঁধে হাত রেখে জোয়াকুইন হাসলো। 'কি, কাঁধে চাপবে নাকি?'

'না বাবা, অনেক হয়েছে, একবারই যথেষ্ট।'

'তোমার মনে আছে সে ঘটনা?'

'আছে বৈকি। অবশ্য তুমি নও, আমার মনে আছে জিপসীটার কথা, কারণ অনেকবার সে আমাকে ফেলে দিয়েছিলো। তবে হ্যাঁ, তোমারও তার জন্যে একটা ধন্যবাদ নিশ্চয়ই পাওনা আছে। আমি বরং অন্য কোন সময়ে তোমাকে কাঁধে নিয়ে ঋণ শোধ করে দেবো।'

'তোমাকে কাঁধে নেবার কথা আমার কিন্তু মনে আছে অন্য একটা কারণে।'

মারিয়া ভুরু কোঁচকায়। 'কি ব্যাপার?'

'আমি খুব ভাগ্যবান বলবো কারণ যখন তুমি আমার কাঁধে পড়ে ছিলে সেই সময় পেছন থেকে গুলি চালানো হচ্ছিলো। গুলি খেলে তুমিই প্রথম খেতে।'

'কী বদমাইস দেখেছো! তার মানে এই জন্যেই কি জিপসীটা আমাকে বেশি বেশি করে কাঁধে তুলছিলো?'

'ওটা একটা কারণ, আর একটা কারণ ছিলো তোমার পা দুটো জাপটে ধরার লোভ।'

'দেখেছো আমার বীরপুরুষ ত্রাণকর্তাদের চরিত্র!'

'ও যাই বলুক, মারিয়া, ওই-ই কিন্তু তোমাকে সবচেয়ে বেশি কাঁধে নিয়েছিলো,' পিলার বলতে থাকে। 'আর তখন তোমার পা দুটোর কোন মূল্যই ছিলো না ওর কাছে। সেই সময় গুলিটাই ছিলো প্রধান। ও যখন তোমায় নামিয়ে দেয় তখন নিশ্চয়ই ও গুলির লক্ষ্যের বাইরে চলে গিয়েছিলো।'

'গুলির লক্ষ্যের বাইরে যাবার আগেই হয়তো আমি তোমায় নামিয়ে দিতাম,' জোয়াকুইন হাসতে হাসতে বলে, 'কিন্তু আমার ভয় ছিলো পিলারই না শেষ অব্দি আমাকে গুলি মেরে উড়িয়ে দেয়।'

'আমি কাউকেই গুলি করিনি,' পিলার একটু গম্ভীর হবার ভান করে।

'তার প্রয়োজনও ছিলো না। তুমি তোমার মুখের বুলির তোড়েই যে কোন লোককে মেরে ফেলার ক্ষমতা রাখতে।'

'খুব যে বুলি ছুটছে দেখছি। অথচ আগে সাত চড়েও তোমার মুখ দিয়ে রা-টিও বেরোত না। কত শান্ত ছেলে ছিলে সেই সময়, আর বয়েসই বা কত ছিলো!'

'আন্দোলন যখন শুরু হলো তখন আমার বয়েস ষোলো। সেই রকম জুতো পালিশের কাজ করতাম।'

রবার্টোকে লক্ষ্য করে পিলার বলে, 'ওর ইচ্ছে ছিলো ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াই করার কিন্তু শেষ পর্যন্ত বোধহয় সাহসে কুলোয়নি।'

'ষাঁড়ের সঙ্গে মানুষের লড়াই দেখেছেন কখনো?' এবার জোয়াকুইন প্রশ্ন করে রবার্টোকে।

'গত সেপ্টেম্বরেই দেখেছি, ভেলেন্সিয়াতে।'

'ওটাই আমার জন্মস্থান। এককালে কত সুন্দর শহর ছিলো ওটা। আর আজ? আজ ওখানে ভালো লোকেরা প্রায় প্রত্যেকেই যুদ্ধের শিকার হয়েছে।' হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায় জোয়াকুইন। 'ওখানে আমার বাবা, মা, বোন, জামাইবাবু সকলকে ওরা গুলি করে হত্যা করেছে।'

কথা বলতে বলতে এল সোরডোর ঘাঁটির দিকে এগোচ্ছিলো ওরা। পাইন অরণ্যের একেবারে শেষ প্রান্তে গাছগাছালির আড়ালে পাশাপাশি দুটো বড় গুহা দেখতে পেলো রবার্টো। এছাড়া ছোট ছোট আরো প্রচুর গুহা দেখা যাচ্ছিলো আশেপাশে। পাবলোর আস্তানার চেয়ে এটা আরো অনেক নিরাপদ জায়গা, ভাবলো সে।

'তোমার বাড়িতে গুলি চালানো হলো কেন?' পিলার প্রশ্ন করলো

জোয়াকুইনকে।

'আমার বাবা আর মা প্রজাতন্ত্রীদের সমর্থন করে তাদের ভোট দিয়েছিলো, এই তাদের অপরাধ। এরপর ওরা আমার এক বোনের স্বামীকে গুলি করলো। সে ছিলো ট্রাম-ড্রাইভার সিণ্ডিকেটের সদস্য, কিন্তু আমি জানি কোনরকম রাজনীতি সে করতো না। আমার আর এক বোনের স্বামী, সেও আমার মতো পালিয়ে পাহাড়ে আত্মগোপন করে ছিলো। আমার বোন কিন্তু জানতো না সে কোথায় আছে। তবুও ওরা বিশ্বাস করলো না ওর কথা। ফলে তাকেও মরতে হলো।'

'কী নৃশংসতা!' পিলার হঠাৎ থেমে চারপাশে তাকাতে থাকে। 'আরে, এল সোরডো কোথায় গেলো? তাকে তো দেখছি না!'

'এখানেই আছে কোথাও। ভেতরেও থাকতে পারে।' রাইফেলের বাঁট মাটিতে নামিয়ে জোয়াকুইন দাঁড়িয়ে পড়ে। 'শোনো, পিলার! মারিয়া, তুমিও শোনো! আমার বাড়ির কথা শুনিয়ে তোমাদের মনে হয়তো দুঃখ দিয়ে ফেললাম আমি জানি আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই একই ধরনের ঘটনা জড়িয়ে আছে, তাই ওসব নিয়ে আলোচনা না করাই ভালো। আমাকে তোমরা ক্ষমা কোরো এর জন্যে।'

'তুমি একশোবার আমাদের শোনাবে ওসব ঘটনা,' পিলার বলে। 'পরস্পরের দুঃখটাই যদি আমরা ভাগ করে না নিতে পারলাম তাহলে মানুষ হয়ে জন্মেছি কি জন্যে?'

'কিন্তু মারিয়া? ওর তো খারাপ লাগতে পারে?'

'আমার মনের ভেতরের জ্বালাটা এত বড় যে কোন দিনই তুমি সেটা ভর্তি করতে পারবে না, জোয়াকুইন,' মারিয়া বলে। 'তোমার বোন আশা করি ভালোই আছে।'

'আমার তো তাই ধারণা। যতদূর জানি জেলের ভেতর ওরা তেমন খারাপ ব্যবহার করছে না ওর সঙ্গে।'

'আর তোমার বাড়ির অন্য লোকজনেরা?' এবার রবার্টো প্রশ্ন করে।

'পুরুষদের মধ্যে আমি ছাড়া আর কেউ বেঁচে নেই। যে ভগ্নীপতি আত্মগোপন করেছিলো বললাম, সেও হয়তো মারা গেছে।'

'বেঁচে থাকতেও তো পারে?' মারিয়া বলে। 'আগে থেকে খারাপটা ধরে নিচ্ছো কেন?'

'আমার কাছে সে মৃতই। কারণ প্রথমত সে ছিলো ট্রাম-কণ্ডাক্টর, লড়াই-ফড়াই সে কিছুই জানতো না—আর দ্বিতীয়ত তার বুকে একটা কঠিন ব্যামো ছিলো। ওই অবস্থায় বেঁচে থাকা—' সহসা ফোঁপাতে শুরু করে জোয়াকুইন। মারিয়া ওর গলা জড়িয়ে গালে চুমু খেতে চায়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘুরিয়ে নেয় সে।

'আমি কিন্তু তোমাকে নিজের ভাইয়ের মতো ভাবি,' মারিয়া ওই অবস্থাতেই তাকে জড়িয়ে ধরে বোঝাতে থাকে। 'আমাকে তুমি বোন বলে ভাবতে পারো না? ধরো না কেন, আমরা সবাই তোমার সেই পরিবারের লোকজন?'

'ঠিকই তো,' পিলার সায় দেয়। 'এই ইংরেজ সাহেবও তোমার একজন দাদা।

কি, ইংরেজ সাহেব ?'

জোয়াকুইনের কাঁধে হাত রাখে রবার্টো। 'আমাদের এখানে সবাই তোমার ভাই বোন। কি, ঠিক আছে ?'

জোয়াকুইন মাথা নাড়ে।

'তোর লজ্জা আমি বের করছি,' সহসা অদ্ভুত আন্তরিকতায় ভরে ওঠে পিলারের গলা। 'একবার মারিয়া তোকে চুমু খাক, তারপর দেখবি আমি কি করি তোকে! আমার চুমুর ঠেলায় তুই তখন তিষ্ঠোতে পারবি না বলে দিলাম। ওকে শক্ত করে ধরুন তো, ইংরেজ সাহেব, আমি ভালো করে একটা চুমু খাই।'

'থাক,' জোয়াকুইন চট করে ঘুরে দাঁড়ায়। 'আমাকে তোমরা একটু আলাদা থাকতে দাও।'

'ঠিক আছে, চলো এল সোরডোর সঙ্গে দেখা করে আসি।' পিলার দীর্ঘশ্বাস ফেলে। 'আবেগের ঠেলায় আমি এখন অস্থির হয়ে পড়েছি।'

জোয়াকুইন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালো। বোঝা গেলো পিলারের শেষের কথাগুলো তাকে আঘাত করেছে।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে পিলার তাড়াতাড়ি বলে, 'না না, তোর আবেগ দেখে নয়, আমি নিজেই আবেগে টলমল করছি। যাই হোক, ইংরেজ সাহেব, আপনি ঠিক করে রেখেছেন তো, কি কি কথা এল সোরডোর সঙ্গে বলবেন ?'

'হ্যাঁ।'

'সে কিন্তু কম কথার মানুষ, আর আপনার আমার বা ওই ছোঁড়াটার মতো আবেগ-টাবেগ তার মধ্যে একেবারেই নেই। এরকম দুর্বল মন নিয়ে এ যে কি করে কম্যুনিস্ট হয়েছে আমার মাথায় ঢুকছে না।'

'ওকে তোমার এভাবে বলাটা উচিত হচ্ছে না,' মারিয়া বেশ রাগত গলায় বলে।

কথাটা শুনে ক্ষেপে ওঠে পিলার, 'ছাখো, আটচল্লিশ বছর বয়েস হয়ে গেলো আমার। এই বয়েসে ন্যাকামি সব সময় সহ্য হয় না। একজন কম্যুনিস্টের এভাবে ভেঙে পড়া আমি সহ্য করতে পারছি না।'

'তোমার ধারণাটা ঠিক নয়, পিলার,' জোয়াকুইন বলে। 'আমাকে তুমি ভুল বুঝেছো।'

'তাই যেন হয়। আরে, স্যান্টিয়োগো! কি খবর ?'

গাঁট্টাগোট্টা চেহারার যে লোকটাকে লক্ষ্য করে পিলার কথা বললো তার গায়ের রঙ বাদামী, চুল ধূসর, চোখ হলুদ আর বাদামী মেশানো, নাক রেড ইণ্ডিয়ানদের মতো পাতলা আর ওপরের ঠোঁটটা অনেকখানি চওড়া। এই গরমেও তার গায়ে পশমের লোম বসানো চামড়ার জ্যাকেট। গুহার কাছ থেকে শান্ত পায়ে এগিয়ে এসে প্রথমেই সে পিলারের সঙ্গে করমর্দন করলো। এরপর মারিয়ার কাঁধে চাপড় মেরে রবার্টোর দিকে হাত বাড়িয়ে ধরলো।

'মদ চলবে ?' বুড়ো আঙুল মাটির দিকে ঝাঁকিয়ে অদ্ভুত একটা ভঙ্গিমা করলো সে।

রবার্টো মাথা নাড়ে। 'তা চলতে পারে।'

'বেশ,' এল সোরডোকে খুশি দেখায়। 'হুইস্কি হোক?'

'হুইস্কি আছে আপনার কাছে?'

এল সোরডো মাথা ঝোঁকায়। 'আপনি কি ইংরেজ না রুশী?'

'আমেরিকান।'

'উত্তর না দক্ষিণের লোক?'

'উত্তর।'

'সেতুটা ওড়াচ্ছেন কবে?'

'সেতুর ব্যাপার আপনি জানেন?'

এল সোরডো মাথা নাড়ে।

'পরশু সকালে।'

'ভালো।' পিলারের দিকে তাকায় এল সোরডো। 'পাবলো?'

পিলার এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়তেই সে নিঃশব্দে দাঁত বের করে হাসে। তারপর জ্যাকেটের ভেতরের পকেট থেকে একটা ঘড়ি টেনে বের করে সময় দেখে মারিয়াকে উদ্দেশ্য করে বলে, 'তুমি এখন যাও। আধ ঘণ্টা পরে আবার আসবে।'

বেঞ্চির মতো একটা লম্বা কাঠের দিকে ইঙ্গিত করে পিলার আর রবার্টোকে বসতে বলে সে এবার জোয়াকুইনের দিকে বুড়ো আঙুল ঝাঁকায়।

মারিয়া সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, 'আমি ওর সঙ্গে একটু ঘুরে আসছি।'

এল সোরডো গুহার ভেতর থেকে একটা স্কচ হুইস্কির বোতল, একটা মাটির কলসি আর তিনটে গেলাস এনে মাটিতে নামিয়ে বোতলটা রবার্টোর দিকে বাড়িয়ে ধরে বলে, 'বরফ নেই।'

'আমি ওসব খাবো না,' বলে পিলার একটা গেলাসের মুখ হাত দিয়ে চেপে ধরে।

'গতকাল রাত্তিরেও এখানে বরফ ছিলো। সব গলে গেছে। এখন যত বরফ সব ওইখানে।' হাতের ইঙ্গিতে পাহাড়ের মাথাটা দেখিয়ে আবার সে দাঁত বের করে হাসে, 'অনেক উঁচু ওটা।'

রবার্টো প্রথমে এল সোরডোর গেলাসে হুইস্কি ঢালতে যায়, বাধা পেয়ে নিজেরটাই আগে ভরে নেয়।

গেলাসটা নিঃশেষ করে এল সোরডো নিজেই তাতে অর্ধেকটা পানীয় ঢেলে বাকিটা জল দিয়ে পূরণ করে নেয়, তারপর পিলারকে লক্ষ্য করে বলে, 'অন্য জিনিস দেবো তোমাকে?'

'না। শুধু জল খাবো।'

'নাও।' রবার্টোর দিকে তাকায় এল সোরডো। 'আমি বেশ কিছু ইংরেজকে জানি যারা প্রচুর হুইস্কি খায়।'

'হুইস্কি আপনি পেলেন কোথায়?'

'অ্যাঁ?' রবার্টোর কথাটা এল সোরডোর কানে গেছে বলে মনে হলো না।

'ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলুন।'

সম্ভবত পিলারের কথাটা বুঝতে পেরে এল সোরডো নিজের কান দুটো আঙুল দিয়ে দেখিয়ে হেসে ওঠে।

রবার্টো গলা তুলে বলে, 'বলছিলাম, হুইস্কি আপনি কোথা থেকে যোগাড় করলেন?'

'বানিয়েছি,' বলেই সে রবার্টোর কাঁধে চাপড় মেরে হাসে। 'না না, ঠাট্টা করলাম। ওটা এনেছি লা গ্রাঞ্জা থেকে। রাত্রে শুনলাম ডিনামাইট-বিশেষজ্ঞ একজন নাকি এখানে আসছে। শুনে আনন্দ হলো, তাই হুইস্কিটা আনালাম। ওটা আপনার জন্যেই। কি, ভালো না জিনিসটা?'

'খুব ভালো। সত্যিই ভালো জিনিস।'

'যাক....গতকাল রাত্রে কিছু খবর যোগাড় করেছি।'

'কিরকম?'

'অনেক সৈন্য নাকি এপাশ-ওপাশ থেকে জড়ো হচ্ছে। বিশেষ করে ভিলাকাস্তিন আর সেগোভিয়ায়। ভ্যালাডেলিডের রাস্তাতেও নাকি তাদের দেখা গেছে। এমন কি স্যান র‍্যাফেলেও জড়ো হয়েছে তারা। আর এরোপ্লেনগুলো তো আপনি নিজেই দেখেছেন।'

রবার্টো গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়ে। 'খুব খারাপ লক্ষণ। সব দেখেশুনে আপনার কি মনে হচ্ছে?'

'আমরাও কি তাহলে ভেতরে ভেতরে কিছু প্রস্তুতি নিচ্ছি?'

'অবশ্যই নেওয়া হচ্ছে।'

'ওরা নিশ্চয়ই সেটা জেনে নিজেদের প্রস্তুত করছে।'

'হতে পারে।'

'সেতুটা আজ রাত্রেই উড়িয়ে দিলে কেমন হয়?'

'ওপর থেকে আদেশ না পেলে সেটা সম্ভব নয়।'

'কেন, ওটা ওড়ানোর সময়েরও কি কোন গুরুত্ব আছে?' পিলার জিজ্ঞেস করে।

'নিশ্চয়ই।'

'কিন্তু ওরা যদি এর মধ্যে সৈন্য পাঠাতে শুরু করে দেয়?'

'আমি অ্যানসেলমোকে বলেছি রাস্তাটার ওপর নজর রাখতে। এখানকার যাবতীয় তথ্য আমি ওকে দিয়েই আমার ওপরওয়ালাদের কাছে পাঠিয়ে দেবো।'

'রাস্তাটা নজর রাখার কাজে আমিও লোক লাগিয়েছি।' হুইস্কিতে চুমুক দিয়ে এল সোরডো বলে, 'কিন্তু সেতুটা এখনই না ওড়ানোর পেছনে আপনার যুক্তিটা আমি মেনে নিতে পারছি না।'

'ব্যাপারটা আমার নিজেরও মনঃপূত নয়।'

মাথা নাড়ে এল সোরডো। 'আপনি কি ওটার ব্যাপারে আমার সাহায্য চান?

'হ্যাঁ। আপনার এখানে ক'জন লোক আছে?'

'আটজন।'

'ওদের দিয়ে ওখানকার টেলিফোন লাইন কাটাতে হবে আর একটা চৌকি আক্রমণ করতে হবে।'

'কোন সমস্যা নেই। পাবলোর ওপর কি দায়িত্ব দেওয়া আছে?'

'আপনার লোক কাটবে ওপরের টেলিফোন লাইন, সে কাটবে নিচের টেলিফোন লাইন। এছাড়া করাত কলের চৌকিটা আক্রমণ করার দায়িত্বও তার।'

'আর এসবের পর পালানোর ব্যাপারটা কি হবে?' পিলার ওদের কথার মাঝে ঢুকে পড়ে। 'আমাদের দলে আছে সাতজন পুরুষমানুষ, দুজন মেয়েছেলে আর পাঁচটা ঘোড়া। তোমার কতজন?' এল সোরডোর কানের কাছে মুখ এনে চেঁচিয়ে ওঠে ও।

'আটজন লোক আর চারটে ঘোড়া।'

'তার মানে সতেরজনের জন্যে ন'টা মাত্র ঘোড়া?'

পিলারের এ প্রশ্নের উত্তর দিলো না এল সোরডো।

রবার্টো তার কানের কাছে মুখ নিয়ে আসে। 'আর ঘোড়া যোগাড় করার কোন রাস্তা নেই?'

'এক বছরের যুদ্ধে চারটে যোগাড় হয়েছে। হাত তুলে চারটে আঙুল দেখায় এল সোরডো। 'আর আপনি কালকের মধ্যে আরো আটটা পেতে চাইছেন?'

'ঠিক তাই। যখন আপনাকে এ জায়গা ছেড়ে যেতেই হবে তখন অত সতর্কতার আর প্রয়োজন নেই। আপনি অনায়াসে আশপাশ থেকে আটটা ঘোড়া চুরি করে নিতে পারেন। কি, পারা যাবে না?'

এল সোরডো মাথা নাড়ে। 'তা পারা যাবে না কেন। তেমন দরকার হলে আরো কয়েকটা বেশিও যোগাড় করে নেওয়া যায়।'

'আপনার কাছে স্বয়ংক্রিয় রাইফেল আছে?'

'আছে।'

'কোন্ কোম্পানির মাল?'

'অত নামধাম জানি না। সঙ্গে পাঁচ বাক্স গুলিও আছে।'

'আপনাদের মধ্যে ওটা চালাতে পারে কে?'

'আমি অল্পস্বল্প জানি। গুলিফুলি এখানে বিশেষ ছুঁড়ি না, কারণ প্রথমত তাতে আওয়াজ হবে আর বুলেটগুলোও অযথা খরচা হবে।'

'মালটা আমি পরে দেখবো।' একটু চুপ থেকে রবার্টো আবার প্রশ্ন করে, 'হাতবোমা আছে আপনাদের?'

'প্রচুর।'

'আর রাইফেলের গুলি?'

'সেও প্রচুর।'

'তাও?'

'তা ধরুন রাইফেল পিছু দেড়শো। বেশিও হতে পারে।'

'বেশ। কিন্তু চৌকি দখল আর সেতুটা ওড়ানোর সময় আমার আরও কিছু

লোকের দরকার হবে।'

'চৌকি দখল নিয়ে ভাববার দরকার নেই। কাজটা কখন হবে?'

'দিনের বেলায়। এর জন্যে আরো গোটা কুড়ি লোক আমার প্রয়োজন।'

'তারা কি নির্ভরযোগ্য না হলেও চলবে?'

'না। কাজের লোক ক'জন আর পাওয়া যাবে?'

'চারজনের বেশি নয়। বাকিদের ওপর আমার তেমন আস্থা নেই।'

'কিন্তু অ্যানসেলমো আমাকে বলেছিলো, এই জায়গায় নাকি একশোর ওপর লোক আছে?' পিলারের দিকে তাকায় রবার্টো। 'আর তুমিও তো বলেছিলে এর মধ্যে অন্তত তিরিশজনের ওপর মোটামুটি আস্থা রাখা যায়।'

পিলার আবার এল সোরডোর কানের কাছে মুখ এনে চেঁচিয়ে ওঠে, 'আচ্ছা, এলিয়াসের লোকেরা কিরকম?'

এল সোরডো এপাশ ওপাশ ঘাড় নাড়ে। 'একেবারেই চলবে না। চারজনের বেশি কাজের লোক আপনি কিছুতেই পাচ্ছেন না। নিন, বোতল থেকে ঢালুন।··· আমার আটজন আর ওদের চারজন, মোট বারোজনকে আপনি পাচ্ছেন। এছাড়া আমার কাছে ষাটটা ডিনামাইট আছে, আপনার দরকার?'

'আপাতত থাক। ওগুলো দিয়ে বরং পরে কোন ছোট সেতু ওড়ানো যাবে। তাহলে আজ রাত্রেই আপনি নিচে নামছেন? যদিও আমার ওপর আদেশ নেই, তবু আমি মনে করছি সেতুটা এখুনি উড়িয়ে দেওয়া দরকার।'

'আমি আজ রাতেই যাবো। তারপর ঘোড়ার খোঁজও তো করতে হবে।'

'ঘোড়া পাওয়া যাবে?'

'যেতে পারে। আচ্ছা নিন, খান এখন।'

লোকটা কি এই ভাবেই সবার সঙ্গে কথা বলে? রবার্টো ভাবে। নাকি বিদেশী বলে তার সঙ্গে ব্যবহার অন্যরকম হচ্ছে?

'কাজটা হয়ে যাবার পর আমরা যাবো কোথায়?' পিলার গলা চড়িয়ে প্রশ্ন করে।

উত্তর না দিয়ে দু কাঁধে ঝাঁকুনি তোলে এল সোরডো।

'সব কিছুই আগে থেকে ব্যবস্থা করা দরকার,' পিলার আবার বলে। 'তুমি কোন্ জায়গাটা উপযুক্ত মনে করছো?'

'জায়গা তো অনেক আছে। যেমন গ্রেডোস হলো একটা। বেশ বড় শহর ওটা, লুকোনোর কোন অসুবিধে হবে না। ওই ধরনের আরো অনেক জায়গা অবশ্য আছে। আমরা রওনা হবো রাতের অন্ধকারে। এখন এ জায়গা মোটেই নিরাপদ নয়। এরকম ঝুঁকি নিয়ে আমরা এতদিন যে কি করে এখানে রয়ে গেলাম সেটাই আশ্চর্যের। আমার মতে গ্রেডোস এর চেয়ে অনেক নিরাপদ জায়গা।'

'কিন্তু আমি কোথায় যেতে চাইছিলাম জানো?' পিলার জিজ্ঞেস করে।

'কোথায়? প্যারামেরাতে কি? ওটা কিন্তু মোটেই ভালো জায়গা নয়।

'না, ওখানের কথা আমি বলিনি। আমি রিপাব্লিকে যাবার কথা ভাবছিলাম।'

এল সোরডো সমর্থনসূচক ভঙ্গিমায় ঘাড় নাড়ে। 'তা হতে পারে।'

'তোমার লোকেরা ওখানে যেতে রাজী হবে তো?'

'আমি বললে নিশ্চয়ই হবে।'

'মুশকিল হলো আমার লোকদের নিয়ে,' পিলারকে চিন্তিত দেখায়। 'পাবলোই হয়তো যেতে চাইবে না। অথচ ওই জায়গাটাই ওর পক্ষে সবচেয়ে ভালো ছিলো। তারপর জিপসীট—সেও হয়তো যেতে চাইবে না। আর বাকিদের কথাও এক্ষুনি আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়।'

'হুম,' এল সোরডো ঘাড় নাড়তে থাকে। 'যেহেতু এখানে কিছু ঘটছে না, ওরা তাই ধরে নিয়েছে এ জায়গাটায় বোধ হয় বিপদের সম্ভাবনা নেই।

'আজ প্লেনগুলো দেখার পর ওরা হয়তো নতুন করে ভাবনাচিন্তা শুরু করেছে,' রবার্টো বলে ওঠে। 'আমার কিন্তু মনে হয় গ্রেডোস থেকেই আপনাদের কাজকর্মের সুবিধে হবে '

'কি বললেন?' এল সোরডোর প্রশ্নটা বড়ই [illegible] শোনালো

'বলছিলাম আপনাদের কাজকর্মের পক্ষে গ্রেডোসই সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা।'

'আপনি জায়গাটা চেনেন?'

'তা চিনি বৈকি। ওখান থেকে মূল রেলপথটা কাছে হবে। আপনারা ওটা যখন-তখন বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারবেন—যেমন আমরা করছি দক্ষিণের ইস্ট্রিমাডুরাতে। আমার ব্যক্তিগত মত হলো, রিপাব্লিকে ফিরে যাবার চেয়ে ওখানে আপনাদের আরো অনেক বেশি প্রয়োজন।'

কথা বলতে বলতে রবার্টো আর এল সোরডো দুজনেই অসম্ভব গম্ভীর হয়ে উঠেছিলো।

পিলারের সঙ্গে একবার মুখ চাওয়াচায়ি করে এল সোরডো আবার তাকালো রবার্টোর দিকে। 'আপনি সত্যি বলছেন। গ্রডোস আপনার চেনা জায়গা?'

'নিশ্চয়ই।'

'আপনি কোথায় যাচ্ছেন তাহলে?'

'ভাবছি বারকো ড অ্যাভিলা ছাড়িয়ে আরও কিছুটা যাবো। এখানের থেকে ওটাও অনেক ভালো জায়গা। ওখান থেকে মূল সড়ক আর বেজার-প্ল্যাসেনসিয়ার রেল সড়কটার ওপর আক্রমণ চালানো যাবে।'

'খুবই শক্ত কাজ,' এল সোরডো মন্তব্য করে।

'ইস্ট্রিমাডুরার মতো সাংঘাতিক জায়গাতেও আমরা একই রেল সড়কে কাজ করেছি।'

'আমরা বলতে?'

'আমাদের ওখানকার গেরিলা বাহিনী। চল্লিশজনের মতো লোক আছে ওখানে।'

'সেই অদ্ভুত নামের লোকটা, যে অল্পেই ঘাবড়ে যেতো, সেও ওখানকার লোক না?' পিলার জানতে চায়।

'হ্যাঁ।'

'সে কোথায় এখন ?'

'বললাম যে মারা গেছে।'

'আপনিও তো সেখানকারই লোক ?'

'হ্যাঁ।' উত্তর দিতে দিতেই রবার্টোর হঠাৎ মনে হলো সে একটা মারাত্মক ভুল করে ফেলেছে। স্প্যানিশদের কাছে নিজের ক্ষমতা বেশি জাহির করা মোটেই উচিত হয়নি তার। এর চেয়ে ওদের কার্যকলাপের প্রশংসা করলে বরং ভালো ফল পাওয়া যেতো। তার অযাচিতভাবে ওদের উপদেশ দেওয়ার পরিণাম অশুভ হওয়াই সম্ভব। যেমন, এল সোরডোর মুখে গ্রেডোসের নাম প্রস্তাব হবার পর তার নীরব থাকাই উচিত ছিলো, কারণ নিঃসন্দেহে ওখানে কাজ করার অনেক সুবিধা, অথচ এই অবস্থায় জায়গাটিকে তার অযাচিত সমর্থনের দরুন ওদের পক্ষে মত পরিবর্তন করা মোটেই অসম্ভব নয়।

রবার্টো জানে, কাসি[illegible]লনায় একটা ট্রেন ওড়ানোর পর থেকে এখানে আর কোন কাজ হয়নি। যদিও ও কাজটাকে মোটেই বিরাট আখ্যা দেওয়া যায় না, তবু সেই ঘটনায় ফ্যাসিস্টদের একটা রেল ইঞ্জিন আর কিছু সৈন্যের মৃত্যুকে ওরা আজও বড় মুখে বিরাট যুদ্ধজয় বলে বর্ণনা করে থাকে।

'আপনার স্নায়ুর অবস্থা কিরকম ?'

পিলারের কথায় রবার্টোর সম্বিৎ ফিরলো, তাড়াতাড়ি হেসে জবাব দিলো সে, 'ভালো—ভীষণ শক্ত আমার স্নায়ু।'

'প্রশ্নটা আপনাকে করলাম এই কারণে, যে আপনাদের সেই লোকটা কারিগর হিসেবে অসম্ভব ভালো হলেও সব ব্যাপারেই একটুতে ঘাবড়ে যেতো। তাই বলে ঠিক ভীতু বলতে যা বোঝায় তাও সে ছিলো না, যদিও তার আচার আচরণ ছিলো একটু অদ্ভুত প্রকৃতির।' এল সোরডোর দিকে তাকিয়ে আবার গলা চড়ায় পিলার, 'আচ্ছা স্যান্টিয়াগো, তোমার কি মনে হয় ট্রেনের সেই লোকটার হাবভাব একটু বেয়াড়া ধরনের ছিলো না ?'

এল সোরডো ঘাড় নাড়ে। 'তা একটু ছিলো বৈকি।' বলেই সে রবার্টোর দিকে তাকায়। 'লোকটা মরলো কিভাবে ?'

'আমিই তাকে গুলি করে মেরেছি,' নিরুত্তাপ গলায় জবাব দেয় রবার্টো। 'লোকটা এমন বিশ্রীভাবে জখম হয় যে চলাফেরার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছিলো। ওকে তখন মেরে ফেলা ছাড়া আমার আর গত্যন্তর ছিলো না।'

'ওই অবস্থায় পড়লে তাকে মেরে ফেলার কথা সে কিন্তু নিজেই বারবার বলতো,' পিলার বলে ওঠে। 'এটা মনে হয় ওর মনের একটা সংস্কার ছিলো।'

রবার্টো মাথা নাড়ে। 'হ্যাঁ, কথাটা ঠিকই।'

এল সোরডো প্রশ্ন করে, 'ব্যাপারটা কি ঘটেছিলো ?'

'ব্যাপার তেমন কিছু নয়। কাফল্যোর সঙ্গে একটা ট্রেন ধ্বংস করে রাতের অন্ধকারে আমরা যখন ফিরছিলাম, তখন ঠিক হলো, পথে ফ্যাসিস্টদের একটা

চৌকিও উড়িয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু কাজটা করে পালানোর সময় পেছন থেকে একটা গুলি এসে তার কাঁধে লাগে। গুলিটা যদিও হাড়ে লাগেনি, খানিকটা মাংস কেবল উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলো, তবুও এতেই কিছুক্ষণ পরে কতটার অবস্থা এমন হয়ে উঠলো যে হাঁটাও অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো তার কাছে। অথচ পিছিয়ে পড়তেও সে রাজী হচ্ছিলো না। তখন বাধ্য হয়ে আমি গুলিটা চালালাম।'

'বেচারা,' এল সোরডো বলে ওঠে।

রবার্টোর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায় পিলার। 'আপনার স্নায়ুর অবস্থা তাহলে ঠিকই আছে বলছেন?'

'হ্যাঁ, পিলার, ওর মধ্যে একটুও গণ্ডগোল নেই। আর আমি বলছিলাম কি, সেতুটা আমি ধ্বংস করার পর তোমরা বরং গ্রেডোসেই চলে যেও।'

পিলার সহসা তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে, 'আমরা কোথায় যাবো না যাবো সে নিয়ে আপনার মাথা ঘামানোর কি প্রয়োজন? কাজটা মিটে গেলে আপনি যেখানে খুশি যেতে পারেন। আমাদের ব্যাপারটা আমাদেরই ভাবতে দিন না?'

'চুপ করো, পিলার,' এল সোরডা বলে। 'অযথা মাথা গরম করতে যেও না।'

পিলার তবু থামে না, 'আমরা এরপর মরবো কি বাঁচবো সে ব্যাপারটা আমার চেয়ে ভালো কেউ জানে না। আপনাকে আমার ভালো লেগেছে, ইংরেজ সাহেব, কিন্তু দোহাই আপনার, আমাদের ব্যাপারে আপনি মাথা ঘামাতে যাবেন না।'

'সে তো বটেই, তোমরা কি করবে না করবে তা নিয়ে আমিই বা মাথা গলাতে যাবো কেন?'

'মাথা আপনি গলিয়েছেন বলেই এতো কথা বলা। ওই বেশ্যাটাকে নিয়ে আপনি স্বচ্ছন্দে রিপাব্লিকে ফিরে যেতে পারেন, কিন্তু তাই বলে ওখানকার দরজা অন্যদের জন্যে বন্ধ করার অধিকার আপনার নিশ্চয়ই নেই মনে রাখবেন। আপনার মতো বিদেশীরা ছাড়াও অনেকে কিন্তু রিপাব্লিককে মনেপ্রাণে ভালোবাসে। আর ওদের সেই ভালোবাসা, যখন আপনার কষ বেয়ে মায়ের বুকের দুধ গড়িয়ে পড়তো, তারও বহু আগেকার।'

পিলারের কথার মাঝে কোন্ ফাঁকে মারিয়া ফিরে এসে ওদের পেছনে দাঁড়িয়েছিলো। রবার্টোর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই হাত মুখ নেড়ে কিছু একটা বলতে গেলো ও। এই সময় রবার্টাকে মুচকি মুচকি হাসতে দেখে পিলারেরও চোখ গেলো ওর ওপর। তৎক্ষণাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে ওর মুখোমুখি হলো সে। 'হ্যাঁ, বেশ্যা কথাটা আমি জেনেশুনেই বলেছি। আমি জানি তোমরা এরপর ভ্যালেন্সিয়াতেই যাবে, আর আমরা গ্রেডোসে গিয়ে ছাগলের নাদি খাবো।'

মারিয়া অদ্ভুত শান্ত গলায় জবাব দেয়, 'ঠিক আছে, পিলার, তুমি যখন বলছো, তখন আমি নিজেকে বেশ্যা বলেই মেনে নিলাম। কিন্তু অত উত্তেজিত হচ্ছো কেন তুমি? হয়েছেটা কি তোমার?'

'কিছুই হয়নি আমার।' পিলার আবার বসে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে ওর মেজাজটাও বদলে যায়। 'তোমাকে আমি ওসব বলতে চাইনি। কিন্তু আমার এত ইচ্ছে

ছিলো রিপাব্লিকে যাবার—!'

মরিয়া আবার বলে, 'আমরা সকলেই না হয় সেখানে যাবো। অসুবিধেটা কোথায় ?'

'ঠিকই তো,' রবার্টো সায় দিয়ে ওঠে। 'গ্রেডোস জায়গাটা যখন তোমার পছন্দ নয় ওখানেই যাবে তুমি!'

এল সোরডো রবার্টোর দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসতে থাকে।

'সে দেখা যাবে এখন,' পিলারের ক্রোধ তখন সম্পূর্ণ প্রশমিত হয়েছে। 'দেখি এক গেলাস। রাগের চোটে আমার গলাটাও জ্বালা করছে। ওসব পরের কথা পরে ভাবা যাবেখন।'

'কিন্তু কমরেড, আসল ব্যাপারটা ওই সকালের দিকে পালানো,' এল সোরডো বলতে শুরু করে। 'আপনার বক্তব্য আমি ভালভাবেই ধরতে পেরেছি। কেন চৌকিগুলো দখল করতে চাইছেন বা কাজ করার সময় কেন সেতুটা পাহারা দিয়ে রাখতে চান, সবই আমার কাছে জলের মতো পরিষ্কার। দিনের আলোয় বলুন, বা ফর্সা হবার একটু আগে বলুন, এসবগুলো করতে একটুও অসুবিধে হবে না।'

'তুমি বরং আর একটু ঘুরে এসো,' রবার্টো মারিয়াকে উদ্দেশ্য করে বলে ওঠে।

মারিয়া সঙ্গে সঙ্গে বাধ্য মেয়ের মতো সরে গিয়ে কিছুটা দূরে একটা জায়গায় বসে পড়লো।

আবার কথা শুরু করলো এল সোরডো, 'ওগুলো নিয়ে আমি একটুও ভাবছি না। আমার সমস্যা হলো, দিনের আলোয় কাজটা শেষ হবার পর, আমরা এখান থেকে পালাবো কি করে ?'

'একই সমস্যা আমারও,' রবার্টো বলে। 'আমি নিজেও এই নিয়ে ভেবেছি। দিনের আলোয় আমিই বা গা ঢাকা দিয়ে পালাবো কেমন ভাবে ?'

'কিন্তু আপনি একা, আমরা একসঙ্গে বহু লোক।'

ঠোঁট থেকে পানীয়ের গেলাস নামিয়ে পিলার বলে, 'কাজটা করে ক্যাম্পে ফিরে গিয়ে, অন্ধকার হলে, ওখান থেকে যদি রওনা হই ?'

'সে আরও ঝুঁকির ব্যাপার,' এল সোরডো উত্তর দেয়। 'তার থেকে রাত্রে সেতুটা ধ্বংস করা ভালো। কিন্তু মুশকিল হলো, আপনি আবার দিনের আলোয় ছাড়া ও কাজটা করতে রাজী হচ্ছেন না। ওটা কি রাত্রে করা একেবারেই সম্ভব নয় ?'

'তা করতে গেলে আমাকে গুলি খেতে হবে।'

'দিনে আমরা যে আবার গুলি খাবো ?'

'সেতুটা ওড়ানোর পর গুলি খেতে আমার একটুও আপত্তি নেই। তবে আপনাদের সমস্যাটা আমি অনুভব করতে পারছি। দিনের আলোয় যাতে পালানো যায়, এমন কোন পরিকল্পনা আপনারা করতে পারেন না ?'

'কেন পারা যাবে না ? একটা কিছু তো বুদ্ধি খাটিয়ে বের করতেই হবে। তবু আমি বলবো, শেষ অব্দি আমাদের গ্রেডোস পর্যন্ত পৌঁছনো একটা অলৌকিক ব্যাপার হবে। এই জন্যেই আপনার মুখে ওই জায়গাটার নাম শুনে আমি চিন্তিত হয়ে

পড়েছি, আর পিলার তো খেপেই উঠেছে।'

রবার্টোকে নিরুত্তর দেখে এল সোরডো আবার বলতে থাকে, 'শুনুন! আমি হয়তো বড় বেশি কথা বলে ফেলছি। কিন্তু আমাদের পরস্পরের মধ্যে একটা বোঝাপড়া গড়ে নিতে গেলে, এছাড়া উপায়ও নেই। যাই হোক, আমাদের এখানে এতদিন টিঁকে থাকার ব্যাপারটাও আমি একটা অলৌকিক ব্যাপার বলবো। ফ্যাসিস্টদের নির্বুদ্ধিতা আর কুঁড়েমিও অবশ্য এর জন্যে দায়ী—যদিও আমার বিশ্বাস, যথাসময়ে ওরা এসব ভুল শুধরে নেবেই। তবে আর একটা কথাও ঠিক, আমরা এখানে থাকাকালীন, কোনরকম হৈ-চৈ বা হুজ্জুতির মধ্যে কিন্তু যাইনি।'

'সে আমিও জানি,' রবার্টো মন্তব্য করে।

'কিন্তু এবার, যখন আমাদের সরে যেতেই হবে, তখন ব্যাপারটা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করা দরকার। আচ্ছা দাঁড়ান, আগে খেয়ে নেওয়া যাক। বড় বেশি বকবক করে ফেলেছি।'

'তা সত্যি,' পিলার বলে। 'আমি জীবনে কখনো তোমাকে এত বকতে দেখিনি।' গেলাসের দিকে ইঙ্গিত করে, 'এটা কি এর প্রভাব?'

'না,' এল সোরডো এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ে। 'হুইস্কির জন্যে নয়, আমি এমনিই বেশি বকে ফেলছি।'

'আপনার সহযোগী মনোভাব সত্যিই প্রশংসনীয়,' রবার্টো বলে। 'সেতু ওড়ানোর সময়ের বিষয়টা যে আপনাদের কতখানি ঝামেলায় ফেলে দিয়েছে, আমি সেটা উপলব্ধি করতে পারছি।'

'না না, ওভাবে কথা বলবেন না,' এল সোরডো বলে ওঠে। 'যে কাজ আমাদের দ্বারা সম্ভব সেটা করবো না কেন? আসলে এ কাজটা একটু ঝামেলার তো, তাই অনেক ভাবনা চিন্তা করতে হচ্ছে।'

'অথচ দেখুন, কাগজেকলমে ব্যাপারটা কত সহজ!' রবার্টো হাসতে থাকে। 'কাগজে লেখা আছে, আক্রমণ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে সেতুটা ধ্বংস করতে হবে, যাতে ওই পথ শত্রুপক্ষ না ব্যবহার করতে পারে। যেন কত সহজ কাজ!'

'তাহলে আমরাও আমাদের সমস্যাটা কাগজেকলমে এইভাবে সমাধান করে ফেলি!' এল সোরডোও হাসতে হাসতে বলে।

'জানেন তো কথায় বলে, "কাগজ কাটলে রক্ত বেরোয় না"।'

'বিষয়টা কিন্তু অত্যন্ত জরুরী।' পিলার রবার্টোকে উদ্দেশ্য করে বলে, 'তার চেয়ে আপনিই বরং আমাদের নির্দেশ দিন, কোথায় কিভাবে আমরা যাবো। আমার অবশ্য ইচ্ছে ছিলো—'

'রিপাব্লিকে যাওয়া, তাই তো?' এল সোরডো ওর কথাটা লুফে নিয়ে বলে। 'ঠিক আছে, তোমার কথাই থাকবে। এই যুদ্ধে জিতে আমরা সারা দেশটাতেই প্রজাতন্ত্র কায়েম করবো।'

'ঠিক আছে বাবা ঠিক আছে।' পিলার জায়গা ছেড়ে উঠে পড়ে। 'এবার দোহাই তোমাদের, খেতে চলো তো!'..

বারো

খাওয়া শেষ করে এল সোরডোর কাছে বিদায় চাইলো ওরা। এল সোরডো নিজেই ওদের কিছুদূর এগিয়ে দিয়ে এলো। ওটা ছিলো মে মাস, একেই প্রচণ্ড গরমের সময়, তার উপর দুপুর বেলা। কিছুটা নামার পরই ঘাড় ঘুরিয়ে রবার্টো দেখলো পিলার এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়েছে। কপাল দিয়ে ঝরঝর করে ঘাম ঝরছিলো ওর, সারা মুখ আর চোখে ক্লান্তির স্পষ্ট চিহ্ন।

'একটু বরং বিশ্রাম নেওয়া যাক,' ওর অবস্থা দেখে রবার্টো বললো। 'আমরা বড্ড তাড়াতাড়ি নামছি।'

'না,' হাঁফাতে হাঁফাতে পিলার বলে। 'চলুন যাচ্ছি।'

'একটু বিশ্রাম নাওই না, পিলার,' মারিয়া বলে ওঠে। 'তোমাকে ভীষণ ক্লান্ত লাগছে।'

'চুপ করো! তোমাকে জ্ঞান দিতে হবে না।'

কিন্তু আরো কিছুটা হাঁটার পর সত্যি সত্যিই সঙ্গীন হয়ে উঠলো পিলারের অবস্থা। ওর ঘর্মাক্ত করুণ মুখ আর ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলার ভঙ্গিমা দেখে মারিয়া আবার বলে উঠলো, 'দোহাই তোমাকে, একটু অন্তত বসো।'

'ঠিক আছে, তাই হোক তবে।' একটা পাইন গাছের নিচে সকলে বসার পর পিলার বললো, 'আমি সত্যিই দুঃখিত, মারিয়া, আজ সারাদিন তোমার সঙ্গে আমি খারাপ ব্যবহার করেছি। জানি না আমার কি হয়েছে, কিছুতেই আমি মেজাজ সংযত রাখতে পারছি না।'

'রাগের সময় তুমি যা বলো তাতে আমি কোনদিনই কিছু মনে করি না। আর তোমার মেজাজ তো প্রায়ই খারাপ হয়।'

দূরে পাহাড়ের চূড়োয় জমা বরফের দিকে তাকিয়ে পিলার সহসা আনমনা হয়ে ওঠে, 'কিন্তু রাগ তো এটা নয়!'

'তাহলে তোমার শরীর খারাপ।'

'তাও নয় এটা।' অদ্ভুত স্নেহভরা দৃষ্টিতে মারিয়ার দিকে তাকায় পিলার। 'আয়, আমার কোলে একটু মাথাটা রাখ, দেখি।'

মারিয়া সঙ্গে সঙ্গে পাশে সরে এসে পিলারের হাত দুটো ওরই কোলের ওপর ঠিক বালিশের মতো বিছিয়ে তার ওপর শুয়ে পড়ে।

একটা হাত মাথার নিচ থেকে টেনে এনে, মারিয়ার কপাল আর কানের পাশের চুলগুলো বিলি কাটতে কাটতে পিলার আবার পাহাড়ের দিকে চোখ ঘোরায়। 'একটু পরেই ওকে আমি আপনার কাছে আলাদা ছেড়ে দেবো, ইংরেজ সাহেব।'

'ওভাবে তুমি কথা বলবে না বলে দিলাম,' মারিয়া কৃত্রিম ধমক দেয়।

পিলার ওদের কারুর দিকেই তাকালো না। 'আমি যা বলেছি তাই হবে।

ইংরেজ সাহেব, ওকে আমি এক্ষুণি আপনার হাতে ছেড়ে দেবো।...আমি অবশ্য এটা চাইনি। আসলে বোধহয় আমি হিংসে করি ওকে।'

'আচ্ছা, পিলার, কেন আজেবাজে বকছো বলতে পারো?' মারিয়া আবার ধমকের সুরে বলে।

পিলার ওর কানের চার পাশে আঙুল বোলাতে থাকে। 'ইংরেজ সাহেবের হাতে তোকে তুলে দেবো ঠিকই, কিন্তু তাতে আমার হিংসে কমবে না।'

'কি যে তুমি বলছো, আমার মাথায় কিছুতেই ঢুকছে না। তুমি নিজেই না বলেছিলে, আমার সঙ্গে তোমার এরকম সম্পর্ক নয়?'

'তা বলেছিলাম। কিন্তু অনেক সময় অসম্ভবও যে সম্ভব হয়ে দাঁড়ায় রে। তবু আমি আমার ক্ষেত্রে সেটা ঘটতে দেবো না। না, কিছুতেই দেবো না। তোকে সুখী দেখতে চাওয়া ছাড়া আমি আর কিছু চাই না।' মারিয়ার কাছে উত্তর না পেয়ে পিলার বলতে থাকে, 'শোন্, তোকে একটা কথা বলি। আমি তো দেবী-টেবী নই, খুব সাধারণ একটা মেয়েছেলে। তবু যদি আমাকে বিশ্বাস করিস তবে বলবো, আমি কিন্তু সত্যি সত্যিই তোকে ভালবাসি। হ্যাঁ রে, আমার কথাটা একটুও অতিরঞ্জিত করা নয়।'

'আমিও তোমাকে ভালবাসি, পিলার।'

'বাজে বকিস না, আমার কথাটাই ধরতে পারিসনি তুই।'

'খুব পেরেছি।'

'ছাই পেরেছিস। শোন্ মন দিয়ে। আমি জানি তুই ইংরেজ সাহেবের সম্পত্তি। এটা তো হতেই হবে, এর মধ্যে কোন ভুল নেইও। কিন্তু তবু জেনে রাখ, এর জন্যে আমি তোকে হিংসে করবো। কথাটা আমি তোকে জোর গলায় জানিয়ে দিলাম।'

'আবার ওই কথা? বললাম না, ওসব আর বলবে না?'

'বলবো না তোর কথা শুনে নাকি? বলবো, হাজার বার বলবো, যতক্ষণ আমার মন চায় বলে যাবো।' এবার সরাসরি মারিয়ার মুখের দিকে তাকায় পিলার। 'কিন্তু মনে হচ্ছে, ওটা আর না বলার সময়টাও বোধহয় এসে গেছে, জানিস? আর তোকে ওসব বলবো না, বুঝতে পারলি? আচ্ছা, এবার মাথা তোল্ তো, অনেক ন্যাকামি হয়েছে।'

'কিছু ন্যাকামি নয়, আমার মাথা যেখানে আছে সেখানেই থাকবে।'

'না না, এবার ওঠ্।' পিলার ওর বিশাল হাতের থাবায় চাড় দিয়ে মারিয়ার মাথাটা তুলে ধরলো। 'কিন্তু, ইংরেজ সাহেব, আপনার হলোটা কি বলুন তো? বেড়ালে জিভ খেয়ে গেছে নাকি আপনার?'

'বেড়ালফেড়াল নয়।'

'তবে কি কোন জন্তু?' মারিয়ার মাথাটা মাটিতে নামিয়ে রাখে পিলার।

'না, জন্তুও নয়।'

'তবে কি নিজেই গিলে ফেলেছেন?'

'তাই বোধহয় হবে।'

পিলার মুখে ফিকে হাসি ফোটায়। 'তা খেতে কেমন লাগলো ওটা?'

'খুব ভালো নয়'

'ভালো হবার কথাও নয়। যাকগে, আপনার খরগোস আপনাকেই দিলাম। কথা দিচ্ছি আর কখনো ওকে ফেরত নেবার চেষ্টা করবো না। খরগোস নামটা ওকে দারুণ মানায়, না? আপনার মুখেও আজ সকালে একবার ওই নামটা শুনেছি।'

ক্ষণিকের জন্যে রবার্টোর মুখ লাল হয়ে ওঠে, পরক্ষণেই সামলে নিয়ে বলে, 'তুমি একখানা সাংঘাতিক মেয়েছেলে।'

'উঁহু, সাংঘাতিক নয়, তবে সরল আর জটিল দুটো স্বভাবই আছে আমার। আপনারও কি জটিল স্বভাব, ইংরেজ সাহেব?'

'জটিল না হলেও সরল তো নই অন্তত।'

'আপনাকে আমার সত্যিই ভালো লেগেছে।' মাথা নাড়তে নাড়তে আপন মনে হাসতে থাকে পিলার। 'জানেন, একটা বয়েস ছিলো আমার, যখন আপনার হাতে খরগোসটা দিয়েও আবার ছিনিয়ে নেবার ক্ষমতা রাখতাম।'

'আমি অবিশ্বাস করছি না তোমার কথা,' রবার্টো বলে।

'কিন্তু আজ আমি সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। আপনার ওই সেতুর ব্যাপারটা আমার মাথা ধরিয়ে রেখেছে, ইংরেজ সাহেব।'

রবার্টো হেসে ফেলে। 'তাহলে বরং ওটার নাম দেওয়া যাক মাথা ধরা ব্রীজ। কিন্তু জেনে রাখো তোমরা, ওটা আমার হাতে খুব শীঘ্রি পাখীর খাঁচার মতো চুরচুর হয়ে ভেঙে পড়ছে।'

'এই তো!' পিলারের চোখ দুটো জলজল করে ওঠে। 'ঠিক এইভাবে কথা বলবেন সব সময়।'

'এবার চলো, ক্যাম্পে ফেরা যাক।'

'যাবার সময় আমি আপনাদের দুজনকে আলাদা কথা বলার সুযোগ দেবো বলেছিলাম।'

'না। আমার এখন অনেক কাজ আছে।'

'এটাও কি একটা কাজ নয়?'

'তুমি একটু চুপ করো না, পিলার।' মারিয়া আবার দুজনের কথার মাঝে ঢোকে। 'বড্ড বেশি কথা বলছো তুমি।'

'তা একটু বলছি। আসলে মনের দিক দিয়ে আমি ভীষণ দুর্বল, বুঝলি?' হঠাৎ আনমনা হয়ে পড়ে পিলার। 'তাকে হিংসে করার বিষয়ে যে কথাটা একটু আগে বললাম, সেটা আসলে অন্য ব্যাপার। তখন জোয়াকুইনের ওপর যে অত চটে গিয়েছিলাম তার একটা কারণ ছিলো। ওর দৃষ্টি দেখেই আমি বুঝেছিলাম ওর চোখে আমি কতখানি কুৎসিত। তখন তোর উনিশ বছর বয়েসটার ওপর দারুণ হিংসে হয় আমার। তখন মনে হয়েছিলো, আমার যদি ওই বয়েসটা থাকতো! এই হিংসে অবশ্য বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। যখন বুঝেছি তোরও ওই বয়েস চিরদিন

থাকবে না, তখনই চলে গিয়েছিলো হিংস্রেটা।' পিলার উঠে দাঁড়ায়। 'থাকগে, এবার চলি আমি।'

'আমরা সবাই একসঙ্গেই ফিরবো,' রবার্টো বলে। 'ওখানে প্রচুর কাজ আছে।'

পিলার ঘাড় নেড়ে মারিয়াকে দেখায়। ও ততক্ষণে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসেছে। ওর কাছে কোন সাড়া না পেয়ে, দু কাঁধে মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, 'তুই রাস্তা চিনিস?'

'হ্যাঁ,' মাথা না ঘুরিয়েই জবাব দেয় মারিয়া।

'তাহলে আমি চলি, তোরা আয়। আপনার জন্যে একটা ভালো খাবার বানিয়ে রাখবো, ইংরেজ সাহেব,' বলেই হাঁটা শুরু করে পিলার।

'দাঁড়াও!' রবার্টো বাধা দেয় ওকে। 'আমরা একসঙ্গে যাবো।'

পিলার না ঘুরেই জবাব দিলো, 'আমিও তো আপনাদের দুজনকে একসঙ্গে যাবার কথা বলেছি। চলি, ক্যাম্পে দেখা হবে আবার।'

রবার্টো মারিয়ার দিকে তাকায়। 'তোমায় কি মনে হচ্ছে, আবার ওর মধ্যে অসুস্থতার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না?'

মারিয়া তখনও মাথা তোলে না। 'ওকে যেতে দাও।'

'কিন্তু আমার মনে হচ্ছে ওর সঙ্গে যাওয়া উচিত।'

'বলছি তো যেতে দাও ওকে। একলাই যাক ও।'...

তেরো

আগাছার জঙ্গল মাড়িয়ে পাহাড়ী পথে পথে চলতে চলতে রবার্টো সহসা অনুভব করলো ওর হাতে ধরা হাতটা থরথর করে কাঁপছে আর সেই সঙ্গে যেন এক বিদ্যুৎ তরঙ্গ খেলে যাচ্ছে তারও সারা শরীরে। এরপর নিমেষের মধ্যে ঘটে গেলো ঘটনাটা। এক ঝটকায় মারিয়াকে সামনে এনে, সজোরে জাপটে ধরে, চুমু খেতে গিয়ে ওর দৃঢ় অথচ ছোট স্তন জোড়ার স্পর্শ বুকে অনুভব করলো রবার্টো। সঙ্গে সঙ্গে ওর খাকি জামার বোতাম খুলতে শুরু করলো সে। মারিয়া একটুও বাধা দিল না, কাঁপতে কাঁপতে নিজের মাথাটা পেছনে হেলিয়ে দিলো শুধু। রবার্টো বিনা বাধায় ওর দুই বুকে চুমু খেয়ে আরো জোরে জাপটে ধরলো ওকে। এবার মারিয়া ওর ঠোঁট রবার্টোর কাছে এগিয়ে নিয়ে এলো।

'অ্যাই, কোথায় যাওয়া যায় বলো তো?'

উত্তর না দিয়ে মারিয়াও রবার্টোর সার্টের বোতাম খুলতে শুরু করলো। 'আমিও —আমিও তোমাকে ওইভাবে চুমু খাবো।'

'ধুৎ, তা কি হয়!'

'খুব হয়। তুমি যা যা করবে আমিও তাই তাই করবো।'

'বলছি হয় না।'

'খুব হয়। এখানে শোও তুমি।'

মাটিতে শুয়ে আবার নিবিড় করে মারিয়াকে জড়িয়ে ধরলো রবার্টো। 'অ্যাই ?'

'বলো, ইংরেজ সাহেব।'

'আমি ইংরেজ নই।'

'তা হোক, তবু তোমাকে ওই নামে ডাকবো।' রবার্টোর কানের দু পাশ ধরে, মাথাটা সামনে এনে, কপালে চুমু খেলো মারিয়া। 'কি রকম লাগলো বলো ? এবার চুমু খেতে শিখে গেছি না ?'

'মারিয়া, তোমার মনে হচ্ছে না, আমাদের তলার মাটিটা কাঁপছে ?'

'হ্যাঁ। অ্যাই, আমি যখন মরবো, তখনো তুমি এইভাবে আমাকে জড়িয়ে ধরে থাকবে ?'

'না, মারিয়া, আমি চাই, তুমি সারা জীবন আমাকে এইভাবে আঁকড়ে ধরে থাকো।'

মারিয়ার কাঁধের পাশ দিয়ে রবার্টো তার দৃষ্টি দূরে ছড়িয়ে দিলো। একটা বাজপাখি শিকারের খোঁজে আকাশে চক্কর দিয়ে চলেছে। অপরাহ্নের কালো মেঘ জমতে শুরু করেছে পাহাড়ের মাথায়।

আরো কিছুক্ষণ পরে উঠে দাঁড়ালো ওরা। পরস্পরের হাতে হাত রেখে চলতে শুরু করলো আবার।

'বলো না গো, সত্যি বলছো তুমি, আগে কাউকে এইভাবে ভালবাসনি ?'

'হ্যাঁ, মারিয়া, এর একটুও বানানো নয়।'

'তার মানে এর আগে অনেককেই ভালবেসেছো তুমি।'

'অনেক নয়, কয়েকজনকে। তবে কেউই তোমার মতো অত কাছে আসতে পারেনি। ওরা কেউই পারেনি আমার মনকে এতখানি ভরিয়ে তুলতে।'

'সত্যি ?' মারিয়ার চোখ দুটো জলজল করতে থাকে। 'আচ্ছা বলো তো, আমার চেহারা আগের চেয়ে ভালো হয়ে ওঠেনি ?'

'নিশ্চয়ই, তুমি তো এখন রীতিমতো সুন্দরী।

'মিছে কথা। আমার চুলে তোমার হাতটা বোলাও দেখি!'

মাথায় হাত দিয়েই রবার্টো বুঝলো ওর খোঁচা খোঁচা চুলগুলো আগের চেয়ে অনেক নরম হয়েছে। এরপর দু হাত দিয়ে ওর মুখটা কাছে এনে আবার চুমু খেলো সে।

'জানো, চুমু খেতে আমারও ভীষণ ভালো লাগে। কিন্তু আমি বোধ হয় তেমন ভাবে খেতে পারি না।'

মারিয়ার গাল টিপে আদর করে রবার্টো। 'তোমাকে কিচ্ছু করতে হবে না, সব আমি করবো।'

'না। আমি চাই তুমি সবদিক দিয়ে আমাকে নিয়ে সুখী হও।'

'এর চেয়ে বেশি সুখ আমি চাই না, মারিয়া। আর কি দরকার আমার!'

খুশিতে ঝলমল করতে থাকে মারিয়া। 'কিন্তু তুমি দেখো, একদিন আমার চুল তোমাকে মুগ্ধ করবেই। প্রত্যেকদিন একটু একটু করে বাড়ছে ওগুলো। যখন অনেক লম্বা হয়ে যাবে, আমাকে আর অতটা কুচ্ছিত লাগবে না। তখন হয়তো তুমি আরো—আরো বেশি করে ভালবাসবে আমায়।'

'এমনিতেই তুমি যথেষ্ট সুন্দর। এত ভালো শরীরের গঠন ক'জনের আছে আমার জানা নেই।'

'ওটার মালিক তো এখন তুমি। কিন্তু বলো না গো, আগে তুমি কখনো অনুভব করেছো মাটিটা কাঁপছে?'

'কখনো না।'

কথা বলতে বলতে রবার্টোকে সামান্য অন্যমনস্ক দেখে মারিয়া জিজ্ঞেস করে, 'কিছু ভাবছো তুমি?'

'হ্যাঁ, একটু কাজের কথা ভাবছিলাম।'

'জানো, আমাদের যদি ঘোড়া থাকতো কি ভালো হতো বলো তো? ঘোড়ায় চড়তে ভীষণ ভালো লাগে আমার। দুজনে দুটো ঘোড়া নিয়ে কতদূর চলে যেতে পারতাম!'

'এরোপ্লেনে চড়েও আমরা অনেক দূর চলে যেতে পারি।' আবার আনমনা হয়ে জবাব দেয় রবার্টো। পরক্ষণেই সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বলে, 'হ্যাঁ, কি যেন বলছিলে একটু আগে?'

'বলছিলাম, কাজ নিয়ে তুমি অত চিন্তা কোরো না। এ ব্যাপারে আমি নাকও গলাবো না বা তোমাকে বাধাও দেবো না। তবে আমাকে দিয়ে যদি কিছু করাতে চাও নিশ্চয়ই বলবে।'

'না না, তোমার কিছু করার নেই ওতে। ও তো খুবই সোজা কাজ।'

'আমি বরং পিলারের কাছে শিখে নেবো তোমার কি কি কাজ আমার করা দরকার। এ ছাড়াও আমার যেগুলো মনে হবে, আর তুমি যা যা বলবে, সবই করবো আমি।'

'তোমাকে কিচ্ছু করতে হবে না, মারিয়া।'

'ও মা! কিচ্ছু করতে হবে না কি বলছো? তোমার ওই ঘুম-থলিটা, ওটা রোজ সকালে ঝেড়েঝুড়ে রোদে টাঙাতে হবে না? তোমার মোজাজোড়া কেচে শুকতে হবে না?'

রবার্টো মুচকি মুচকি হাসতে থাকে। 'বেশ, আর কি করবে তুমি?'

'তুমি যদি দেখিয়ে দাও, তোমার পিস্তলটাও তেল দিয়ে পরিষ্কার করে দিতে পারি!'

'আমাকে একটা চুমু খাও দেখি।'

'এখন নয়। এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা। তুমি আমাকে পিস্তলটা দেখাবে না? পিলারের কাছে তেল ন্যাকড়া পেয়ে যাবো। গুহার ভেতরে একটা লোহার

যুক্ত আছে, ওটা স্বচ্ছন্দে নলের ভেতরে ঢুকিয়ে পরিষ্কার করা যাবে।'

'আচ্ছা ঠিক আছে, তোমাকে আমি দেখিয়ে দেবো।'

'তুমি যদি আমাকে গুলি করা শিখিয়ে দাও তাহলে আরো ভালো হয়। আমরা দুজনেই ওটা চালাতে জানলে, একজন আহত হলেও ধরা পড়ার সম্ভাবনা থাকবে না।'

'দারুণ বলেছো তো!' রবার্টো হাসতে থাকে। 'তা, এরকম আরো অনেক মতলব তোমার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে নিশ্চয়ই?'

'কেন খারাপ কিছু বলেছি আমি? এই ছাখো, পিলার এটা আমাকে দিয়েছে।' বুকপকেটের ভেতর থেকে চিরুনি রাখার খাপের মতো একটা বস্তু বের করে, তার থেকে একদিকে-ধার-দেওয়া একটা ব্লেড বের করে ও। 'পিলার বলেছে, এটা কানের ঠিক নিচে, এই জায়গায় ধরে একটা টান দিতে। ওখানে নাকি এমন একটা শিরা আছে যা কাটলে ব্যথা হবে না অথচ মৃত্যু অনিবার্য। ও বলেছে, যখন নিজেকে বাঁচানোর আর কোন উপায়ই থাকবে না তখন ওটা চালাতে।'

'ঠিকই বলেছে ও। ওখানের সঙ্গে ঘাড়ের শিরার যোগ আছে।'

'কিন্তু এর চেয়েও আমি মনে করি গুলি খাওয়া ভালো। আমাকে কথা দাও, তেমন পরিস্থিতিতে পড়লে আমাকে গুলি করবে তুমি?

'নিশ্চয়ই। কথা দিলাম।'

'অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। আমি অবশ্য জানি কাজটা অত সহজ নয়।' রবার্টোর গা ঘেঁষে ঘেঁষে হাঁটলেও মারিয়াকে অত্যন্ত গম্ভীর লাগছিল। 'কিন্তু আমি তোমার আরো অনেক কাজ করতে পারি।'

'মানে, আমাকে গুলি করা ছাড়াও?'

'হ্যাঁ। যেমন, তোমার সিগারেটগুলো আমি পাকিয়ে দিতে পারি। একটুও তামাক নষ্ট না করে কিভাবে সুন্দর সিগারেট পাকানো যায় পিলার আমাকে শিখিয়ে দিয়েছে।'

'বাঃ, চমৎকার! সিগারেটের কাগজটা তুমিই জিভ দিয়ে চেটে জুড়ে দেবে তো?'

'হ্যাঁ,' ঠাট্টাটা আদৌ উপভোগ করলো না মারিয়া। 'এরপর, ধরো তুমি কোন সময় আহত হলে, তখন তোমার ক্ষতের জায়গা ধুয়ে, ব্যাণ্ডেজ করে—'

'ধরো আহতই হলাম না!'

'নাই বা হলে, আর কাজ নেই আমার? যেমন ধরো, সকালে তুমি ঘুম থেকে ওঠার পর আমাকে কফি বানাতে হবে—'

'আর যদি কফি না খাই?'

'মোটেই না, কফি খাও তুমি। আজ সকালেও দু কাপ খেয়েছো।'

'আচ্ছা বেশ। এবার ধরো, কফি খেতে আমার আর ভালো লাগলো না, আমাকে গুলি করারও প্রয়োজন পড়লো না তোমার আর আমি আহত বা অসুস্থ কোনটাই হলাম না। সিগারেট ছেড়ে দিলাম আর মোজার সঙ্গে ঘুম-থলিটা নিজেই তারে টাঙিয়ে দিলাম। এবার বলো আমার খরগোস সোনা, তুমি তখন আর কি করবে আমার জন্যে?'

'আমার আরো কাজ আছে। যেমন, পিলারের কাছে কাঁচি চেয়ে নিয়ে তোমার চুল কেটে দেওয়া।'

'কিন্তু চুল কাটা আমার আদৌ পছন্দ নয়।'

'আমারও নয়। আমি তোমার এইরকম চুলই দেখতে চাই। তাহলে…যদি কোন কাজই না থাকে আমার, আর কি করবো? তোমাকেই বসে বসে দেখবো সারাদিন!'

'হ্যাঁ, এতক্ষণে তুমি একটা পছন্দসই কথা বলেছো।'

'আমারও পছন্দ হয়েছে।' অনেকক্ষণ পরে হাসলো মারিয়া। 'অ্যাই, ইংরেজ সাহেব?'

'আমার নাম রবার্টো।'

'হোক। আমি তোমাকে পিলারের মতো ইংরেজ সাহেব বলেই ডাকবো। আচ্ছা, এবার বলো, আমাকে তোমার কাজে সাহায্য করতে দেবে?'

'না। আমি এখন যে কাজটার কথা ভাবছি সেটা অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় একলাই করতে হবে।'

'ওটা শেষ হবে কখন?'

'ভাগ্য ভালো থাকলে, আজ রাত্রেই।' আস্তানায় গিয়ে কাছাকাছি পৌঁছে গেছিলো ওরা। এক জায়গায় আঙুল তুলে নির্দেশ করে রবার্টো জিজ্ঞেস করলো, 'আরে, ওটা কে?'

'পিলার হবে। হ্যাঁ, ও ছাড়া আর কেউ নয়।'

তৃণভূমির প্রায় শেষ প্রান্তে একটা ফার গাছের নিচে একজন স্ত্রীলোক হাঁটুতে মাথা গুঁজে বসে ছিলো। গাছের বাদামী গুঁড়িটার সামনে একটা কালো বস্তার মতো লাগছিলো ওকে। প্রায় দৌড়ে ওর কাছে এসে মারিয়া ডাকলো, 'পিলার?'

মাথা তুলে তাকালো পিলার। 'ওহ্, তোরা ফিরে এসেছিস?'

রবার্টো ঝুঁকে দাঁড়ায়। 'তুমি কি অসুস্থ বোধ করছো?'

'না না, একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আর কি।' ওঠার কোন লক্ষণ দেখা গেলো না ওর মধ্যে। 'তারপর, ইংরেজ সাহেব, কেমন খেলা হলো বলুন?'

রবার্টো ওর প্রশ্ন উপেক্ষা করে আবার জিজ্ঞেস করলো, ঠিক বলছো, তোমার কিছু হয়নি?'

'বললাম তো, ঘুমোচ্ছিলাম। আপনাদের ঘুম হয়েছে?'

'না।'

মারিয়ার দিকে তাকায় পিলার। 'হ্যাঁ, এ ব্যাপারটা বোধ হয় আমি মেনে নিতে পারি।'

মারিয়া লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করে।

'চলুন, যাওয়া যাক এবার,' পিলার উঠে দাঁড়ায়।

চোদ্দ

ওরা গুহার মুখে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে তুষারপাত শুরু হলো। পাবলোকে দেখে ভেতরে না ঢুকে ওখানেই দাঁড়িয়ে পড়লো রবার্টো।

'মনে হচ্ছে প্রচুর বরফ পড়বে।' পাবলোর গলা ভারি, চোখ দুটো লাল আর কেমন যেন ঝাপসা ঝাপসা।

'র‍্যাফেল ফিরেছে?' রবার্টো জিজ্ঞেস করে।

'না। অ্যানসেলমোও ফেরেনি।'

'তুমি রাস্তার ধারের চৌকিটা অব্দি আমার সঙ্গে একটু যাবে?'

'না, আমি ওসবের মধ্যে থাকছি না।'

'ঠিক আছে, আমিই খুঁজে নিচ্ছি তাহলে।

'এই ঝড়ঝাপটার মধ্যে জায়গাটা আপনি নাও খুঁজে পেতে পারেন। আর পেলেও ওরা যদি এর মধ্যে রওনা হয়ে পড়ে, আপনার সঙ্গে মাঝ রাস্তায় আর দেখা হবে না ওদের।'

'অন্তত অ্যানসেলমো আমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকবেই।

'মনে হয় না। বরফ দেখেই সে হয়তো ফিরে আসতে শুরু করেছে।' বেশ জোরে তুষার পড়ছিলো তখন। গুহার মুখে হাওয়ায় ছিটকে আসা বরফের টুকরোগুলো লক্ষ্য করতে করতে পাবলো জিজ্ঞেস করে, 'বরফ পড়া দেখতে বোধ হয় ভালো লাগে না আপনার?'

উত্তর না দিয়ে রবার্টো একটা মুখখিস্তি করলো। শুনে হেসে উঠলো পাবলো। 'আপনার বিরক্তির কারণ আমি বুঝতে পারছি। চলুন ভেতরে যাওয়া যাক

ভেতরে ঢুকে রবার্টো দেখলো মারিয়া উনুন ধরাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। পিলারও চলে গেছে রান্নার টেবিলের কাছে। ওদের দুজনের দিকে একপলক তাকিয়ে সে পাবলোকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন করলো, 'তুমি বলছো প্রচুর তুষারপাত হবে?'

'হ্যাঁ,' বলে পিলারের দিকে তাকায় পাবলো। 'কি গো সর্দারণী, বরফ পড়া তোমারও ভালো লাগছে না তো?'

পিলার অবজ্ঞার সঙ্গে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায়। 'কেন, বরফ পড়ছে পড়ুক না, ক্ষতিটা কি হয়েছে তাতে?

'আসুন ইংরেজভাই, একটু মাল খাওয়া যাক,' পাবলোর গলায় ব্যঙ্গের সুর স্পষ্ট। 'আমি তো আজ সারাদিন ধরে টানছি আর ভাবছি কখন বরফ পড়া শুরু হবে।'

'দেখি আমাকে করে দাও।'

রবার্টোর হাতে পানীয়ের পেয়ালা দিয়ে পাবলো নিজেরটা তার সঙ্গে ঠেকায়। 'নিন, তুষারের প্রতি।'

পেয়ালাটা ওর দাঁতে ঠুকে ভাঙতে গিয়েও রবার্টো নিজেকে সংযত করে নিলো।

পাবলো বলতে থাকে, 'কী সুন্দর তুষার পড়ছে দেখেছেন? আপনি নিশ্চয়ই এর মধ্যে বাইরে শোবেন না?'

রবার্টো দাঁত কিড়মিড় করে, কোন উত্তর দেয় না। জবাব না পেয় পাবলো আবার বলে, 'বাইরে বড় ঠাণ্ডা। মাটিও ভিজে।'

হারামজাদা জানে না ওই হাঁসের পালকের তৈরি জিনিসটা কেন পঁয়ষট্টি ডলার দাম নিয়েছে। ওটা ভিজে জায়গাতেও ব্যবহার করা যায়। মুখে সে কথা প্রকাশ না করে অত্যন্ত শান্ত গলায় সে প্রশ্ন করলো, 'তাহলে কি আমি ভেতরেই শোব?'

'হ্যাঁ।'

'ধন্যবাদ। কিন্তু, প্রয়োজন হবে না, বাইরেই শুতে পারি আমি।'

'এই বরফের মধ্যে?'

'হ্যাঁ,' (হারামী, শুয়োরের বাচ্চা, তাই) বলে মারিয়ার কাছে এগিয়ে গেলো ববার্টো। 'কি রকম সুন্দর বরফ পড়ছে দেখেছো?'

একটা পাইন কাঠ চুল্লীতে গুঁজে মারিয়া মুখ তুলে তাকালো। 'কিন্তু তোমায় কাজের পক্ষে ওটা খুব খারাপ, তাই না? তুমি চিন্তায় পড়ে গেছো নিশ্চয়ই?'

'চিন্তা করে আর কি লাভ! রান্না হতে কতক্ষণ?'

'জানি আপনার খিদে পেয়েছে,' পাশ থেকে পিলার বলে ওঠে। 'এক টুকরো পনীর দিই আপনাকে?'

'দাও', পিলারের হাত „থকে একটা বড়সড় পনীরের টুকরো নিয়ে রবার্টো খেতে শুরু করে।

'মারিয়া!' টেবিলের পাশে বসা পাবলো সহসা ডেকে ওঠে।

'কি হলো'?

'টেবিলটা একটু মুছে দিয়ে যাও।'

'কেন, তুমি মুছতে পারছো না?' পিলার ঝামটে ওঠে। 'আগে নিজের মুখ ধোবে, তারপর জামাকাপড় কেচে টেবিল মুছবে। ওর কথা তুই শুনিস না, মারিয়া, আকণ্ঠ মদ গিলেছে ও।'

'মারিয়া,' জড়ানো গলায় পাবলো আবার ডাকে। 'বাইরে কী সুন্দর বরফ পড়ছে দেখেছো?'

'বরফের গোল্লা তৈরি ক'রে লড়াই করবে নাকি?' রবার্টো বলে ওঠে।

'কি বললেন?

'কিছু না। বলছিলাম তোমার ঘোড়ার জিনগুলো ঠিকমতো চাপাচুপি দিয়ে রেখেছো তো?'

'হ্যাঁ।'

স্প্যানিশে কথা বলতে বলতে হঠাৎ ইংরেজিতে রবার্টো বলে ওঠে, 'তোমার ঘোড়াগুলোকে তুমিই খাওয়াও না নিজেরাই চরে খায় ওরা?'

'অ্যাঁ?'

'কিছু নয়। ওসব তোমার সমস্যা। যাক, আমি এখন পায়ে হেঁটেই একটু ঘুরে আসবো।'

'আপনি ইংরিজি বলছেন কেন?' পাবলো জানতে চায়।

'আমি যখন ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়ি, তখন আমার মুখ দিয়ে ইংরিজি বেরোয়। এছাড়া কোন ব্যাপারে প্রচণ্ড হতাশ হলে বা বিভ্রান্ত হয়ে পড়লে, তখনো ওই ভাষাটা আমি ব্যবহার করে ফেলি। অন্য কোন সময়ে লক্ষ্য করো তোমরা।'

'আপনি কি বলছেন, ইংরেজ সাহেব?' পিলার প্রশ্ন করে। 'ভাষাটা শুনতে খুব ভালো লাগছে কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'ও কিছু নয়।' আমি ইংরিজীতে বললাম, 'ও কিছু নয়'।

'আপনি বরং স্প্যানিশেই বলুন,' পিলার বলে। 'ওতে আরও ছোট আর সহজ করে বলা যাবে।'

'সেটা ঠিক,' আবার স্প্যানিশে কথা শুরু করে রবার্টো। পাবলোকে উদ্দেশ্য করে বলে, 'আমাকে আর এক কাপ দাও দেখি। হ্যাঁ, কি যেন বলছিলে তুমি? অনেক বরফ পড়বে, না?'

পাবলো মাথা নাড়তে নাড়তে হাসতে থাকে। 'হ্যাঁ। এরোপ্লেন টেরোপ্লেনের ব্যাপার নেই, সেতু ওড়ানোর দরকার নেই, কেবল বরফ আর বরফ।'

রবার্টো তার পাশে বসে পড়ে। 'তার মানে তুমি চাইছো, এটা বহুক্ষণ ধরে পড়ুক, তাই তো? এমন কি সারা গরমকাল ধরে পড়লেও তোমায় আপত্তি নেই, ঠিক না?'

'না না, সারা গরমকাল নয়। কেবল আজকের রাত্তির আর কালকের সকালটা হলেই যথেষ্ট।'

'তোমার এরকম চিন্তার কারণ?'

'ঝড় এখানে দু রকমের হয়। একটা আসে পিরেনি থেকে। সেটা আবার ভীষণ ঠাণ্ডা। তাব সময় এটা নয়। এটা আসছে ক্যান্টাব্রিকো থেকে। এটা হলো সমুদ্রের ঝড়। হাওয়া এখন যেদিকে বইছে, তা দেখে বলা যায়, প্রচুর ঝড় আর বরফ পড়বে।'

'এসব তুমি জানলে কোত্থেকে?'

'এ আমাদের বহু বছরের অভিজ্ঞতায় জানা। এখনই না হয় মালগাড়ি পাওয়া যায়, আগে এই পাহাড়ে আমরা নিজেরাই মাল বয়ে বয়ে নিয়ে যেতাম। তখন থেকেই আবহাওয়ার ব্যাপার-স্যাপারগুলো আমরা জেনে নিয়েছি।'

'তাহলে আন্দোলনে জড়িয়ে পড়লে কিভাবে?'

'আমি বরাবরই বামপন্থী। অ্যাসটুরিয়াসের লোকেদের সঙ্গে আমাদের বহুকালের যোগাযোগ। রাজনীতির ব্যাপারে ওরা খুবই সজাগ। আমি প্রথম থেকেই রিপাব্লিকের পক্ষে ছিলাম।'

'আন্দোলন শুরুর আগে তুমি কি করতে?'

'জারাগোজায় একজন ঘোড়ার কন্ট্রাক্টরের কাছে কাজ করতাম। বিভিন্ন

জায়গা ছাড়াও অশ্বারোহী বাহিনীর জন্যে ঘোড়া যোগান দিত সে। ওখানেই আমার সঙ্গে পিলারের পরিচয়। হয়তো ওর মুখে শুনে থাকবেন, ও তখন ছিলো ষাঁড় লড়াকু ফিনিটো দ্য প্যালেন্সিয়ার কাছে।' শেষের কথাটা বলার সময় পাবলোর মুখে স্পষ্ট একটা গর্বের ভাব ফুটে ওঠে।

এতক্ষণ প্রিমিটিভো ওদের গল্প শুনছিলো, পাবলোর মুখে ষাঁড় লড়াকু কথাটা শুনে সে পিলারের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললো, 'ঠিক ম্যাটাডোর বলতে যা বোঝায় তা অবশ্য সে ছিলো না।'

'ম্যাটাডোর সে ছিলো না?' পিলার চকিতে ঘুরে তাকায় তার দিকে।

'না না, ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াই সে ভালোই করতো,' পাবলো বলে ওঠে। 'তার চেহারাটা বেঁটেখাটো হওয়ায় একটু অসুবিধে হতো, এটা বরং বলতে পারো।'

'কিন্তু তার যক্ষ্মা ছিলো।' প্রিমিটিভো আবার বলে।

'যক্ষ্মা হবে না তার?' পিলার কিঞ্চিৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠে। 'ওই ধরনের চোট পাবার পর যে কোন লোকেরই যক্ষ্মা হতে বাধ্য। এই দেশে কোন গরীব লোককে পয়সা করতে গেলে, হয় তাকে হতে হবে জুয়ান মার্চের মতো অপরাধী, নয়তো কোন অপেরার টেলার বাদক আর না হয় ম্যাটাডোর। যক্ষ্মা হবে না তার? এখানে বুর্জোয়াদের খেয়ে খেয়ে এমন অবস্থা যে খাবার হজম করার জন্যে তাদের আবার সোডার জল খেতে হচ্ছে। আর গরীবরা? জন্ম থেকে মৃত্যুর দিন অব্দি তারা কেবল খিদের সঙ্গেই লড়াই চালিয়ে যায়। কেন হবে না তাদের যক্ষ্মা? রেলের তৃতীয় শ্রেণীতে উঠে দেখেছেন কখনো? সমস্ত মেঝেগুলো থুতুতে ভর্তি, পরিষ্কার করার কোন ব্যবস্থাই নেই। আপনার বুকের যদি দোষ থাকে, ওতে চড়ার পর আপনার যক্ষ্মা হবে না?'

'সে তো ঠিকই,' প্রিমিটিভো বলে। 'আমি শুধু বলেছিলাম তার যক্ষ্মা হয়েছিলো।'

'নিশ্চয়ই হয়েছিলো।' বিরাট একটা কাঠের চামচ হাতে নিয়ে পিলার বলতে থাকে, 'তবে হ্যাঁ, এ কথা মানছি, তার শরীরটা ছোটখাটো ছিলো, গলার আওয়াজও তেমন জোরালো ছিলো না আর ষাঁড় দেখলেও সে ভয় পেত। ষাঁড়ের সঙ্গে যাকে লড়াই করতে হবে, সে যে রিঙে নামবার আগে এতখানি ঘাবড়ে যেতে পারে, ওকে না দেখলে আমি বিশ্বাস করতে পারতাম না। এই যে তুমি,' পাবলোর দিকে তাকায়। 'মরতে তোমায় এখন ভয়। কিন্তু ফিনিটো আগে যতই ঘাবড়াক, লড়াইতে একবার নামলে সে হয়ে উঠতো সিংহের মতো তেজী।'

'হ্যাঁ, প্রচণ্ড সাহসী হিসেবে তার সুনাম ছিলো একথা মানতেই হবে,' প্রিমিটিভোর ভাই বলে।

'অথচ সেই লোক একটা ষাঁড়ের মাথা বাড়িতে টাঙাতে আপত্তি করতো,' পিলার বলে। একবার ভ্যালাডোলিডেতে সে পাবলো রোমিরোর একটা ষাঁড়কে মেরেছিলো—'

'আমার মনে আছে ঘটনাটা,' প্রিমিটিভো মাঝপথে বলে ওঠে। 'আমি সেই

লড়াইটা দেখেছিলাম। ওটা ছিলো সাবান-রঙা একটা ষাঁড়। মাথার কাছের চামড়াটা বেশ কোঁচকানো, সিংগুলো বিরাট বিরাট। তিরিশ অ্যারোবারও* বেশি ওজন ছিলো ওটার। ভ্যালাডেলিডেতে ওটাই ছিলো ওর শেষ ষাঁড় শিকার।'

'ঠিক,' পিলার সমর্থন করে। 'এরপর ক্লাবের উৎসাহী লোকেরা ওকে কোলন কাফের একটা সম্বর্ধনা সভায় ডেকে ষাঁড়ের মাথাটা পুরস্কার দেয়। খাওদাওয়ার সময় ওটা ওরা দেওয়ালে টাঙিয়ে কাপড় চাপা দিয়ে রেখেছিলো। আমিও সেই ভোজ-সভায় ছিলাম। আর ছিলো প্যাস্টোরা—সে আমার চেয়েও কুচ্ছিত দেখতে। এছাড়া নিনা দ্য লো পাইনে, কিছু জিপসী তার কতকগুলো উঁচু মহলের বেশ্যাও ছিলো। কিভাবে ফিনিটোর নজর কাড়া যায় এই নিয়ে প্যাস্টোরার সঙ্গে একটা বেশ্যার প্রতিযোগিতা চলছিলো। আমি বসেছিলাম ফিনিটোর ঠিক পাশে। লক্ষ্য করলাম, খেতে খেতে সে একবারও ষাঁড়ের মাথাটার দিকে তাকালো না। অবশ্য বেশি খাবার শক্তি তার ছিলো না। একবার জারাগোজায় ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে পেটে শিঙের গুঁতো খেয়ে সে বেশ কিছুদিন অজ্ঞান হয়েছিলো। তারপর থেকেই তার পেটের বারোটা বেজে যায়। মাঝে মাঝে পাকস্থলী থেকে রক্তও বেরোত। যেমন সেদিনও দেখছিলাম খেতে খেতে বার বার রুমাল মুখে চেপে রক্ত মুছছে।…' কি যেন বলছিলাম আমি?'

'ওই খড় পোড়া ষাঁড়ের মাথাটা,' প্রিমিটিভো খেই ধরিয়ে দেয়।

'হ্যাঁ। ঘটনাটা আমি একটু বিস্তারিতভাবে বলছি বোঝার সুবিধের জন্যে। ঠিক হাসিখুশী স্বভাবের লোক বলতে যা বোঝায় ফিনিটো সেরকম কোনদিনই ছিলো না, বরং গম্ভীর থাকতেই সে ভালোবাসতো। এমনকি হাসির কথা হলেও তাকে কখনো উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে দেখিনি। কিন্তু যেহেতু ওটা ছিলো তারই সম্বর্ধনা সভা, তাই রুমালে মুখ মুছেও তাকে হাসি হাসি একটা ভাব মুখে ফুটিয়ে তুলতে হচ্ছিলো। একমাত্র আমি বাদে আর কারুর নজরে কিন্তু ব্যাপারটা পড়েনি। ওর সঙ্গে সব সময় তিনটে রুমাল থাকতো। দেখলাম, একে একে সবকটাই রক্তে ভরে উঠলো। তখন এক ফাঁকে ও ফিসফিস করে আমাকে বললো, "পিলার, আমি আর পারছি না। এবার বোধহয় যাওয়া দরকার।" ওর অবস্থা দেখে বললাম, "বেশ তো, চলো না।" তখন জোর হৈচৈ চলছে হলের ভেতর, ফিনিটো সেদিকে তাকিয়ে নিয়ে বললো, "কিন্তু আমার এখন যাওয়াটা তো ঠিক হবে না, পিলার। ওরা আমার নামে ক্লাবের নাম রাখার প্রস্তাব করবে শুনেছি, এই অবস্থায় আমি কি করে যাই!" আমি বললাম, "কিন্তু তোমার যদি শরীর খারাপ লাগে তাহলে যেতে বাধা কোথায়?" ও বললে, "নাঃ, আমি থাকবো। আমাকে বরং খানিকটা মদ দাও।"

'মদ দিতে আমার আপত্তি ছিলো না, কারণ প্রথমত সে বেশি খায়নি, তার ওপর ওই হৈচৈয়ের মধ্যে ওরকম শরীর খারাপ নিয়ে, খালি পেটে কারুর পক্ষে

* এক অ্যারোবা=২৫ পাউণ্ড

হাসি হাসি ভান করে থাকাও সম্ভব নয়। দেখলাম, খুব তাড়াতাড়ি এক বোতল ও শেষ করে ফেললো। তখন আর রুমাল নয়, টেবিলে হাত মুখ মোছার কাপড়টাই রক্ত মোছার কাজে ব্যবহার করছিলো ও।

'উৎসব তখন প্রায় চরম মাত্রায় পৌছেছে। বাজারে মেয়েছেলেগুলোর কাঁধে হাত রেখে ক্লাবের কিছু ছেলে টেবিলের চারপাশে ঘোরাঘুরি শুরু করে দিয়েছে। কিছু লোকের অনুরোধে প্যাস্টোরা গান ধরলো আর এল নিনোরিকার্ডো শুরু করলো গীটার বাজানো। কিছুক্ষণের মধ্যে আমিও এমন মত্ত হয়ে উঠলাম যে খেয়ালই করিনি ফিনিটো কখন নিজের মোছার কাপড়টাও ছেড়ে আমারটার দিকে হাত বাড়িয়েছে। তখন আর সে কথা বলছে না, সকলের দিকে তাকিয়ে কেবল মাথা নেড়ে চলেছে। হয়তো ভয় পাচ্ছিলো মুখ খুললেই তাকে কাপড় দিয়ে রক্ত মুছতে হবে।

'একটু পরে ক্লাবের সভাপতি ভাষণ দিতে উঠলেন। তাঁর কথা বলার সময় প্রায় সারাক্ষণ লোকে তুমুল হর্ষধ্বনি করে টেবিল বাজিয়ে গেলো। কিন্তু আমার তখন সেদিকে একটুও মন নেই। আমি একদৃষ্টিতে ফিনিটোকে লক্ষ্য করে যাচ্ছি। দেখি, ও দেওয়ালে টাঙানো ষাঁড়ের মাথাটার দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছে আর ক্রমশ যেন ভয়ে আর আতঙ্কে চেয়ারের পেছন দিকে শরীরটাকে ঠেলে দিচ্ছে। আমি এক সময় জিজ্ঞেস করলাম, "কি হয়েছে গো তোমার?" ও এমন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো যেন আমাকে চেনেই না। তারপর মাথা নাড়তে নাড়তে বলে উঠলো, "না না না!"

'অবস্থাটা আরও চরমে উঠলো যখন সভাপতি মশাই বক্তৃতা শেষ করে নিজেই একটা চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে ষাঁড়ের মাথাটা পেড়ে ওকে দেবার জন্যে এগিয়ে এলেন। সবাই তখন তারস্বরে চেঁচাচ্ছে আর হাততালি দিচ্ছে। সেই অবস্থায় ফিনিটো মাথাটা দেখে যেন আরো আতঙ্কিত হয়ে উঠলো। ক্রমাগত চেয়ারে পিছোতে পিছোতে সে বলে যেতে লাগলো, "না! না!" তখন আর মুখে কাপড়টাও চাপা নেই। কষ বেয়ে বেয়ে রক্তের ধারা নামছে আর সেই অবস্থাতেই প্রায় চিৎকার করছে সে, "সারা মরশুম ধরে লড়ে যাবো, হ্যাঁ। পয়সার জন্যে লড়বো, হ্যাঁ। পেটের জন্যে লড়ে যাবো, হ্যাঁ। কিন্তু খেতে তো আমি পারি না। শুনতে পাচ্ছ তোমরা, আমার পেটের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ! আর নয় কিন্তু, এবারের মরশুমই শেষ। আর নয়! আর নয়!" এরপর টেবিলের সকলের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে আরো একবার "আর নয়" কথাটা পুনরাবৃত্তি করলো সে, তারপর কাপড়টা আবার মুখে চেপে ধরে, সেই যে গুম হয়ে বসলো, আর তার মুখ খোলানো যায়নি।'

পিলার থামতেই প্রিমিটিভো প্রশ্ন করে, 'এর কতদিন পরে সে যেন মারা গেলো?'

'সেই শীতেই। জারাগোজার ষাঁড়টার গুঁতোই শেষ পর্যন্ত ওর কাল হয়ে দাঁড়ালো। শিংটা পেটে ঢুকে গেলে বরং ভালো হতো, কিন্তু তা তো হয়নি, ক্ষতটা ছিলো পেটের ভেতর দিকে, যার ফলে যন্ত্রণাটা আরো অসহ্য হয়ে উঠেছিলো ওর কাছে। আসলে চেহারায় খাটো হবার দরুন প্রায়ই ওকে গুঁতো খেতে হতো, যার

ফলে ষাঁড়ের লড়াইয়ে নেমে বিরাট কিছু করে ফেলা ওর পক্ষে কোনদিনই সম্ভব হয়নি।'

'তাহলে আমি বলবো ওই চেহারা নিয়ে ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াই করাই তার উচিত হয়নি,' প্রিমিটিভো মন্তব্য করে।

পিলার একবার রবার্টোর দিকে তাকিয়ে নিয়ে ঘাড় নাড়তে নাড়তে লোহার কড়াটার ওপর ঝুঁকে পড়ে। বোঝা যায় কথাটা ওর পছন্দ হয়নি। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকার পর আবার মুখ খোলে ও, 'মারিয়া, কাজের দিকে একটু মনোযোগ দে। তুই যে আগুন জ্বালছিস, ওটা রান্না করার জন্যে, শহরটা জ্বালানোর জন্যে নয়।'

ঠিক সেই সময় র‍্যাফেল হাজির হলো গুহার প্রবেশমুখে। তার সারা গায়ে তুষার ভর্তি। পা ঠুকে ঠুকে বরফের কণাগুলো জুতো থেকে ঝাড়তে শুরু করলো সে।

রবার্টো তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলো তার দিকে। 'কি খবর?'

'বড় সেতুটার কাছে দাঁড়িয়ে আমরা দুজন ছ ঘণ্টা নজর রেখেছিলাম। রাস্তা মেরামতির লোকটার বাড়ির চৌকিটায় ওদের আটজন লোক আর একজন অফিসার আছে। এই নিন আপনার মিটার ঘড়ি।'

হাতঘড়িটা নিতে নিতে রবার্টো প্রশ্ন করে, 'আর করাত কলের চৌকিটায়?'

'ওখানে বুড়ো গেছে। ওই জায়গা থেকে চৌকি আর রাস্তা দুটোই দেখা যাবে।'

'রাস্তার কি খবর?'

'ওখানকার বিশেষ কোন খবর নেই। নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। বেশ কিছু মোটরগাড়ি যাতায়াত করছে এই পর্যন্ত।' গা থেকে জ্যাকেট খুলে র‍্যাফেল ঝাড়তে থাকে। 'সন্ধ্যে ছটায় ওদের পাহারাদার বদল হলো, ততক্ষণ আমি এক নাগাড়ে জায়গাটা লক্ষ্য করে গেছি। ওহ্, সময় যেন আর কাটতে চায় না। ভাগ্যিস ওদের দলে আমি নেই। ওরকম ডিউটি দেওয়া আমার পোষাতো না।'

রবার্টো নিজের চামড়ার কোটটা গায়ে চড়িয়ে নেয়। 'চলো, একবার বুড়োর কাছ থেকে ঘুরে আসা যাক।'

'আমি ওতে নেই। আমি এখন আগুনের ধারে বসে গরম গরম স্যুপ খাবো। তবে হ্যাঁ, এদের মধ্যে কাউকে আমি জায়গাটা বুঝিয়ে দিতে পারি। সে বরং আপনাকে নিয়ে যাবে।' টেবিলের দিকে তাকিয়ে গলা চড়ায় র‍্যাফেল, 'ওহে, এঁকে নিয়ে রাস্তার ধারে বুড়োর কাছে কে যাবে?'

'আমি যাবো,' ফার্নাণ্ডো উঠে দাঁড়ায়। 'বলো, জায়গাটা কোথায়?'

'শোন—' অ্যানসেলমোকে কোথায় গেলে পাওয়া যাবে র‍্যাফেল বুঝিয়ে দেয়।

পনেরো

যে বিশাল গাছটার গুঁড়ির আড়ালে অ্যানসেলমো ঘাপটি মেরে বসেছিলো তার দু পাশ দিয়ে অনবরত বয়ে যাচ্ছিলো তুষারের কণাগুলো। ওর অবস্থা তখন রীতিমতো কাহিল। দুটো হাতকে জ্যাকেটের পকেটে যতদূর সম্ভব সেঁদিয়ে দিয়ে কেবলই ভাবছিলো সে, আর কিছুক্ষণ থাকলে বোধহয় শীতে জমেই মারা যাবো আমি। কেউ এসে ছুটি না দেওয়া পর্যন্ত যদিও যাবার হুকুম নেই আমার, কিন্তু আদেশটা দেবার সময় ইংরিজী জানা লোকটা নিশ্চয়ই এই ঝোড়ো আবহাওয়ার কথাটা একবারও ভাবেনি। তাছাড়া এতক্ষণের মধ্যে রাস্তায় অস্বাভাবিক কোন যানবাহন চলাচলের দৃষ্টান্তও আমার চোখে পড়েনি। এখানে সাধারণত কি কি ধরনের গাড়ি চলে তার মোটামুটি একটা পরিচয় এতদিন করাত কলটার ওপর নজর রাখতে রাখতে আমার আগেই জানা হয়ে গেছে। এখানে আর অপেক্ষা করার চেয়ে বরং ঘাঁটিতে ফিরে যাওয়া অনেক ভালো। যার মগজে সামান্যতম বুদ্ধিবিবেচনাও আছে সে নিশ্চয়ই আমার ফিরে আসার চিন্তাই করছে। অ্যানসেলমো উঠে দাঁড়ায়, জ্যাকেটের পকেট থেকে হাত বের করে পা দুটো ঘষে নেয়, তারপর কিছুক্ষণ মাটিতে পা ঠুকে শরীরে রক্ত চলাচল ব্যবস্থা স্বাভাবিক করে নিতে চেষ্টা করে।

সহসা রাস্তায় একটা মোটরগাড়ি চলার শব্দ হতে সে তাড়াতাড়ি আবার বসে পড়ে। একটু পরে সবুজ আর বাদামী রঙ করা বছর দুই পুরনো একটা রোলস রয়েসকে আসতে দেখা গেলো। গাড়িটার কাঁচ নীল রঙ করা যাতে ভেতরের কিছু দেখা না যায়, কিন্তু পাশের কাঁচগুলো অর্ধেকটা নামানো থাকায় আরোহীদের দেখা যাচ্ছিলো। এই গাড়ি সেনাবাহিনীর জেনারেলদের ব্যবহারের জন্যে, কিন্তু অ্যানসেলমোর ব্যাপারটা জানা নেই। সে শুধু তিনজন অফিসারকে পেছনের আসনে বসে থাকতে দেখলো, কিন্তু ওদের মধ্যে একজন যে খোলা জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে সেটা নজরে পড়লো না তার।

আসলে অ্যানসেলমোর দৃষ্টি তখন পুরোপুরি নিবদ্ধ ছিলো গাড়ির চালকের দিকে। লালমুখো লোকটার মাথায় স্টিলের হেলমেট, পরনে হাতাবিহীন কম্বলের কোট। তার ঠিক পাশে অন্য একজনের হাতে একটা স্বয়ংক্রিয় রাইফেল সামনের দিকে তাক করা। গাড়িটা চলে যেতেই অ্যানসেলমো পকেট থেকে রবার্টোর দেওয়া নোটবইয়ের ছেঁড়া পাতা দুটো টেনে এনে একটায় গাড়ির সঙ্কেত এঁকে নিলো। এটা আজকের দশ নম্বর গাড়ি, যার মধ্যে ছটা ইতিমধ্যেই ফিরে গেছে, আর চারটে আসা বাকি। তার অবশ্য জানা নেই যে ফোর্ড, ফিয়াট, ওপেল, বেনল্টস এবং সিট্রন গাড়িগুলো সৈন্যবাহিনীর সাধারণ অফিসাররাই শুধু ব্যবহার করে থাকে। অন্যদিকে রোলস রয়েস, ল্যানসিয়াস, মার্সেডিজ এবং ইসোটা গাড়িগুলো কেবলমাত্র জেনারেল পর্যায়ের লোকদের জন্যে নির্দিষ্ট। আসলে দোষটা রবার্টোরই, তফাতগুলো তারই বুঝিয়ে

দেওয়া উচিত ছিলো। তা না করায় সব গাড়ির ক্ষেত্রেই একই সাঙ্কেতিক ব্যবহার করছিলো অ্যানসেলমো।

হাত দুটো বাইরে আনাতে শরীর আরো ঠাণ্ডা হয়ে ওঠায় অ্যানসেলমো মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলো, আর নয়, অন্ধকার হবার আগেই সে এবার ঘাঁটিতে ফিরে যাবে। রাত নামলেও হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা যদিও নেই, তবু এই ঠাণ্ডায় অনর্থক শরীরকে কষ্ট দেওয়াও বৃথা। তাছাড়া তুষারপাত শীঘ্রি বন্ধ হবার কোন লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না।

কিন্তু পা দুটো আবার ঝেড়ে রওনা হতে গিয়েও আবার থমকে দাঁড়াতে হলো তাকে। রবার্টো আমাকে এখানেই অপেক্ষা করতে বলেছিলো, ভাবলো সে। আমি যদি জায়গাটা ছেড়ে চলে যাই আর সে যদি এর মধ্যে বেরিয়ে পড়ে থাকে, তাহলে এই দুযোগের মধ্যে আমার সন্ধানে অযথা এদিক ওদিক করতে হবে তাকে। তার চেয়ে আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা যাক তার জন্যে।

রাস্তার ওপারে করাত কলটার দিকে তাকায় অ্যানসেলমো। এই তুষারের মধ্যেই ওখানকার চিমনিটা দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে! ফ্যাসিস্টগুলো আরামেই আছে, ভাবে সে। তবে আজই সেই আরামের শেষ, কাল রাতের মধ্যেই আমাদের হাতে মরতে হবে ওদের। ব্যাপারটা বড় বিশ্রী, ভাবতেও খারাপ লাগছে। আজ সারাটা দিন ওদের লক্ষ্য করেছি, আমাদের সঙ্গে কোন তফাত খুঁজে পাইনি তাদের মধ্যে। আমার তো মনে হয়, এই মুহূর্তে ওদের দরজায় গিয়ে ধাক্কা দিলে ওরা সাদরেই অভ্যর্থনা করবে আমাকে। অবশ্য প্রথামত সমস্ত ভ্রমণকারীদের পরিচয়ের কাগজপত্রগুলো দেখার অধিকার ওদের আছে। এইটুকুই কেবল ওদের সঙ্গে আমাদের বাধার প্রাচীর, নইলে আর কোন অসুবিধে ছিলো না আমাদের মেলামেশায়। আমরা ওদের ফ্যাসিস্ট বলে ডাকি বটে, কিন্তু আসলে কি সত্যিই ওরা তাই? আমার তা মনে হয় না। আমি মনে করি ওরাও আমাদেরই মতো সাধারণ গরীব মানুষ। ওদের যেমন আমাদের সঙ্গে লড়াই করা উচিত নয়, তেমনি আমাদেরও উচিত নয় ওদের হত্যার চিন্তা করা।

এই চৌকির লোকগুলো সবাই গ্যালিগোসের। আজ বিকেলে ওদের কিছু কথাবার্তা কানে যেতেই আমি এটা ধরতে পেরেছি। কাজ ছেড়ে ওরা কোনদিন পালাতে পারবে না, কারণ তাহলেই গুলি করে মেরে ফেলা হবে ওদের পরিবারের লোকজনদের। গ্যালিগোসের অধিবাসীরা হয় সাংঘাতিক চালাক, আর না হলে হয় প্রচণ্ড বোকা এবং নিষ্ঠুর। এদের দুই শ্রেণীর সঙ্গেই আমার পরিচয় আছে। আমাদের লিস্টার আর ফ্রাঙ্কো দুজনেই ওখানকার লোক। বছরের এই সময়ে তুষারপাত ওদের মনে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে কে জানে! ওদের ওখানে এই ধরনের কোন উঁচু পাহাড় নেই। তাছাড়া সারা বছর বৃষ্টিপাতের দরুন জায়গাটাও চিরসবুজ।

করাত কলের ভেতর একটা আলো জ্বলে উঠতেই অ্যানসেলমো সহসা কেঁপে উঠে ভাবলো, নিকুচি করেছে রবার্টোর! ওদিকে ওরা ঘরের ভেতর আরাম করছে আর আমি এই ঠাণ্ডায় শুধু শুধু নিজে মরছি। আমরা আছিও ঠিক জন্তুর মতো।

পাহাড়ের খোপের মধ্যে জন্তুরাই বসবাস করে। তবে হ্যাঁ, এর মধ্যেও সান্ত্বনা এই যে এত আরামে থেকেও কাল ওই জন্তুগুলোর হাতেই মরতে হবে ওদের, যেমন ওটিরোতে হয়েছিলো ওদের অবস্থা।

জীবনে প্রথম মানুষ হত্যা ওটিরোতেই করেছিলো অ্যানসেলমো। রক্ষীটার মাথায় সে একটা কম্বল পেঁচিয়ে ধরার সঙ্গে সঙ্গে পাবলো তাকে ছুরি মারতে শুরু করে। হাঁসফাঁস করতে করতে লোকটা অ্যানসেলমোর পা জড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করেছিলো শেষ পর্যন্ত ওই অবস্থাতেই মাটিতে পড়ে নিথর হয়ে যায় সে। তারপরই জানলা গলিয়ে পাবলো যে বোমাটা ভেতরে ছোঁড়ে তাতে বাকী রক্ষীগুলো ঘুমন্ত অবস্থাতেই শেষ হয়ে যায়।

সেটা ছিল এক বিভীষিকাময় রাত। পাবলোর নৃশংস আক্রমণে একের পর এক ফ্যাসিস্ট ঘাঁটি ধ্বংস হয়েছিলো সেই দিন। কিন্তু না, আর নয়, অ্যানসেলমো ভাবে, গ্যালিগোসের চারটে লোক আর তাদের ওপরওলাকে সে কিছুতেই হত্যা করতে যাবে না। এ কাজ যার পছন্দ হয় সে করুক, তার দ্বারা অন্তত হবে না। রবার্টো এলেই সে ব্যাপারটার ফয়সালা করে নেবে। তবে হ্যাঁ, কথামতো সেতুটা ধ্বংস করার কাজে সে নিশ্চয়ই সহযোগিতা করবে। এটা তার কর্তব্যও বটে।

'কি খবর, কেমন আছো?'

সহসা পিঠে এক মৃদু চাপড় খেয়ে অ্যানসেলমোর সম্বিৎ ফিরলো। ঘুরেই দেখে সামনে রবার্টো। তার একটু দূরে ফার্নাণ্ডো দাঁড়িয়ে।

'ঠাণ্ডায় প্রায় জমে গেলাম,' অ্যানসেলমো ফিসফিস করে জবাব দেয়।

'চলো ঘাঁটিতে ফিরে গরম হয়ে নেবে। সত্যিই এতক্ষণ তোমাকে এ জায়গায় আটকে রাখাটা বিরাট অপরাধের কাজ হয়েছে।'

অ্যানসেলমো আঙুল তুলে দেখায়। 'ওই ওদের আলো।'

'রক্ষীটা কোথায়?'

'এখান থেকে দেখা যাবে না। ওই মোড়ের মাথায় আছে।'

'যাকগে, ওসব ঘাঁটিতে ফিরে কথা হবে। চলো, এবার ফেরা যাক। আমি বরং সকালের দিকে একবার জায়গাটা দেখে যাবো। এই নাও, এটা একটু খেয়ে নাও দেখি।'

রবার্টোর কাছে একটা ফ্লাস্ক নিয়ে অ্যানসেলমো মুখে উপুড় করে ধরে, তারপর কয়েক ঢোঁক গিলে বলে, 'আহ্, চমৎকার! মুখটা ছেড়ে গেলো!'

'চলো তাহলে এবার।' হঠাৎ ফার্নাণ্ডোর দিকে চোখ পড়তে রবার্টো ভাবে তাকেও একবার পানীয়র জন্য বলা উচিত। কাছে এসে বলে, 'চলবে নাকি এক চুমুক?'

'নাঃ। ধন্যবাদ।'

ঘন অন্ধকার আর তুষারের মধ্যে হাঁটতে শুরু করে ওরা। কিছুটা এগিয়ে রবার্টো বলে, 'তাহলে আবার সেই পাবলোর ডেরায়, অ্যাঁ?'

'হ্যাঁ,' অ্যানসেলমো বলে। 'আবার ওই আতঙ্কের রাজত্বে। ওখানকার

খবর কি ?'

'ভালো। সবকিছুই ঠিকঠাক চলছে আপাতত।'

'কি ভাবছো, ফার্নাণ্ডো ?' রবার্টো প্রশ্ন করে।

'হঠাৎ এই প্রশ্ন ?'

'না, এমনিই। কৌতূহল বলতে পারো। আমার আবার প্রচণ্ড কৌতূহলী স্বভাব।'

'আমি খাবার কথা ভাবছিলাম।'

'খেতে তোমার খুব ভালো লাগে বোধহয় ?'

'হ্যাঁ। ভীষণ।'

'পিলারের রান্না কি রকম ?'

'মোটামুটি,' ফার্নাণ্ডো জবাব দেয়।

অতি সাবধানে পা ফেলে ফেলে ওরা পাহাড়ে উঠতে থাকে।

ষোল

'এল সোরডো এসেছিলো,' রবার্টোকে বলে পিলার। 'একটু আগে ঘোড়া দেখতে বাইরে গেছে।'

'বাঃ, ভালো খবর। আমাকে কিছু বলতে বলেছে কি ?'

'ওই ঘোড়া দেখতে যাবার কথাটাই শুধু বলেছে। ওকে দেখুন।'

ভেতরে ঢুকেই পাবলোকে দেখে ছিলো রবার্টো। তাকে দেখে হেসেও ছিলো সে। এবারও পিলারের দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাতে টেবিলের পেছন থেকে হাত তুলে সে হাসলো। 'ইংরেজ সাহেব, তুষার কিন্তু এখনো পড়ে চলেছে।'

উত্তর না দিয়ে রবার্টো ঘাড় নাড়লো শুধু।

'তোমার জুতোটা দাও দেখি, শুকিয়ে দিই,' মারিয়া বলে ওঠে। 'আগুনের ওপর ওগুলো টাঙিয়ে দিচ্ছি, তাহলেই শুকিয়ে যাবে।'

'দেখো, পুড়িয়ে ফেলো না যেন। আর যাই হোক খালি পায়ে এখানে হাঁটার কোন ইচ্ছে আমার নেই। আচ্ছা, কি ব্যাপার বলো তো ?' পিলারের দিকে ঘুরে তাকায় রবার্টো। 'এখানে কি কোন মিটিং চলছিলো নাকি ? বাইরে কোন পাহারা দেখলাম না ?'

'এই দুর্যোগের মধ্যে পাহারা ?'

ছ'জন টেবিলের পেছনে দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসেছিলো। অ্যানসেলমো আর ফার্নাণ্ডো তখনো তুষারের কণাগুলো ঝেড়ে ফেলছিলো তাদের জ্যাকেটের গা থেকে।

'দেখি তোমার জ্যাকেটটা,' মারিয়া হাত বাড়িয়ে ধরে। 'বরফগুলো ওর ওপর গলতে দিও না।'

রবার্টো জ্যাকেট খুলে ওর হাতে দিয়ে নিজের প্যান্ট ঝেড়ে নেয়। তারপর ঝুঁকে বসে জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে বলে, 'মারিয়া, আমার ব্যাগ থেকে একটা মোজা এনে দেবে?'

'ওটা তো তালা দেওয়া।'

'এই নাও চাবি। ওটায় নয়, পাশেরটায় ওপরের দিকে একটু ধারে গোঁজা আছে।'

মোজাজোড়া বের করে, ব্যাগে আবার তালা লাগিয়ে মারিয়া ফিরে আসে। 'নাও, এটা পরে পা দুটো ভালো করে ঘষো তো।'

রবার্টো ওর দিকে তাকিয়ে হাসে, তারপর পিলারকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, 'কেন, তুমি নিজের চুল দিয়ে আমার পা দুটো মুছে দিতে পারছো না?'

'উহ্, কি সাহস ভাখ!' পিলার ঘুরে তাকিয়ে বলে। 'যেন উনি আমাদের গুরুঠাকুর! একটা চ্যালা কাঠ দিয়ে ওকে আচ্ছা করে পেটা দেখি।'

রবার্টো হাসে। 'আজ নিজেকে আমার ভীষণ সুখী মনে হচ্ছে জানো। আমার ধারণা সবকিছুই শেষ পর্যন্ত ভালভাবে মিটবে।'

মারিয়া বললো, 'তুমি বরং পা দুটো ভালো করে মোছ। আমি তোমার জন্যে গরম কিছু নিয়ে আসছি।'

'তুই এমন করছিস যেন ও জীবনে কখনো পা ভেজায়নি আর বরফের মধ্যে বেরোয়নি।'

মারিয়া কথাটা উপেক্ষা করে একটা ভেড়ার চামড়া মেঝের ওপর বিছিয়ে দেয়। 'তোমার জুতো যতক্ষণ না শুকোয় এটার ওপর পা রাখো।'

ওদিকে উনুন থেকে ধোঁয়া উঠছে দেখে পিলার খেঁকিয়ে ওঠে, 'ওরে, আগুনটা একটু জ্বালিয়ে রাখার ব্যবস্থা কর্। এ দেখছি ধোঁয়া-ঘর হয়ে উঠছে।'

'কেন ও কাজটা তুমি করতে পারছো না?' হঠাৎ কিঞ্চিৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠে মারিয়া। 'আমি এল সোরডোর ফেলে যাওয়া সেই বোতলটা খুঁজছি।'

'ওটা ওই ব্যাগের পেছনে আছে। মনে হচ্ছে ওকে তুই একটা দুগ্ধপোষ্য শিশু ভেবেছিস?'

'তা কেন ভাববো! একটা মানুষ অত ঠাণ্ডার মধ্যে ভিজে জবজবে হয়ে ঘরে ফিরলো, তার জন্যে কিছু ব্যবস্থা করতে হবে না? এই যে পেয়েছি।' বোতলটা নিয়ে রবার্টোর কাছে ফিরে আসে ও। 'এই নাও। এটা দিয়ে খুব সুন্দর একটা আলো বানানো যায় জানো? আমরা যখন আবার বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে পারবো, তখন এই বোতলটা দিয়ে একটা আলো বানাতে হবে।' বোতলটা কৌতূহলী দৃষ্টিতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে বলে, 'তোমার এটা কেমন লাগছে, রবার্টো?'

'আমি কিন্তু তোমার কাছে ইংরেজ সাহেব ছিলাম।'

মারিয়া লজ্জা পায়, গলার স্বর খাদে নামিয়ে এনে বলে, 'সবার সামনে আমি তোমাকে রবার্টো বলেই ডাকবো। সেটাই ভালো হবে, না গো?'

পাবলো হঠাৎ জড়ানো গলায় বলে ওঠে, 'কি রবার্টো সাহেব, কেমন মনে হচ্ছে

জিনিসটা ?'

'তোমায় একটু দেব নাকি ?'

পাবলো এপাশ ওপাশ মাথা নাড়ে। 'আমার এই মালেই নেশা হচ্ছে।'

'তাহলে বাকাসের কাছে চলে যাও।'

'বাকাসটা কে ?' পাবলো বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকায়।

'কেন, তোমাদেরই তো এক কমরেড।'

'কই আমি তো নামটা শুনিনি। অন্তত এখানে সে কোনদিন ছিলো না।'

কথাটা এড়িয়ে মারিয়ার দিকে তাকালো রবার্টো। 'অ্যানসেলমোকে এর থেকে এক কাপ দাও। আমার থেকেও ওর বেশি ঠাণ্ডা লেগেছে।'

মারিয়ার হাত থেকে কাপ নিয়ে অ্যানসেলমো চুমুক দেবার পর রবার্টো তাকে প্রশ্ন করে, 'বলো, কেমন খেতে ?'

আগুনের ধারে বসা অ্যানসেলমো হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে মাথা নাড়লো।

'কি, ভালো লাগেনি ?'

'ও মেয়েটা এতে জল মিশিয়ে দিয়েছে।' অ্যানসেলমো জবাব দেয়।

'রবার্টোকে যেভাবে দিয়েছি তোমাকেও তেমনভাবে দিলাম,' মারিয়া বলে। 'তুমি তো আর বিশেষ ব্যক্তি নও।'

'না না, বিশেষ ব্যক্তি হতে যাবো কেন। তবে গলা দিয়ে নামবার সময় একটু জ্বালা জ্বালা করলে আমার ভালো লাগে।'

'জ্বালা করবে এরকম একটু মাল আমাকে দাও তো,' মারিয়াকে বলে রবার্টো। তারপর কাপের অবশিষ্ট পানীয়টুকু গলায় ঢেলে খালি পাত্রটা ওর দিকে বাড়িয়ে ধরে।

মারিয়া দুজনের কাপ আবার ভর্তি করে দেয়।

'আ হ্!' কাপে চুমুক দিয়ে পেছন দিকে মাথা হেলিয়ে অ্যানসেলমো তরলটুকু গলা দিয়ে নামিয়ে দেয়, তারপর মারিয়াকে চোখ টিপে বলে, 'হ্যাঁ, এই হলো জিনিসের মতো জিনিস।' তার দু চোখ দিয়ে জলের ধারা নেমে আসে।

মারিয়া রবার্টোর দিকে তাকায়। 'তুমি কি এখন খাবে ?'

'খাবার তৈরি ?'

'চাইলেই পাবে।'

'সবাই খেয়েছে ?'

'তুমি, অ্যানসেলমো আর ফার্নাণ্ডো বাদে সকলের খাওয়া হয়ে গেছে।'

'তাহলে আমরাও খেয়ে নিই। আর তুমি ?'

'তোমাদের হলে আমি আর পিলার একসঙ্গে খাবো।'

'কেন তোমরাও বসে যাও না আমাদের সঙ্গে ?'

'না, সেটা ভালো দেখায় না।'

'নাও নাও, ওসব ছাড়ো। আমার দেশে মেয়েছেলেরা খাবার আগে কোন পুরুষমানুষ খেতে বসে না।'

'ও নিয়ম তোমাদের দেশের জন্যে। এখানে মেয়েরা পরেই খায়।'

'ওঁর সঙ্গেই খেতে বসে যাও না,' সহসা পাবলো ওদের কথার মাঝে ঢুকে পড়ে। 'আমি বলি কি, তোমরা বরং একসঙ্গে খাও, পান করো, ঘুমোও, এমন কি মরোও একসঙ্গে। মোটকথা ওঁর দেশের নিয়মকাননগুলোই তুমি মেনে চলবে।'

'তুমি কি মাতাল হয়ে গেলে নাকি?' রবার্টো জায়গা ছেড়ে উঠে পাবলোর মুখোমুখি দাঁড়ায়।

'তা বোধহয় হয়েছি। কোথায় আপনার দেশ ইংরেজ সাহেব, যেখানে মেয়ে-ছেলেরা পুরুষমানুষের সঙ্গে একসঙ্গে খেতে বসে?'

'আমাদের দেশ যুক্তরাষ্ট্রের মণ্টানায়।'

'ওখানেই না পুরুষেরা ছেলেমেয়েদের মতো স্কার্ট পরে?'

'না, সেটা স্কটল্যাণ্ডে।'

'সে যাই হোক। ধরুন, আপনি ওরকম একটা স্কার্ট পরলেন। তখন তলায় কি পরবেন?'

'স্কচেরা কি পরে আমার জানা নেই। আমি নিজেই অনেক সময় ওটা নিয়ে ভেবেছি।'

'আরে দুর! স্কচফচদের কথা কে জিগেস করছে? আমি জিগেস করছি আপনার কথা। আপনার দেশে স্কার্টের তলায় পুরুষরা কি পরে?'

'আমি তোমাকে বলেছি, আমাদের দেশে পুরুষরা স্কার্ট পরে না। তুমি মাতলামি বা রসিকতা যেটাই আপাতত করো, আমার ভালো লাগছে না।'

'কিন্তু আমি জানি আপনারা স্কার্ট পরেন,' পাবলো তবু নাছোড়বান্দা। 'আপনাদের সৈনিকরাও পরে। আমি ছবিতে দেখেছি, প্রাইসে সারকাসেও দেখেছি। সে জন্যেই তো বারবার জিগেস করছি তলায় আপনারা কি পরেন?'

'ল্যাঙট, হয়েছে?'

একমাত্র ফার্নাণ্ডো বাদে বাকি সকলে হেসে উঠলো। দুজন মহিলার সামনে কথাটা বলা ভালো লাগলো না তার।

'সেটাই স্বাভাবিক,' পাবলো তবু বলে চলে। 'তবে আমার মতে ও জিনিসটা একটু ভালো করে পরলে স্কার্ট পরার আর দরকার হতো না।'

'ইংরেজ সাহেব, এই নিয়ে আর কথা বাড়াবেন না,' প্রিমিটিভো বলে ওঠে। 'দেখছেন না ও একেবারে মাতাল হয়ে গেছে? তার চেয়ে বরং বলুন, আপনাদের দেশে কি কি উৎপন্ন হয়?'

'উৎপন্ন দ্রব্য বলতে গবাদি পশু আর ভেড়া এগুলো তো আছেই, তাছাড়া প্রচুর শস্য, সীম, কড়াইশুঁটি, মটরশুঁটি, বীট, চিনি, এগুলোও হয়।'

একমাত্র পাবলোকে তফাতে রেখে সকলে টেবিলে ঘন হয়ে বসলো। গতরাত্রে রবার্টোকে যে খাবার দেওয়া হয়েছিলো সেটাই আবার পরিবেশন করা হলো ওদের।

'আপনার দেশের নাম শুনেই বোঝা যায় ওখানে অনেক পাহাড় আছে, তাই না?' প্রিমিটিভো অত্যন্ত নম্রভাবে প্রশ্ন করে। পাবলোর মাতলামিতে সে অসম্ভব

বিব্রত বোধ করছিলো।

'হ্যাঁ ওদের মধ্যে অনেকগুলোই বেশ উঁচু।'

'ওতে পশু চরাবার ভালো জমিও নিশ্চয়ই আছে?'

'নিশ্চয়ই। গরমকালে উঁচু জঙ্গলের মধ্যে ওই জমিগুলো আমাদের সরকারই দেখা-শুনো করে থাকে। এরপর বরফ পড়তে শুরু করলে ওদের নিচের দিকে নামিয়ে আনা হয়।'

'ওখানকার সব জমি চাষীদেরই তো?'

'বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যারা চাষ করে তারাই মালিক। তবে জমির আসল মালিক হলো সরকার। নিজে বাস করে চাষবাস করার জন্যে একজন দেড়শো হেক্টর পর্যন্ত জমি অবশ্য দখলে রাখতে পারে।'

'বাঃ, বণ্টন নীতিটা তো ভালো,' অগাস্টিন বলে ওঠে; 'ব্যাপারটা আর একটু খোলসা করে বোঝান তো!

রবার্টো তার দেশের বাস্তু আইন বোঝাতে চেষ্টা করে। বণ্টন নীতির ব্যাপারটা অবশ্য সে আগে কোনদিন ভেবে দেখেনি।

সব শোনার পর প্রিমিটিভো বলে, 'এ তো দেখছি চমৎকার ব্যবস্থা। তাহলে আপনাদের দেশে আগেই কম্যুনিস্ট নীতি প্রতিষ্ঠা হয়েছে বলুন?'

'না না। ওখানে প্রজাতন্ত্রের নিয়ম মেনে চলা হয়।'

অগাস্টিন বলে, 'আমার মতে প্রজাতন্ত্রই যথেষ্ট। আর কোন নিয়মে সরকার চলুক আমি চাই না।'

'আপনাদের ওখানে বড় কোন মালিক নেই?' রবার্টোকে উদ্দেশ্য করে আঁন্দ্রে প্রশ্ন করে।

'অনেক আছে।'

'তাহলে তো তারা নিশ্চয়ই অন্যায় সুবিধে ভোগ করে?'

'তা করে বৈকি।'

'আপনারা নিশ্চয়ই সেই সুবিধেগুলো কেড়ে নেবার চেষ্টা করছেন?'

'চেষ্টা অবশ্যই চলছে, তবু এখনো প্রচুর লোক সুবিধে ভোগ করে থাকে।'

'জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের জন্যে কি ব্যবস্থা নিয়েছেন আপনারা?'

'অনেকের ধারণা, করের বোঝা চাপালে ওরা আপনিই উচ্ছেদ হয়ে যাবে। সেই অনুযায়ী তাদের উপর তো বটেই, এমন কি তাদের জমিতেও প্রচুর কর চাপানো হয়েছে। তবু বড় বড় জমিদারদের আজও ঠেকানো সম্ভব হয়নি।'

'কিন্তু এ ব্যবস্থায় আমার মনে হয় ধনিক গোষ্ঠী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারে,' প্রিমিটিভো মন্তব্য করে। 'অতিরিক্ত করের বোঝা বিদ্রোহ সৃষ্টি করতে বাধ্য। যা এখানে ঘটেছে ফ্যাসিস্টদের ক্ষেত্রে।'

'হতে পারে,' রবার্টো সায় দেয়।

'তাহলে আমরা যেমন এখানে লড়াই করছি, সেইভাবে আপনাকে আপনাদের দেশে লড়াই করতে হবে।'

'তা করতে হবে।'

'আপনাদের ওখানে ফ্যাসিস্ট নিশ্চয়ই বেশি নেই ?'

'অনেকেই জানে না যে তারা নিজেরা ফ্যাসিস্ট। তবে সেরকম সময় এলে নিশ্চয়ই জানতে পারবে।'

'কিন্তু বিদ্রোহ ঘোষণা না করা পর্যন্ত আপনি তো ওদের খতম করতে পারেন না ?'

'না, তা পারি না। তবে এর বিরুদ্ধে এখন থেকেই আমরা জনসাধারণকে নিশ্চয়ই সতর্ক করে দিতে পারি। যাতে ফ্যাসিজমকে তারা ভয় পায় আর পরে তাদের দেখলেই চিনে ফেলে শেষ করে দিতে পারে।'

'এমন একটা জায়গার নাম কেউ বলতে পারো যেখানে একটাও ফ্যাসিস্ট নেই ?' আঁদ্রে প্রশ্নটা করে মুচকি মুচকি হাসতে থাকে।

'কোথায় সে জায়গা ?'

'পাবলোর দেশে।'

'জানেন ওই গ্রামে কি হয়েছিলো ?' প্রিমিটিভো প্রশ্ন করে রবার্টোকে।

'হ্যাঁ, আমি শুনেছি।'

'কে বললো ? পিলার ?'

'হ্যাঁ।'

'একটা মেয়েছেলের মুখে আর কতটুকু শুনেছেন,' পাবলো জড়ানো গলায় বলে ওঠে। 'শেষটুকু দেখার আগেই ও তো চেয়ার উল্টে জানলা দিয়ে পড়ে গেলো।'

পিলার রোষ দৃষ্টিতে তাকালো। 'বেশ তো, আমি যখন জানি না তুমি নিজেই শুনিয়ে দাও ওঁকে।'

'না, ওসব আমি কক্ষোনো নিজের মুখে কাউকে বলিনি।'

'বলোনি তার কারণ অন্য। তোমার নিজের কাছেই ব্যাপারটা পরে খারাপ লেগেছিলো।'

'না, ওটা সত্যি নয়। আমার মতো সকলেই যদি সেদিন ফ্যাসিস্টদের হত্যা করতো তাহলে আজ আর এই যুদ্ধ হতো না। তবে ওভাবে কাজটা করা আমারও উচিত হয়নি।'

'একথা বললে কেন ?' প্রিমিটিভো জানতে চায়। 'তুমি কি তাহলে নীতি পাল্টে ফেলেছো ?'

'তা নয়। তবে ওটা ছিলো নৃশংসতা। তখন আমিও অবশ্য অত্যন্ত নৃশংস ছিলাম।'

'আর এখন তুমি হয়েছো মাতাল,' পিলার বলে।

'হ্যাঁ, সেটা তোমার অনুমতি নিয়েই হয়েছি।'

'আমার কাছে তোমার ওই জন্তুর রূপটাই ভালো ছিলো। পৃথিবীতে মাতালরা হলো সব থেকে বদ লোক। তারপরেই হচ্ছে চুরিবৃত্তি ছেড়ে দেওয়া চোরের দল। মানুষের ওপর অত্যাচারের স্বভাব হলেও তারা বাড়িতে কখনো ও কাজ করে না।

এমন কি খুনেরাও নিজেদের বাড়িতে সাধুপুরুষ সেজে বসে থাকে। কিন্তু মাতালরা নিজের বিছানাতেই হেগে মুতে বমি করে রাখে।'

'তুমি মেয়েছেলে হয়ে ওসবের কি বুঝবে,' পাবলো সমান ঝাঁঝের সঙ্গে জবাব দেয়। 'আজ আমি মাতাল হয়েছি শুধু নিজের মনকে ভুলিয়ে রাখার জন্যে। যাদের আমি নিজের হাতে খুন করেছি তাদের কথা কি এত চট করে মন থেকে উড়িয়ে দেওয়া যায়?'

'ও হে, তোমরা কেউ ওকে সোরডোর আনা মাল খানিকটা খাইয়ে দাও দেখি,' ব্যঙ্গে ভরে ওঠে পিলারের গলা। 'দুঃখে উনি কাতর হয়ে পড়েছেন, ওঁকে একটু চাঙ্গা করা দরকার।'

'পারলে ওদের সকলের জীবন আমি ফিরিয়ে দিতাম,' পাবলো জড়ানো গলায় বলে ওঠে।

'কী ন্যাকামি শুরু করেছো তুমি?' আচমকা অগাস্টিন চেঁচিয়ে ওঠে। 'হয় চুপ করবে আর নয়তো সোজা এখান থেকে বেরিয়ে যাবে। জানো না তুমি, যারা তোমার হাতে মরেছে তারা প্রত্যেকেই ফ্যাসিস্ট?'

'হোক, তবু তাদের জীবন আমি ফিরিয়ে দিতে চাই।'

'তাই দাও তবে,' আবার ঝাঁঝিয়ে ওঠে পিলার। 'তারপর সোজা হেঁটে জাহান্নামের পথ ধরো। উহ্, জীবনে কখনো ভাবিনি এরকম একটা পুরুষমানুষের সংস্পর্শে আমাকে আসতে হবে।'

'হয় ওদের সব্বাইকে মারবে আর নয়তো কাউকে নয়,' পাবলো মাথা নাড়তে নাড়তে বলতে থাকে। 'কিছু লোককে মেরে কোন লাভ নেই।'

অগাস্টিন রবার্টোর দিকে তাকায়। 'ওর দিকে নজর দেবেন না। ব্যাটা পুরো মাতাল হয়ে গেছে। তার থেকে বলুন, স্পেনে আপনি কেমনভাবে এলেন?'

'আমি বছর বারো আগে এখানে এসেছিলাম প্রধানত দেশটাকে জানতে আর ভাষাটা শিখতে। আপাতত আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্প্যানিশ শেখাচ্ছি।'

'আপনাকে ঠিক অধ্যাপকদের মতোই দেখতে,' প্রিমিটিভো মন্তব্য করে।

'ওঁর কিন্তু দাড়ি নেই,' পাবলো আবার কথার মাঝে ঢুকে পড়ে। 'লক্ষ্য করেছো তোমরা, ওঁর কিন্তু দাড়ি নেই।'

'আপনি কি সত্যিই একজন প্রফেসর?'

'আমি একজন ইন্সট্রাক্টর।'

'কিন্তু আপনি স্প্যানিশ পড়ান কেন?' প্রিমিটিভোর পরবর্তী প্রশ্নের আগেই আঁদ্রে বলে ওঠে। 'আপনার মাতৃভাষা যখন ইংরাজী তখন ও ভাষাটা শেখানোই কি আপনার পক্ষে সহজ হতো না?'

'কেন, স্প্যানিশ শেখাতে অসুবিধে কোথায়?' অ্যানসেলমো বলে। 'উনি তো আমাদের মতনই স্প্যানিশ বলছেন।'

'হতে পারে,' ফার্নাণ্ডো বলে। 'তবু বলতে হয় একজন বিদেশী হয়ে স্প্যানিশ শেখানোর দায়িত্ব নেওয়া অত্যন্ত ঝুঁকির ব্যাপার।'

'নকল অধ্যাপক, নকল অধ্যাপক,' পাবলো আবার আপন মনে গুনগুন করে ওঠে। 'আরে বাবা অধ্যাপকই যদি হবে, দাড়ি তাহলে কোথায় ?'

'কিন্তু এটা তো ঠিক, ইংরাজী ভাষাটা আপনি আরো ভালো বোঝেন ?' ফার্নাণ্ডো বলে। 'স্প্যানিশের থেকে ইংরাজী শেখানোটা আপনার কাছে আরো সহজ হতো নাকি ?'

'উনি তো আর স্প্যানিশদের কাছেই ওদের ভাষা শেখাতে যাচ্ছেন না—'

পিলারের কথা শেষ হবার আগেই ফার্নাণ্ডো আবার বলে ওঠে, 'সে তো আমিও জানি।'

পিলার তার দিকে রোষ দৃষ্টিতে তাকায়। 'আমার বলা শেষ হতে দেবে তো, না কি ?··· উনি উত্তর আমেরিকার লোকেদের স্প্যানিশ শেখান।'

'কেন, ওরা স্প্যানিশ বলতে পারে না ? দক্ষিণ আমেরিকার লোকেরা তো পারে !'

'তুমি একটি আস্ত গর্ধব,' পিলার আবার দাবড়ে ওঠে ফার্নাণ্ডোকে। 'উনি উত্তর আমেরিকার ইংরাজীভাষী লোকেদের শেখান, বুঝতে পেরেছো ?'

ফার্নাণ্ডো তবু বলে, 'যত যাই বোঝাও বাপু, আমি কিন্তু এখনো বলবো ওঁর ইংরাজীই শেখানো উচিত ছিলো—যেহেতু ওটাই ওঁর মাতৃভাষা। ওঁর স্প্যানিশ বলার মধ্যে একটা টানও আছে।'

'কোথাকার টান বলতে পারো ?' এবার রবার্টো প্রশ্ন করে।

'ইস্ট্রিমাডুরার,' ফার্নাণ্ডো তৎক্ষণাৎ জবাব দেয়।

'হতে পারে, আমি ওখান থেকেই আসছি।'

পিলার আবার ফার্নাণ্ডোকে উদ্দেশ্য করে বলে, 'তোমার খাওয়া শেষ হতে কি এখনো অনেক দেরি ?'

'খাবার বেশি থাকলে আমি আরো খেতে পারি। ডন রবার্টো সাহেব, আপনি যেন আবার ধরে নেবেন না আমি আপনার বিরুদ্ধে কথা বলছি।'

'বা বা !' অগাস্টিন বিদ্রূপ করে ওঠে। 'কী বিপ্লবই না করতে চলেছি আমরা ! একজন কমরেডকেও ডন সম্বোধন করা হচ্ছে।'

'আমি তো সেরকম বিপ্লবই চাই, যাতে প্রত্যেকে আমরা প্রত্যেককে ডন সম্বোধন করতে পারি। তবে হ্যাঁ, সেই বিপ্লব যেন প্রজাতন্ত্র কায়েম করতে পারে।'

'তোমাদের ডন রবার্টোর কিন্তু দাড়ি নেই,' আবার বলে ওঠে পাবলো। 'তার মানেই উনি নকল অধ্যাপক।'

রবার্টো ঘুরে তাকায় তার দিকে। 'কে বললে আমার দাড়ি নেই ? এটা তাহলে কি ?' থুতনি আর গালের ওপর তিনদিনে জমে ওঠা সোনালী চুলগুলো ইঙ্গিত করে সে।

পাবলো মাথা নেড়ে ওঠে। 'না না, ওটা দাড়ি নয়। ওটাকে দাড়ি কে বলে ?'

'এটাকে শালা পাগলা গারদ বানিয়ে ফেললো দেখছি,' অগাস্টিন বলে ওঠে।

মারিয়া রবার্টোর গালে হাত বুলিয়ে পাবলোকে উদ্দেশ্য করে বলে, 'এই তো

দাড়ি রয়েছে।'

'ওটা তোমার কাছে দাড়ি, আমার কাছে নয়,' পাবলো বলে।

রবার্টোর কেন যেন হঠাৎ মনে হলো পাবলো অতটা মাতাল হয়নি। ব্যাপারটা পরীক্ষা করতে সে প্রশ্ন করে, 'তোমার কি মনে হয়, বরফ পড়তেই থাকবে?'

'আপনার কি মনে হচ্ছে?'

'প্রশ্নটা আমিই তোমাকে করেছি।'

'তাহলে অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করুন। আপনাকে তথ্য জানানোর কাজ আমার নয়। বরং আমার বউকে প্রশ্নটা করতে পারেন। ওই তো এখন এখানকার নেতা।'

'আমি তোমার কাছেই জানতে চাই।'

'যান যান, বাজে বকাবেন না আমায়!'

'ওর কথায় কান দেবার দরকার নেই,' প্রিমিটিভো বলে। 'মালে একেবারে চুর হয়ে আছে ও।'

'আমার কিন্তু মনে হয় না ও অতটা মাতাল হয়েছে।' রবার্টো লক্ষ্য করলো তার পেছনে দাঁড়ানো মারিয়ার দিকে পাবলো মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে। এই মুহূর্তে লোকটার কুতকুতে চোখের দৃষ্টি আর চেহারার মধ্যে ভাল্লুকের অবয়বের একটা অদ্ভুত মিল খুঁজে পেলো সে। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে বললো, 'তুমি আদৌ মাল খেয়েছো কিনা আমার সন্দেহ আছে। মাতাল তো নওই।'

'কে বলে আমি মাল খাইনি? মালও খেয়েছি মাতালও হয়েছি। মাল খাওয়াটা কি শক্ত কাজ নাকি? তবে হ্যাঁ, মাতাল হওয়া নিশ্চয়ই সহজ নয়।'

'তাই নাকি? তোমাকে দেখে আমার কিন্তু অন্যরকম মনে হচ্ছে।' সহসা থমথমে নীরবতা নেমে এলো গুহার ভেতর, সেই সঙ্গে পাবলোকে খুন করার এক অদ্ভুত স্পৃহা জেগে উঠলো রবার্টোর মনে। কেন কে জানে তার হঠাৎ মনে হলো, কাল বাদে পরশু সেতুটা ধ্বংস করার পর এই লোকটাই তাদের পরিকল্পনার পথে বিরাট অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে।

পাবলো সামান্য হেসে, এক আঙুল দিয়ে ঠোঁট মুছে ঘাড় নেড়ে উঠলো। 'না ইংরেজ সাহেব, এভাবে আমাকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করবেন না।' তারপর পিলারের দিকে তাকিয়ে বললো, 'এত সহজে তুমি আমার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবেও না।'

'বেহায়া কোথাকার!' মনের ভাব মুখেও প্রকাশ হয়ে পড়ে রবার্টোর। 'কাপুরুষ একটা!'

'সে যা খুশি বলুন, আমি কিন্তু উত্তেজিত হচ্ছি না। নিন, অনেক হয়েছে। ইংরেজ সাহেব, এবার আপনিও একটু মাল নিন বরং। আর ইঙ্গিত দিয়ে আমার বউকে বুঝিয়ে দিন যে এই পরিকল্পনায় আদৌ কাজ হবার নয়।'

'তুমি চুপ করবে কিনা বলো?' রবার্টো প্রচণ্ড ধমক দিয়ে ওঠে হঠাৎ।

'আহা, আবার হৈচৈ করছেন কেন! বললাম তো এ শর্মাকে এত সহজে ছটানো যাবে না।' পানীয়র পাত্রে চুবিয়ে কাপটা ভর্তি করে উঁচুতে তুলে ধরে

পাবলো। 'ইংরেজ সাহেব, আপনার স্বাস্থ্য কামনা করে এটা আমি চুমুক দিচ্ছি।'

না, এভাবে মাথা গরম করে এর মোকাবিলা করা সম্ভব নয়, রবার্টো মনে মনে ভাবে। এ এক অতি ধুরন্ধর চরিত্র। সিদ্ধান্ত বদল করে সেও নিজের কাপটা ভর্তি করে নিয়ে বলে, 'আর এটা তোমার স্বাস্থ্য কামনা করে।'

কাপে চুমুক দিয়ে মুখ তুলে তাকায় পাবলো, 'তারপর বলুন, ডন রবার্টো সাহেব?'

'তার চেয়ে তুমিই বরং বলো, ডন পাবলো সাহেব, আমি শুনি।'

'আপনি আর যাই হোন, অধ্যাপক অন্তত নন, কারণ দাড়ি নেই আপনার। আর আমার হাত থেকে রেহাই পেতে গেলে, আমাকে খুন করা ছাড়া আপনার কোন উপায় নেই। তবে এ কাজটা করতে গেলে যে সাহসের দরকার হয়, তা কিন্তু নেই আপনার মধ্যে।'

কথাটা বলেই পাবলো যেভাবে ঠোঁট চেপে তাকালো সেই ভঙ্গীর মধ্যে মাছের সঙ্গেও কোথাও একটা অদৃশ্য মিল খুঁজে পেলো রবার্টো। ধীরে ধীরে কাপে চুমুক দিয়ে সে বললো, 'তোমার কাছে আমার অনেক কিছুই শেখার আছে দেখছি।'

'একজন অধ্যাপককেও আমি শেখাচ্ছি তাহলে,' পাবলো মাথা নাড়তে থাকে। 'আসুন ডন রবার্টো সাহেব, আমরা বরং বন্ধুত্ব পাতিয়ে নিই।'

'কেন বন্ধুত্ব তো আমাদের মধ্যে আগেই হয়েছে!'

'এবার তাহলে ওই বন্ধুত্বটা আরও গাঢ় করে পাতিয়ে নেওয়া যাক?'

'আমাদের বন্ধুত্ব বেশ গাঢ়ই আছে, পাবলো।'

'আমি এবার এখান থেকে যাচ্ছি,' অগাস্টিন বলে। 'আর এসব সহ্য করা যাচ্ছে না।'

'কি হলো নিগ্রো সাহেব?' পাবলো তার দিকে তাকায়। 'আমার আর ডন রবার্টোর মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠুক তুমি কি চাও না?'

'আমাকে নিগ্রোফিগ্রো বলে ডাকবে না বলে দিলাম,' অগাস্টিন জায়গা ছেড়ে উঠে পাবলোর সামনে দাঁড়ায়।

'তোমাকে তো সকলেই ওই নামে ডাকে।'

'যেই ডাকুক তুমি ডাকবে না।'

'তাহলে কি বলবো, সাদা—'

'না, তাও বলবে না।'

'কালোও নয় সাদাও নয়—তাহলে কি তুমি লাল?'

'হ্যাঁ, লালই। প্রজাতন্ত্রের সৈনিকের প্রতীক লাল রঙ আর ওটা আমারও প্রতীক। আর আমার নাম হলো অগাস্টিন।'

'কি রকম স্বদেশভক্তি দেখেছেন, ইংরেজ সাহেব?'

সহসা অগাস্টিনের বাঁ হাতের তালুর উল্টো দিকটা সজোরে আছড়ে পড়লো পাবলোর গালের ওপর। কিন্তু যাকে মারা হলো সে এর পরেও অবিচল। শুধু তার চোখ দুটো ক্ষণিকের জন্যে কুঁচকে যেতে দেখলো রবার্টো। হঠাৎ তীব্র আলোর

মুখোমুখি হলে বিড়ালের চোখ দুটো যেমন হঠাৎ সরু হয়ে ওঠে ভঙ্গিমাটা অনেকটা সেইরকম।

ক্ষণেক পরেই নিজের স্ত্রীর দিকে তাকালো সে। 'এসব ব্যাপার নিয়ে ভাববার কিছু নেই। আমি এতেও উত্তেজিত হচ্ছি না।'

আবার আঘাত করলো অগাস্টিন। এবার হাতের মুঠি দিয়ে সোজা মুখের ওপর। রবার্টো সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের তলায় পিস্তল বের করে বাঁ হাতের এক ধাক্কায় মারিয়াকে সরে যাবার নির্দেশ দিলো। তৎক্ষণাৎ আগুনের ধারে সরে দাঁড়ালো ও। আড়চোখে ওকে একবার দেখে নিয়ে রবার্টো আবার তাকালো পাবলোর দিকে।

চোখ দুটো আরো সরু করে অগাস্টিনকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করে পাবলো, এক সময় জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে নিলো। তারপর একটা হাত তুলে ঠোঁটের ওপর বোলাতে গিয়ে দেখলো তাতে রক্ত লেগে গেছে। আবার একবার ঠোঁট চেটে সে সজোরে থুথু ফেললো মেঝের ওপর। 'না না, এত বোকা আমি নই। বলছি তো, এভাবে আমাকে রাগিয়ে তোলা যাবে না।'

আবার একটা চড় মারলো অগাস্টিন। পাবলো সঙ্গে সঙ্গে তার ভাঙা ভাঙা হলুদ দাঁতগুলো বের করে হেসে উঠলো। 'কেন ফালতু ঝামেলা পাকাচ্ছো বলতে পারো?' মদের পাত্রে কাপটা সামান্য ডুবিয়ে নিয়েই তুলে নিলো। 'এখানে আমাকে খুন করার মতো বুকের পাটা যখন কারুরই নেই তখন এসব বোকামি কেন করা হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না।'

'বেহায়া কোথাকার,' অগাস্টিন দাঁত কিড়মিড় করে ওঠে।

'বাক্যবাণেও আমার কিছু হবে না।' সশব্দে কাপে চুমুক দিয়ে কুলকুচো করার ভঙ্গিমায় কিছুক্ষণ পানীয়টুকু মুখে খেলিয়ে নিয়ে পাবলো বলে, 'ওসব জিনিস বহুকাল আগে থেকেই হজম করতে শিখে নিয়েছি।'

অগাস্টিন অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি শুরু করলো।

'আহা, কেন বাজে বকছো, অগাস্টিন! বলছি তো ওসবে আমার কিছু হবে না। আর আমাকে চড়চাপড় মারাও তুমি বন্ধ করো। ওতে তোমার হাতটাই শুধু শুধু ব্যথা হবে।' অগাস্টিনকে ঘুরে দরজার দিকে এগোতে দেখে পাবলো পেছন থেকে বলে ওঠে, 'বাইরে যেও না, বাইরে যেও না! ভীষণ বরফ পড়ছে! তার থেকে এখানেই বসে আরাম করো।'

চকিতে ঘুরে দাঁড়ায় অগাস্টিন। 'তুমি—তুমি—' আর কোন শব্দ যোগায় না তার মুখে।

'হ্যাঁ, আমি। একটা কথা মনে রেখো, অগাস্টিন। তোমার মৃত্যু দেখে তবেই কিন্তু আমি মরবো।' আর একবার কাপটা ডুবিয়ে রবার্টোর দিকে তুলে ধরলো পাবলো। 'আমাদের অধ্যাপক সাহেব।' তারপর পিলারের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমাদের সিনোরা কম্যাণ্ডার।' এবং সবশেষে পানীয়টুকু বাকি সকলের উদ্দেশ্যে ছিটিয়ে দিয়ে বলে উঠলো, 'আর মোহের জালে আচ্ছন্ন আমাদের বাকি সব কমরেডদের জন্যে আমি এটা উৎসর্গ করলাম।'

অগাস্টিন তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে এক ঝাপটায় কাপটা তার হাত থেকে ফেলে দিলো। মাটিতে পড়ে চুরমার হয়ে গেলো কাপটা।

পাবলো সেদিকে তাকিয়ে বিষাদের ভঙ্গিমায় ঘাড় নেড়ে উঠলো। 'খুব খারাপ। এই ধরনের অপচয়ের কোন অর্থ হয় না।'

অগাস্টিন খিস্তি করে উঠলো আবার।

'না।' আবার একটা কাপে পানীয় ভর্তি করলো পাবলো। 'আমার যে এবার সত্যিই নেশা ধরেছে তা তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো। আর এই সময় আমি যে কখনো বেশি কথা বলি না তাও তোমাদের অজানা নয়। তবে কি জা.না, এক ঝাঁক বুদ্ধুর সঙ্গে সময় কাটাতে গেলে অনেক ক্ষেত্রে বুদ্ধিমান লোকেরা নেশার ভানও করে থাকে।'

'তুমি .য কতখানি অপদার্থ তা আমার চেয়ে বেশি এখানে কেউ জানে না,' পিলার বলে ওঠে হঠাৎ।

'কথায় বলে, মেয়েছেলেদের কথায় কখনো কান দিতে নেই। যাকগে, আমি এখন ঘোড়াগুলো দেখতে যাবো,' বলেই দেওয়াল থেকে কম্বলের কোটটা তুলে নেয় সে।

'কেন, ঘোড়া নিয়ে আবার কি মতলব হচ্ছে?' অগাস্টিন জানতে চায়।

'মতলব-টতলব কিছু নয়, শুধু দেখতে যাচ্ছি। ভীষণ ভালবাসি তো ওদের। শুধু সামনে থেকে নয়, পাছার দিক দিয়ে দেখলেও ওদের সুন্দর মনে হয় আমার। আর আমার মতে, ওদের বোধশক্তি এখানকার যে কোন লোকের থেকে বেশি।' রবার্টোকে লক্ষ্য করে পাবলো হাসলো। 'ইংরেজ সাহেব, আমি চলি। আপনি বরং এর মধ্যে ওদের সঙ্গে ব্রীজটা নিয়ে কথা বলে নিন। আক্রমণের সময় কার কি দায়িত্ব থাকবে বুঝিয়ে দিন ওদের। কাজটা হয়ে গেলে ওরা কি করে গা ঢাকা দেবে সেটাও বলে দেবেন। আচ্ছা, কাজ মিটলে এইসব দেশপ্রেমীদের আপনি কোথায় নিয়ে যাবেন সেটা ঠিক করেছেন কি? আমি কিন্তু মাল খেতে খেতে আজ সারাটা দিন ওই নিয়ে ভেবেছি।'

'তোমার ভাবনাটা তাহলে শোনা যাক একবার,' অগাস্টিন বলে।

'আমার ভাবনা?' পাবলো ঠোঁটের ওপর জিভ ঘোরাতে থা:ক। 'তাই তো! কি যেন ভাবলাম?'

'সেটাই শুনতে চাই আমরা।'

কম্বলের কোটটা মাথার ওপর দিয়ে গলিয়ে নেয় পাবলো। 'ভেবেছি তো অনেক কিছুই।'

'যেমন?'

'যেমন ওই যে তখন বললাম, তোমরা হলে একদল মোহগ্রস্ত লোক। আর তোমাদের নেতা হলো এমন একজন মেয়েছেলে, যার মগজ আছে ওর দুই উরুর মাঝখানে। এবার তোমাদের সবকটাকে রসাতলে নিয়ে যাবার জন্যে আবার হাজির হয়েছেন একজন বিদেশী—'

'তুমি বেরিয়ে যাও এখান থেকে!' সহসা পিলার চিৎকার করে ওঠে। 'শয়তান কোথাকার!'

'যাবো বলেই তো তৈরি হচ্ছি। তবে হ্যাঁ, বেশিক্ষণ কিন্তু থাকতে পারবো না বলে দিলাম।' গুহার মুখে টাঙানো কম্বলের পর্দাটা সরিয়ে পাবলো বাইরে মুখ বাড়ায়। 'এখনো বরফ পড়ছে, ইংরেজ সাহেব। '

সতেরো

গুহার ছাতের একটা ফুটো দিয়ে তুষারের টুকরো এসে মাঝে মাঝে জলন্ত উনুনের ওপর পড়ে হিস হিস করে একটা শব্দ তুলছিলো, এছাড়া পুরোপুরি নৈঃশব্দ বিরাজ করছিলো ভেতরে।

অনেকক্ষণ পরে ফার্নাণ্ডোই মুখ খুললো প্রথম, 'পিলার, আর খানিকটা খাবার পাওয়া যাবে?'

'চুপ করো এখন!' পিলার খেঁকিয়ে উঠলো তাকে, কিন্তু মারিয়া তার থালাটা তুলে নিয়ে গিয়ে উনুনের পেছনে চলে গেলো। একটু পরে খানিকটা খাবার এনে থালা টেবিলে রেখে ফার্নাণ্ডোর কাঁধে চাপড় মারলো ও। সঙ্গে সঙ্গে মাথা নিচু করে খেতে শুরু করলো ফার্নাণ্ডো।

রবার্টোর উল্টো দিকে একটা চেয়ার টেনে পিলার বসলো। 'আশা করি এবার ওর খানিকটা পরিচয় আপনি পেয়েছেন।'

'কি করতে পারে ও?' রবার্টো জানতে চায়।

'যা খুশি।' মাথা নিচু করে টেবিলের দিকে তাকায় পিলার। 'ওর অসাধ্য কিছু নেই।'

'তোমাদের অটোমেটিক রাইফেলটা কোথায়?'

'ওই কোণে একটা কম্বলে মোড়া আছে,' প্রিমিটিভো বলে 'আপনার দরকার?'

'এখন থাক। আমি শুধু জেনে নিলাম ওটা কোথায় আছে।'

'ওটা দিয়ে ও কিছু করবে বলে আমার মনে হয় না,' পিলার বলে।

রবার্টো ওর দিকে ভুরু কুঁচকে তাকায়। 'এই যে বললে ওর অসাধ্য কিছু নেই?

'সেটা ঠিকই, তবে আমি বলেছিলাম, ওটা চালানোর অভ্যেস তো ওর নেই। বরং বোমটোম ও ভালো ছুঁড়তে পারে। সেটাই ওর পক্ষে সহজ।'

'আমার মতে ওকে এতক্ষণ বাঁচিয়ে রাখাই আমাদের মস্ত বোকামি হয়েছে,' সারা সন্ধ্যের মধ্যে এই প্রথম মুখ খুললো র‍্যাফেল। 'রবার্টো সাহেব কাল রাত্রেই ওকে শেষ করে দিতে পারতেন।'

'তাহলে তাই হোক,' সহসা থমথমে হয়ে ওঠে পিলারের মুখ। 'আমি এখন ওকে শেষ করে দেবারই পক্ষে।'

'আমি এতক্ষণ এর বিরুদ্ধে ছিলাম কিন্তু এখন আমারও তাই মত।' উজুনের পাশে দাঁড়ানো অগাস্টিনের মুখও অসম্ভব গম্ভীর। 'দেখেশুনে মনে হচ্ছে ও আমাদের সকলেরই ক্ষতি কামনা করে।'

'এ ব্যাপারে সকলের মতামত নেওয়া যাক।' আঁদ্রের দিকে তাকায় পিলার। 'তুমি কি বলছো?'

'খতম করে দাও।'

'এলাডিও?'

'একই মত। পরে ও আরো বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। তাছাড়া আমাদের কোন কাজেই সে আসছে না।'

'প্রিমিটিভো?'

'আমিও।'

'ফার্নাণ্ডো?'

'ওকে বন্দী করে রাখলে কেমন হয়?' পাল্টা প্রশ্ন করে ফার্নাণ্ডো।

'বন্দীর দেখাশুনার ভার কে নেবে?' প্রিমিটিভো জানতে চায়। 'অন্তত দুজনকে দরকার হবে এই কাজে। তাছাড়া শেষ অবধি তাকে নিয়ে আমরা করবোটাই বা কি?'

জবাবটা র‍্যাফেল দেয়, 'দরকার হলে আমরা তাকে ফ্যাসিস্টদের কাছে বেচে দিতে পারি।'

'এটা একটা অবাস্তব কথা,' অগাস্টিন বলে।

'আমি শুধু একটা প্রস্তাব দিয়েছিলাম। আমার ধারণা ফ্যাসিস্টরা ওকে হাতে পেলে খুশিই হবে।'

'না না, ওসব বাজে কথা ছাড়ো,' অগাস্টিন কিছুটা বিরক্তির সঙ্গে বলে। 'তাহলে অ্যানসেলমো আর ইংরেজ সাহেব বাদে মোটামুটি আমরা সকলে একমত।'

'ওঁদের এর মধ্যে জড়িও না,' পিলার বলে। 'পাবলো ওঁদের ওপর কর্তাগিরি করে না।'

'এক সেকেণ্ড,' হাত তোলে ফার্নাণ্ডো। 'আমার কথা কিন্তু শেষ হয়নি।'

'যার যা কিছু বলার সে আসার আগে বলে ফেলো,' পিলার বলে। 'আমার ভয় হচ্ছে শেষে একটা হাতবোমা কম্বলের ভেতর গুঁজে দিয়ে সে আমাদের সবাইকেই উড়িয়ে না দেয়। ডিনামাইট ব্যবহার করলেও আমি অবাক হবো না।'

'তুমি সব কিছুই একটু বাড়িয়ে বলো,' ফার্নাণ্ডো বলে। 'অতখানি বিচারবুদ্ধি তার আছে বলে আমি মনে করি না।'

'এ ব্যাপারে পিলারের সঙ্গে আমিও একমত নই,' অগাস্টিন বলে। 'কারণ ওটা করলে তার মালের ভাঁড়ারও উড়ে যাবে। দেখবে একটু পরে অন্তত ওটার লোভেই সে সুড়সুড় করে চলে এসেছে।'

'তার চেয়ে আমার মতে, এল সোরডোর হাত দিয়ে ওকে ফ্যাসিস্টদের কাছে চালান করে দেওয়াই ভালো,' আবার বলে ওঠে র‍্যাফেল। 'ওকে কানা করে দিতে

পারলে আমাদের কাজটা করতে আরও সুবিধে হবে।'

'চুপ কর!' পিলার ধমক দেয় তাকে। 'বাজে বকবক করিস না। তোর কথা শুনতে শুনতে আমার মনে হচ্ছে, পাবলোর চেয়ে তোকে চালান করলেই আমাদের মঙ্গল হবে।'

'এর দরুন ফ্যাসিস্টরা কিন্তু এক পয়সাও দাম দেবে না,' প্রিমিটিভো বলে। 'এরকম ধান্দা করতে গিয়ে আগে বহু লোক ঠকেছে। বরং ওদের হাতে পড়লে তোমার গুলি খেয়ে মরার সম্ভাবনাই বেশি।'

'সেই জন্যেই তো ওকে অন্ধ করে বিক্রি করার কথা বলছিলাম।'

'থামবি তুই?' আবার র‍্যাফেলকে ধমক দেয় পিলার। 'আর একবার অন্ধ করার কথা বললে তোকেই বের করে দেওয়া হবে দল থেকে।'

র‍্যাফেল তবু বলে, 'কিন্তু পাবলো একবার একজন আহত রক্ষীর চোখ কানা করে দিয়েছিলো। তুমি বোধহয় ভুলে গেছো সে কথা।'

'তোকে আমি চুপ হতে বলেছি!' রবার্টোর সামনে প্রসঙ্গটা তোলায় পিলার রীতিমতো অস্বস্তি বোধ করছিলো।

'আমায় কিন্তু কথাটা শেষ করতে দেওয়া হলো না,' ফার্নাণ্ডো আবার বলে।

পিলার তার দিকে বিরক্তির দৃষ্টিতে তাকায়। 'ঠিক আছে, বলে ফেলো।'

'আমার বক্তব্য হচ্ছে, যেহেতু পাবলোকে বন্দী করা যুক্তিযুক্ত নয়—এবং তার সঙ্গে কোনরকম, কি বলে—'

'ভগবানের দোহাই তোমায়, যা বলার তাড়াতাড়ি বলো,' পিলার অধৈর্য হয়ে ওঠে।

'বলছিলাম, আমরা তার সঙ্গে কোনরকম আপস মীমাংসাতেও যখন যেতে পারছি না, তখন আমার মতে তাকে খতম করে দেওয়াই সবচেয়ে ভালো। এতে অন্তত অপারেশানটার সফলতা সম্বন্ধে মোটামুটি নিশ্চিন্ত হয়ে যাওয়া যাবে।'

পিলার ঠোঁট কামড়ে কয়েকবার মাথা নাড়লো শুধু, মুখে কিছু বললো না।

'এটা অবশ্য আমার ব্যক্তিগত মত,' ফার্নাণ্ডো বলে চলে। 'সে যে পরে রিপাব্লিকের পক্ষে কতখানি বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে তা আমরা এখন সকলেই নিশ্চয় কিছু কিছু উপলব্ধি করতে পারছি।'

'বোঝো ব্যাপার!' পিলার বিদ্রূপের ভঙ্গিমায় বলে ওঠে। 'শুধু মুখের কথা শুনে একজন বলে দিচ্ছে ভবিষ্যতে কে আমলা হবে না হবে।'

'শুধু মুখের কথা নয়, তার কাজের ধরন দেখেও আমি বিচার করছি,' ফার্নাণ্ডোকে এতেও দমানো গেলো না। 'তবে হ্যাঁ, আন্দোলনের শুরুতে, এমন কি কিছুদিন আগেও, তার যে ভূমিকা ছিলো সেজন্যে অবশ্যই তার প্রশংসা প্রাপ্য হওয়া উচিত।'

ফার্নাণ্ডোর কথার মাঝখানে পিলার একসময় উনুনের ধারে চলে গিয়েছিলো, একটা বাটি হাতে নিয়ে ও টেবিলের কাছে এসে ফার্নাণ্ডোর সামনে দাঁড়ালো। 'এই নাও। এটা খেয়ে দয়া করে এবার একটু চুপ কর। তোমার বক্তব্য সমর্থন করে আমরা যখন আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তখন অনর্থক ওই নিয়ে কচাকচি করে লাভ

আছে কি ?'

'কিন্তু, কিভাবে সেটা করা হবে তা তো—' প্রিমিটিভো কথাটা শেষ করলো না।

'ঠিক আছে, তার জন্যে আমি আছি,' রবার্টো বলে ওঠে। 'তোমরা যখন একমত হয়ে সিদ্ধান্তটা নিতে পেরেছো, আমার কাজটা করতে আপত্তি নেই।'

'না!' মারিয়া আর্তনাদ করে ওঠে প্রায়। 'কক্ষনো তুমি ও কাজ করতে পারবে না।'

পিলার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকায়। 'ও নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না। তুই চুপ কর্ এখন।'

'আমি আজ রাতেই কাজটা সেরে নিতে চাই,' বলেই রবার্টো লক্ষ্য করে পিলার ঠোঁটের ওপর আঙুল তুলে গুহার প্রবেশপথের দিকে ইঙ্গিত করছে।

কম্বলের পর্দা সরিয়ে পাবলো প্রথমে মুখ বাড়ালো, তারপর সকলের দিকে তাকিয়ে একমুখ হেসে ভেতরে ঢুকে, মাথার টুপি খুলে বরফ ঝাড়তে ঝাড়তে বললো, 'আমার সম্বন্ধে কথা হচ্ছিলো নিশ্চয়ই ? আমি এসে পড়ায় বাধা পড়লো তো ?'

কেউ উত্তর দিলো না। গায়ের কোটটা খুলে পেরেকে টাঙিয়ে সোজা টেবিলের কাছে চলে এলো সে। 'এই ছাখো, একটুও মাল নেই দেখছি।' মদের খালি পাত্রটা তুলে সে মারিয়ার দিকে বাড়িয়ে ধরে। 'আমার জন্যে একটু এনে দাও দেখি। বেশি দরকার নেই, আমার বুক পর্যন্ত আগেই ভর্তি হয়ে রয়েছে। বাকিটুকু পূরণের জন্যে কেবল দরকার।'

তবু উত্তর দিলো না কেউ। কেবল মারিয়া পাত্রটা নিয়ে পাশে সরে গেলো।

সবার দিকে তাকিয়ে পাবলো আবার বললো, 'কি ব্যাপার, কারুর মুখে কোনো কথা নেই যে ? সবাইকারই কি জিভ হারিয়ে গেছে ?'

এবারও উত্তর না পেয়ে মারিয়ার দিকে তাকাল সে। 'সাবধান, মারিয়া, চলতে গিয়ে আবার মাটিতে ফেলে দিও না যেন।'

'মাল যথেষ্টই আছে,' অগাস্টিন মুখ খোলে। 'তোমার মাতাল হতে অন্তত অসুবিধে হবে না।'

'যাক, একজন তাহলে জিভ ফিরে পেয়েছে।' অগাস্টিনের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ে পাবলো। 'অত্যন্ত সুখের কথা এটা। আমি তো ভেবেছিলাম তোমরা সকলেই বোধহয় বোবা হয়ে গেছো।'

'কারণ ?' অগাস্টিন জানতে চায়।

'এই আমি হঠাৎ ঢুকে পড়লাম বলে।'

'নিজেকে তাহলে তুমি এতই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ভাবতে শুরু করেছো ?'

পাবলো কিছু বলার আগেই রবার্টো বলে ওঠে, 'অগাস্টিন! তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিলো।'

অগাস্টিন বিরক্তির সঙ্গে তাকায়। 'পরে হবে।'

'পরে নয় এখন।'

অনিচ্ছার সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে অগাস্টিন রবার্টোর পিছু পিছু গুহার বাইরে চলে

আসে। পাবলোর দৃষ্টি সারাক্ষণ অনুসরণ করে ওদের।

'হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে তোমায় ডাকলাম।' রবার্টো বলে। 'আমার মনে হচ্ছে এখানেই গুলি চালিয়ে তুমি কাজটা মিটিয়ে নিতে চাও। তাই যদি হয়, আমার বস্তাবন্দী ডিনামাইটগুলোর কথা কি ভুলে গেছো তুমি? ওগুলো ফাটলে কি অবস্থা হবে জানো?'

'তাই তো! অগাস্টিন জিভ কাটে। 'এত করে মনে রেখেও শেষে ভুলে গেলাম।'

'মনে অবশ্য আমারও ছিলো না।'

'ইস, সত্যি আমরা গাধা,' বলেই তড়িঘড়ি আবার গুহায় ঢুকে সোজা পাবলোর পাশে এসে বসে অগাস্টিন। 'নাও নাও, খেতে শুরু করো। তারপর তোমার ঘোড়াগুলোর কি অবস্থা দেখলে?'

'ভালোই আছে ওরা। বরফ পড়াও কমেছে।'

'তোমার কি ধারণা, আজকের মধ্যেই একেবারে থেমে যাবে?

'হ্যাঁ হ্যাঁ। তবে বরফ বন্ধ হলেও হাওয়া কিন্তু চলতে থাকবে। হাওয়ার গতিও পাল্টেছে দেখলাম।'

'তার মানে কালকের মধ্যে সব কিছুই স্বাভাবিক হয়ে যাবে আশা করা যায়, তাই তো?' এবার রবার্টো প্রশ্ন করে।

'মনে হয়। কাল ঠাণ্ডাও পড়বে আর আবহাওয়াও পরিষ্কার হয়ে যাবে। হাওয়া অন্যদিকে বইছে যখন, এইরকমই হওয়া উচিত।' রবার্টোর দিকে তাকিয়ে পাবলো বলে, 'ভালো আবহাওয়াতেই আমরা কাজটা সারতে পারবো, ইংরেজ সাহেব।'

'আমরা?' পিলার অবাক চোখে তাকায়। 'আমরা বলতে?'

'আমরাই তো।' হাসতে হাসতে পাবলো পানীয়তে চুমুক দেয়। 'বাইরে গিয়ে ভেবে দেখলাম, ব্যাপারটা মেনে নিতে আমাদের আপত্তিই বা কি?'

'কিসের কি মেনে নেওয়া?' পিলারের বিস্ময় যেন কাটতে চায় না। 'কি বলতে চাইছো তুমি?'

'আমি বলছিলাম সেতুটার কথা। আমিও এখন তোমাদের পক্ষে।'

'তাই নাকি?' অগাস্টিন ঝুঁকে বসে। 'একটু আগে তুমি এত কিছু বলে যাবার পরেও কথাটা আমাদের মেনে নিতে হবে?'

'ঠিক তাই। কেন আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমার মনও কি বদলে যেতে পারে না?

'আবহাওয়া পরিবর্তন!' অগাস্টিন মাথা নাড়তে থাকে। 'আর আমার হাতের অতগুলো চড়?'

পাবলো হেসে ঠোঁটের ওপর আঙুল বুলিয়ে নেয়। 'হ্যাঁ, তার পরেও।'

রবার্টো লক্ষ্য করছিলো পিলার এমনভাবে পাবলোকে লক্ষ্য করছে যেন সে একটা বিচিত্র জন্তু। হয়তো র্যাফেলের প্রস্তাবিত অন্ধ করে দেবার ব্যাপারটাও ঘুরপাক খাচ্ছিলো ওর মনে। শেষ পর্যন্ত মাথা ঝাঁকিয়ে যেন সবকিছু মন থেকে ঝেড়ে ফেলে

ও বলে উঠলো, 'শোন। তাকাও আমার দিকে।'

পাবলো ঘুরে বসে। 'বলো।'

'তোমার মতলবটা কি?'

'কিছুই না। আমিও মত পাল্টেছি, ব্যস শুধু এইটুকুই।'

'তুমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আমাদের কথা শুনছিলে।'

'দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম ঠিকই, কিন্তু কিছুই শুনতে পাইনি।'

'তুমি ভয় পাচ্ছো আমরা তোমাকে মেরে ফেলতে পারি।'

'না না,' পাবলো দৃষ্টি ফিরিয়ে কাপের দিকে তাকায়। 'ও ভয় যে আমার মধ্যে নেই তুমি তা ভালো করেই জানো।'

'কি মতলব ভেঁজেছো বাবা, একটু স্পষ্ট করে বলো তো,' অগাস্টিন দুজনের কথার মাঝে ঢুকে পড়ে। 'এই একটু আগে মালটাল খেয়ে আমাদের সকলকে যা-তা বলে, বৌকে অপমান করে বেরিয়ে গেলে, আবার এখন ফিরে এসে উল্টো গান গাইছো—'

'তখন আমি মালের নেশায় ছিলাম।'

'আর এখন?'

'এখন আর আমার নেশা নেই, মতও পাল্টেছি।'

'তোমাকে যে বিশ্বাস করে করুক, আমি ওতে নেই।'

'বিশ্বাস করা না করাটা তোমাদের ব্যাপার। তবে একটা কথা আমি বলতে পারি, আমার চেয়ে সহজ রাস্তায় কেউ তোমাদের গ্রেডোসে নিয়ে যেতে পারবে না।'

'গ্রেডোস?'

'সেতুটা ধ্বংস করার পর ওখানে না গিয়ে আমাদের উপায় নেই।'

পিলারের দিকে তাকিয়ে পাবলোকে আড়াল করে রবার্টো ইঙ্গিতপূর্ণভাবে নিজের কানে টোকা দিলো।

পিলার ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো, তারপর আরও একবার মাথা নেড়ে মারিয়াকে কাছে ডেকে নিচু গলায় কিছু বলতেই, ও তাড়াতাড়ি রবার্টোর কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে বললো, 'পিলার বলছে, ও আমাদের কথাবার্তা সব শুনেছে।'

ফার্নাণ্ডো বলে চলে, 'তাহলে তোমার বক্তব্য অনুযায়ী, এখন তুমি আমাদের হয়ে সেতুটা ধ্বংস করার পক্ষপাতী, তাই তো?'

'হ্যাঁ।' তির্যক দৃষ্টিতে ফার্নাণ্ডোকে নিরীক্ষণ করে মাথা নাড়লো পাবলো।

'সত্যি বলছো তো?' প্রিমিটিভো জানতে চায়।

'একেবারে দিব্যি গেলে বলছি।'

'তোমার কি মনে হয়, আমরা সফল হবো এতে?' ফার্নাণ্ডো জিজ্ঞেস করে। 'তোমার নিজের আস্থা আছে?'

'না থাকার কি আছে? কেন, তোমার কি নেই?'

'আমার বরাবরই নিজের ওপর অগাধ আস্থা।'

'আমি এবার একটু বেরোবো,' অগাস্টিন বলে।

'উহু, বাইরে যেও না', ভীষণ ঠাণ্ডা,' পাবলোর গলায় বন্ধুত্বের সুর বেজে ওঠে।
'তা হোক। এসব ভাঁড়ামি আমি আর বরদাস্ত করতে পারছি না।'
'আর যাই বলো এটাকে পাগলা গারদ আখ্যা দিও না,' কার্নাণ্ডো বলে।
'খুনে পাগলাদের ভাঁড়ামির গারদ এটা,' অগাস্টিন বলে। 'নিজে পাগল হবার আগেই আমি এখান থেকে সরে যেতে চাই।…'

আঠারো

গুহার ভেতরটা বেশ গরম হয়ে উঠেছিলো, হাওয়াও থেমে গেছিলো বাইরে। টেবিলের এক কোণে বসে নোট বইতে আঁকিবুকি কেটে রবার্টো সেতু ধ্বংসের কারিগরি দিকগুলো খতিয়ে দেখছিলো। নিজের জন্যে তিনটে নক্সা ছাড়াও আরও দুটো ছবি এমনভাবে এঁকেছিলো যা একটা শিশুর পক্ষেও হয়তো বোঝা অসম্ভব ছিলো না। শেষেরটা অবশ্য অ্যানসেলমোর জন্যে, দৈবাৎ কোন কারণে তার পক্ষে কাজটা সম্পূর্ণ করা সম্ভব না হলে অন্তত তাকে দিয়ে যাতে শেষটুকু সম্পন্ন করানো যায় তার জন্যেই এই ব্যবস্থা। আঁকা শেষ করে সেগুলো গভীর মনোযোগ দিয়ে নিরীক্ষণ করতে শুরু করলো রবার্টো।

এদিকে মারিয়া চুপচাপ রবার্টোর কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুঁকে একমনে তার কাজকর্ম লক্ষ্য করে যাচ্ছিলো। কাজে নিমগ্ন থাকলেও রবার্টো কিন্তু তার পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সজাগ। বিশেষ করে পাবলোর ওপর সতর্ক নজর রেখেছিলো সে। পাবলো ছাড়া বাকিরা সবাই তাস খেলায় মত্ত। একসময় মারিয়া টেবিলে হাত নামাতেই রবার্টো সেটা তুলে নিয়ে ওর সস্তা সাবান দিয়ে বাসন ধোয়া গন্ধটা নাকে পরখ করে নিলো। মারিয়া প্রচণ্ড লজ্জা পেলো এতে, কিন্তু হাতটা আবার নামিয়ে রাখার সময় রবার্টো ওর মুখের দিকে না তাকানোতে ব্যাপারটা নজরে পড়লো না তার।

নক্সাগুলো পরীক্ষা শেষ করে রবার্টো তার নোটবইয়ের নতুন একটা পাতা খুলে অপারেশনের নির্দেশ এবং দায়িত্বগুলো সম্বন্ধে লিখতে শুরু করলো। প্রায় পাতা দুই লেখার পর ভালো করে পড়েও নিলো একবার। তারপর একসময় খুশি মনে নোটবই বন্ধ করে মারিয়ার দিকে তাকালো। 'বলো কি বুঝলে?'

'সত্যি বলতে কি, কিছুই বুঝিনি আমি।' রবার্টোর পেনসিল ধরা হাতের ওপর হাত রাখলো মারিয়া। 'তোমার কাজ শেষ?'

'হ্যাঁ। যার যা দায়িত্ব সব আমি লিখে দিয়েছি।'

'কি করছেন ইংরেজ সাহেব?'

রবার্টো দেখলো পাবলোর চোখ দুটো আবার ঘোলাটে হয়ে উঠেছে। শান্ত গলায় সে জবাব দিলো, 'এই সেতুর সমস্যাটা নিয়ে একটু ভাবছিলাম।'

'সমস্যার সমাধান হলো?'

'হ্যাঁ।'

'আমি আবার পালানোর সমস্যাটার সমাধান করছিলাম।'

রবার্টো লক্ষ্য করলো পাবলোর পান-পাত্রটা প্রায় নিঃশেষিত। নিরুত্তাপ গলায় তার প্রশ্নটাই পুনরাবৃত্তি করলো সে, 'তা সে সমস্যার সমাধান কি করে ফেলেছো?'

'নিশ্চয়ই, করেছি বৈকি।'

'তোমার এর মধ্যে ভাবা হয়ে গেছে ওটা নিয়ে?' তাস খেলতে খেলতে অগাস্টিন হঠাৎ প্রশ্ন করে ওঠে।

'হ্যাঁ, ওটা নিয়ে অনেক কিছুই ভেবেছি আমি।'

'তোমার ভাবনাগুলো কি এলো ওই মদের বাটিটা থেকে?'

'তা কেমন করে বলি—হতেও পারে। মারিয়া, বাটিটা আর একবার ভর্তি করে দেবে?'

'তার চেয়ে এক কাজ করো বরং। মারিয়াকে না পাঠিয়ে মদ যেখানে আছে সেই জায়গাটা নিজেই একটু হাতড়াতে যাও। আরো কিছু ভালো মতলব হয়তো মাথায় এসে যেতে পারে।' অগাস্টিন আবার তাসে মনোযোগ দেয়।

উনিশ

'এখানে একা একা বসে করছোটা কি?' মারিয়া ঘন হয়ে দাঁড়ালো রবার্টোর সামনে।

ওর দিকে মুখ ফিরিয়ে মুচকি হাসলো রবার্টো। 'কিছু নয়, এমনি একটু ভাবছিলাম।'

'কি নিয়ে? সেতু?'

'না, ওটা নিয়ে ভাবনা আপাতত মুলতুবী রেখেছি। এখন তোমার কথাই ভাবছিলাম। আর মনে হচ্ছিলো মাদ্রিদের একটা হোটেলে কয়েকজন রাশিয়ানের কথা। ভবিষ্যতে আমার একটা বই লেখার ইচ্ছে আছে, তাই নিয়েও কিছুটা চিন্তা করে নিলাম।'

'মাদ্রিদে কি অনেক রাশিয়ান থাকে?'

'অনেক নয়, তবে কিছু আছে।'

'কিন্তু ফ্যাসিস্টদের কয়েকটা পত্রিকায় যে লেখে ওখানে ওরা হাজারে হাজারে আছে?'

'একদম বাজে কথা।'

'তোমার ভালো লাগে রাশিয়ানদের? আমাদের এখানে যে এসেছিলো সেও তো একজন রাশিয়ান।'

'তোমার ভালো লেগেছে তাকে?'

'হ্যাঁ। আমি অবশ্য সে সময় খুবই অসুস্থ ছিলাম, তবু যেটুকু তাকে দেখেছি, খুবই সুন্দর চেহারা আর সেই সঙ্গে সাহসীও বটে।'

'আহা কী আমার সুন্দর রে,' পিলার হঠাৎ বলে ওঠে পাশ থেকে। 'নাকটা তো আমার হাতের মতো চ্যাপটা আর গালটা ঠিক ভেড়ার পাছার মতো দেখতে।'

'সে কিন্তু আমার মস্ত বড় বন্ধু আর সাথী ছিলো,' মারিয়াকে বলে রবার্টো। 'আমার ভীষণ ভালো লাগত তাকে।'

'আর সেই জন্যেই আপনি তাকে গুলি করে মেরেছিলেন?'

পিলারের কথায় পাবলো সমেত তাদের খেলোয়াড়েরা প্রত্যেকে রবার্টোর দিকে ঘুরে দেখলো। অবশেষে র‍্যাফেল প্রশ্ন করলো তাদের মাঝ থেকে, 'কথাটা কি সত্যি, রবার্টো সাহেব?'

'হ্যাঁ।' এল সোরডো আর পিলারের কাছে কথাটা বলে ফেলার জন্যে মনে মনে প্রচণ্ড আপসোস করতে থাকে রবার্টো। 'তবে কাজটা তার অনুরোধেই করেছিলাম। ভীষণভাবে জখম হয়েছিলো সে।'

র‍্যাফেল মাথা নাড়ে। 'হতে পারে। আমাদের এখানে কাজ করার সময়ও তিনি বার বার ওই কথাটা শোনাতেন। আমার কাছ থেকে বহুবার কথা আদায়ও করে নিয়েছিলেন। এ ধরনের ঘটনা অবশ্য দুর্লভ।'

'তিনি নিজেই তো একজন দুর্লভ প্রকৃতির লোক ছিলেন,' প্রিমিটিভো বলে।

রবার্টোকে লক্ষ্য করে আঁদ্রে বলে, 'আপনি তো একজন অধ্যাপক। আচ্ছা বলতে পারেন, একজনের পক্ষে কি নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের ঘটনা জানা সম্ভব?'

'আমি অন্তত এ ব্যাপারটা বিশ্বাস করি না।' কথাটা বলেই রবার্টো লক্ষ্য করলো পাবলো তাকে গভীর মনোযোগ দিয়ে নিরীক্ষণ করছে, কিন্তু পিলার তাকিয়ে থাকলেও ওর মুখে কোন অভিব্যক্তি নেই।...'এক্ষেত্রে আমাদের রাশিয়ান কমরেডটি বোধ হয় অতিরিক্ত যুদ্ধ করার জন্যে স্নায়বিক দিক দিয়ে একটু দুর্বল হয়ে পড়েছিলো। ইরুনের যুদ্ধের কথা তোমরা জানো—ভীষণ খারাপ অবস্থা হয়েছিলো সেখানে। এরপর সে যায় উত্তর সীমান্তে যুদ্ধ করতে। সেখানেও ক্ষয়ক্ষতি কম হয়নি। তারপর ওখান থেকে ইস্ট্রিমাডুরা আর সবশেষে আণ্ডালুসিয়া। এত জায়গায় লড়াই করে মানুষের মৃত্যু আর ধ্বংস দেখতে দেখতে আমার মনে হয়, ক্লান্ত তো সে হয়েছিলোই তার ওপর তার স্নায়ুর জোরও নিশ্চয়ই কমে এসেছিলো।'

'হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে তাঁকে অনেক বিশ্রী বিশ্রী ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়,' ফার্নাণ্ডো সায় দেয়।

'কিন্তু আমার প্রশ্নটা ছিলো অন্য,' আঁদ্রে বলে। 'আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কোন মানুষের পক্ষে আগেভাগে তার ভবিষ্যতের চিত্র দেখা সম্ভব কি?'

'না,' গম্ভীর হয় রবার্টো। 'এটা মূর্খদের কুসংস্কার।'

'তাই নাকি?' এবার পিলার মুখ খোলে। 'তা, এ ব্যাপারে আমাদের অধ্যাপক মশায়ের ব্যাখ্যাটা বরং আর একটু ভালো করে শোনা যাক।'

'আমার ধারণা ভয় থেকেই সৃষ্টি হয় অশুভ কল্পনা। আবার অশুভ লক্ষণ

দেখেও—'

'যেমন আজকের এরোপ্লেনগুলো,' রবার্টোর কথা কেড়ে নিয়ে প্রিমিটিভো বলে ওঠে।

'তোমার এখানে আসাটাও অশুভ লক্ষণের একটা নমুনা,' পাবলো বললো।

কথাটার মধ্যে প্ররোচনার স্পষ্ট ইঙ্গিত থাকলেও পাবলোর মুখ দেখে তা মনে হলো না রবার্টোর। আবার আগের কথার খেই ধরলো সে, 'অনেক সময় অশুভ লক্ষণ দেখেও একজনের মনে ভীতির সঞ্চার হয়, আর তখনই সে নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অলীক কল্পনা করতে শুরু করে। এ ছাড়া আর কিছু নয় ব্যাপারটা। রাক্ষস-খোক্কস, ভূত, গণৎকার, এসবে আমি আদৌ বিশ্বাস করি না।'

'কিন্তু একথা তো সত্যি, যে সেই অদ্ভুত নামের লোকটা নিজের ভবিষ্যৎকে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলো?' র‍্যাফেল বলে। 'যা যা তিনি বলেছিলেন পরে ঠিক তাই তাই ঘটেছে, তাই নয় কি?'

'না,' আবার দৃঢ় ভাবে প্রতিবাদ করে রবার্টো। 'ওরকম সম্ভাবনার একটা ভীতি তার মধ্যে ছিলো, যেটা পরে তার বদ্ধমূল ধারণা হয়ে যায়। ভবিষ্যৎকে সে চোখের সামনে দেখেছিলো এ কথাটা কেউ বললেও আমি অন্তত মেনে নিতে পারবো না।'

'আমি বললেও না?' উনুনের পাশ থেকে খানিকটা ছাই হাতে নিয়ে পিলার সেগুলো ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেয়।

'না, পিলার, এসব মায়াবাজি, জিপসী বিদ্যা আমি মানি না। তুমি বললেও আমি বিশ্বাস করবো না।'

'মানবেন না তার কারণ কান থেকেও আপনি বধির।' মোমবাতির আলোয় পিলারের মুখটা আরো থমথমে দেখায়। 'বোকা আপনি নন ঠিকই কিন্তু কানে আপনি নিশ্চয়ই শোনেন না। যে কালা সে গান বাজনা শুনতে পায় না। রেডিওর আওয়াজ তার কানে ঢোকে না। তাই বলে তার বলা সাজে কি, যে আওয়াজ বলে পৃথিবীতে কিছু নেই? আপনার ব্যাপারটাও সেরকমই দাঁড়ালো। কিন্তু শুনে রাখুন আপনি, সেই লোকটার মুখে মৃত্যুর ছায়া আমি তখনই স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলাম।'

'মানতে পারলাম না। তুমি যেটা তার মুখে দেখেছো সেটা হলো ভয় আর আশংকার সংমিশ্রন। বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্র ঘুরে তার মধ্যে ভীতি ভাব জন্মানো স্বাভাবিক, তেমনি এর থেকে ভবিষ্যতের আশংকা আসাও মোটেই আশ্চর্যের ব্যাপার নয়।'

'আচ্ছা আপনি কেন বিশ্বাস করছেন না আমার কথা, বলতে পারেন?' পিলার রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে ওঠে। 'শুধু আমি কেন, সে নিজেও মৃত্যুর গন্ধ পেয়েছিলো।'

'এই মৃত্যুর গন্ধ ভীতি থেকেও সৃষ্টি হতে পারে। ভীতিজনক পরিবেশ যে তখন ছিলো এ তো আর অস্বীকার করা যায় না?'

'শুনুন তবে একটা ঘটনা,' পিলার তবু দমবার পাত্রী নয়।

'একবার ব্লাঙ্কে নামে একজন বিখ্যাত গণৎকার ম্যানেলো গ্র্যানিরো নামে এক

ম্যাটাডোরের মৃত্যুর খবর সে রিঙে নামবার আগেই বলে দিয়েছিলেন। আমি আর ফিনিটো স্বচক্ষে সেই লড়াই দেখেছি। ষাঁড়টা শেষ পর্যন্ত ম্যানেলোর দেহটাকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে ছিঁড়ে ফেলে দেয়। ফিনিটো পরে আমাকে বলে, ব্লাঙ্কের একজন ঘনিষ্ঠ লোকের মুখে সে নাকি আগেই কথাটা শুনেছিলো। ব্লাঙ্কে নাকি তাকে বলেন ম্যানেলোর মৃত্যুর গন্ধ আমি নাকে অনুভব করেছি, সে আজ কিছুতেই বাঁচতে পারে না।'

'তুমি কোন গন্ধ পাওনি সে সময়?' ফার্নাণ্ডো জিজ্ঞেস করে।

'না। আমি বসেছিলাম বেশ কিছুটা দূরে, সাত নম্বর সারিতে। ওখান থেকে ঘটনাটা আমি ভালো করে দেখতেও পাইনি। এখন আমার বক্তব্য হচ্ছে, এতবড় ব্যাপারটা যে আগে থেকে বলে দিতে পারে, সে আর যাই হোক বধির তো হতে পারে না!'

'নাকে শোঁকার ব্যাপারটা তুমি তখন থেকে বধির বধির কেন বলে যাচ্ছো আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না,' ফার্নাণ্ডো আবার ফোড়ন কাটে।

পিলার তার দিকে কটমট করে তাকায়। 'শিক্ষক মশাইয়ের কাজটা ইংরেজ সাহেব না করে তুমি করলেই ভালো হতো দেখছি। শোনো তোমরা! ইংরেজ সাহেব আপনিও শুনুন, এ সম্পর্কে আমি এমন একটা উদাহরণ দেবো যা আপনারা কিছুতেই অস্বীকার করতে পারবেন না। বলুন তো আমাকে, একটা কুকুরের যা কানে শোনার ক্ষমতা আপনারও কি তাই? ওদের আর আপনাদের ঘ্রাণশক্তি কি এক?'

রবার্টো ঠিক করলো প্রসঙ্গটার এবার তাড়াতাড়ি ইতি ঘটানো দরকার। পিলারের কথার জবাব না দিয়ে পাবলোর দিকে ঘুরলো সে। 'তুমিও কি এসব মায়াবিদ্যা বিশ্বাস করো?'

'বলা শক্ত, তবে আপনার পক্ষেই আমার পাল্লা ভারি। আমার জীবনে তেমন কোন অলৌকিক ঘটনা ঘটেওনি। তবে হ্যাঁ, ভয়ের ঘটনা প্রচুর ঘটেছে। অবশ্য পিলার হাত দেখে ওসব কিছু কিছু বলে থাকে। ওর কথা সত্যি হলে সেরকম কোন গন্ধ হয়তো ও নাকে পেয়েছিলো, হতে পারে!'

'সত্যি হলে মানে?' পিলার রেগে ওঠে। 'এগুলো কি আমি বানিয়ে বললাম নাকি? ব্লাঙ্কে কখনো আজেবাজে বকেন না। তাছাড়া তিনি একজন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ব্যক্তি। জিপসী হলেও তিনি অবশ্য বুর্জোয়া শ্রেণীর, ভ্যালেন্সিয়ায় থাকেন। আপনি কখনো তাঁকে দেখেননি?'

'অনেকবার দেখেছি,' রবার্টো বলে। 'ছোটখাটো চেহারা, মুখের রঙটা কেমন যেন রুপোলি রুপোলি আর ভীষণ তাড়াতাড়ি চলাফেরা করেন। অনেকটা খরগোসের মতো।'

'ঠিক,' পিলার বলে। 'বুকের দোষ থেকে ওঁর মুখের রঙটা ওরকম হয়ে গেছে। জিপসীরা বলে উনি নাকি লোকের মৃত্যু হাতে নিয়ে হাঁটাচলা করে থাকেন। যাই হোক, উনি যেমন গন্ধ শুঁকে গ্রানিরোর মৃত্যুর খবর আগেভাগে জানিয়ে দিয়েছিলেন

আমিও ঠিক তেমনিভাবে আপনার সহকর্মীর মৃত্যুর আভাস নাকে অনুভব করেছিলাম।'

'বিশ্বাস করতে পারলাম না। তাছাড়া তুমি একটু আগে বললে, ব্লাঙ্কে ষাঁড়ের লড়াই শুরু হবার আগে গ্র্যানিয়েরোর মৃত্যুর গন্ধ নাকে পেয়েছিলেন, কিন্তু সেই সময় কাসখিনের ট্রেনের অভিযান সম্পূর্ণ সফল হয়েছিলো। সে তাতে মরেওনি। তাহলে তুমি নাকে গন্ধ পেলে কি করে?'

'এর সঙ্গে ওটার কোন সম্পর্ক নেই। ব্লাঙ্কে এর চেয়েও পরের ব্যাপার নাকে অনুভব করতে পারেন। সমস্ত জিপসীরা তা জানে।'

'ও ঠিকই বলছে, ইংরেজ সাহেব,' র‍্যাফেল সমর্থন করে পিলারকে। 'আমরা সকলেই ওটার খবর জানি।'

'ও তোমাদের বিশ্বাস, আমি এসব একদম মানি না।'

'শুনুন, ইংরেজ সাহেব,' অ্যানসেলমো বলে ওঠে। 'আমি যদিও এসব মায়া বিদ্যের বিরুদ্ধে, কিন্তু এটা ঠিক, পিলাররা বিদ্যে ও ব্যাপারে যথেষ্ট উন্নতি করেছে।'

'তখন থেকে গন্ধ গন্ধ বলা হচ্ছে, তা সেই গন্ধটা কিরকম জানতে পারি কি?' এবার ফার্নাণ্ডো বলে। 'গন্ধ হলে তার নির্দিষ্ট একটা ঘ্রাণ হবেই। কি সেটা আমি জানতে চাই।'

'সত্যিই তুমি জানতে চাও, ফার্নাণ্ডো?' পিলার হাসে। 'তুমি বলতে চাও বলে দিলে গন্ধটা তুমি নাকে পাবে?'

'গন্ধট একটা যদি থাকে তাহলে না পাবার কি আছে?'

'না পাবার কি আছে তাই না?' পিলারের কথায় উপহাসের সুর বেজে ওঠে। 'তুমি কখনো জাহাজে চেপেছ, ফার্নাণ্ডো?'

'না। তেমন কোন ইচ্ছেও আমার নেই।'

'তাহলে তুমি গন্ধটা কোন দিনই পাবে না। কামান দাগার জন্যে জাহাজের ভেতর জায়গায় জায়গায় কিছু জানলার মতো গর্ত করা থাকে জানো কি? চলন্ত জাহাজ যখন ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যে পড়ে তখন ওই জানলাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়। সেই অবস্থায় ওইরকম একটা বদ্ধ জানলার গায়ে কেউ যদি নাক ঠেকিয়ে জ্ঞান হারায়, তাহলে ওইরকম একটা গন্ধের আভাস সে পেলেও পেতে পারে।'

'অর্থাৎ আমি গন্ধটা পাচ্ছি না যেহেতু জাহাজে চড়া আমার হবে না।'

'আমি কিন্তু বহুবার জাহাজে চড়েছি,' পিলার বলে। 'বিশেষ করে মেক্সিকো আর ভেনিজুয়েলাতে যাবার অভিজ্ঞতা আমার অনেকবার হয়েছে।'

'বেশ, তারপর?'

রবার্টোর দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসতে থাকে পিলার। 'এগুলো শিখে নিন, ইংরেজ সাহেব, অনেক কাজে দেবে।...জাহাজের ব্যাপারটা হলো প্রথম পর্যায়। এবার দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্যে আপনাকে যেতে হবে মাদ্রিদে পুয়েন্তে ড টলেডো পাহাড়ের নিচে এক কশাইখানার সামনে। খুব ভোর থাকতে সেখানে গিয়ে যদি রাস্তার ধারে দাঁড়ান তাহলে দেখতে পাবেন, এক অশীতিপর বৃদ্ধা সেই কষাইখানার

দিকে হেঁটে চলেছে। তার সারা মুখে বরবটির অঙ্কুরের মতো মাংস ঝুলছে, চোখ দুটো কোটরগত, গায়ে একটা শাল জড়ানো। আর ঠিক মরা মানুষের মতো গায়ের রঙ তার। কশাইখানার কাটা জন্তুর রক্ত চুষে খেতে ও রোজ সেখানে যায়। এবার ওই কাজটা করে ফেরার পথে ঝাপটে ধরে জোর করে ওর ঠোঁটে একটা চুমু খেতে হবে আপনাকে। তাহলেই আপনার শেখা হয়ে যাবে মৃত্যুর ঘ্রাণ নেবার দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ।'

'ওহ্, বরবটির অঙ্কুরের ব্যাপারটা শুনে আমার গা গুলোচ্ছে,' র‍্যাফেল বলে ওঠে।

'আরো শুনতে চান?' রবার্টোর কাছে জানতে চায় পিলার।

'নিশ্চয়ই, শেখার জিনিস হলে আরো শুনতে হবে বৈকি।'

'না না আর বোলো না,' র‍্যাফেল আবার বলে। 'আমি আর সহ্য করতে পারছি না।'

'তোর তাহলে গায়ে লাগছে বল্! ঠিক আছে, আমি ওটার সম্বন্ধে বিস্তারিত আর বলছি না। তবে মৃত্যুর ঘ্রাণের ব্যাপারে জানতে গেলে ইংরেজ সাহেবকে খুব ভোর বেলা ওখানে উপস্থিত থাকতেই হবে।'

'যেতে আমার আপত্তি নেই, তবে ওকে চুমু না খেয়েই আমি ঘ্রাণের ব্যাপারটা শিখে নেবো। বরবটির অঙ্কুরের কথাটা শুনে র‍্যাফেলের মতো আমিও ঘাবড়ে গেছি।'

'না না, চুমু আপনাকে খেতেই হবে। কারণ ও কাজটা করেই আপনি শহরে ঢুকে একটা বিশেষ ফুলের ঘ্রাণ গভীরভাবে নাকে টানবেন। এই দুটো গন্ধ মিলেমিশে আপনার নাকে কিরকম অনুভূতি জাগায় আপনার জানার প্রয়োজন আছে।'

'বেশ, তাও করলাম। কিন্তু ফুলটার নাম কি?'

'ক্রিসেনথাম।'

'তারপর বলে যাও।'

'এখানে একটা জিনিস গুরুত্বপূর্ণ। ওটা হওয়া চাই শরৎকালে সেই সঙ্গে কিছুটা বৃষ্টিও হওয়া দরকার। বৃষ্টি যদি নাও হয় কুয়াশা অবশ্যই দরকার। ফুলের গন্ধটা নিয়ে আপনি এরপর আবার হাঁটতে থাকবেন। হাঁটতে হাঁটতে ক্যালে দ্য স্যালুডের কাছে এসে দেখবেন রাস্তার ড্রেন পরিষ্কার করা হচ্ছে। ওখানেও ড্রেনের খানিকটা পচা গন্ধ আপনাকে নাকে টানতে হবে। তারপর আবার হেঁটে চলে যাবেন জার্ডিন বোটানিকোর বেশ্যাখানার সামনে। দেখবেন ওখানে রাস্তার পাশের পার্কের সামনে কিছু মেয়েছেলে ঘোরাঘুরি করছে। ওদের বিশেষ কিছু বলতে হবে না, সামান্যতম অনুরোধেই অতি অল্প পয়সার বিনিময়ে ওরা আপনাকে দেহ দিতে রাজী হয়ে যাবে। পার্কের ভেতরে বিশাল বিশাল গাছের ছায়ার মাঝে ওরা আপনাকে যে জায়গায় নিয়ে যাবে সেখানে দেখবেন মাটির ওপর অজস্র ফুল পড়ে রয়েছে। ওরই মাঝে শিশিরে ভেজা পরিত্যক্ত একটা শনচটের থলি বিছানো থাকে। ওটার ওপর শুয়েই আপনাকে স্ফূর্তি মিটিয়ে নিতে হবে। তারপর সব শেষে ওই থলিটাই মাথায়

গলাতে হবে আপনাকে।'

'অসম্ভব।'

'না, অসম্ভব নয়। ওটা মাথায় গলাবার পর যে ঘ্রাণটা আপনি পাবেন সেটাই হলো কারুর আসন্ন মৃত্যুর গন্ধ।'

'তার মানে তুমি বলতে চাও কাসখিন সেই গন্ধটা নিজেই টের পেয়েছিলো?'

'হ্যাঁ, ইংরেজ সাহেব।'

'তাহলে বোধহয় আমি তাকে গুলি করে খুব খারাপ কাজ করিনি।'

'ওহ্, দারুণ!' র‍্যাফেল বলে ওঠে। বাকিরা হাসতে শুরু করে। 'এতক্ষণে ওর মুখের ওপর একটা জবাব দিলেন,' প্রিমিটিভো বলে।

'কিন্তু, পিলার,' ফার্নাণ্ডো বলে, 'ডন রবার্টোর মতো শিক্ষিত একজন লোকের কাছে এই ধরনের একটা কাজ তুমি নিশ্চয়ই আশা করোনি?'

'না, তা করিনি।'

'কাজটা ওঁর পক্ষে খুবই বেমানান, তাই নয় কি?'

'তা ঠিক।'

'তাহলে এরকম কাজ ভবিষ্যতে উনি আরো করুন তুমি নিশ্চয়ই চাও না?'

'না।' বলেই পিলার হঠাৎ ক্ষেপে ওঠে। 'তুমি শুতে যাবে?'

'কিন্তু, পিলার—' ফার্নাণ্ডো তবু বলতে চায়।

'তুমি চুপ করবে? যে কথার মানে বোঝো না সে কথা কখনো বলবে না।'

'স্বীকার করছি কিছু না বুঝেই আমি কথাটা বলেছি।'

'তোমার স্বীকার করারও দরকার নেই বোঝারও প্রয়োজন নেই। বাইরে কি এখনো বরফ পড়ছে?'

রবার্টো গুহার মুখের কাছে গিয়ে কম্বল উঠিয়ে বাইরে উঁকি দিলো। আকাশ পরিষ্কার, তুষার পড়াও বন্ধ হয়েছে, তবু গাছের গুঁড়িগুলোর গায়ে লেগে রয়েছে ঘন বরফের সাদা আস্তরণ। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস খানিকটা বুকে টানতে গিয়ে রবার্টোর হঠাৎ এল সোরডোর কথা মনে পড়লো। আজ সে ঘোড়া চুরি করলে নিশ্চয়ই অসংখ্য খুরের ছাপ মাটিতে ফেলে আসবে, ভাবলো সে। কম্বলের পর্দা নামিয়ে ভেতরে মুখ ঢুকিয়ে সে বললো, 'দুর্যোগ কেটে গেছে। ঝড়ও নেই।'

ঝুড়ি

গাছের গুঁড়ির ওপর বিছানো ঘুমথলির মধ্যে টান টান করে শরীরকে ছড়িয়ে রবার্টো মারিয়ার জন্যে অপেক্ষা করছিলো। ততক্ষণে বাতাস থেমে গেছে, গাঢ় ঘন অন্ধকার নেমে এসেছে পাইন জঙ্গলের মাঝে। রবার্টোর মাথার নিচে ভাঁই করা পাতলুন আর কোট, জুতোজোড়া ঢোকানো আছে তার মাঝে। সব মিলিয়ে চমৎকার একটা মাথার বালিশের কাজ করছিলো ওটা। স্বয়ংক্রিয় পিস্তলটা সে যথারীতি ডান হাতের কব্জির সঙ্গে দড়ি বেঁধে রেখেছিলো। ওটা যতটা সম্ভব ভেতরে ঠেলে সে আরো একবার ঘুমথলির বাইরে মুখ বাড়ালো। ওখান থেকে গুহার পথটা পরিষ্কার দেখা যায়। রবার্টোর এবার মনে হলো ওখানে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। মারিয়া নয় তো? হতে পারে। কিন্তু পরক্ষণেই একটা হালকা শব্দের পর দেখা গেলো ছায়া-মূর্তি অদৃশ্য।

বৃথাই আমি ওর জন্যে অপেক্ষা করছি, ভাবলো রবার্টো, সবাই ঘুমিয়ে পড়ার আগে কিছুতেই আসতে পারে না ও। এদিকে রাতও অর্ধেক চলে গেছে। কিন্তু চেষ্টা করলে এর মধ্যে সামান্য কিছুক্ষণের জন্যে হলেও ও কি দেখা করে যেতে পারতো না? দোহাই তোমার মারিয়া, কয়েক মুহূর্তের জন্যে হলেও একবার অন্তত দেখা করে যাও।

গাছের ডাল থেকে জমাট বাঁধা তুষার ঝরে পড়ার মৃদু শব্দ হলো। বাতাসের বেগ ক্রমশ বেড়ে চলেছিলো একটু একটু করে। এমন দুর্যোগের মধ্যে আর কি আসবে ও? কে জানে! অথচ এই অবস্থায় সবাই ঘুমিয়ে পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার কোন প্রয়োজনীয়তাই ছিলো না ওর কাছে।

গুহার মুখের পর্দাটা সরে গেল আবার, একজন বাইরে এসে দাঁড়ালো। অন্ধকারে তাকে চেনা না গেলেও রবার্টো কিন্তু এবার নিশ্চিত ও মারিয়াই। হাতে কিছু একটা নাড়াচাড়া করছিলো ও, হাল্কা একটা শিস দিতেই দৌড়ে কাছে চলে এসে হাঁটু গেড়ে বসে রবার্টোর গালে চুমু খেয়ে একটা পুঁটলি এগিয়ে দিয়ে বললো, 'এটা তোমার বালিশের নিচে রেখে দাও। সময় বাঁচানোর জন্যে এটা সঙ্গেই নিয়ে এলাম।'

ওর পায়ের দিকে তাকালো রবার্টো। 'এই ঠাণ্ডায় বরফের মধ্যে খালি পায়ে চলে এলে?'

'হ্যাঁ। আর এই ভাখো যেটা পরে আমরা বিয়ে করবো সেটাই পরে চলে এসেছি।'

রবার্টো ওকে শক্ত করে জাপটে কাছে টেনে আনলো। ওর গালে গাল ঘষতে ঘষতে অস্ফুট স্বরে মারিয়া বললো, 'পাটা বাঁচিয়ে, ও দুটো ভীষণ ঠাণ্ডা হয়ে আছে।'

'ওটা ভেতরে ঢুকিয়ে গরম করে নাও।'

'না,' ও এমনিতেই গরম হয়ে উঠবে। আগে বলো তুমি, আমাকে ভালবাসো?'

'বাসি তো।'

'আবার বলো।'

'আমি তোমাকে ভালবাসি ভালবাসি ভালবাসি। বুঝলে আমার খরগোস সোনা!'

'বুঝলাম। বলো আমার বিয়ের জামাটা কেমন?'

'সেই পুরনোটাই তো?'

'হ্যাঁ, কাল রাত্তিরেও পরেছিলাম। এটা পরেই আমি বিয়ে করবো।'

'ভেতরে পা গলাও।'

'না, ওটা অসভ্যতা। তাছাড়া আমার তেমন ঠাণ্ডা লাগছেও না। বলো না গো আর একবার ওই কথাটা।'

'কোন্‌টা, আমি তোমাকে ভালবাসি?'

'হ্যাঁ। জানো, আমিও তোমাকে ভী-ষণ ভী-ষণ ভালবাসি। এখন থেকেই আমি তোমার বউ, বুঝলে?

'ওরা কি ঘুমিয়ে পড়েছে?'

'না। আমি নিজেই আর থাকতে না পেরে চলে এলাম। তাছাড় এখন আর ওদের ঘুমোনো না-ঘুমোনোতে কি আসে যায় বলো?'

'তা ঠিক।' মারিয়ার উষ্ণস্পর্শ রবার্টোর সমস্ত রোমকূপে শিহরণ জাগিয়ে তুলছিলো। 'এখন আর কোন কিছুতেই কিছু আসে যায় না।'

'অ্যাই, তোমার হাতটা আমার মাথার ওপরে রাখো তো, আমি তোমাকে একটা চুমু খাবো। ভালো হয়েছে?'

'দারুণ। এবার ভেতরে এসে তোমার বিয়ের জামাটা খুলে ফেলো।'

'তুমি বলছো?'

'হ্যাঁ, যদি অবশ্য তোমার ঠাণ্ডা না লাগে।'

'ঠাণ্ডা? এমন একটা আগুনের পাশে বসে বুঝি কারুর ঠাণ্ডা লাগে?'

'আমারও একই কথা। কিন্তু আগুন নিভে যাবার পর যদি তোমার ঠাণ্ডা লাগে?'

'লাগবে না। কারণ এরপর আমরা হয়ে উঠবো ঠিক জঙ্গলের পশুর মতো। ওদের মতো আমাদেরও আর ঠাণ্ডা লাগবে না। অ্যাই, আমার বুকের ধুকপুকুনি শুনতে পাচ্ছ?'

'পাচ্ছি। এবার ভেতরে ঢোকো তুমি।'

'হয়েছে এবার?' রবার্টোর কাঁধে ঠোঁট বোলাতে থাকে মারিয়া।

'মারিয়া?'

'বলো।'

'অ্যাই, মারিয়া?'

'বলো না।'

'আর ঠাণ্ডা লাগছে?'

'না। আমার মাথার ওপর দিয়ে জামাটা খুলে নাও।

'মারিয়া সোনা?'

'আর আমি কথা বলতে পারছি না।'
'মারিয়া, মারিয়া, মারিয়া, আমার সোনা মারিয়া—'
মুহূর্তের মধ্যে পরস্পরের মাঝে হারিয়ে গেলো ওরা।

একুশ

উষ্ণ এক ঝলক হাওয়া মুখে ঝাপটা মারতে রবার্টোর ঘুম ভেঙে গেলো। বাইরে তখন দিনের আলো ফুটে উঠেছে, গাছের মাথায় জমে থাকা চাপ চাপ তুষারের চাঙড়-গুলো ঝরতে শুরু করছে মাটির ওপর। ঘুমথলির বাইরে একঝলক মুখ বাড়িয়েই রবার্টো বুঝলো পাহাড়ের মাথায় ঝড় উঠেছে। সেই সঙ্গে বহুদূর থেকে ভেসে আসা ঘোড়ার খুরের একটা ধ্বনিও কানে এলো তার।

'মারিয়া,' কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে ওর ঘুম ভাঙালো রবার্টো। 'ভেতরে ভালো করে লুকিয়ে থাকো, একদম বাইরে বেরোবে না।'

একবার মুখ তুলে তাকিয়েই সঙ্গে সঙ্গে আরো নিচে ঢুকে গেলো ও। রবার্টো শোয়া অবস্থাতেই কোনরকমে জামার বোতাম আটকে নিলো। আর ঠিক এর পরেই গাছগাছালির ফাঁকে ঘোড়ায় বসা একজনকে আসতে দেখলো সে। সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকটা ওই দিকেই এগিয়ে আসছিলো। আর এক মুহূর্তও দেরি না করে রবার্টো পিস্তল বাগিয়ে ধরলো তার দিকে।

ক্রমে আরো কাছে এগিয়ে এলো লোকটা। ধূসর রঙের অতিকায় ঘোড়াটার পিঠে চাপা তরুণটির মাথায় কানাবিহীন খাকি টুপি, গায়ে কম্বলের পোশাক, পায়ে ভারি কালো বুট। ঘোড়াটার ডানদিকে জীনের সঙ্গে গোঁজা একটা ছোটখাটো স্বয়ংক্রিয় রাইফেল। রবার্টোর সঙ্গে চোখাচোখি হওয়ামাত্র ওটার দিকে হাত বাড়ালো সে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে তার জামার বাঁদিকের বুকে আঁকা অতিপরিচিত একটা টকটকে লাল প্রতীক চিহ্নের দিকে নজর পড়লো রবার্টোর।

আর একটুও দেরী না করে সে তার বুক তাক করে গুলি ছুঁড়লো।

বিরাট একটা লাফ দিয়ে উঠলো ঘোড়াটা। তরুণটি গড়িয়ে পড়লো তার পিঠের ওপর। সেই অবস্থাতেই ঘোড়াটা তাকে নিয়ে উল্টো দিকে ছুটতে শুরু করলো।

এদিকে গুলির শব্দ শুনে গুহার বাইরে অনেকে বেরিয়ে এসেছে। রবার্টো বালিশের নিচ থেকে নিজের প্যান্টলুন টেনে বের করে মারিয়াকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলো, 'তাড়াতাড়ি জামা পরে নাও।'

মাথার ওপর এরোপ্লেনের গর্জন শোনা গেলো। রবার্টো লক্ষ্য করলো গাছের ফাঁকে ঘোড়াটা তার মৃত সওয়ারীকে পিঠে নিয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়েছে। প্রিমিটিভোকে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলো সে, 'ওটাকে গিয়ে ধরো! ওপরে কে

পাহারা দিচ্ছিলো ?'

'র‍্যাফেল,' উত্তরটা এলো পিলারের কাছ থেকে।

'সৈন্য বেরিয়ে পড়েছে। তোমাদের বন্দুক-টন্দুক যা আছে বের করো।'

'অগাস্টিন,' বলে হাঁক দিয়েই পিলার ঢুকে পড়লো ভেতরে। পরক্ষণেই স্বয়ংক্রিয় রাইফেল আর গুলির বাক্স হাতে দুজন প্রায় ছুটতে ছুটতে বাইরে বেরিয়ে এলো।

'ওগুলো নিয়ে তোমরা ওপরে উঠে যাও,' অ্যানসেলমোকে লক্ষ্য করে রবার্টো বললো। 'বন্দুক সামনে উঠিয়ে রেখে চুপচাপ শুয়ে থাকবে। একদম নড়াচড়া কোরো না, বুঝেছো ?'

জঙ্গলের মাঝ দিয়ে দৌড়ে চলে গেলো ওরা তিনজন।

পাহাড়ের মাথায় তখনো সূর্যোদয় হয়নি। রবার্টো পাৎলুনের বোতাম লাগিয়ে, কোমরের বেল্ট শক্ত করে বেঁধে, ওর সঙ্গে লাগানো খাপে পিস্তলটা গুঁজে নিলো। সঙ্গে সঙ্গে আবার কি ভেবে ওটা বের করে গুলিও ভরে নিলো একটা। জিনিসটা যথাস্থানে আবার রেখে প্রিমিটিভোর দিকে তাকালো সে।

সে তখন ঘোড়াটার মৃত আরোহীকে মাটিতে ফেলে তার পকেটগুলো হাতড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ওকে লক্ষ্য করে রবার্টো চেঁচিয়ে ওঠে, 'ঘোড়াটা নিয়ে চলে এসো এখানে।'

নিচু হয়ে জুতোর ফিতে বাঁধতে গিয়ে রবার্টো দেখলো মারিয়া তখনো ঘুমথলির মধ্যে বসে পোশাক পরছে। ওর দিকে তাকাতে গিয়ে সহসা একটা কথা মনে পড়লো তার। অশ্বারোহীটি অবশ্যই ব্যাপারটার জন্যে মানসিক দিক দিয়ে প্রস্তুত ছিলো না, বিপদের আশঙ্কাও সে নিশ্চয়ই করেনি। সম্ভবত পাহাড়ের জঙ্গলের মাঝে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা টহলদারি সৈন্যদের মধ্যে সে একজন। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ডেরায় না ফিরলে তার খোঁজ পড়বেই। অবশ্য ইতিমধ্যে বরফ গলতে শুরু করলে তাদের পক্ষে ওর পদাঙ্ক অনুসরণ করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠবে। সব দিক চিন্তা করে রবার্টো পাবলোকে উদ্দেশ্য করে বললো, 'এক কাজ করো, তুমি বরং নিচে চলে যাও।'

ওরা ততক্ষণে সারি দিয়ে গুহার মুখে দাঁড়িয়ে পড়েছে। প্রত্যেকের হাতেই বন্দুক আর কোমরবন্ধনীতে আটকানো গ্রেনেড। পিলার একটা গ্রেনেডের থলি রবার্টোর দিকে বাড়িয়ে ধরতে সে তার থেকে তিনটে বেছে নিয়ে পকেটে পুরলো। এরপর গুহার ভেতরে ঢুকে নিজের সাবমেশিনগানটা নিয়ে আবার বাইরে বেরিয়ে পাবলোকে লক্ষ্য করে বললো, 'আমি ওপরে যাচ্ছি। অগাস্টিন কি বন্দুকটা চালাতে পারবে ?'

'পারবে,' অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর দিলো পাবলো। তার দৃষ্টি তখন প্রিমিটিভোর হাতে ধরা ঘোড়াটার দিকে। 'ওহ্, কী একখানা ঘোড়া দেখেছো !'

বিরাট ধূসর ঘোড়াটা তখনো থরথর করে কাঁপছে আর ঘামছে। রবার্টো তার পিঠে মৃদু চাপড় মারতে থাকে।

'আমি আমার অন্য ঘোড়াগুলোর সঙ্গে এটাকে রেখে দেবো,' পাবলো আবার প্রবল উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলে ওঠে।

'না,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয় রবার্টো। 'ও এখানে আসার সময় পায়ের ছাপ রেখে এসেছে। ওকে ওরা খুঁজতে চেষ্টা করবে।'

'তা ঠিক,' মাথা নাড়ে পাবলো। 'তার চেয়ে এক কাজ করি বরং। ওটাকে আমি কোথাও লুকিয়ে রেখে আসি। বরফ গললে আবার নিয়ে আসবো। সত্যি ইংরেজ সাহেব, আপনার বুদ্ধির জবাব নেই।'

'নিচে কাউকে পাঠাও। আমাদের ওপরে যেতে হবে।'

'কোন প্রয়োজন নেই,' পাবলো বলে ওঠে, 'নিচের থেকে কোন ঘোড়সওয়ারীর ওপরে আসা সম্ভব নয়, কিন্তু আমরা সোজা রাস্তা ছাড়াও আরো দুটো পথ ধরে নিচে পালিয়ে যেতে পারি। পিলার, আমাকে মালের বোতলটা একটু এনে দাও তো।'

'ওটা এনে দেবো কি তোমাকে আবার মাতাল বানানোর জন্যে? ওসব ন্যাকামি আপাতত ছেড়ে এগুলো বরং সঙ্গে রাখো।' এগিয়ে এসে পিলার তার পকেটে দুটো গ্রেনেড ভরে দিলো।

'আরে না না, অত ভাবছো কেন, এমন গুরুত্বপূর্ণ সময়ে কেউ কি মাতাল হয়? কিন্তু তবু বোতলটা আমাকে এনে দাও। স্রেফ জল খেয়ে পিপাসা মেটানো আমার দ্বারা হবে না।'

পিলারের হাত থেকে বোতলটা নিয়ে পাবলো তড়াক করে ঘোড়াটার পিঠে লাফিয়ে উঠলো। 'চলি তাহলে। এটাকে যত তাড়াতাড়ি সরিয়ে দিতে পারি ততই আমাদের পক্ষে মঙ্গল।' ঘোড়ার জিনের সঙ্গে গোঁজা স্বয়ংক্রিয় রাইফেলটা টেনে আনলো সে। 'দেখেছো, কত আধুনিক অস্ত্র ওরা ব্যবহার করছে!'

কথাটা উপেক্ষা করে রবার্টো সবার দিকে তাকালো। 'আন্দ্রে, তুমি ঘোড়াগুলোর কাছে চলে যাও। গুলির শব্দ পেলেই, তুমি ওগুলো নিয়ে এসে পিলারের কাছে জমা দিয়ে নিজের বন্দুক নিয়ে চলে আসবে। ফার্নাণ্ডো, তোমার ওপর ভার রইলো আমার বস্তাগুলো নিয়ে আসার। ওগুলো কিন্তু খুব সাবধানে নিয়ে আসবে। পিলার, ও বিষয়ে তুমিও লক্ষ্য রাখবে। আর ওরা যেন ঘোড়ায় চড়ে আসে সেটাও দেখা তোমার দায়িত্বের মধ্যে রইলো। চলো, এবার রওনা হওয়া যাক।'

'মারিয়া আমি এদিককার সব বন্দোবস্ত করে ফেলছি,' বলেই পাবলোকে দেখিয়ে রবার্টোকে লক্ষ্য করে পিলার বলে, 'দেখুন ওকে, বাবুর ঘোড়ায় চড়ে কী মেজাজে রয়েছেন।'

'আমারও একটা ঘোড়ার দরকার ছিলো।'

'না না, ঘোড়ায় ওঠা আপনার পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।'

রবার্টো মুচকি হাসে। 'বেশ তো, আমার জন্যে তাহলে একটা খচ্চরের বন্দোবস্ত করে দাও। থাকগে,' মাথা ঝাঁকিয়ে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা মৃত লোকটিকে দেখায় সে। 'ওর পকেটে কাগজ চিঠিপত্র যা যা আছে তুমি সব বের করে নিয়ে আমার থলিতে ভরে দেবে, কেমন? যা যা আছে সবকিছু, বুঝেছো তো?'

'ঠিক আছে।'

পাবলোকে সামনে রেখে ওরা দুজন এগিয়ে চললো। বরফের ওপর তাদের

পায়ের ছাপ যাতে নষ্ট হয়ে যায় সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখছিলো ওরা। সাব-মেশিনগানের মুখ মাটির দিকে রেখে অতি সন্তর্পণে এগোচ্ছিলো রবার্টো। এককালে বন্দুকটা তারই পূর্বসূরী কাশখিনের হেফাজতে ছিলো।

পাহাড়ের মাথায় সূর্যের মুখ দেখা গেলো। হাওয়া গরম হয়ে ওঠায় বরফ আস্তে আস্তে গলতে শুরু করেছিলো। দিনটা বসন্তের একটা চমৎকার সকাল।

একসময় রবার্টো ঘুরে দেখলো মারিয়া পিলারের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে তাকাতে দেখেই দৌড়ে আসতে শুরু করলো ও। প্রিমিটিভোকে সামনে এগিয়ে দিয়ে রবার্টো দাঁড়িয়ে পড়লো এক জায়গায়। হাঁফাতে হাঁফাতে মারিয়া হাজির হলো সেখানে। 'আমিও কি তোমাদের সঙ্গে যাবো?'

'না, তুমি পিলারকে সাহায্য করো।'

রবার্টোর বাহুতে হাত রেখে কাতর চোখে তাকালো ও। 'কেন গো, আমি গেলে ক্ষতি কি হবে?'

'না না, তোমাকে যেতে হবে না,' বলেই রবার্টো আবার রওনা হতে উদ্যোগী হলো।

মারিয়া তবু নাছোড়বান্দা। 'অ্যানসেলমোকে তুমি যেভাবে বোঝালে ওভাবে আমিও বন্দুকটা ধরতে পারি।'

'বলছি তো কিছু করতে হবে না তোমাকে,' এবার কিঞ্চিৎ বিরক্তির সুর ঝরে পড়লো রবার্টোর কথায়।

মারিয়া এগিয়ে এসে তার জামার পকেট খামচে ধরলো।

'ছিঃ, অমন করে না।'

'যেতেই যদি হয় তাহলে আমাকে একটা চুমু খেয়ে যাও।'

'মেয়েটা বড্ড বেহায়া দেখছি।'

'হ্যাঁ, তাই।'

'কিন্তু তুমি আর এগিয়ো না। ওখানে তোমারও অনেক কাজ পড়ে আছে। তাছাড়া ঘোড়ার ক্ষুরের এই দাগগুলো এখনই মেটাতে না পারলে আমরা পরে হয়তো ঝামেলায় পড়ে যাবো।'

'ওই লোকটার বুকে কি ঝোলানো ছিলো দেখেছো?'

'দেখেছি। কেন, কি হয়েছে তাতে?'

'ওটা একটা পবিত্র কবচ।'

'জানি। নেভারের সব লোকেরাই বুকে ওটা পরে।'

'তবু তুমি ওতে গুলি মারলে?'

'ওটায় তো মারিনি, আমি মেরেছি আরো নিচেতে। আচ্ছা, তুমি যাও এখন।'

'তুমি যা যা করেছো আমি সব নিজের চোখে দেখেছি।'

'কিস্যু ছাখোনি তুমি। তুমি শুধু ঘোড়ায় চড়ে একজন লোককে আসতে দেখেছো। যাকগে, তুমি এখন ফিরে যাও।'

'আগে বলো তুমি আমাকে ভালবাসো ?'

'না, এখন আমি ওকথা বলতে পারবো না।'

'তার মানে তুমি এখন আর আমাকে ভালবাসো না ?'

'ও মারিয়া, দোহাই তোমার, ফিরে যাও এখন। এখন এই অবস্থায় ভালবাসার কথা কি মনে আসে ?'

'আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে গিয়ে বন্দুকও ধরতে পারি, ভালবাসার কথাও বলতে পারি।'

'তুমি একটা আস্ত পাগল। যাও এখন।'

'মোটেই পাগল নই আমি। আমি তোমাকে ভালবাসি।'

'সেই জন্যেই তো বলছি, মারিয়া, ফিরে যাও তুমি।'

'বেশ, যাচ্ছি। তুমি আমাকে ভালবাসো বা না বাসো আমি তোমাকে ঠিকই ভালবেসে যাবো, বুঝেছো ?'

রবার্টো মুখে হাসির রেখা ফোটাতে চেষ্টা করলো। 'গুলির আওয়াজ কানে গেলেই ঘোড়া নিয়ে চলে আসবে কিন্তু। আমার মালগুলো আনতে পিলারকে সাহায্য করো, কেমন ? অবশ্য শেষ অব্দি হয়তো কিছুই হবে না।'

'যাচ্ছি আমি। দেখেছো, পাবলোর ঘোড়াটা কী সুন্দর ?'

'দেখেছি। এবার যাও তুমি, লক্ষীটি।'

'যাই।' হাত মুষ্টিবদ্ধ করে রবার্টোর উরুতে আলতো করে চাপড় মারলো মারিয়া।

রবার্টো লক্ষ্য করল ওর দু চোখ বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে। সহসা কি মনে হতে সে দু হাত দিয়ে জড়িয়ে ওকে কাছে টেনে এনে ঠোঁটে একটা গভীর চুমু এঁকে দিলো।

থরথর করে কেঁপে উঠলো মারিয়া। 'আর নয় গো, এবার তুমি এসো।'

হাঁটতে হাঁটতে ঘাড় ঘুরিয়ে রবার্টো দেখলো ও তখনো সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। চোখাচোখি হতেই হাত তুললো ও, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে মাথা নীচু করে আস্তে আস্তে হাঁটতে শুরু করলো।

রবার্টোর পাশাপাশি এসে ওকে লক্ষ্য করতে করতে প্রিমিটিভো বললো, 'চুল ছাঁটা না থাকলে মেয়েটা খারাপ ছিলো না।'

'তা ঠিক,' অন্যমনস্ক হয়ে রবার্টো জবাব দেয়।

'বিছানায় মেয়েটা কিরকম ?'

'কি বললে ?'

'বলছিলাম বিছানায় শুয়ে ওকে কিরকম লাগলো ?'

'মুখ সামলে কথা বলো।'

'আমি তো চটে যাবার মতো কোন কথা বলিনি। যেখানে—'

'বাদ দাও এখন ওসব কথা।' রবার্টো আত্মগোপনের জায়গার সন্ধানে এপাশ-ওপাশ তাকাতে থাকে।

প্রিমিটিভোর দিকে তাকালো রবার্টো। 'তাড়াতাড়ি কিছু পাইনের ডালপালা নিয়ে এসো তো।' তারপর অগাস্টিনকে লক্ষ্য করে বললো, 'বন্দুকটা আমি এখানে রাখতে চাইছি না।'

'কেন, অসুবিধেটা কিসের ?'

রবার্টো আঙুল তুলে দেখায়। 'আপাতত ওটা ওখানে রাখো। পরে আমি বলছি।...হ্যাঁ, ঠিক ওই জায়গায়।' সরু জায়গাটার দু পাশে উঁচু উঁচু পাথরগুলো লক্ষ্য করতে থাকে সে। 'নাঃ, ঠিক হলো না। আর একটু এগিয়ে রাখা দরকার।... হ্যাঁ, এই ঠিক হয়েছে। আপাতত এ অবস্থাতেই থাক। এবার পাথরগুলো একটু ওপাশে হটাও।...এখানে একটা দাও, ঠিক এই জায়গায়। নলটা যাতে ঘোরানো যায় তার জন্যে খানিকটা জায়গা দিতে হবে। এই পাথরটা মনে হয় আর একটু সরাতে হবে। অ্যানসেলমো, তুমি একবার ঘাঁটিতে চলে যাও তো! আমার একটা কুড়ুল দরকার। খুব তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো।'

অ্যানসেলমো রওনা হবার পর অগাস্টিনের দিকে তাকালো রবার্টো। 'বন্দুক রাখার ঘর তোমরা কখনো তৈরি করোনি বোধ হয় ?'

'আমরা বরাবর ওটা ওখানে রাখি।'

'কাসখিনও বলেনি ওটা এখানে রাখতে ?'

'না। আসলে তিনি চলে যাবার পর এই বন্দুকটা আমাদের হাতে আসে।'

'কিন্তু তোমাদের কি কেউ বুঝিয়ে দেয়নি, কি করে এটা ব্যবহার করতে হয় ?'

অগাস্টিন এপাশ ওপাশ মাথা নাড়ে। 'নাঃ।'

'আশ্চর্য ব্যাপার! তার মানে কোন রকম শিক্ষা ছাড়াই তোমরা জিনিসটা ব্যবহার করছো ?'

'একরকম তাই। অ্যানসেলমো একবার চারজন লোক সমেত দুটো বন্দুক নিয়ে এসেছিলো। একটা আমরা রেখেছি আর একটা এল সোরডো নিয়েছে।'

'বরাত তোমাদের ভালো বলতে হবে। যা শুনছি তাতে সীমানা পেরোনোর সময়েই ওগুলো তাদের হাতছাড়া হয়ে যেতে পারতো।'

'তাই যেত হয়তো, স্রেফ অ্যানসেলমোর বুদ্ধির জোরে বেঁচে গেছে।'

'তুমি এটা চালাতে জানো ?'

'হ্যাঁ, ব্যবহার করতে করতে শিখে গেছি। আমি ছাড়াও পাবলো, প্রিমিটিভো আর ফার্নাণ্ডোও একটু একটু চালাতে জানে। গুহার মধ্যে বসে প্রথম প্রথম আমরা এটার সবকিছু খুলেখালে দেখতাম। একবার ওই করতে গিয়ে এমন বিপদে পড়ি যে দুদিন ধরে জিনিসটা জোড় লাগানোই যায়নি। শেষে বহু হিমসিম খেয়ে ওটা জোড়া লাগাতে পেরেছিলাম। সেই থেকে খোলাখুলির চেষ্টা আর কেউ করেনি।'

'এখন চালানো যাবে তো?'

'নিশ্চয়ই। তবে র‍্যাফেল-ট্যাফেল বা অন্য কাউকে এতে হাত লাগাতে দেওয়া হয় না।'

'ভাখো, তোমরা এর আগে কত বাজে জায়গায় ওটা রাখতে। ওখানে তোমার দেহটাই ঢেকে রাখার ব্যবস্থা নেই। আক্রমণকারী পরিষ্কার দেখতে পাবে তোমাকে। এভাবে বন্দুক চালানোর কি মানে? ওটা এমন জায়গায় বসাতে হবে যেখান থেকে তুমি শত্রুপক্ষকে দেখতে পাবে অথচ ওরা তোমাকে দেখতে পাবে না। তাছাড়া নলটা এপাশ ওপাশ ঘোরানোর জায়গাও দরকার। এই যে, এখানে যেভাবে বসানো হয়েছে। দেখেছো, সব পাকা ব্যবস্থা।'

'বুঝেছি। আসলে আত্মরক্ষা করে আমরা কোনদিন লড়াই করিনি।'

'এগুলো সবই আমরা আস্তে আস্তে শিখে যাবো। কয়েকটা ব্যাপার লক্ষ্য করার ছিলো। আচ্ছা, জিপসীটার এখানেই থাকার কথা না?'

'বলতে পারলাম না।'

'আর কোথায় তার থাকা সম্ভব বলতে পারো?'

'জানি না।'

আশেপাশে তাকাতে গিয়ে রবার্টো দেখলো পাবলো ঘোড়াসুদ্ধ ক্রমশ জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে।

একগোছা পাইন গাছের ডালপালা নিয়ে প্রিমিটিভো হাজির হলো। রবার্টো তাড়াতাড়ি সেগুলো বরফের মধ্যে এমন করে গুঁজে দিলো যাতে বন্দুকটা দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়। সব শেষে জায়গাটা একবার প্রদক্ষিণ করে নিয়ে বললো, 'নাঃ, আরো কিছু গাছ আনতে হবে। অন্তত দুজন যাতে এর ভেতরে লুকিয়ে থাকতে পারে তার ব্যবস্থা হওয়া দরকার। তবে কুড়ুলটা না আসা পর্যন্ত আপাতত যা আছে থাক। প্লেনের আওয়াজ পেলেই তুমি কিন্তু যেখানেই থাকো না কেন সটান মাটিতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়বে। আমি এর ভেতরে বন্দুক নিয়ে আছি।'

পাইনের ডালপালা দিয়ে সাজানো জায়গাটার মধ্যে ঢুকে হাতে বন্দুক নিয়ে রবার্টো এরপর পরিস্থিতির পর্যালোচনা করতে শুরু করলো। মাথার ওপর সূর্যের মিষ্টি রোদ আর সেই সঙ্গে উষ্ণ হাওয়ার স্পর্শে মেজাজটা অনেকটা হাল্কা হয়ে উঠেছিলো তার। ঘোড়া নিয়ে সে তার চিন্তার সূত্রপাত ঘটালো। আমাদের হাতে আপাতত চারটে ঘোড়া অথচ লোক প্রচুর। দুজন স্ত্রীলোক, আমি, আনসেলমো, প্রিমিটিভো, ফার্নান্ডো, অগাস্টিন, আর এক ভাইয়ের নাম যেন কি? যাই হোক, মোট আটজন। না না, আরো আছে। র‍্যাফেল হলো ন নম্বর আর পাবলো দশ। ও হ্যাঁ, সেই দুই ভাইয়ের নাম হচ্ছে আঁদ্রে আর এলাডিও। অর্থাৎ মোট লোকসংখ্যার অর্ধেক ঘোড়াও নেই আমাদের সঙ্গে। তাহলে? আর এলাডিওই বা গেল কোন্ চুলোয়?

এরপর ভগবান জানেন চুরি করা ঘোড়াগুলোর ক্ষুরের চিহ্ন দেখতে পেলে এল

সোরডোর কি অবস্থা হবে। যদিও বরফ ইতিমধ্যেই গলতে শুরু করেছে তবু তার অবস্থা এখনো নিরাপদ বলা যায় না।

আচমকা র‍্যাফেলকে দেখে রবার্টোর চিন্তাধারায় ছেদ ঘটলো। কাঁধে বন্দুক ঝুলিয়ে দু হাতে দুটো বিরাট বিরাট খরগোসের ঠ্যাঙ ধরে হেলতে দুলতে তার দিকেই এগিয়ে আসছিলো সে। কাছে এসে একগাল হেসে বলে উঠলো, 'আরো, ইংরেজ সাহেব যে!'

রবার্টো তৎক্ষণাৎ মুখের ওপর আঙুল তুলে তাকে চুপ করতে নির্দেশ দিলো। থতমত খেয়ে র‍্যাফেল একবার চারপাশে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়লো পাইনের ডাল দিয়ে সাজানো ফোকরটার মাঝে। মৃত খরগোস দুটো অতি সতর্কতার সঙ্গে নামিয়ে রাখলো সে।

'এতক্ষণ ছিলে কোন্ চুলোয়?' রবার্টো চাপা গলায় প্রশ্ন করলো তাকে।

'এই দুটোর পেছনে দৌড়চ্ছিলাম। যত ছুটি কেবলই বরফের মাঝে লুকিয়ে পড়ে। শেষে দুটোকেই পেয়ে গেলাম।' একগাল হাসি ফোটে র‍্যাফেলের মুখে।

'আর তোমার পাহারার কাজ?'

'বেশিক্ষণ তো লাগেনি। কেন, কিছু হয়েছে নাকি?'

'একটা গোটা সৈন্যবাহিনী নেমে পড়েছে।'

'অ্যাঁ! বলেন কী! আপনি দেখেছেন তাদের?'

'ওদের একজন এখন আমাদের ঘাঁটিতেই আছে। বোধ হয় জলখাবারের ধান্দায় বেরিয়েছিলো সে।'

'আমারও যেন মনে হলো একটা গুলির শব্দ শুনলাম। যা শালা! এখান দিয়েই গেছি নাকি?'

'হ্যাঁ, তোমারই পাহারার জায়গা দিয়ে।'

'কী আর করবো বলুন, ভাগ্যটাই খারাপ আমার!'

'তুমি যদি জিপসী না হতে আমি এখানেই তোমায় গুলি মেরে শেষ করে দিতাম।'

'না না, ইংরেজ সাহেব, অমন কথা বলবেন না। আমার সত্যিই ভীষণ খারাপ লাগছে। শালার এই খরগোস দুটোই আমার কাল করলো। এমন অন্যমনস্ক ওরা করে দিচ্ছিলো যে বলবার নয়। দেখি মদ্দাটা থুপ থুপ করে আসছে। যেই ধরতে গেলাম অমনি দৌড়ে লুকিয়ে পড়লো। বেশ কয়েকবার এরকম ধোঁকা খেয়ে রোক চেপে গেলো আমার। শেষ অব্দি বরফের ওপর ওদের পায়ের ছাপ দেখতে দেখতে দুটোকেই একসঙ্গে পেয়ে গেলাম। ওহ্, কতখানি করে মাংস আছে দেখেছেন! দেখি এবার পিলার কিরকম রাঁধে। আমি সত্যিই দুঃখিত, ইংরেজ সাহেব। আচ্ছা, সেই লোকটাকে কি মেরে ফেলা হয়েছে?'

রবার্টো গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়ে। 'হ্যাঁ।'

'কে মারলো? আপনি?'

'হ্যাঁ।'

'সত্যিই জবাব নেই আপনার।'

আর গম্ভীর থাকা সম্ভব হলো না রবার্টোর পক্ষে। হেসে বললো, 'আচ্ছা অনেক হয়েছে। এবার দয়া করে খরগোস দুটো ডেরায় নিয়ে গিয়ে আমার জন্যে কিছু খাবার নিয়ে এসো তো!' লোমশ খরগোস দুটোর গায়ে একবার হাত বুলিয়ে নেয় সে। 'সত্যিই মাংস আছে।'

র‍্যাফেল উৎসাহিত হয়ে ওঠে, 'মাংস মানে? আমি জীবনে কখনো এরকম খরগোস মারিনি।'

'আচ্ছা তাড়াতাড়ি যাও এখন। আর হ্যাঁ, আসার সময় খাবারের সঙ্গে ওই মরা লোকটার পকেটের কাগজপত্রগুলোও নিয়ে আসবে। পিলারকে বলা আছে আমার, চাইলেই পাবে।'

'আপনি আমার ওপর রাগ করেননি তো, ইংরেজ সাহেব?'

'না, রাগ ঠিক করিনি, তবে জায়গামতো তোমাকে না পেয়ে বেশ বিরক্ত হয়েছিলাম। ভাবো তো একবার, ওরা আরো বেশি সংখ্যায় এসে যদি আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তো?'

'ঠিকই বলেছেন আপনি।'

'যাকগে, আর কক্ষণো কিন্তু এভাবে নিজের পাহারার জায়গা ছেড়ে সরে যেও না, বুঝতে পেরেছো? তোমাকে গুলি করার কথাটা কিন্তু আমি মোটেই হাল্কাভাবে বলিনি।'

'তা মানছি। তবে কি জানেন, এরকম অযাচিত ভাবে ভাগভাই দুটো খরগোস চোখের সামনে এসে পড়ার ঘটনাও হয়তো আমার জীবনে আর কখনো ঘটবে না।'

'আচ্ছা যাও এখন—চটপট।'

কোনরকমে খরগোস দুটো তুলে নিয়েই র‍্যাফেল উঠে পড়লো এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই উধাও হয়ে গেলো জঙ্গলের মাঝে সে চলে যাবার পর সামনের স্বল্পপরিসর খোলা জায়গা দিয়ে পাহাড়ের নিচের দিকে দৃষ্টি প্রসারণ করলো রবার্টো। দুটো কাক কয়েক চক্কর আকাশে উড়ে একটা পাইন গাছের মাথায় বসে পড়লো। কিছুক্ষণ পরে আরো একটা কাককে তাদের দলে যোগ দিতে দেখে রবার্টো ভাবলো: যাক, এরাই করবে আমার প্রহরীর কাজ। যতক্ষণ ওরা চুপচাপ বসে থাকবে ধরে নেওয়া যেতে পারে নিচে থেকে কেউ ওপরে উঠে আসছে না। কিন্তু পরক্ষণেই র‍্যাফেলের কথা মনে হলো তার। কোন সন্দেহ নেই যে সে একটি নিষ্কর্মা ব্যক্তি। রাজনৈতিক চেতনাবোধ তো দূরে থাক কোনরকম নিয়মশৃঙ্খলা মেনেও সে চলে না। আর এর চেয়েও বড় কথা কোনক্রমেই বিশ্বাস করা যায় না তাকে। কিন্তু তবু তাকে কাল আমার দরকার। ওকে আমি বিশেষ একটা কাজে ব্যবহার করতে চাই। যুদ্ধক্ষেত্রে একজন জিপসীর যোগদান অবশ্য অত্যন্ত বিসদৃশ, নীতিগত কারণে তাদের বাদ রাখাই সবচাইতে যুক্তিসঙ্গত, কারণ কি দৈহিক কি মানসিক দু দিক দিয়েই তারা অনুপযুক্ত। কিন্তু তবু এই যুদ্ধে তাদের বাদ দেওয়া যাচ্ছে না। শুধু ওরা নয়, কাউকেই বাদ

দেওয়া যায়নি এতে। এ যুদ্ধ সকলের, সর্বশ্রেণীর মানুষের। আবার চিন্তাধারায় ছেদ পড়লো রবার্টোর।

বেশ কিছু ডালপালা দিয়ে অগাস্টিন আর প্রিমিটিভো ওপরে উঠে আসতেই আবার নতুন করে রাইফেল রাখার দুর্গকে মজবুত করার কাজে মনোযোগ দিলো সে। অবশেষে স্বাভাবিক একটা জঙ্গলের রূপ নিলো জায়গাটা। এরপর পাহাড়ের উঁচুতে এমন দুটো স্থান সে দেখিয়ে দিলো যেখান থেকে শত্রুপক্ষের নজর এড়িয়ে গোটা অঞ্চলটা পাহারা দেওয়া ওদের পক্ষে সবচেয়ে সুবিধাজনক।

'কাউকে দেখলে গুলিফুলি চালাতে যেও না যেন। প্রথমে একটা ছোট্ট নুড়ি নিচের দিকে গড়িয়ে দেবে, যাতে আমরা তোমার দিকে নজর দিই। এরপর আমরা তাকালেই রাইফেলটা কাঁধের ওপর ঠিক এইভাবে তোলা নামা করবে।…এটা করবে ওদের সংখ্যা বোঝানোর জন্যে। তোমার রাইফেলের তোলা নামানোর সংখ্যা থেকেই আমরা বুঝবো ওরা কতজন এসেছে। ওরা যদি একেবারে নিচের দিকে থাকে তাহলে রাইফেলের নলটা মাটির দিকে রাখবে। এইভাবে আমার মেশিন-গানের শব্দ না শুনে কিন্তু কখনো গুলি ছুঁড়তে যাবে না। গুলি যদি চালাতেই হয় চালাবে ওদের হাঁটু লক্ষ্য করে, বুঝেছো?… আর আমি যদি দুবার শিস দিই তাহলে বুঝতে হবে তোমাদের লুকিয়ে পড়তে বলছি। সেক্ষেত্রে নিজেকে আড়াল করে সোজা আমার কাছে চলে আসবে।'

প্রিমিটিভো রাইফেল তুলে ধরলো। 'এইভাবে তো? ঠিক আছে, খুব সোজা।'

'প্রথমে ছোট একটা পাথর গড়িয়ে আমাদের সতর্ক করে তারপর এইভাবে রাইফেল তুলবে।'

'ঠিক আছে। যদি আমি গ্রেনেড ছুঁড়ি?'

'আমার মেশিনগান গর্জে না ওঠা পর্যন্ত কিছুই করা চলবে না। এমনও হতে পারে ওরা ওদের হারানো সাথীকে খুঁজতে চেষ্টা করবে। ওরা পাবলোর ঘোড়ার খুরের দাগও অনুসরণ করতে পারে। মোট কথা অনর্থক সংঘর্ষে আমরা যাবো না। ওটা যাতে এড়ানো যায় তার চেষ্টা আমাদের করতে হবে। এবার উঠে পড়ো ওপরে।'

'তথাস্তু।' বন্দুক কাঁধে নিয়ে প্রিমিটিভো পাহাড়ের মাথায় উঠতে শুরু করলো।

সে রওনা হবার পর অগাস্টিনের দিকে তাকালো রবার্টো। 'বন্দুকের বিষয়ে তোমার কি কি জানা আছে বলো তো আমায়।'

অগাস্টিন হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো। 'এইভাবে বন্দুক তুলবো, গুলি ভরবো, তারপরে তাক করে ছুঁড়বো—ব্যাস।'

'ঠিক আছে, তবে একটা কথা। ওরা পঞ্চাশ মিটারের মধ্যে না আসা পর্যন্ত তুমি গুলি ছুঁড়বে না। তার চেয়েও বড় কথা ওরা আমাদের ঘাঁটির দিকে এগোচ্ছে এ সম্বন্ধে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত কোনক্রমেই গুলি চালাবে না তুমি।'

'ঠিক আছে। ওই দূরত্ব তাহলে কোন্‌খানটা অব্দি?'

'ও-ই পাথরটা পর্যন্ত।' ওদের মধ্যে কোন অফিসার থাকলে প্রথমে তাকে গুলি করে তারপর অন্যদের দিকে মনোযোগ দেবে। খুব আস্তে আস্তে নলটা ঘোরাবে। বেশি নড়াচাড়ার দরকার নেই। ফার্নাণ্ডোকে আমি এটা চালানো শিখিয়ে দেবো। শক্ত করে জিনিসটা চেপে ধরে লক্ষ্য স্থির করবে, আর একবারে ছটার বেশি গুলি কখনই ছুঁড়বে না। প্রতিবার গুলি চালানোর সময় বন্দুকটা ওপর দিকে লাফিয়ে উঠতে পারে, সেইজন্যে একজনের পর একজনকে তাক করবে। ঘোড়ার ওপর কাউকে দেখলে তার পেট লক্ষ্য করে চালাবে, বুঝেছো?'

অগাস্টিন মাথা নাড়ে। 'হ্যাঁ।'

'বন্দুকটা যাতে না লাফায় তার জন্যে একজনকে তেপায়াটা শক্ত করে চেপে রাখতে হবে। ঠিক এইভাবে। গুলি সে-ই ভরে দেবে তোমাকে।'

'আর আপনি কোথায় থাকবেন?'

'আমি থাকবো তোমাদের বাঁয়ে, ওপরের দিকে। ওই ধারটা নজর রাখবো আমি। ওই পথে ওরা এলে মনে হচ্ছে সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। তবে খুব কাছে ওরা না আসা পর্যন্ত তোমরা কিন্তু গুলি চালাতে যেও না। অবশ্য ওরা ওদিক দিয়ে নাও আসতে পারে।'

'আপনার সেতু ওড়ানোর ব্যাপারটা না থাকলে আমরা এখানেই কিছু লোককে কচুকাটা করতে পারতাম।'

'তাতে কোন লাভই হবে না, কারণ ওই সেতুটা ওড়ানোর সঙ্গে যুদ্ধ জয় পরিকল্পনার একটা সম্পর্ক আছে। এর পরেও তোমরা যদি কোন ঝামেলা পাকাও সেটা বড়জোর একটা নজীর হয়ে থাকবে, তার বেশি কিছু নয়।'

"কিছুই হবে না একথা কেন বলছেন? একজন ফ্যাসিস্টের মৃত্যু কি তাদের মোট সংখ্যাকে কম করাবে না?

'তা মানছি, তবে এই সেতুটা ওড়াতে পারলেই আমরা কিন্তু সেগোভিয়া অব্দি পৌঁছে যাবো। এবং সেটা হচ্ছে একটা প্রদেশের রাজধানী। ও ব্যাপারটাও একবার চিন্তা করে দেখো। আমাদের প্রথম লক্ষ্য ওটাই।'

'আপনি কি সত্যি সত্যি বিশ্বাস করেন যে আমরা সেগোভিয়া দখল করতে পারবো?'

'নিশ্চয়ই। যদি অবশ্য সেতুটা ঠিক ঠিক মতো ওড়ানো যায়।'

'আমার কিন্তু ফ্যাসিস্টদের কচুকাটা করা আর সেতু ওড়ানো দুটোই একসঙ্গে করার ইচ্ছে।'

'তোমার তাহলে হিম্মত আছে বলতে হবে।

কথা বলতে বলতে রবার্টো মাঝেমাঝেই কাকগুলোর গতিবিধি লক্ষ্য করছিলো। হঠাৎ তার নজরে পড়লো ওদের মধ্যে একটা একদৃষ্টিতে কোন কিছুর দিকে তাকিয়ে আছে। তার পরেই কা কা করে ডাকতে ডাকতে উড়তে শুরু করলো সেটা। কিন্তু তবু অন্য দুটোর মধ্যে নড়াচড়ার কোন লক্ষণ দেখা গেলো না। পাহাড়ের মাথায় প্রিমিটিভোর দিকে তাকালো রবার্টো। নিচের দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকলেও

কোনরকম সঙ্কেত এলো না ওর তরফ থেকে। ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রবার্টো একবার স্বয়ংক্রিয় রাইফেলের ঘোড়টা পরীক্ষা করে নিলো। কাক দুটো তখনো গাছের ওপর বসে রয়েছে। অন্য কাকটাও কয়েক চক্কর ঘুরপাক খেয়ে বসে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে একরাশ তুষার ঝরে পড়লো গাছ থেকে।

'অনেক মানুষ কাটার একটা কাজ তোমার জন্যে আমি আগামীকাল রেখে দিয়েছি,' রবার্টো কাকগুলো লক্ষ্য করতে করতে বলে। 'করাত কলের চৌকিটা আমাদের ধ্বংস করা দরকার।'

'আমি এক্ষুণি রাজি', সউৎসাহে বলে ওঠে অগাস্টিন।

'এ ছাড়া রাস্তা মেরামতকারী লোকটার বাড়ির চৌকিটাও ওড়াতে হবে।'

'আগে কোন্‌টা চাই?'

'দুটো কাজই একসঙ্গে করতে হবে।'

'তাহলে যে কোনটার ভারই আমি নিতে পারি। পাবলো এখানে আমাদের সকলকে নিষ্কর্মা করে রেখেছে। যুদ্ধে যখন এসেছি আমি কিছু কাজ করতে চাই।'

কুড়ুল হাতে অ্যানসেলমো ফিরে এলো।

'আরো কিছু ডালপালা চাই নাকি আপনার? আমার তো মনে হচ্ছে আর না হলেও চলে যাবে।'

'না, ডালপালার আর দরকার নেই। তবে এখানে খান দুই ছোট ছোট গাছ পুঁতলে ভালো হতো। জায়গাটা আরো স্বাভাবিক জঙ্গলের মতো হয়ে উঠতো তাহলে।'

অ্যানসেলমো হাঁটতে শুরু করে। 'ঠিক আছে, আমি আনছি।'

'গাছ এমনভাবে কাটবে যাতে গোড়াটা ওপর থেকে বোঝা না যায়, বুঝেছো?'

'আচ্ছা।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই পেছনের জঙ্গলে কুড়ুল চালানোর শব্দ শুনতে পেলো রবার্টো। প্রিমিটিভোর দিকে একবার তাকিয়ে আবার নিচের দিকে দৃষ্টি ফেরালো সে। কাকটা তখনো বসে রয়েছে। তারপরই বহুদূর থেকে বিমানের একটা মৃদু গর্জন ভেসে এলো ওদের কানে।

অনেক উঁচু দিয়ে ওড়া বিমানটার গতিবিধি লক্ষ্য করতে করতে রবার্টো বললো, 'আজ এই নিয়ে দুবার প্লেন দেখলাম। এটা অবশ্য আমাদের দেখতে পাবে না।'

'সম্ভবত ওটা সেগোভিয়ার দিকে যাচ্ছে,' অগাস্টিন মন্তব্য করলো।

একটু পরে পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলো বিমানটা। আওয়াজটাও মিলিয়ে গেলো ক্রমশ।

রবার্টো লক্ষ্য করলো কাকটা আবার উঠে পড়েছে। এবার ওটা কোনরকম রব না করেই জঙ্গলের ভেতর উড়ে গেলো।

তেইশ

'তাড়াতাড়ি নেমে পড়ো তোমরা,' হিসহিস গলায় অগাস্টিনকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলো রবার্টো। পরক্ষণেই অ্যানসেলমোর দিকে নজর পড়ল তার। যেন বড়দিন পালন করতে চলেছে এই ভঙ্গিমায় সে বিরাট একটা গাছ কাঁধে নিয়ে পাইন জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসছিল। ইশারা পাওয়ামাত্র একটা পাথরের আড়ালে আত্ম-গোপন করলো সে। রবার্টো আবার সামনে তাকাতেই ছোট্ট একটা পাথর গড়িয়ে পড়লো ওপর থেকে। সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি ঘুরিয়ে প্রিমিটিভোকে নির্দেশমতো মোট চারবার রাইফেল ওঠানামা করতে দেখলো সে।

'ঘোড়ায় চড়ে আসছে ওরা,' অগাস্টিনকে ফিসফিস করে কথাটা বলতে গিয়ে রবার্টো দেখলো সে ইতিমধ্যেই ঘেমে উঠেছে। সামান্য হেসে পিঠে হাত দিয়ে তাকে উৎসাহিত করতে যাবে এমন সময় চারজন অশ্বারোহীকে সামনে দেখতে পেলো ওরা। রবার্টো অনুভব করলো অগাস্টিনের পিঠের মাংসপেশীগুলো যেন হঠাৎ সঙ্কুচিত হয়ে উঠেছে।

সামনে একজনকে রেখে তার পেছনে পাশাপাশি তিনজন চলছিলো ওরা। প্রথম জনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পাবলোর ঘোড়ার পায়ের চিহ্নের ওপর। বাকিরা অনবরত চোখ ঘুরিয়ে চারপাশে তীক্ষ্ণভাবে নজর রাখছিলো।

যাবার আগে এক জায়গায় বৃত্তাকারে পাক দিয়েছিলো পাবলো। প্রথমজন সেখানে দাঁড়াতেই বাকিরাও থেমে গেলো।

মাটির ওপর শুয়ে স্বয়ংক্রিয় রাইফেলের নলের পাশ দিয়ে রবার্টো ওদের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছিলো। সহসা সেই দিকেই ঘুরে দাঁড়ালো তাদের দলপতি। কিছু একটা লক্ষ্য করে হাত তুলে সে সঙ্গীদের কিছু দেখালো। পরক্ষণেই ওরা তিনজন রাইফেল বাগিয়ে ধরলো সেই দিকে।

পাশ থেকে খুক করে কেশে উঠলো অগাস্টিন। রবার্টো তার ঢোঁক গেলার শব্দও শুনলো। তারপরই আবার ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে পাবলোর গন্তব্যপথের দিকে রওনা হলো ওরা। দৃষ্টির আড়ালে ওরা চলে যেতেই একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো অগাস্টিনের বুক থেকে।

'উহ্, বাঁচা গেলো,' চাপা গলায় বলে উঠলো সে।

গাছ ফেলে অ্যানসেলমো যেখানে আত্মগোপন করেছিলো সেদিকে তাকাতে গিয়ে রবার্টো লক্ষ্য করলো হাতে দুটো কাপড়ের ব্যাগ আর কাঁধে রাইফেল নিয়ে র‍্যাফেল গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছে, কিন্তু ইঙ্গিত পাবামাত্র চকিতে একটা পাথরের আড়ালে সে লুকিয়ে পড়লো।

'চারটেকেই আমরা খতম করে দিতে পারতাম।' শান্ত গলায় কথাটা বললেও তখনো ঘামছিলো অগাস্টিন।

'তা পারতাম,' রবার্টো বলে। 'কিন্তু তার পরের অবস্থাটা? আরো কত জন আসতো ওরা বলা যায় কি?'

আবার একটা পাথর গড়িয়ে পড়ার শব্দ হলো। চকিতে একবার হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিয়ে রবার্টো আবার তাকালো প্রিমিটিভোর দিকে। এবার যে ক্ষিপ্রতায় সে রাইফেল ওঠানামা করছিলো তাতে কিছুতেই সংখ্যাটা গোনা সম্ভব হলো না তার পক্ষে। যাকগে, পাবলো অন্তত পঁয়তাল্লিশ মিনিট আগে রওনা হয়েছে, মনে মনে ভাবলো সে। আর তারপরই অসংখ্য ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ ভেসে এলো ওদের কানে।

'ঘাবড়ানোর কোন কারণ নেই,' অগাস্টিনকে উদ্দেশ্য করে চাপা গলায় বললো রবার্টো। 'ওরা আগের লোকগুলোকেই অনুসরণ করবে।'

দেখা গেলো তার অনুমান মিথ্যে হয়নি। দুটো সারিতে কুড়িজন অশ্বারোহী তাদের সঙ্গীদের পথই অনুসরণ করলো।

'দেখলে?'

'অনেক এসেছে দেখছি,' গম্ভীর হয়ে বলে অগাস্টিন।

'ওই চারটেকে মারলে এগুলোর মোকাবিলা করতে হতো আমাদের।' রবার্টো অনুভব করলো অনেকক্ষণ শুয়ে থাকায় তার বুকের কাছটা জলে ভিজে উঠেছে। সূর্যের ক্রমবর্ধমান তাপে আশেপাশে জমে থাকা বরফের স্তূপ ক্রমশ গলতে শুরু করেছিলো। তুষার ঝরে পড়ায় গাছপালাগুলোও পরিষ্কার হয়ে উঠছিলো ধীরেধীরে।

রবার্টো ওপরে তাকাতে প্রিমিটিভো হাতের সঙ্কেতে জানালো আপাতত আর কাউকে সে দেখতে পাচ্ছে না।

একটা পাথরের আড়াল থেকে অ্যানসেলমো আস্তে আস্তে মাথা তুলতে রবার্টো তাকে হাতছানি দিয়ে কাছে আসার ইঙ্গিত জানালো। অ্যানসেলমো তবুও ঝুঁকি না নিয়ে গুঁড়ি মেরে একটার পর একটা পাথরের আড়ালে দেহ লুকোতে লুকোতে অবশেষে সামনে এসে সটান বন্দুকটার পাশে শুয়ে পড়েই বললো, 'অনেক এসেছে দেখছি।'

'আর গাছ দরকার নেই। এখানকার জঙ্গলের শোভা আর না বাড়ালেও চলবে।'

অ্যানসেলমো আর অগাস্টিন দুজনের মুখেই হাসি ফুটলো রবার্টোর কথাটা শুনে।

'হাসার ব্যাপার নয় এটা। জায়গাটা ওরা খুব ভালো করে দেখে গেছে। এই অবস্থায় এখানে অনর্থক একটা গাছ লাগানো হয়তো আমাদের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াতে পারে। আর যাই হোক ওদের এত বোকা ভেবে নেবার কোন কারণ নেই। যাই হোক, ওদের কিরকম ধোঁকা দেওয়া হলো বলো?'

'দারুণ,' বলে অগাস্টিন অ্যানসেলমোর দিকে তাকায়। 'আমরা ইচ্ছে করলে ওদের চারটেকেই শেষ করে দিতে পারতাম, দেখেছো তুমি?'

মাথা নাড়ে অ্যানসেলমো। 'দেখলাম।'

রবার্টো তাকে বলে, 'তোমার একটা কাজ আছে। হয় তোমার সেই আগের জায়গায় আর নয়তো তোমার পছন্দমতো এমন একটা জায়গা বেছে নাও, যেখান

থেকে তুমি কালকের মতো রাস্তাটার ওপর গাড়িটাড়িগুলোর গতিবিধি লক্ষ্য করতে পারবে। এ কাজটা অবশ্য আগেই করা উচিত ছিলো, অনর্থক দেরি করে ফেললাম আমরা। আর অন্ধকার হবার আগে তুমি ও জায়গা ছেড়ে নড়বে না। এরপর তুমি ফিরে এলে আর একজনকে পাঠানো হবে।'

'কিন্তু যাবার সময় আমার পায়ের যে ছাপ পড়বে?'

'বরফ আর একটু গললেই নিচে নেমে তুমি রাস্তা ধরে যাবে। রাস্তাটা বরফ-গলা জলে কাদা হয়ে থাকবে, ভয়ের কিছু নেই। ট্রাক বেশি যাতায়াত করছে কিনা বা ট্যাঙ্কফ্যাঙ্ক গেলে তার কিছু চিহ্ন আছে কিনা ভালভাবে লক্ষ্য রাখবে। আপাতত এইটুকু ভারই তোমার ওপর রইলো।'

'আমি একটা কথা বলছি।'

'বলো।'

'বলছিলাম, আমি না গিয়ে অন্য কাউকে ও কাজে পাঠালে কেমন হতো? আমি তাহলে লা গ্রাঞ্জায় গিয়ে কি কি এখানে এসেছে তার পাকা খবরগুলো নিয়ে আসতে পারতাম। যদি বলেন রাত্রে আর একবার গিয়েও ওখান থেকে রিপোর্ট আনতে পারি।'

'অশ্বারোহী বাহিনীকে তুমি তাহলে পাত্তা দিতে চাও না?'

'বরফ গলে গেলে ওদের নিয়ে আমার কোন চিন্তা নেই।'

'লা গ্রাঞ্জায় তাহলে এ কাজে বিশ্বস্ত লোক আছে বলছো?'

'তা আছে বৈকি। তবে সে হবে একজন মেয়েছেলে। ওখানে বিশ্বস্ত বহু লোক আছে আমাদের, তার মধ্যে মেয়েরাই বেশি।'

'হ্যাঁ, আমিও কথাটা মানছি,' অগাস্টিন সায় দেয় অ্যানসেলমোকে। 'ওখানে ওদের অনেককে বিভিন্ন কাজে লাগানো হয়েছে। আচ্ছা, ও কাজে আমি যদি যাই?'

মাথা নাড়ে রবার্টো। 'না, গেলে ও-ই যাবে। তাছাড়া এই বন্দুকটা তুমি চালাতে জানো। আর দিনও এখনো শেষ হয়নি।'

'আমি তাহলে বরফ গললেই রওন হবো,' অ্যানসেলমো বলে। 'মনে হচ্ছে খুব তাড়াতাড়িই ওগুলো গলে যাবে।'

অগাস্টিনের দিকে তাকায় রবার্টো। 'তোমার কি মনে হয়, ওরা পাবলোকে ধরতে পারবে?'

'পাবলো অসম্ভব চালু লোক। শিকারী কুকুর লেলিয়ে দেওয়া ছাড়া চালাক হরিণ ধরা সম্ভব কি?'

'তা ধরা যায় মাঝে মাঝে।'

'কিন্তু পাবলোকে ধরা যাবে না। আমি মানছি ওর সে দিন আর নেই, কিন্তু এখনো এই পাহাড়ী এলাকায় ওদের মতো কয়েকটাকে ঘোল খাইয়ে দেবার ক্ষমতা সে রাখে।'

'তার মানে ওরা যা বলে সেটা ঠিক? এতখানি চালাক সে?'

'ওরা যা ভাবে তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি চালু লোক সে।'

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে অ্যানসেলমোর দিকে তাকালো রবার্টো। 'তুমি তাহলে দিনের আলোতেই লা গ্রাঞ্জায় যাওয়া সাব্যস্ত করলে?'

'অসুবিধেটা কোথায়? আমি তো আর সৈন্যবাহিনী সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি না।'

'তাছাড়া কোন পতাকাও থাকছে না তোমার হাতে আর ঘন্টাও বাঁধা থাকছে না গলায়,' অগাস্টিন ফোড়ন কাটে।

'তুমি তাহলে যাচ্ছো কিভাবে?'

'কেন, নিচে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে।'

'যদি ধরো ওরা তোমাকে পাকড়াও করে?'

'করলেই হলো? আমার কাছে কাগজপত্তর আছে না?'

'সে তো আছে আমাদের সকলের কাছেই। তবু যদি ধরা পড়ে যাও গোলমেলে কাগজগুলো ওদের হাতে যাবার আগেই কিন্তু গিলে খেয়ে নেবে।'

প্রবল ভাবে মাথা নেড়ে উঠে বুকপকেটে চাপড় মারে অ্যানসেলমো। 'ওটি আমার দ্বারা হচ্ছে না। আর কতবার বলতে হবে আমাকে যে কাগজটাগজ খেলা আমি পছন্দ করি না?'

'আমি কিন্তু ধরা পড়লে এ ব্যাপারেও ওদের টেক্কা দেবো স্থির করেছি,' রবার্টো বলে। 'আমি বাঁ পকেটে রেখেছি নিজেদের কাগজপত্র আর ডান পকেটে রেখেছি ওদের—মানে ফ্যাসিস্টদের কাগজপত্র। তোমরাও তাই করতে পারো। কিন্তু জায়গামতো সঠিক জিনিসগুলো যাতে বেরোয় তার জন্যে খুব সতর্ক থাকতে হবে।'

কথা বলতে বলতে সহসা একটা কথা মনে পড়তে রবার্টো ক্ষণিকের জন্যে অন্যমনস্ক হয়ে ওঠে। অশ্বারোহী বাহিনীর প্রথম দলটার দলপতির হঠাৎ থেমে পড়ে তাদের দিকে নির্দেশ করে সঙ্গীদের কিছু বলার ঘটনাটা আচমকা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয় তার কাছে।

'কিন্তু, ইংরেজ সাহেব,' অগাস্টিনের কথায় চিন্তার ছেদ পড়লো রবার্টোর—'আমরা শুনেছি আমাদের সরকার নাকি ক্রমাগত বাম থেকে দক্ষিণ দিকে ঝুঁকে পড়ছে। রিপাব্লিক বিপ্লবের সাথীদের এখন নাকি কমরেড বলে ডাকা হয় না, ওদের সম্বোধন করা হয় সিনর বা সিনোরা বলে। আপনারও সেই ভাবে কোন সময় পকেট বদল হয়ে যাবে না তো?'

মুচকি হাসলো রবার্টো। 'ভয় নেই, সে রকম পরিস্থিতিতে পড়লে আমার ওখানকার মাল সোজা প্যান্টের পেছনের পকেটে ঢুকে যাবে। তারপর জায়গাটা সেলাইও করে দেবো আমি।'

'তাহলে ঠিক আছে। আচ্ছা, আপনার কি মনে হচ্ছে যুদ্ধে আমরা জিতবো, না আন্দোলন এখানেই শেষ?'

'এ যুদ্ধে না জিতলে আন্দোলনেরও শেষ এটা ধরে নিতে পারো। শুধু তাই নয়, তখন তুমি আমি বা প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের কোনটাই আর থাকবে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ।'

অ্যানসেলমো তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে। 'এই জন্যেই তো আমি বলি যুদ্ধে আমাদের যে করে হোক জিততেই হবে।'

'হ্যাঁ,' সঙ্গে সঙ্গে সায় দেয় অগাস্টিন 'এরপর একমাত্র প্রজাতন্ত্রের ভাল সমর্থক ছাড়া যত অরাজক সৃষ্টিকারী আর কম্যুনিস্টদের গুলি মেরে শেষ করে দাও।'

'না, যুদ্ধে আমরা জিতলেও গুলিফুলি কাউকে করা চলবে না,' অ্যানসেলমো বলে। 'বরং ন্যায়নীতির ভিত্তিতে যাতে দেশশাসন চলে তার ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে। আজ যারা আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে এতদিন তারা ভ্রান্ত পথ অনুসরণ করেছে।'

'তা বললে কি করে হয়? বেশ কিছু লোককে গুলি করে না মারলে ওসব তো কিছুই করা যাবে না। হ্যাঁ, বেশ কিছু লোককে।' নিজের বাঁ হাতের তালুর ওপর ডান হাত দিয়ে প্রচণ্ড জোরে চাপড় মারে অগাস্টিন।

'আমি তোমার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। আমার মতে নেতাদেরও গুলি করে মারা চলবে না। বরং তাদের কার্যধারা বা মতবাদ যাতে বদল করা যায় তার চেষ্টা আমাদের করতে হবে।'

'ওদের নিয়ে আমি নিজে কি করবো মোটামুটি ঠিক করে রেখেছি।' কিছুটা বরফ মাটি থেকে তুলে নিয়ে অগাস্টিন মুখে পোরে।

'কিরকম?' রবার্টো কৌতূহলী স্বরে প্রশ্ন করে।

'ওদের শাস্তি দেবার দুখানা খুব ভালো পদ্ধতি আমি ভেবে রেখেছি।'

'একটু শোনা যাক।'

আরো কিছুটা বরফ মুখে পুরে অগাস্টিন চিবোতে থাকে। তারপর রাইফেল লুকোনোর জায়গাটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বরফগলা জলটা মুখে কুলকুচো করে দূরে ফেলে দেয়। 'বাহ্, কী চমৎকার জলখাবার খাওয়া হলো আজ! হারামজাদা জিপসীটা গেলো কোথায় বলুন তো?'

'ও জাহান্নামে যাক,' রবার্টো বলে। 'তুমি যা বলছিলে বলো। শাস্তি দেবার কি পদ্ধতি ভেবে রেখেছো তুমি?'

'একটা হচ্ছে, প্যারাশুট ছাড়া চলন্ত প্লেন থেকে লাফিয়ে নামতে হবে।' উত্তেজনায় চিকচিক করে ওঠে অগাস্টিনের চোখ দুটো। 'এটা হলো বাছাই করা লোকদের জন্যে। আর বাকিদের শাল-খুঁটির সঙ্গে পেরেক দিয়ে আটকে ওই অবস্থায় উল্টোদিকে ঠেলে ফেলে দেওয়া হবে।'

'অসৎ কথাবার্তা এসব,' অ্যানসেলমো বিরক্ত হয়ে ওঠে। 'এইরকম চিন্তাধারা নিয়ে কোনদিন প্রজাতন্ত্র কায়েম করা যায় না।'

রবার্টোও অনুভব করলো এবার প্রসঙ্গের ইতি টানা দরকার। অ্যানসেলমোকে উদ্দেশ্য করে সে বললো, 'একটু এগিয়ে গিয়ে ভাখো তো র‍্যাফেল খাবারদাবার আনছে কিনা। ওকে ওপরে আসতে দিও না। কোন বুদ্ধিশুদ্ধি নেই ওর মাথায়। ওগুলো তুমিই নিয়ে এসো। আর হ্যাঁ, ও যাই আনুক, ওকে আরো কিছু আনতে পাঠিয়ে দাও। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে আমার।'

চব্বিশ

র‍্যাফেলের আনা জলখাবার খেতে খেতে গল্প চলছিলো ওদের। একমুখ খাবার মুখে নিয়ে অগাস্টিন বলছিলো, 'এ জায়গা এমনই যে জোরে নিশ্বাস ফেললেও তার শব্দ জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ফ্যাসিস্টদের কানে পৌঁছে যাবে।'

'মদের থলিটা দেখি, মুখটা একটু কুলকুচো করে নিই।' স্যাণ্ডউইচ, চীজ আর পেঁয়াজভর্তি মুখ নিয়ে রবার্টোরও কথা বলতে অসুবিধে হচ্ছিলো। অগাস্টিনের কাছে চামড়ার থলিটা নিয়ে বেশ খানিকটা পানীয় মুখে ঢেলে নিলো সে।

'আর একটা স্যাণ্ডউইচ আপনি খাবেন না?'

'না। ধন্যবাদ। তুমি খেয়ে নাও ওটা।'

'আমি আর পারছি না। এত সকালে খাবার অভ্যেস আমার নেই।'

'সত্যি খাবে না?'

'নাঃ। আপনিই নিন এটা।'

স্যাণ্ডউইচটা কোলের ওপর রেখে পকেট থেকে একটা পেঁয়াজ বের করলো রবার্টো। তারপর ছুরি দিয়ে বড় বড় দুটো টুকরো কেটে স্যাণ্ডউইচের ওপর ছড়িয়ে পেঁয়াজের বাকি অংশটা আবার পকেটে ঢুকিয়ে রাখলো।

'সকালের জলখাবারের সঙ্গে আপনি কি সব সময়েই পেঁয়াজ খান?' অগাস্টিন প্রশ্ন করে।

'বেশি থাকলে খাই।' স্যাণ্ডউইচে কামড় দেয় রবার্টো।

'আপনাদের দেশে সকলেই কি এইভাবে পেঁয়াজ খায়?'

'না। এটাকে আমাদের দেশে অনেকেই পছন্দ করে না।'

'যাক, তবু ভালো, আমেরিকাকে আমি সব সময় সভ্য দেশ বলেই ভাবি।'

'তোমার পেঁয়াজ ভালো লাগে না কেন?'

'ভালো লাগে না শুধু ওর বিশ্রী ঝাঁঝের জন্যে, না হলে তো ওটা গোলাপের মতো সুন্দর।'

স্যাণ্ডউইচ চিবোতে চিবোতে রবার্টো হাসে 'গোলাপ হলো গোলাপ আর পেঁয়াজ হলো পেঁয়াজ।'

'ওই পেঁয়াজ কিন্তু আপনার মাথাটাকে নষ্ট করে দিচ্ছে। ওদিকে খেয়াল রাখবেন। মুখটা আর একবার ধুয়ে নিন মদ দিয়ে।' একটু থেমে কিছু ভেবে নেয় অগাস্টিন। 'ইংরেজ সাহেব, আপনিও একজন অদ্ভুত লোক। আপনার আগে যে এখানে এসেছিলো তার সঙ্গে আপনার অনেক তফাত।'

'হ্যাঁ, একটা তফাত অবশ্য আছে।'

'কিরকম? বলুন তো একটু।'

'তফাতটা হচ্ছে, আমি জীবিত কিন্তু সে এখন মৃত। তাকে অবশ্য প্রচুর কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিলো।'

'কেন, আপনাকে কি কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছে না?'

'না। তেমন কষ্ট আমি কোন দিনও ভোগ করিনি।'

'আমার ক্ষেত্রেও তাই। কিছু কিছু লোক আছে যাদের জীবনে বিশেষ কষ্ট ভোগ করতে হয় না। আমিও তাদের দলে।'

'বিয়ে করেছো তুমি?'

এপাশ ওপাশ মাথা নাড়ে অগাস্টিন। 'নাঃ।'

'আমিও করিনি।'

'কিন্তু আপনার এখন মারিয়া আছে।'

'তা ঠিক।'

'এ ব্যাপারটাও বড় অদ্ভুত। আপনি আসার আগে পর্যন্ত পিলার ওকে ঠিক কনভেন্টে পড়া বাচ্চাদের মতো আগলে আগলে রাখতো। আপনি হয়তো ধারণাও করতে পারবেন না যে সে সময় কত অসম্ভব ছিলো ওর নাগাল পাওয়া। কিন্তু তারপরেই হঠাৎ বদলে গেলো ব্যাপারটা। যেন একটা তোফার মতো আপনার হাতে তুলে দেওয়া হলো ওকে। এ সম্বন্ধে আপনার কি মত?'

'ওর সম্বন্ধে আমার মনের ভেতরে যে ছাপ আছে সেটা হয়তো কিছুতেই তুলে ফেলা সম্ভব নয় আমার পক্ষে।'

'সেটাও বুঝতে পারছি।'

'আপনাকে আমি যা যা বলছি তার মধ্যে কিন্তু এতটুকুও অতিরঞ্জিত নেই।'

'আমি বিশ্বাস করছি। আরো বলো, শুনবো আমি।'

'আমি কোনদিন ওকে স্পর্শ পযন্ত করিনি, অথচ ও আমার মনের এতখানি গভীরে জায়গা করে নিয়েছে। ইংরেজ সাহেব, আপনি কিন্তু ওকে ভুল বুঝবেন না। ও যদিও আপনার শয্যাসঙ্গিনী হয়েছে কিন্তু তার মানে এই নয় যে ও একটা বেশ্যা।'

'আমি ওর দায়িত্ব নিয়েছি, অগাস্টিন।

'আমি আপনার কথা সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করেছি। কিন্তু আরো ব্যাপার আছে। বিপ্লব শেষ হয়ে যাবার পর এই ধরনের মেয়েরা কি করবে কারুর পক্ষেই হয়তো বলা সম্ভব নয়। তবে প্রচুর কষ্টভোগ করেছে মেয়েটা। ঠিক আপনার আমার মতো অবস্থা ওর নয়।'

'আমি ওকে বিয়ে করছি।'

'না না, সেকথা আমি বলিনি। বিপ্লব যতদিন চলবে ততদিন ওটা বরং না করাই ভালো। কিন্তু—' মাথা নাড়তে থাকে অগাস্টিন, 'পরে ওটা করে নিলেই ভালো হয়।'

'বলছি তো ওকে বিয়ে করবো আমি।' ঢোঁক গিলে রবার্টো বলে, 'আমিও ওকে প্রচণ্ড ভালোবাসি।'

'আপনার এ সংকল্প যেন ভবিষ্যতেও বজায় থাকে।'

'থাকবে—নিশ্চয়ই থাকবে।'

'হয়তো এটা আমার অনধিকার চর্চা হয়ে যাচ্ছে। তবু একটা প্রশ্ন আপনাকে না করে থাকতে পারছি না। আপনার সঙ্গে কি এ দেশের প্রচুর মেয়ের চেনাপরিচয় হয়েছে?'

'প্রচুর নয়, তবে অল্প কয়েকজনের সঙ্গে হয়েছে।'

'আর বেশ্যা?'

'তাও বেশ কয়েকজনকে জানি।'

'ওদের সঙ্গে শুয়েছেন?'

'না।'

'তাহলে দেখছেন? আমার বক্তব্য হলো মারিয়া আপনার শয্যাসঙ্গিনী হলেও ও ব্যাপারটাকে সে হাল্কাভাবে নেয়নি।'

'সে আমিও নিইনি।'

'জানি। তা যদি করতেন আর সেটা যদি আমি বুঝতে পারতাম, তাহলে গতকাল রাত্রে ও আপনার বিছানায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই গুলি খেয়ে মরতে হতো আপনাকে। এইসব ব্যাপারে আমরা সাধারণত এখানে খুনখারাপি করতেও দ্বিধা করি না।'

'তাহলো শোনো। আসলে আমাদের মধ্যে সামাজিক ব্যাপারটা আটকে রয়েছে স্রেফ সময়ের জন্যে। ফুরসত একেবারেই নেই আমাদের। কাল আমাদের যুদ্ধ করতেই হবে। আমার কাছে ওটা কিছুই নয় কিন্তু মারিয়ার কাছে এর মূল্য প্রচুর। কারণ এই যুদ্ধের ফলাফলের ওপর ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে ওর।'

'আচ্ছা, আমি যদি এ ব্যাপারে আপনাদের কিছু সাহায্য করি?'

'না, অগাস্টিন, তার প্রয়োজন নেই। আমাদের আপাতত কোন অসুবিধে হচ্ছে না।'

'বিশ্বাস করুন, আমার ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছে আপনাদের জন্যে কিছু করার। আপনার ওপর অগাধ আস্থা জন্মেছে আমার। আপনার হুকুমে কোন ভুল থাকলেও আমি তা তামিল করতে রাজী।'

'তোমার ওপরও আমার সেই আস্থা জন্মেছে। অশ্বারোহী বাহিনী আসার পর তুমি যেভাবে আমার আদেশ পালন করেছো তাতে প্রশংসা না করে পারা যায় না।'

'ও কিছু নয়। আসলে আমাদের সকলের উদ্দেশ্য তো একটাই। সেটা হচ্ছে, যুদ্ধে জেতা। ওটা না হলে আমাদের এ যাবৎ যাবতীয় প্রচেষ্টাই অসার হয়ে দাঁড়ায়, তাই না? কাল আবার আমরা একটা বিরাট কাজ করতে চলেছি। এমন কাজ সেটা যাতে সংঘর্ষ অনিবার্য। এখন বলুন, নিজেদের মধ্যে শৃঙ্খলা না থাকলে কি আমরা তাতে জয়লাভ করতে পারব? আমার ব্যক্তিগত অভিমত হলো, পরস্পরের প্রতি আস্থা এবং বিশ্বাস না থাকলে কখনো শৃঙ্খলা আনতে পারে না।' মাটিতে থুতু ফেললো অগাস্টিন। 'আমি অবশ্য মারিয়ার ব্যাপারটা এর সঙ্গে জড়াচ্ছি না। ওটা সম্পূর্ণ আলাদা প্রসঙ্গ। ইচ্ছে করলে এটা যুদ্ধক্ষেত্র ভুলে

গিয়েও আপনি অনায়াসে ওর সঙ্গে সাধারণভাবে মেলামেশা করতে পারেন। যাই হোক, আমি কথা দিচ্ছি আগামীকালের অপারেশনে আমি আপনার আদেশ অন্ধের মতো অনুসরণ করবো। এর জন্যে যদি মরতে হয় তাতেও কুছ পরোয়া নেই আমার।'

'তোমার মতো আমারও একই মনোভাব। তবু তোমার মুখ দিয়ে কথাগুলো শুনতে ভালো লাগছে।'

'আরো আছে। ওই যে লোকটাকে ওপরে দেখছেন,' প্রিমিটিভোর দিকে আঙুল তুলে দেখায় অগাস্টিন, 'ওর ওপর আপনি বিরাট আস্থা রাখতে পারেন। আর পিলার? আমার মনে হয় ওর সম্বন্ধে সবটুকু আপনি এখনো আন্দাজ করতে পারেননি। তাছাড়া অ্যানসেলমো আর আঁদ্রেও ভীষণ বিশ্বাসী। এলাডিও এমনিতে ভীষণ চুপচাপ, কিন্তু অসম্ভব কর্মঠ লোক। ফার্নাণ্ডোকে আপনার কিরকম লেগেছে জানি না, তবে জেনে রাখুন ও হলো পারদের চেয়েও ভারী একটা চরিত্র। হাসতে হাসতে জান লড়িয়ে দিতে পারে সে। আপনি যথাসময়ে সবই টের পাবেন।'

'আমরা তাহলে সত্যিই ভাগ্যবান বলো?'

'না। আমাদের মধ্যে দুর্বল চরিত্রের লোকও আছে। যেমন পাবলো আর ওই জিপসীটা। তবে হ্যাঁ, স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে সোরডোর বাহিনীতে আমাদের থেকে অনেক বেশি কর্মঠ লোক আছে।'

'তাহলে সবই তো ভালো। এখন ভালোয় ভালোয় কালকের ব্যাপারটা মিটলে হয়।'

'কেন, আনপার কি ধারণা খারাপ কিছু হবে?'

'হতে তো পারে।'

'কিন্তু ইংরেজ সাহেব, আপনাকে কিন্তু এখন ভীষণ উৎফুল্ল লাগছে।'

'তা অস্বীকার করছি না।'

'আমারও খুব ভাল লাগছে, এমন কি মারিয়ার ব্যাপারটার পরেও।'

'কেন বলো তো?'

'কি জানি বলতে পারবো না।'

'আমিও পারবো না। আসলে আজ দিনটা খুব ভালো। হয়তো সেই কারণেই সব ভালো লাগছে।'

'ভালো কি এখন থেকেই বলে দেওয়া যায়? হয়তো আজই কোন ঝামেলা বেধে গেলো।'

'ওটা যে আমিও ভাবিনি তা নয়। তবে কি জানো, আমার মতে আজ যে কোন মূল্যে যাবতীয় ঝামেলা আমাদের ঠেকিয়ে রাখা উচিত। কালকের কাজটার পক্ষে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'

কথা বলতে বলতে হঠাৎ একটা শব্দ কানে আসতে রবার্টো কান খাড়া করলো। পরক্ষণেই বুঝলো ওটা তার মনের ভুল। শব্দটা হয়তো হঠাৎ আসা একটা ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপটা। ব্যাপারটা সম্বন্ধে আরো নিশ্চিত হতে ওপরে প্রিমিটিভোর দিকে

তাকাল সে। কিন্তু শব্দটা ততক্ষণে মিলিয়ে গেছে। তবু তার হালকা একটা রেশ রবার্টোর কানে বাজতে লাগলো।

অগাস্টিন তখন বলে চলেছে, 'মারিয়াকে না পেলাম তাতে আমার কোন ক্ষতি নেই। ওর অভাবটা আমি বেশ্যাদের দিয়েই মিটিয়ে নেবো।'

'চুপ করো।'

সহসা ধমকটা খেয়ে অগাস্টিন থতমত খেয়ে বলে ওঠে, 'কি ব্যাপার ?'

ঠোঁটে আঙুল চেপে রবার্টো তাকে চুপ করতে বলে আবার কান খাড়া করে শুনতে থাকে। আবার শোনা গেল সেই শব্দ। বহু দূর থেকে ভেসে আসা ক্ষীণ শব্দটার রেশ অতি ক্ষণস্থায়ী হলেও এবার আর কোনো সন্দেহ রইলো না রবার্টোর। এবার ওটা সে পরিষ্কারভাবে চিনেও ফেলেছে। কোনো স্বয়ংক্রিয় রাইফেলের গুলির শব্দ ওটা। যেন মনে হচ্ছিলো অনেক অনেক দূরে কোথাও আতসবাজির মহড়া চলেছে। প্রিমিটিভোর দিকে তাকাতে রবার্টো বুঝল শব্দটা তারও কানে গেছে।

চোখাচোখি হতেই দূরে পাহাড়ের দিকে আঙুল নির্দেশ করলো সে।

'এল সোরডোর ওখানে লড়াই চলছে,' ধীরে ধীরে বললো রবার্টো।

'তাহলে চলুন লোকজন নিয়ে আমরা ওকে সাহায্য করতে যাই। তাড়াতাড়ি করুন।'

শান্ত দৃষ্টিতে অগাস্টিনের দিকে তাকিয়ে রবার্টো বললো, 'না, আমরা এ জায়গা ছেড়ে নড়বো না।'

পঁচিশ

আবার প্রিমিটিভোর দিকে তাকাতে গিয়ে রবার্টো দেখলো তখনো সে রাইফেল তুলে আর মাঝে মাঝে কানে আঙুল দেখিয়ে শব্দের উৎসস্থলটা বোঝাতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অগাস্টিনকে লক্ষ্য করে সে বললো, 'এ জায়গা ছেড়ে তুমি কোথাও নড়বে না। আর ওরা যতক্ষণ না ওই ঝোপটার কাছাকাছি পৌছচ্ছে কিছুতেই গুলি চালাবে না। ঠিক ওখানটা—বুঝতে পেরেছো ?'

'হ্যাঁ, কিন্তু—'

'এখন কোন কিন্তু-ফিন্তু নয়। পরে আমি সব বুঝিয়ে দেবো। আমি প্রিমিটিভোর কাছে যাচ্ছি।' এরপর অ্যানসেলমোকে লক্ষ্য করে রবার্টো বললো, 'তুমিও অগাস্টিনের সঙ্গেই থাকো। মনে রেখো, ওরা ঢুকে পড়বেই আমাদের ঘাঁটিতে, এ সম্বন্ধে পুরোপুরি নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত যেন কিছুতেই গুলি না চলে। যদি বোঝো যে ওরা শুধু জায়গাটা দেখতে এসেছে, তাহলে আগের মতো কিছু না করেই ছেড়ে

দেবে। আর যদি একান্তই অগাস্টিনকে গুলি চালাতে হয়, তাহলে তুমি বন্দুকের পায়াটা শক্ত করে চেপে ধরে থাকবে। তাছাড়া বন্দুকে গুলি সময়মতো যোগান দেবার দায়িত্বও তোমার।'

'তা না হয় হলো, কিন্তু লা গ্রাঞ্জায় যাবার কি হবে?'

'পরে হবে।' বলেই রওনা হলো রবার্টো।'

বিরাট বিরাট দুটো শিলাখণ্ডের আড়ালে আত্মগোপন করে দাঁড়ালো ওরা। গলা নামিয়ে প্রিমিটিভো বললো, 'ওরা সোরডোর ঘাঁটি আক্রমণ করেছে, এখন কি করবো আমরা?'

'কিছু না,' উত্তর দিলো রবার্টো। ওখান থেকে গুলির শব্দ আরো স্পষ্টভাবে শোনা যাচ্ছিলো। তাছাড়া বহু দূরে উপত্যকার ধার ঘেঁষে পাহাড়ের ঢালু গায়ের ওপর দিয়ে দু সারি অশ্বারোহী বাহিনীকেও এগোতে দেখলো সে।

'আমাদের উচিত ওদের সাহায্য করা।'

ঘাড় নাড়ে রবার্টো। 'অসম্ভব। আমি আজ সকাল থেকেই এই জিনিসটার প্রত্যাশা করছিলাম।'

'কেন?'

'ওরা গতকাল রাত্তিরে ঘোড়া চুরি করতে গিয়েছিলো। সম্ভবত তুষারের ওপর ঘোড়ার খুরের ছাপ অনুসরণ করে ওরা ওদের সন্ধান পেয়ে গেছে।'

'কিন্তু ওদের এই অবস্থা দেখেও আমাদের চুপচাপ হাত গুটিয়ে বসে থাকা কি যুক্তিসঙ্গত? হাজার হোক ওরা আমাদের সাথী তো?'

প্রিমিটিভোর কাঁধে হাত রাখলো রবার্টো। 'আমাদের এখন কিছু করণীয় নেই। যদি কিছু করার থাকে আমিই তা করবো।'

'ওপর দিয়ে ওখানে যাবার একটা রাস্তা ছিলো। দুটো বন্দুক আর ঘোড়া নিয়ে আমরা অনায়াসে চলে যেতে পারি।'

'ওই শোনো—'

সহসা গুলির শব্দ ছাপিয়ে কয়েকটা হাতবোমার আওয়াজ ভেসে এলো।

'মনে হচ্ছে খতম। বরফ গলতে শুরু করায় হঠাৎ পায়ের ছাপ হারিয়ে ফেলে ওরা সঠিক জায়গা অব্দি আর পৌছতে পারলো না।'

'ওই শুনুন—আরো। মনে হচ্ছে একবারসে সব সাবাড়।'

'ওরা যদি ঘেরাও হয়ে থাকে তাহলে তাই অবস্থাই হবে। তবু কিছু পালিয়ে যেতে পারে।'

'এই অবস্থায় আমরা চারজন ঘোড়া নিয়ে ধাওয়া করলে বাকিগুলোকেও শেষ করে দিতে পারি।'

'আর তারপর?'

'আমরা কাজটা করেই সোরডোর ওখানে চলে যাবো।'

'ওখানে যাবো কি মরার জন্যে? সূর্যের এখনো কি তেজ লক্ষ্য করেছো? এত

আলোর মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে পৌঁছনো কি সম্ভব? না না, ওখানে যাওয়া চলবে না। যুদ্ধে এরকম ঘটেই, তার জন্যে মনকে শক্ত রাখা দরকার।'

'তাহলে কি সত্যি সত্যিই আমরা কিছু করছি না? অন্তত দুটো হাল্কা মেশিন-গান নিয়েও কি আমার সঙ্গে কাউকে পাঠানো যায় না?'

'আমি বলছি, প্রিমিটিভো, তাতে কোনো লাভ হবে না। একটু শান্ত হও তুমি, ওদের সঙ্গে লড়াই করার সুযোগ প্রচুর পাবে। ওই ছাখো কে আসছে।'

পাথর টপকে টপকে পিলারকে তাদের দিকে আসতে দেখে রবার্টো এগিয়ে গেলো তাকে সাহায্য করতে।

'আরে কি খবর তোমার?' শেষ ধাপটা রবার্টো ওকে টেনে তুললো।

'এই নিন আপনার দুরবীন। তাহলে ওরা সোরডোর কাছে পৌঁছে গেছে?'

'হ্যাঁ, তাই তো মনে হচ্ছে।'

'বেচারা সোরডো!' এতটা পথ আসার পর পিলার তখনো হাঁফাচ্ছিলো। 'লড়াই কেমন হলো মনে হয়?'

'তা ভালোই হয়েছে।'

'সোরডোদেরই জিত হলো তো?'

'মনে তো হয়।'

ঘোড়া চুরি করার জন্যেই বোধহয় যত অনর্থ?'

'আমার তো তাই ধারণা।'

'আচ্ছা, র‍্যাফেল হারামজাদা তো আমায় গিয়ে ঘোড়া-সেনাদের এক ইয়া বড় কাহিনী শোনালো। আসলে কতজন এসেছিলো ওরা?'

'প্রথমে আসে একটা ছোট টহলদারী বাহিনী। তারপর ওদেরই আর একটা বড় দল।'

'কদ্দূর পর্যন্ত এসেছিলো ওরা?'

রবার্টো জায়গাটা নির্দেশ করে রাইফেল লুকোনোর স্থানটাও দেখিয়ে দিলো। যে জায়গায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিলো ওরা সেখান থেকে অগাস্টিনের বুটজোড়া ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছিলো না।

'অথচ দেখুন হারামজাদাটা আমাকে বললো ওদের সর্দার নাকি এত কাছাকাছি এসে গিয়েছিল যে আর একটু হলেই নাকি বন্দুকটার নল তার বুকে ঠেকে যেত। কী মিথ্যুক জাত দেখেছেন? আপনার দুরবীনটা গুহার ভেতরে ছিলো।'

'তোমাদের গোছগাছ হয়ে গেছে?'

'যতটা সম্ভব নিয়ে নিয়েছি। পাবলোর কোন খবর পাওয়া গেলো?'

'সে রওনা হবার চল্লিশ মিনিট পরে অশ্বারোহী বাহিনী তার পিছু নিয়েছে।'

পিলার মুখ টিপে হাসলো। 'তাহলে ওরা ওর টিকির সন্ধানও আর পাবে না। যাকগে, সোরডোর সম্বন্ধে কি করা যায় বলুন?'

'কিছু করার নেই আমাদের।'

'ইস! জানেন, আমার ভীষণ ভালো লাগে লোকটাকে। আচ্ছা, আপনি নিশ্চিত তো তার কিছু হয়নি?'

'আমার তো তাই বিশ্বাস। বিরাট একটা বাহিনীকে আমি ওদের ঘাঁটির দিকে এগোতে দেখেছিলাম। এখন তাদের দেখা যাচ্ছে না।'

'ওই শুনুন!'

আবার কিছুক্ষণ গুলির আওয়াজ শোনা গেলো। শব্দের রেশটা মিটতেই রবার্টো বললো, 'প্রিমিটিভো ওখানে যেতে চাইছিলো।'

চকিতে প্রিমিটিভোর দিকে ঘুরে তাকালো পিলার 'তোমার কি মাথা-টাথা খারাপ হয়ে গেলো নাকি? কী ধরনের লোক সব আমরা পুষে রেখেছি এখানে!'

'আমি ওকে সাহায্য করতে চাইছিলাম।'

'কী আব্দারের কথা শোনো! তুমি কি ভাবছো এত তাড়াতাড়ি মরে রেহাই পেয়ে যাবে?' পিলারের গম্ভীর মুখে মিটিমিটি হাসির রেখা ফুটলো। 'ছেলেমানুষি না করে বরং বড়দের মতো একটু কাজ করতে শেখো, বুঝলে? চুল তো পাকবার সময় হয়ে এলো।'

'ঠাট্টা ভালো লাগছে না আমার,' প্রিমিটিভো তখনো অসম্ভব গম্ভীর। কারুর মধ্যে কল্পনা আর হৃদয় বলে যদি সামান্যতম পদার্থ থাকে—'

'তাহলে তার সেটাকে অনুশাসনের মধ্যে রাখা উচিত,' পিলার কথাটা কেড়ে নেয়। 'ভয় নেই, খুব শীগ্রি তুমি আমাদের সঙ্গে মরবে। অনর্থক বিপদের ঝুঁকি নিয়ে কি লাভ? আর কল্পনা? ওটা আমার মনে হয় তোমার থেকেও বেশি আছে র‍্যাফেলের মধ্যে। ওহ্, কী একখানা গল্পই না তার মুখে শুনলাম!'

'ব্যাপারটা নিজের চোখে দেখলে তখন আর গল্প বলতে না,' প্রিমিটিভো বলে। 'ছেলেখেলা করার মতো বিষয় ছিল না ওটা।'

'তাই নাকি! কয়েকটা লোক ঘোড়ায় চড়ে এলো আর চলে গেলো—এই তো ব্যাপার! তা এই নিয়ে তোমরা বীরত্ব ফলাতে চাও আমারও তাতে আপত্তি নেই।'

'আর সোরডোর ওখানে এখন যেটা চলছে? সেটাও কি ছেলে-ভুলোনো গল্প?' গুলির শব্দ শুনতে শুনতে প্রিমিটিভো ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে উঠছিলো।

'আরে ওরকম হয়ই, এত মাথা গরম করার কি আছে?'

'তোমার মতো নিরেট মাথাওয়ালা মেয়েছেলের মুখেই ওরকম কথা মানায়। যাও তো, যা করছিলে করোগে গিয়ে।'

'কী আর করবো, চোখে যখন কিছু দেখতে পাচ্ছি না, চলেই যাই।'

পিলারের কথা শেষ হতেই আকাশের অনেক উঁচুতে আবার বিমানের শব্দ শুনে ওরা আবার ওপরে তাকালো। রবার্টো লক্ষ্য করলো সকালে দেখা বিমানটাই ওটা। এল সোরডোর অঞ্চলের দিকেই ওটা উড়ে চলেছে।

'আচ্ছা, ওরা ওপর থেকে দেখতে পাবে, ওখানে কি চলছে?' পিলার জানতে চায়।

'নিশ্চয়ই,' রবার্টো বলে। 'যদি অবশ্য ওরা অন্ধ না হয়।'

রবার্টো ভুল বলেনি। এল সোরডোর অঞ্চল পেরিয়ে আরো বেশ কিছুটা এগিয়ে আবার চক্রাকারে ঘুরে এলো বিমানটা, তারপর আবার একই দিক অনুসরণ করে সেগোভিয়ার দি.ক এগিয়ে গেলো।

বিমানটা দৃষ্টির আড়ালে চলে যেতেই রবার্টো পিলারের দিকে তাকিয়ে দেখলো ওর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে। ঠোঁট কামড়ে মাথা নেড়ে উঠে ও বললো, 'যতবার এগুলো আসছে একটা না একটা ঝামেলা হচ্ছেই। এবার কী হয় কে জানে।'

'এবার কি আমার মতো তোমার মনেও ভয় ঢুকলো নাকি?' প্রিমিটিভো ব্যঙ্গ করে ওঠে।

'না,' পিলার তার কাঁধে হাত রাখে। 'আমি জানি তুমি ভয় পাওনি। আসলে ওভাবে তোমার সঙ্গে ইয়ার্কি করাটা আমার বোধ হয় উচিত হয়নি। হাজার হোক আমরা তো এক গোয়ালেরই গরু।' রবার্টোর দিকে তাকায় ও। 'খাবার আর মদ আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। আর কিছু লাগবে আপনাদের?'

'আপাতত আর কিছু চাই না। বাকিরা কোথায়?'

'আপনার মাল ঘোড়াগুলোর সঙ্গে নিরাপদেই আছে।' হাসলো পিলার। 'ওদিককার সব ঠিকঠাক, কেবল রওনা হবার অপেক্ষা। আপনার জিনিসপত্র মারিয়া সামলাচ্ছে।'

'যদি কোন কারণে আমরা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ি ওকে কিন্তু গুহাতে লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা কোরো।'

'কোন চিন্তা নেই, ইংরেজ সাহেব—ওর দায়িত্ব আমার। ওই জিপসীটাকে সামলানোর ভার কিন্তু আপনার। ও:কে আপাতত আমি পাঠিয়েছি কিছু ছত্রাক যোগাড় করে আনার কাজে। এই সময় ও জিনিসটা প্রচুর গজায়। ওই দিয়ে খরগোস দুটো ভালোই রান্না হবে। অবশ্য ওগুলো কাল-পরশু খেলেও ক্ষতি ছিলো না।'

'না না, এখনই ওগুলো খেয়ে নেওয়া ভালো।'

সহসা পিলার রবার্টোর একটা কাঁধে হাত রেখে তার চুলের ওপর আঙুলগুলো খেলিয়ে নেয়। 'সত্যি ইংরেজ সাহেব, আপনার জবাব নেই। যাই হোক, রান্না হলেই মারিয়ার হাত দিয়ে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

ততক্ষণে অবিরাম বন্দুক চালনার শব্দ থেমে গেছে। কেবল মাঝে-মধ্যে এক-একটা গুলির আওয়াজ ভেসে আসছিলো। ওদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে পিলার বলে, 'কি মনে হয়, লড়াই শেষ?'

'না,' রবার্টো মাথা নাড়ে। 'আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে আক্রমণ করতে এসেও সুবিধে করতে পারেনি ওরা। সোরডোর দল ঘিরে ফেলেছে ওদের। সম্ভবতঃ প্লেন আসার অপেক্ষা করছে ওরা।'

প্রিমিটিভোর দিকে তাকায় পিলার। 'কি, আর মনে হচ্ছে না তো যে আমি তোমাকে অপমান করতে চেয়েছিলাম?'

'আরে না না, এর থেকে অনেক কড়া চাবুক আমি তোমার কাছে খেয়েছি। ওহ্, জিভ বটে তোমার একখানা! তবে আমার মতে ভবিষ্যতে ওটাকে একটু সংযত রাখার চেষ্টা করাই ভালো। যাকগে ওকথা। সোরডোকে যুদ্ধের সাথী হিসেবে আমার ভীষণ ভালো লাগে।'

'আর আমার বুঝি ভালো লাগে না? বোকা ছেলে একটা, যুদ্ধ করতে এসে কাকে ভালো লাগে না লাগে সেটা কি মুখে প্রকাশ করা উচিত? আপাতত এসো, সোরডোর চিন্তা ছেড়ে আমরা নিজেদের কথা বরং ভাবি। আমাদের সমস্যাও তো কম নয়। এখন চলি আমি, রান্না করতে হবে।'

'ওই লোকটার পকেটের কাগজপত্রগুলো কি তুমি এনেছো?' রবার্টো জানতে চায়।

'দেখেছ, কী ভুলো মন আমার!' পিলার কপাল চাপড়ায়। 'যাকগে, মারিয়াকে দিয়ে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি ওগুলো।'

ছাব্বিশ

তখন বেলা তিনটে, সমস্ত বরফ গলে যাবার পর প্রখর সূর্যতাপে ভরে উঠেছে চারদিক। একটা পাথরের ওপর বসে রবার্টো মৃত অশ্বসেনাটির পকেট থেকে পাওয়া চিঠিগুলো একে একে পড়ছিলো আর মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখছিলো সামনের দিকে। ইতস্তত দু-একটা গুলির শব্দ তখনো ভেসে আসছিলো এল সোরডোর অঞ্চল থেকে।

সৈন্যবাহিনীর কাগজপত্র থেকে রবার্টো জেনেছে ছেলেটি নেভারার ট্যাফালা নামক অঞ্চলের। একুশ বছরের অবিবাহিত যুবকটি এক কর্মকারের সন্তান। যুদ্ধের প্রারম্ভে ইরুনের এক সংঘর্ষে সে আহত হয়েছিলো।

প্রথম চিঠিটার বক্তব্য অতি প্রাঞ্জল। ছেলেটির বোন স্থানীয় ঘটনাগুলো অত্যন্ত সরলভাবে ব্যক্ত করেছে। ও লিখেছে ওর বাবা ভালোই আছে। পিঠের সামান্য বেদনা ছাড়া মায়ের অবস্থাও মন্দ নয়। মার্কসিস্টদের হাত থেকে স্পেনকে মুক্ত করার যে সংকল্প নিয়ে ছেলেটি যুদ্ধে লড়ছে মেয়েটি তার জন্যে গর্বিত ও সুখী এবং ওর দৃঢ় আশা এতে সে সফল হবেই। এরপর ট্যাফালায় সাম্প্রতিক সংঘর্ষে নিহত এবং গুরুতর আহত কয়েকজনের কথা লেখা। সবসুদ্ধ দশজনের মৃত্যুর খবর ও

দিয়েছে। ট্যাফালার মতো ক্ষুদ্র অঞ্চলের পক্ষে সংখ্যাটা খুব কম নয়, রবার্টো ভাবলো।

শেষে ভগবান যিশুর আশীর্বাদের কথা ভাইকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে কোঞ্চা নামে মেয়েটি তার বক্তব্যের ইতি টেনেছে।

পরের চিঠিটা ছেলেটির প্রেমিকার। এলোমেলো অসংলগ্ন শব্দে ভরা চিঠিটায় ঘুরেফিরে বারবার তার নিরাপত্তার কথা লেখা হয়েছে। এই চিঠিটা পড়ার পর রবার্টো সমস্ত কাগজপত্রগুলো প্যান্টের পেছনের পকেটে গুঁজে নিলো। বাকি চিঠিগুলো পড়ার তার প্রয়োজন নেই।

'কি পড়ছিলেন আপনি ?' প্রিমিটিভো প্রশ্ন করে।

'আজ সকালে যে লোকটাকে গুলি করে মারা হলো তার কাগজপত্রগুলো। দেখবে নাকি ?'

'আমি পড়তে পারি না। বিশেষ কিছু আছে কি ওতে ?'

'নাঃ। সবই ব্যক্তিগত চিঠিপত্র।'

'ওর দেশের ওদিককার খবরাখবর কিছু পাওয়া গেলো ?'

'শহরের দিকে ক্ষয়ক্ষতি কিছু হয়েছে বটে তবে বাকি সব ঠিক আছে।' কথা বলতে বলতে স্বয়ংক্রিয় রাইফেল রাখার জায়গাটার দিকে তাকিয়ে রবার্টো লক্ষ্য করলো, বরফ গলে যাবার পর জায়গাটা সম্পূর্ণ নতুন রূপ নিলেও ওটা এখনও যথেষ্ট নিরাপদ স্থান।

'কোথা থেকে এসেছিলো ছেলেটা ?'

'ট্যাফালা।'

রবার্টো উত্তর দেবার সঙ্গে সঙ্গে আবার দূর আকাশে বিমানের গর্জন শোনা গেলো। তখন ঠিক বেলা তিনটে।

সাতাশ

ক্লান্ত শরীরগুলো কোনরকমে টানতে টানতে পাহাড়ের চূড়ায় পৌছেই ওরা পাঁচজন মাটিতে শরীর বিছিয়ে দিলো। ওদের পাঁচজনের মধ্যে তিনজনই আহত। এল সোরডো আঘাত পেয়েছে পায়ের ডিমে আর বাঁ হাতের দু জায়গায়। এর মধ্যে বাঁ হাতের একটা জায়গায় অসম্ভব ব্যথা করছিলো তার। শুধু এতেই শেষ নয়, এর সঙ্গে প্রচণ্ড মাথাব্যথা আর জল পিপাসাও ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিলো তাকে। তবু এর মধ্যেও স্প্যানিশে একটা রসিকতা স্মরণ করে সে মনে মনে হাসলো: 'মৃত্যুকে

অ্যাসপিরিনের বড়ির মতো সহজে গ্রহণ করো।' পাশ ফিরে সঙ্গীদের দিকে তাকালো সে।

'তাহলে শেষ অব্দি কিছু কাজের কাজ হলো।'

জবাবে কম্যুনিস্টদের একটা স্লোগান আওড়ালো জোয়াকুইন, 'দুর্গ মজবুত থাকলে জিত হতেই হবে।'

আঠারো বছরের জোয়াকুইন যুদ্ধক্ষেত্রে একটা ইস্পাতের শিরস্ত্রাণ সর্বদা সঙ্গে রাখে। কয়েক মাস আগে একটা ট্রেন ওড়ানোর সময় জিনিসটা তার হাতে আসে, সেই থেকে ওটা তার সঙ্গী। ওতে প্রথমে একটা গুলির ফুটো ছিলো, জোয়াকুইনকে এর জন্যে সঙ্গীদের কাছে প্রচুর উপহাসের সম্মুখীন হতে হয়, কিন্তু তবু দমানো যায়নি তাকে। ফুটোটা বন্ধ করে বিবর্ণ শিরস্ত্রাণটা আজও সে ব্যবহার করে চলেছে।

এল সোরডো ঘাড় ঘুরিয়ে নিলো। জোয়াকুইনকে অত্যন্ত পছন্দ করলেও ঠিক এই মুহূর্তে ওইসব বচন ভালো লাগছিলো না তার। দূরে একটা ঢালু জায়গায় পাথরের আড়াল থেকে শত্রুপক্ষের একজনকে উঁকিঝুঁকি মারতে দেখলো সে।

'কি বললে তুমি?' মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে নুড়ি সাজিয়ে বাড়ি তৈরি করতে করতে একজন প্রশ্ন করলো।

জোয়াকুইন শ্লোগানটা পুনরাবৃত্তি করার পর সে আবার বললো, 'শেষের কথাটা একবার বলো!'

'জিত হতেই হবে,' আবার বললো জোয়াকুইন।

'হুম,' আবার বাড়ি তৈরির কাজে মত্ত হয়ে পড়লো সে।

'এই প্রসঙ্গে আর একটা কথাও খাটে, জোয়াকুইন বললো। 'প্যাসিওনেরিয়া বলেন বসে বসে মরার চেয়ে দাঁড়িয়ে মরা অনেক ভালো।'

'আপাতত আমরা শুয়ে আছি, বসে নেই,' আর একজন পাশ থেকে বলে ওঠে।

বাড়ি তৈরির কাজ বন্ধ রেখে লোকটা আবার মুখ তুলে তাকায়। 'তুমি তো কম্যুনিস্ট। জানো কি, তোমাদের প্যাসিওনেরিয়া তোমার বয়সী তাঁর এক ছেলেকে আন্দোলনের শুরু থেকে রাশিয়ায় রেখে দিয়েছেন?'

'মিথ্যে কথা!' জোয়াকুইন সদর্পে প্রতিবাদ করে ওঠে।

'মিথ্যে কথা? কথাটা কার মুখ থেকে শোনা জানো? তোমাদেরই পার্টির লোক সে। যে লোকটা ডিনামাইট দিয়ে ট্রেন ওড়াতে এসেছিলো সে-ই বলেছে আমাকে। খামোকা সে কি মিথ্যে বলবে?'

'আমি বিশ্বাস করি না। তাঁর মতো মহিলা যুদ্ধের সময় নিজের সন্তানকে রাশিয়ায় লুকিয়ে রাখতে পারেন না।'

'আচ্ছা, এ ব্যাপারটা তদন্ত করতে আমি যদি রাশিয়ায় চলে যাই কেমন হয়?' এল সোরডোর আর একজন অনুচর বলে ওঠে। 'কি হে কম্যুনিস্ট ভাই, তোমাদের প্যাসিওনেরিয়াকে বলে আমার ওখানে যাবার ব্যবস্থা করে দেওয়া যায় না?'

অন্যজন বলে, 'তোমার যদি প্যাসিওনেরিয়ার ওপর এতই বিশ্বাস, তাহলে ওঁকে বলে আমাদের এই পাহাড় থেকে হটানোর ব্যবস্থা করো তো!'

'ওঁকে কিছু করতে হবে না, ফ্যাসিস্টরাই সে ব্যবস্থা করে দেবে।'

'ওভাবে কথা বোলো না,' জোয়াকুইন সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে ওঠে।

'হুঃ! ভাখো আজকের সূর্য ডোবার দৃশ্য পর্যন্ত দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয় কিনা।'

এল সোরডোর দৃষ্টি অনুসরণ করে পাথরের আড়ালে উঁকিঝুঁকি মারা অবস্থায় লোকটাকে দেখলো একজন। তৎক্ষণাৎ গুলি চালালো সে।

'ফালতু গুলি খরচা কোরো না তো,' এল সোরডো তাকে ধমকে ওঠে।

লোকটা আঙুল তুলে দেখালো। 'ওখান দিয়ে একটা খানকির ছেলে লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের দিকে এগোচ্ছে।'

'গুলি তার গায়ে লেগেছে কি?'

'না বোধহয়। হারামিটা ঢুকে পড়লো।'

'খানকি যদি কেউ হয়ে থাকে সে হলো পিলার,' নুড়ি নিয়ে খেলায় মত্ত লোকটা বলে। 'ও ভাবছে আমরা বোধহয় সব সাবাড় হয়ে গেছি।'

'ওর কি দোষ?' এল সোরডো যে কানে ভালো শোনে সেদিকেই কথা বলেছিলো লোকটা, তাই তার শুনতে অসুবিধে হয়নি। 'ও এখানে কি করবে?'

'কি আর করবে, আমাদের উদ্ধারের ব্যবস্থা করবে, আর কি?'

'বাহ্, চমৎকার কথা! সারা পাহাড়টা ওরা ঘিরে রেখেছে, এই অবস্থায় ও আসবে কি করে? অন্তত দেড়শোর ওপর লোকজন নিয়ে এসেছে ওরা। আরো বেশিও হতে পারে।'

'যদি আমরা অন্ধকার নামা পর্যন্ত ওদের এভাবে দাঁড় করিয়ে রাখতে পারি?'

'আর যদি ইস্টারের দিনই বড়দিন হয়?' নুড়ি নিয়ে মত্ত লোকটা ব্যঙ্গ করে ওঠে জোয়াকুইনকে।

'তার থেকে তোমাদের প্যাসিওনেরিয়াকে ডেকে পাঠাও,' আর একজন বলে ওঠে। 'উনি একাই আমাদের সাহায্য করতে পারবেন।'

'ওঁর ছেলের বিষয়ে তুমি যেটা বললে আমি মানতে পারলাম না,' জোয়াকুইন বলে। 'অবশ্য প্লেন চালানো বা অন্য কিছু শিখতে সে যদি ওখানে গিয়ে থাকে তাহলে অন্য কথা।'

'না, তার নিরাপত্তার জন্যে তাকে সেখানে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। ওখানে সে ন্যায়শাস্ত্র শিখছে। তোমাদের প্যাসিওনেরিয়াও সেখানে কিছুদিন ছিলেন। শুধু তিনি নন, লিস্টার, মডেস্টো—এঁরাও ওখানে গেছেন। এসব তথ্য সবই আমার সেই অদ্ভুত নামের লোকটার মুখে শোনা।'

'তাহলে ওঁরা নিশ্চয়ই আমাদের সাহায্যের জন্যেই ওখানে পড়াশুনো করতে গিয়েছিলেন,' জোয়াকুইন আবার বলে।

'এখন কোথায় সেই রাশিয়া-প্রত্যাগত প্রতারকের দল? আমাদের সাহায্য করতে তাঁরা এগিয়ে আসছেন না কেন?' আবার গুলি ছুঁড়লো লোকটা। 'এহ্! এবারও লাগাতে পারলাম না।'

এল সোরডো তার দিকে রোষ দৃষ্টিতে তাকালো। 'তোমাকে বলেছি কাতু গুলি খরচা না করতে। আর বেশি বকবক কোরো না, তাতে জল তেষ্টা পাবে। এখানে মাথা খুঁড়ে মরলেও জল পাওয়া যাবে না।'

'এই নাও।' গলা থেকে ঝোলানো মদ রাখার একটা চামড়ার বোতল তার দিকে বাড়িয়ে ধরে লোকটা। 'এটা দিয়ে গলাটা ভিজিয়ে নাও। যা জখম হয়েছো এটা এখন তোমার প্রয়োজনও বটে।'

'এটা বরং সবাই মিলে ভাগ করে খাওয়া যাক,' এল সোরডো প্রস্তাব দেয়।

'তাহলে আমিই আগে খেয়ে নিই।' যার বোতল সে নিজেই ছিপি খুলে ঢক ঢক করে খানিকটা পানীয় গলায় ঢেলে নিলো।

নুড়ি নিয়ে ব্যস্ত লোকটা মাথা তুললো আবার। 'আচ্ছা সোরডো, তোমার কি ধারণা, প্লেন কখন আসবে?'

'যে কোন সময়েই আসতে পারে। এর মধ্যে এসে যাওয়াও তো উচিত ছিলো।'

'তোমার কি মনে হয়, খানকির ছেলেগুলো আবার লড়াই শুরু করবে?'

'প্লেন না এলে করতে পারে বইকি।' এরপর যে কামান আসাও সম্ভব এ কথাটা এল সোরডো মুখে উচ্চারণ করলো না। সময় এলে ওরা সেটা চোখেই দেখতে পাবে, মনে মনে ভাবলো সে।

'গতকাল যা দেখলাম তাতে তো মনে হচ্ছে ওদের প্রচুর প্লেন আছে।'

'তা আছে।' এল সোরডোর একটা হাত যন্ত্রণায় প্রায় অবশ হয়ে পড়েছিলো, কোনরকমে অন্য হাতটা দিয়ে বোতলটা তুলে সে কিছুটা পানীয় গলায় ঢাললো।

'আমি একটু বিশ্রাম নিয়ে নিচ্ছি,' একজন বলে উঠলো।

'ঘুমোও ঘুমোও। ওরা এসে তোমাদের ঘুম ভাঙানোর ব্যবস্থা করে দেবে।'

ঠিক সেই সময় নিচ থেকে একটা গলা ভেসে এলো।

'শোন হে ডাকাতের দল! তোমরা ভালো চাও তো প্লেন আসার আগে আত্মসমর্পণ করো। না হলে বরাতে অনেক দুঃখ আছে বলে দিলাম।'

'কি বলছে ও?' এল সোরডো জানতে চায়।

জোয়াকুইন কথাগুলো বুঝিয়ে দিতেই সে সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক বাগিয়ে ধরলো। 'তাহলে সম্ভবত প্লেন আসছে না। তোমরা ওদের কথার উত্তরও দেবে না গুলিও চালাবে না। দেখা যাক আমরা আর একবার ওদের ওপর চড়াও হতে পারি কিনা।'

'ওদের যদি অপমান করা যায়?' জোয়াকুইনকে লা প্যাসিওনেরিয়ার ছেলের বিষয়ে যে বলেছিলো সে জানতে চাইলো।

'না,' এল সোরডো বলে। 'তার থেকে একটা বড় পিস্তল আমাকে দাও। দেখি কার কাছে আছে?' একজনের কাছে বড় সাইজের একটা পিস্তল নিয়ে বিক্ষিপ্তভাবে পাঁচটা গুলি ছুঁড়ে সে আবার সঙ্গীদের দিকে বাড়িয়ে ধরলো পিস্তলটা। 'আবার গুলি ভরে দাও। তোমরা কেউ কোন কথা বলবে না। গুলি তো ছুঁড়বেই না।'

'এই যে ডাকাতের দল!' আবার গলাটা শোনা গেলো নিচ থেকে এবং এবারও কোন জবাব শোনা গেলো না।

'তোমাদের আবার বলা হচ্ছে আত্মসমর্পণ করতে। না হলে টুকরো টুকরো করে ফেলা হবে তোমাদের, খেয়াল রেখো।'

নিচে পাথরের আড়াল থেকে একটা মাথা বেরিয়েই কিছুক্ষণ পরে আবার ঢুকে গেলো। এল সোরডো ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলো তার সঙ্গীদের সবারই দৃষ্টি সেদিকে স্থির হয়ে আছে। চোখাচোখি হতে ওরা ঘাড় নেড়ে উঠলো।

'নড়াচড়া কোরো না তোমরা,' এল সোরডো আবার সতর্ক করে দিলো তাদের।

'কই রে খানকির ছেলের দল!' আবার সেই গলা নিচ থেকে।

সোরডো মনে মনে হাসলো। আপাতত এই তীব্র অপমানসূচক বাক্যগুলোই তার কানের ভেতর দিয়ে ঢুকে অ্যাসপিরিনের কাজ করছে। এই দফায় কতগুলোকে সাবাড় করা যাবে এই নিয়ে মনে মনে জল্পনা-কল্পনা করতে থাকে সে। কিন্তু এতখানি বোকামি ওরা করবে কি?

সহসা নিচের গলার আওয়াজ স্তব্ধ হয়ে গেলো। পরবর্তী তিন মিনিট একেবারেই চুপচাপ, তারপরই পাথরটা থেকে শ-খানেক গজ দূরে একজন হঠাৎ বেরিয়ে এসেই একটা গুলি ছুঁড়লো। ওপরে একটা নুড়ির গায়ে লেগে ছিটকে বেরিয়ে গেলো সেটা, পরক্ষণেই লোকটাকে দৌড়ে এসে বড় পাথরটার আড়ালে আত্মগোপন করতে দেখে আবার আপন মনে হাসলো এল সোরডো। তার এবারের হাসিটা একজন আত্মতৃপ্ত শিকারীর সঙ্গে তুলনীয়।

ওদিকে পাথরের আড়ালে একটু আগে ছুটে আসা লোকটা তখন তার সঙ্গীকে বলছে, 'কি, হলো?'

'এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'এত বড় একটা প্রমাণের পরেও বলছো বুঝতে পারছি না? এখনও বুঝতে পারছো না আমরা ওদের ঘিরে ফেলেছি? মৃত্যু ছাড়া ওদের আর গত্যন্তর নেই?'

যে লোকটা কথা বলছিলো সে ওদের অফিসার। অধস্তনের কাছে উত্তর না পেয়ে সে আরো ক্ষেপে উঠলো, 'কি হলো, কিছু বলছো না?'

'আ—আমি জানি না।'

'বলো, আমি গুলিটা চালানোর পর ওধারে কেউ নড়াচড়া করেছে কি?'

'না, সেরকম কিছু দেখিনি।'

অফিসারটি নিজের হাতঘড়ি দেখলো। তিনটে বেজে দশ মিনিট। 'প্লেন আসার সময় অন্তত এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে।' কথাটা সে শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে আর একজন অফিসার দৌড়ে এলো পেছন থেকে। ওরা তার জন্যে জায়গা করে দিলো।

প্রথম অফিসারটি তাকে প্রশ্ন করলো, 'প্যাকো, তোমার কি মনে হচ্ছে?'

'আমার মনে হচ্ছে এটা ওদের কোন ফন্দি।'

'আর তা যদি না হয়? আমরা কি তাহলে এই অবস্থায় উজবুকের মতো বসে থাকবো?'

'উজবুকি আমরা আগেই করে ফেলেছি। ওই ঢালু জায়গাটার দিকে তাকিয়ে দেখো।'

দ্বিতীয় অফিসারটি যেদিকে নির্দেশ করলো সেখানে ইতস্তত ছড়ানো ছিলো অজস্র মৃতদেহ। পাথরের আড়াল থেকে কিছু লোকের শুধু পা আর পেট বাদে শরীরের বাকি অংশ দেখা যাচ্ছিলো না।

'মর্টারের কি খবর?' দ্বিতীয় অফিসারটি জা'তে চাইলো।

'এক ঘণ্টার মধ্যে তো এসে যাবার কথা।'

'তাহলে অপেক্ষা করো। আর বোকামি করে কাজ নেই।'

'ওরে হারামজাদার দল!' আচমকা পাথরের আড়াল থেকে অনেকখানি শরীর বের করে চিৎকার করে উঠলো প্রথম অফিসারটি। 'শুয়োরের বাচ্চারা তোরা বেরোবি কি না! হিম্মত যদি থাকে তো বাইরে বেরিয়ে আয়!'

দ্বিতীয় অফিসারটি তৃতীয় জনের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে উঠলো। কোনো প্রত্যুত্তর না দিয়ে মাথা ঘুরিয়ে নিলো সে। বোঝা গেলো সে যথেষ্ট বিব্রত বোধ করছে।

ওদিকে প্রথম অফিসারটির সাহস কিন্তু বেড়েই চলেছে। কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে আরো দুঃসাহসিকতা দেখাতে সে পাথরের আড়াল থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে এলো।

'ওরে খানকির বাচ্চার দল, তোরা বেঁচে আছিস না মরে গেছিস? দেখি তোরা কেমন খানকির পেট থেকে বেরিয়েছিস! আয়, বাইরে বেরিয়ে এসে গুলি চালা!'

প্রচণ্ড উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠেছিলো তার মুখ।

'এই হারামির বাচ্চারাই আমার বোন আর আমার মাকে গুলি করে মেরেছে,' থরথর করে সে কাঁপতে থাকে। 'ওই শালা লালেরা! ভীতুর দল!' আবার পর পর দুটো গুলি ছোঁড়ে সে। 'নাঃ, ওখানে কোন শালা নেই মনে হচ্ছে। অ্যাই!' লেফটেন্যান্ট প্যাকো বেরাণ্ডোর পাশে দাঁড়ানো ভীতসন্ত্রস্ত লোকটিকে লক্ষ্য করে সে বলে, 'তুমি একবার ওপরটা উঠে দেখে এসো।'

লোকটা উত্তর না দিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়ালো।

'কি হলো, কানে গেলো না আমামার কথাগুলো?'

'হ্যাঁ, ক্যাপ্টেন—শুনেছি,' মাথা না তুলেই উত্তর দিলো লোকটা।

'তাহলে চলে যাও ওপরে। ছাখো ওখানে কেউ আছে কিনা।'

এবারও নিরুত্তর লোকটা।

'কি হলো আবার? যাচ্ছো না কেন এখনো?'

'আ—আমার যাবার ইচ্ছে নেই, ক্যাপ্টেন।'

'কি বললে? যাবে না তুমি?' ক্যাপ্টেন এগিয়ে লোকটির পিঠে পিস্তল ঠেসে ধরে। 'তুমি যাবে না?'

'না, ক্যাপ্টেন, আমি রাজী নই,' লোকটির গলায় এবার প্রত্যয়ের সুর বেজে ওঠে।

একটি মৃত্যু অনিবার্য ধরে নিয়ে লেফটেন্যান্ট বেরাণ্ডো হঠাৎ পেছন থেকে হাঁক দিয়ে ওঠে, 'ক্যাপ্টেন মোরা!'

'বলুন?'

'আমার মনে হচ্ছে ওর কথা ঠিক।'

'তাব মানে তুমি বলতে চাও যে ও ভয় পেয়েছে এ কথাটা বলা ঠিক হচ্ছে ওর? আমার আদেশ অমান্য করাটাও ওর পক্ষে সঠিক?'

'না, তা আমি বলিনি। আমি বলতে চাই, এটা যে ওদের একটা ফন্দি, এমন ভাবাটা ওর পক্ষে অন্যায় নয়।'

'আমি বলছি ওরা সকলে মারা গেছে।'

'ওরা বলতে আমাদের কমরেডরা তো? হ্যাঁ, এ ব্যাপারে আমি আপনার সঙ্গে একমত।'

'হ্যাখো প্যাকো, বোকার মতো কথা বোলো না। আমি বলছি লাল সেনারা সব খতম। এই হ্যাখো।' পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে দু হাত ওপরে তুলে আবার চেঁচিয়ে উঠলো মোরা, 'কই দেখি, গুলি কর্ আমাকে! হিম্মত দেখি তোদের গুলি চালা আমার দিকে।'

পাহাড়ের মাথায় কথাটা পৌঁছতেই এল সোরডো আবার মনে মনে হাসলো।

'কই রে হারামজাদা লালের বাচ্চার? কোথায় গেলি তোরা?'

এল সোরডো এবার ওপর থেকে ওদের তিনজনকেই দেখতে পেলো। পরিতৃপ্তির হাসি হেসে মাথা নেড়ে উঠলো সে।

ক্যাপ্টেন মোরা আবার আগের জায়গায় ফিরে এলো। 'এবার প্যাকো, আমার কথা বিশ্বাস হয়েছে?'

'না। আমি এখনও মেনে নিতে পারছি না।'

'অসহ্য। যত সব বোকা আর ভীতুর দল এখানে এসে জুটেছে।' আবার বাইরে বেরিয়ে একপ্রস্থ গালাগালি করে এলো মোরা, তারপর হঠাৎ কি ভেবে ঘুরে এসে বললো, 'প্যাকো, চলো তুমি আর আমি বরং ঘুরে আসি একবার।'

'আমার দ্বারা হবে না।

'কি?' আবার পিস্তল বের করলে মোরা।

'আদেশ যদি দেন আমি যেতে বাধ্য। তবে আমার প্রতিবাদ রইলো।'

'বেশ, কাউকে যেতে হবে না। আমি একাই যাচ্ছি। বুঝতে পেরেছি, ভীরুতা তোমাদের রক্তে রক্তে আছে।' বলেই পিস্তল হাতে নিয়ে পাহাড়ে উঠতে শুরু করলো।

এবার চওড়া হাসি ফুটলো এল সোরডোর মুখে। এতক্ষণ এইটুকুর জন্যেই প্রত্যাশা করছিলো সে। মোরাকে নিশানার মধ্যে রেখে সে তিনবার শুধু রাইফেলের ঘোড়ায় চাপ দিলো। পিস্তলটা হাত থেকে ছিটকে গিয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়ে নিথর হয়ে গেলো মোরার দেহ।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে দূর থেকে ভেসে এলো বিমানের মৃদু গর্জনের শব্দ।

কয়েক মুহূর্তের অসতর্কতা, আকাশের দিকে তাকিয়ে বিমানের গতিপথ লক্ষ্য করছিলো ওরা, এর ফাঁকে কোনো সময় পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে লেফটেন্যাণ্ট বেরাণ্ডো যে তাদের লুকোনো স্বয়ংক্রিয় রাইফেলটার কাছে চলে গেছে ওরা কেউই তা লক্ষ্য করেনি।

বিমানের দিকে তাকাতে তাকাতেই এল সোরডো সঙ্গীদের নির্দেশ দিলো, 'ওরা কাছাকাছি আমার সঙ্গে সঙ্গেই গুলি চালাবে। ইগ্নাসিও, তুমি জোয়াকুইনের ঘাড়ে বন্দুকটা রাখবে। জোয়াকুইন, তুমি ওখানেই বসে পড়ো। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আর একটু ঝুঁকে—ব্যস, ঠিক আছে। মাথাটা আর একটু নিচু করো। হ্যাঁ, ব্যস।'

প্যাসিওনেরা বলেছেন "মরতে হলে তোমার—" বাকিটুকু আর ভাববার অবকাশ পেলো না জোয়াকুইন। তার ঘাড়ের ওপর গর্জে উঠলো এল সোরডোর রাইফেল। কিন্তু সেই অনুভূতিটুকুও কয়েক মুহূর্তের জন্যে মাত্র। পরক্ষণেই চলন্ত বিমান থেকে ওদের দিকে ছুটে এলো পর পর তিনটে বিস্ফোরক। একমাত্র জোয়াকুইন ছাড়া সকলেই ঢলে পড়লো মৃত্যুর শয্যায়।

আটাশ

বিমানগুলো চলে যাবার পরেও রবার্টো আর প্রিমিটিভো কিছুক্ষণের জন্যে যে গুলি চলার শব্দ শুনেছিলো সেটা আসলে লেফটন্যাণ্ট বেরাণ্ডোর রাইফেলের আওয়াজ। এর পরেও শত্রুপক্ষের নিশ্চিহ্নতা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে পারেনি সে। পর পর কয়েকটা হাতবোমা পাহাড়ের মাথায় ছুঁড়ে তবেই সে ওখানে ওঠার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়। ওদিকে রবার্টো তখন প্রিমিটিভোকে বলছে, 'ওরা হয়তো নিজেদের লোকদের ওপরেই বোমাবাজি করে গেলো। এমনও হতে পারে এল সোরডো বা তার সাঙ্গোপাঙ্গদের টিকিও ওরা স্পর্শ করতে পারেনি।'

'প্লেন চলে যাবার পরেও বোমাবাজি কিন্তু চলছে,' প্রিমিটিভো মন্তব্য করে।

'তা চলতে পারে। তবে ও বোমাবাজিতে লোকজন মরে না।'

তার পরেই সব শব্দ হঠাৎ থেমে গেলো। পাহাড়ের ওপর উঠতে উঠতে লেফটেন্যাণ্ট বেরাণ্ডোর পিস্তলটা মাঝে মাঝে গর্জন করে উঠলেও সে শব্দ অতদূরে ওদের কাছে পৌঁছনো সম্ভব ছিলো না।

একটা বালতিতে রান্না খরগোস, চারটে টিনের থালা, দুটো পেয়ালা আর চারটে চামচ নিয়ে মারিয়া হাজির হলো ওদের সামনে। বালতিটা রবার্টোর হাতে ধরিয়ে প্রথমেই ও প্রশ্ন করলো, 'প্লেনগুলো এসে কি করলো গো?'

'বোমাবাজি করে গেলো সোরডোদের ওপর।'

বালতি থেকে থালায় মাংস ঢালতে শুরু করলো ও। 'ওরা কি এখনো লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে?'

'না। লড়াই শেষ হয়ে গেছে।'

'ও!' ঠোঁট কামড়ে উপক্রুত এলাকার দিকে দৃষ্টি ছড়িয়ে দেয় মারিয়া।

'আমার ক্ষিদে নেই,' প্রিমিটিভো বলে।

রবার্টো হেসে বলে, 'আরে একটু তো খাও।'

'আমার গলা দিয়ে কোন খাবার নামবে না।'

'তাহলে এক কাজ করো,' পানীয়র বোতলটা তুলে ধরে রবার্টো। 'আগে এটায় এক চুমুক দিয়ে তারপর ওটা খাও।'

'নাঃ, সোরডোর ব্যাপারটার পর আর কিস্যু ভালো লাগছে না। আপনি খান, আমার ইচ্ছে নেই।'

মারিয়া হঠাৎ উঠে এসে প্রিমিটিভোর কাঁধ জড়িয়ে তার ঘাড়ে আলতো করে একটা চুমু খেলো। 'আমি বলছি তুমি খাও। এই অবস্থায় প্রত্যেকের নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন থাকা উচিত।'

আস্তে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে পানীয়র বোতলটা মুখের ওপর তুলে ধরলো প্রিমিটিভো, তারপর এক ঢোঁকে কিছুটা তরল পানীয় খেয়ে নিজের থালায় মাংস ঢালতে শুরু করলো।

মারিয়ার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে ঘাড় নেড়ে রবার্টোও টেনে নিলো নিজের থালাটা।

নিশ্চুপ হয়ে কিছুক্ষণ খাবার পর সে বললো, 'তুমি ইচ্ছে করলে আমাদের সঙ্গে থাকতে পারো।'

'না, আমি পিলারের কাছেই ফিরে যাবো।'

'ইচ্ছে করলে থাকতে পারতে। আপাতত আর কিছু হবে বলে আমার মনে হচ্ছে না।'

'না না, আমি ওর কাছেই যাবো। ও আমাকে নানা রকম নির্দেশ দিচ্ছে।'

'কি দিচ্ছে বললে?'

'নির্দেশ।' মারিয়া মুচকি হেসে রবার্টোর গালে আলতো করে একটা চুমু খেলো। 'ধর্মীয় নির্দেশ কাকে বলে জানো তো? এটা অনেকটা সেইরকম, তবে—' লজ্জার ভান করে মাথা নিচু করলো, 'একটু তফাত আছে।'

'তাহলে আর আটকাবো না তোমাকে। যাও তুমি।' ওর মাথায় আলতো করে চাপড় মারে রবার্টো।

মারিয়া মাথা তুলে হেসে প্রিমিটিভোর দিকে তাকায়। 'তোমার নিচ থেকে কিছু আনার আছে কি?'

'নাঃ', বলে ঘাড় নাড়ে প্রিমিটিভো, কিন্তু ওরা দুজনেই লক্ষ্য করলো সে তখনো স্বাভাবিক হতে পারেনি।

'তাহলে চলি আমি?'

'এক মিনিট।' প্রিমিটিভো বাধা দেয় মারিয়াকে। 'ব্যাপারটা হচ্ছে, মরতে আমার একটুও ভয় নেই। এইভাবে চুপচাপ বসে থাকার চেয়ে আমার মনে হয়—' বাকিটা শেষ করতে পারে না সে।

'কোনো উপায় নেই আমাদের,' রবার্টো বলে।

'সে আমি জানি। কিন্তু তবুও—'

'বললাম তো, কোনো উপায় নেই। আর আমার মনে হয়, এসব নিয়ে আমাদের আর আলোচনা না করাই ভালো।'

'মানলাম, কিন্তু আমাদের তরফ থেকে কোনো সাহায্য ছাড়া ওরা শুধু শুধু—'

'ওসব কথা বাদ দাও বলছি না? মারিয়া, তুমি নিচে চলে যাও।'

নিঃশব্দে মাথা নিচু করে মারিয়া সরে পড়লো ওদের সামনে থেকে। এল সোরডোর এলাকার দিকে দৃষ্টি রেখে ওরাও চুপচাপ বসে রইলো। প্রায় এক ঘণ্টা কেটে গেলো এইভাবে। সহসা বহু দূরে চলমান কিছু বস্তু লক্ষ্য পড়তে রবার্টো দুরবীন তুলে দেখলো দুজন অশ্বসেনা ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে। এরপর আরও চারজন এবং অবশেষে দুটি সারি দিয়ে আসা গোটা বাহিনীটাই নজর পড়লো তার। এর মধ্যে সওয়ারিবিহীন কিছু ঘোড়ার পিঠে মালপত্র বাঁধা। আহতদের ঘোড়ায় চাপিয়ে কিছু লোক তাদের পাশে পাশে হেঁটে আসছিলো।

রবার্টো লক্ষ্য করলো পাহাড় থেকে নেমে তারা একে একে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে।

এর পরেরটুকু দেখলো অ্যানসেলমো। পাহাড় থেকে নেমে সড়ক পথে লা গ্রাঞ্জায় যাবার রাস্তায় নামতেই তার মুখোমুখি পড়ে গেলো ওরা। মৃত এবং আহতদের সংখ্যাগুলো গোনবার পরই সহসা এল সোরডোর স্বয়ংক্রিয় রাইফেলটার দিকে নজর পড়তে চমকে উঠলো সে। সওয়ারিবিহীন একটা ঘোড়ার জিনের সঙ্গে গোঁজা ছিলো ওটা। পেটমোটা একটা চামড়ার থলিও ঝুলছিলো তার সঙ্গে। ঠিক সেই মুহূর্তে ওটার মধ্যের বস্তুগুলোকে অনুমান করতে না পারলেও এর কিছুক্ষণ পরে পাহাড়ের মাথায় এল সোরডোর লড়াই অঞ্চলটা সরেজমিনে দেখতে গিয়ে অ্যানসেলমো সেটাও বুঝে ফেললো। স্কন্ধকাটা কয়েকটা দেহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলো সেখানে। লোকগুলোকে সনাক্ত করা না গেলেও ওদের সংখ্যাটা গুণে নিয়েই সে রাতের অন্ধকারে পাড়ি দিলো পাবলোর আস্তানার দিকে।

'কে যায়?' পাবলোর আস্তানার প্রবেশপথে অন্ধকারে ফার্নাণ্ডোর মুখোমুখি হলো অ্যানসেলমো।

'আরে আমি। অ্যানসেলমো।'

'ও, তাই বলো!'

'সোরডোর খবর শুনেছো?'

'হ্যাঁ, পাবলো বলেছে আমাকে।'

'সেও তাহলে দেখে এসেছে?'

'হ্যা। ওদের বাহিনী পাহাড় ছেড়ে চলে যেতেই সে ওখানে ঘুরে এসেছে।'

'তার মানে তোমরা জানো যে—'

'সব শুনেছি। উঃ, কী নৃশংস এই ফ্যাসিস্টরা! এর বদলা আমরাও নেবো।'

অন্ধকারে অ্যানসেলমোর মুখের ক্রুর হাসিটা ফার্নাণ্ডোর নজরে পড়লো না। 'হ্যা,' দাঁতে দাঁত চেপে বললো সে, 'এদের উচিত শিক্ষা আমাদের দিতেই হবে। ওদের সবকিছু কেড়ে নেবো আমরা। প্লেন, স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র, ট্যাঙ্ক, কামান—সব।'

'যাক, তুমিও তাহলে আমার সঙ্গে একমত।'

ফার্নাণ্ডোকে ওখানেই পাহারায় রেখে অ্যানসেলমো ধীরে ধীরে পা বাড়ালো গুহার প্রবেশপথের দিকে।

ঊনত্রিশ

অ্যানসেলমো ভেতরে ঢুকে দেখলো টেবিলে পানীয়ের পেয়ালা হাতে পাবলো আর রবার্টো মুখোমুখি বসে আছে। রবার্টোর সামনে খোলা একটা নোটবই আর পেন্সিল। ওদের মধ্যে পিলারকে না দেখে অ্যানসেলমো কিঞ্চিৎ বিস্মিত হলো, যদিও আসল কারণটা তার পক্ষে জানা সম্ভব ছিলো না। প্রকৃতপক্ষে ওদের বাক্যালাপ থেকে মারিয়াকে দূরে রাখার উদ্দেশ্যে ও তাকে নিয়ে নিজেও চলে গিয়েছিলো গুহার পেছন দিকে।

অ্যানসেলমো সরাসরি হাজির হলো টেবিলের সামনে। 'আমি পাহাড়ের মাথা থেকে ঘুরে আসছি।'

'পাবলোর কাছে সব শুনেছি,' রবার্টো উত্তর দেয়।

'আমাদের ছ'জন মারা গেছে। সবারই মাথা কেটে নিয়ে গেছে ওরা।'

রবার্টো মাথা নাড়লো, পাবলো অভিব্যক্তিহীন মুখে তাকিয়ে রইলো পানীয়র পাত্রের দিকে।

'বসো তুমি।' অ্যানসেলমো বসার সঙ্গে সঙ্গে রবার্টো তার দিকেও এক পেয়ালা পানীয় বাড়িয়ে ধরলো।

এক চুমুকে পানীয়টা শেষ করে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ঠোঁট মুছে অ্যানসেলমো আবার তাকাল রবার্টোর দিকে। 'আর একটু হবে?'

'নিশ্চয়ই,' বলে পেয়ালাটা আবার ভরে রবার্টো তার দিকে এগিয়ে দেয়।

এবারও পেয়ালাটা নিমেষে নিঃশেষ করে ফেললো অ্যানসেলমো। কিন্তু এর পরেও তাকে বোতলটার দিকে তাকাতে দেখে রবার্টো বললো, 'আজ এই পর্যন্ত থাক,

কাল বাকিটা খাওয়া যাবে। রাস্তার খবর কি বলো?'

'অনেক কিছুই দেখলাম। আপনার নির্দেশমতো সবই আমি লিখে নিয়েছি।'

'ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী কামান কিছু দেখেছো কি? যাতে বড় বড় রবারের চাকা লাগানো থাকে?'

'দেখেছি বইকি। চারটে কামান গেছে ওখান দিয়ে, তাদের প্রত্যেকটার সঙ্গে ওই ধরনের একটা জিনিস পাইন গাছের ডালপালা চাপা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এক একটা ট্রাকের সঙ্গে ছজন করে লোক ছিলো।'

'চারটে কামান শুধু?'

'হ্যাঁ,' নিজের কাগজপত্র না দেখেই জবাব দিলো অ্যানসেলমো। 'লা গ্রাঞ্জার যে বাহিনীটা এল সোরডোর সঙ্গে যুদ্ধ করলো তাদেরও আমি আসতে দেখেছি। ওরা ফিরে যাবার সময় একটা ঘোড়ার পিঠে বিরাট একটা পুঁটলি দেখেছিলাম। তখন ব্যাপারটা মাথায় ঢোকেনি, এখন বুঝতে পারছি ওতে ছিল আমাদের লোকজনদের কাটা মাথাগুলো। ওদের একজন অফিসারকেই জীবিত অবস্থায় ফিরে যেতে দেখলাম। বাকি দুজন মৃত অফিসারকে ওরা ঘোড়ার ওপর শুইয়ে নিয়ে গেছে। আর হ্যাঁ, সোরডোর বন্দুকের নলটা বেঁকিয়ে ওরা একটা ঘোড়ার জিনের সঙ্গে গুঁজে রেখেছিলো।'

'ব্যস ঠিক আছে, এইটুকুই যথেষ্ট।' মদের পাত্রে পেয়ালাটা ডুবিয়ে ভর্তি করে নেয় রবার্টো। 'আচ্ছা, তুমি ছাড়া এখানের সীমান্ত অঞ্চলটা কে ভালো চেনে?'

'আঁদ্রে আর এলাডিও।'

'দুজনের মধ্যে কে ভালো চেনে?'

'আমার মতে আঁদ্রে।'

'আচ্ছা ধরো তাকে যদি আমি নেভাসেরাডাতে পাঠাই, তার পৌছতে কত সময় লাগবে?'

'মালপত্র যদি না বইতে হয় আর প্রয়োজনীয় কাগজপত্রগুলো সঙ্গে থাকে, তাহলে তিন ঘণ্টার বেশি সময় লাগা উচিত নয়। আমাদের বেশি সময় লেগেছিলা কারণ সঙ্গে মাল থাকায় আমরা অনেক ঘুরপথে এসেছিলাম।'

'তার মানে তুমি বলছো তিন ঘণ্টায় সে পৌছবেই?'

'না, অত নিশ্চিত হয়ে আমি কিছু বলছি না।'

'তোমার ক্ষেত্রেও কি নিশ্চিত হওয়া যাবে না?'

'না। পরিস্থিতি ভালো থাকলে ওই সময়ের মধ্যে যাওয়া যাবে, নইলে অন্য কিছু ঘটলে কারুর পক্ষেই যাওয়া সম্ভব নয়। আর আমি মনে করি, আঁদ্রে কাজটা আরো ভালো পারবে, কারণ তার বয়েস আমার চেয়ে অনেক কম।'

'আমি তার হাত দিয়ে একটা চিরকুট আমাদের ডিভিসানের জেনারেলের হাতে পাঠাতে চাই। কোথায় তাঁকে পাওয়া যাবে আমি অবশ্য বুঝিয়ে দেবো। তুমি ওকে বরং ডেকে আনো।'

অ্যানসেলমো বেরিয়ে যেতেই রবার্টো তার নোটবই লেখার কাজে মনোযোগ দিলো।

'শুনুন, ইংরেজ সাহেব,' পাবলো হঠাৎ বলে উঠলো। তার দৃষ্টি তখনো মদের পাত্রটার দিকে।

'আমি এখন লিখছি,' না তাকিয়েই জবাব দিলো রবার্টো।

'আরে চটছেন কেন, শুনুনই না! আমি বলছিলাম কি, সোরডো না থাকলেও আমাদের যা লোকজন আছে, তাতে চৌকিগুলো দখল করা বা সেতুটা ওড়াতে অসুবিধে হবে না।'

'ভালোই তো,' রবার্টো লিখতে লিখতেই জবাব দিলো।

'প্রচুর লোক আছে আমাদের হাতে। সত্যি কথা বলতে কি, ইংরেজ সাহেব, আজ আপনার দূরদর্শিতার প্রশংসা না করে আমি থাকতে পারছি না। আপনার বুদ্ধিমত্তার কাছে আমি আজ হার মানলাম। এবার থেকে আমিও আপনার নির্দেশ মেনে চলবো।'

যতটা সম্ভব সংক্ষেপে অথচ স্পষ্টভাবে বর্তমান পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করে গোলজের কাছে বক্তব্য লিখে নিজের অভিমত তাতে যোগ করতে করতে রবার্টো পাবলোর কথাগুলো শুনছিলো। একসময় লেখা শেষ করে মুখ তুলে তাকালো সে। 'হ্যাঁ, কি যেন বলছিলে?'

'বলছিলাম, আপনার ওপর আমার সম্পূর্ণ আস্থা জন্মেছে।' পাবলোর দৃষ্টি তখন মদের পাত্রটার দিকে স্থির।

ঈশ্বর করুন ওর এই ভাবটা যেন বজায় থাকে, মনে মনে ভেবে রবার্টো আবার লেখায় মনোযোগ দিলো।

ত্রিশ

তাহলে আজ রাত্রের যাবতীয় কাজ শেষ। যাকে যা নির্দেশ দেবার দেওয়া হয়ে গেছে। প্রত্যেকেই তার আগামীকালের কর্তব্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। প্রায় তিন ঘণ্টা হতে চললো আঁদ্রে রওনা হয়ে গেছে। খবর কিছু আসার হলে দিনের বেলাতেই এসে যাবে, আর নয়তো আদৌ আসবে না। কিন্তু আমার বিশ্বাস আসবেই, রবার্টো মনে মনে ভাবে।

গোলজের ওপর আক্রমণ করার নির্দেশ আছে, কিন্তু ও ব্যাপারটা বাতিল করার অধিকার তার নেই। বাতিলের আদেশ একমাত্র আসতে পারে মাদ্রিদ থেকে।

কিন্তু মুশকিলটা হলো, অত সকালে ওরা ওখানকার কাউকে ঘুম ভাঙাতে পারবে না। আর পারলেও সাতসকালের কাঁচা ঘুম থেকে উঠে ওদের কারুর পক্ষে অত চিন্তা-ভাবনা করা অসম্ভব। তাছাড়া গোলজকে আমি ওদের তরফের যুদ্ধ প্রস্তুতির বিষয়ে যাবতীয় তথ্যগুলো লিখে পাঠালেও কখন কোন্ অবস্থায় ওরা আক্রমণ চালাবে তা বলা আমার পক্ষেও সম্ভব নয়। যাক, এ বিষয়ে অযথা চিন্তা নিষ্প্রয়োন। আপাতত প্রশ্নগুলো সকাল পর্যন্ত মূলতুবী রাখার সিদ্ধান্ত নিলো রবার্টো।

একত্রিশ

ঘুমথলির মধ্যে মারিয়ার উলঙ্গ শরীরটাকে রবার্টো আরো নিবিড় করে টেনে ধরতেই ও বলে উঠলো, 'জানো রবার্টো, তোমাকে বলতে আমার ভীষণ লজ্জা করছে, তবু—। আসলে ওইসব করতে গেলেই আমার কেমন যেন একটা ব্যথা হয়। আমি বোধ হয় তার জন্যে তোমাকে তেমন আনন্দ দিতে পারি না।'

'আরে দূর, একটু-আধটু ব্যথা তো হবেই। ওতে ঘাবড়ানোর কি আছে? না না, ওসব কিছু নয়। আমরা এমন কিছু নিশ্চয়ই করবো না যাতে বেশি লাগে তোমার।'

'না না, তুমি ঠিক বুঝতে পারছো না। আসলে আমি ঠিক যেমনটা চাই সেই-ভাবে হয়তো তোমাকে নিতে পারছি না।'

'বললাম তো, ওইসব নিয়ে একদম ভাবতে হবে না। আমরা যখন পাশাপাশি শোব তখন দুটো শরীর মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে, এইটুকুই শুধু মনে রাখবে। তোমার কোন আলাদা সত্তা রাখার প্রয়োজন নেই।'

'সে তো ঠিকই, তবু আমার খারাপ লাগে গো। আমার মনে হয়, এটা হয়েছে সেই ব্যাপারটার পর থেকে। তোমার আমার দোষে হয়নি।'

'ওসব বাজে প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনার কোন দরকার নেই।'

'আমিও তো চাই না ওসব নিয়ে ভাবতে গো। কিন্তু আজ আর বোধহয় একদমই পারবো না, যার জন্যে—'

'বলছি না, ওসব কথা থাক। তুমি বরং আরো কাছে সরে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরো। এতেই আমি খুশি হবো।'

'বিশ্বাস কর়ো, আজ এত খারাপ লাগছে যে বলবার নয়। ভেবেছিলাম এল সোরডোর ওখান থেকে সেদিন ফেরার পথে যেভাবে আনন্দ করেছিলাম আজও সেইভাবে করবো, কিন্তু—'

'আমার কিন্তু এই অবস্থাতেও খারাপ লাগছে না। তার চেয়ে এসো, আজ বরং আমরা শুধু গল্প করি। তুমিই শুরু করো।'

'কি নিয়ে শুরু করবো? তোমার কালকের কাজটা নিয়ে?'

'না; আমার মতে ও নিয়ে আর আলোচনা না করাই ভালো। যা হবার তা তো হবেই। আচ্ছা, তুমি ভয়টয় পাওনি তো?'

'তা যদি বলো, আমি সব সময়েই মনে আশঙ্কা নিয়ে আছি। তবে ওটা আমার নিজেকে নিয়ে নয়, আমার যা কিছু চিন্তা শুধু তোমার জন্যে।'

'যাঃ, অযথা তুমি ও নিয়ে কেন চিন্তা করছো।' মারিয়ার নগ্ন কাঁধে চিবুক ঠেকায় রবার্টো। 'এর চেয়ে অনেক অনেক শক্ত আর খারাপ কাজ আমাকে করতে হয়েছে। যাকগে, তার চেয়ে বরং এসো আমরা মাদ্রিদে গিয়ে কি কি করবো তাই নিয়ে গল্প করি।'

'তাই বরং বলো। কিন্তু রবার্টো, আমার কিন্তু ভীষণ খারাপ লাগছে আজ তোমাকে কিছু দিতে পারছি না বলে। আচ্ছা, আর অন্য কোন ভাবে কিছু করা যায় না?'

রবার্টো ওকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলো। 'শোনো। সেদিন তোমাকে বলছিলাম না, তোমাকে মাদ্রিদের কোন হোটেলে রেখে আমি রাশিয়ানদের সঙ্গে দেখা করতে যাবো? আসলে ওটা কিন্তু বাজে কথা। আমি ওখানে যাচ্ছিই না।'

'সে কি? কেন?'

'বাঃ, তোমার পোশাক-টোশাক কিনতে হবে না?'

'ও তাই বলো! আমি কিন্তু সাত রকমের পোশাক কিনবো। সপ্তাহের প্রতিদিন আমি পোশাক পাল্টাতে চাই। তোমার জন্যেও আমি জামা কিনবো। আর কিনবো এক মাস ঘরে থাকার মতো খাবার। ওই একটা মাস আমরা হোটেলের ঘর ছেড়ে কোথাও বেরোবো না। অবশ্য যদি আমি তোমাকে খুশি করার মতো অবস্থায় সুস্থ থাকি,' মারিয়ার শেষের কথাগুলো ভারি হয়ে ওঠে।

'আচ্ছা ওই নিয়ে তুমি শুধু শুধু ভাবছো কেন বলো তো? হয়তো পুরনো কোন একটা ক্ষত বার বার ছড়ে যাচ্ছে। এমন হয়েই থাকে, ও আবার সেরেও যায়। আর সেরকম কিছু হলে মাদ্রিদে কি ডাক্তারের অভাব আছে নাকি?'

'কিন্তু আগে তো কোনদিন এরকম হয়নি?'

'এখন হলেও তা নিয়ে ভাবনার মতো কিছু হয়নি।'

পা দিয়ে রবার্টোকে পেঁচিয়ে ধরে মারিয়া। 'আচ্ছা, আমার এই ছোট ছোট চুল তোমার খারাপ লাগবে না?'

'মোটেই না। বরং দেখবে তোমার ওই সুন্দর মুখ, দেহের গড়ন আর চামড়ার রং দেখে অনেকেই তোমাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করবে।'

'অসম্ভব! তুমি ছাড়া আর কোন পুরুষমানুষের সাধ্যি নেই মরার আগে আমার দেহ স্পর্শ করে। তুমি দেখে নিও।'

'আর তুমিও দেখে নিও কতজন সেই চেষ্টা করে।'

'আচ্ছা দেখা যাবে। দস্তা গলানো কড়ার মধ্যে হাত ঢোকালে কি অবস্থা হয় জানো তো?···কিন্তু, আমি ভাবছি অন্য কথা। তুমি যদি তোমাদের সমসাময়িক সমাজের কোন মেয়ের সংস্পর্শে এসে যাও? তখন কি আমাকে তোমার খারাপ লাগবে না?'

'মোটেও না। আর আমি তো তোমাকে বিয়েই করছি।'

'সে তোমার ইচ্ছে। তবে গীর্জায় গিয়ে ও ব্যাপারটা যতক্ষণ না হচ্ছে আমার কাছে ওর কোন গুরুত্ব নেই।'

তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হচ্ছেই জেনে রেখো।'

'তাহলে যে দেশে গীর্জা আছে সেখানে আমরা বিয়ে করবো।'

'সে তো আমার দেশেই আছে। ওখানে কোন সমস্যাও নেই, কারণ আমি এর আগে বিয়ে করিনি।'

'শুনে খুব ভালো লাগছে তুমি আগে কখনো বিয়ে করোনি। কিন্তু এর আগে নিশ্চয়ই তুমি অনেক মেয়ের সংস্পর্শে এসেছো। যাই করে থাকো, আর কিন্তু ওসব চলবে না, বুঝেছো? তাহলে কিন্তু আমি শেষ হয়ে যাবো।'

'কিন্তু বিশ্বাস করো, আমি তোমার সংস্পর্শে আসার আগে কোনদিন স্বপ্নেও ভাবিনি কাউকে এত গভীরভাবে ভালোবাসা যায়।'

রবার্টোর গলা জড়িয়ে ধরে মারিয়া। 'কিন্তু অনেকের সংস্পর্শে তো তুমি এসেছিলে?'

'এলেও কাউকে মন থেকে গ্রহণ করতে পারিনি।'

'জানো, পিলার একটা কথা বলছিলো—'

'কি কথা?'

'বাদ দাও। তুমি বরং মাদ্রিদের কথাই বলো।'

'না, তুমি কি বলছিলে আগে বলো।'

'আমার বলার ইচ্ছে নেই।'

'তবু বলো, কারণ ব্যাপারটা হয়তো গুরুত্বপূর্ণ।'

'না শুনেই কি করে বলছো গুরুত্বপূর্ণ?'

'তোমার হাবভাব দেখে আমার তাই মনে হচ্ছে।'

'তাহলে বলেই ফেলি। পিলার বলছিলো আমরা নাকি কাল সকলেই মরে যাবো। তুমি নাকি ব্যাপারটা জেনেও কোন গুরুত্ব দিচ্ছো না। ও অবশ্য সমালোচনা করে কথাটা বলেনি, বরং ওর কথার মধ্যে তোমার ওপর প্রশংসার সুরই ছিলো।'

'এই কথা বলেছে ও? আসলে এগুলো হচ্ছে ওদের জিপসী চিন্তাধারার কুফল। সাধারণত ভীতু আর বাজারে মেয়েছেলেরাই এইসব নিয়ে আলোচনা করে থাকে।' সহসা রবার্টো অনুভব করলো তার বগল থেকে ঘাম গড়িয়ে পড়ছে। তাহলে কি সেও ভীত হয়ে পড়লো? প্রশ্নটা মন থেকে তাড়ানোর জন্যে মুখে বললো, 'যাকগে, ওর

ওইসব কুসংস্কারাচ্ছন্ন চিন্তাধারার কথা বাদ দাও। আমরা বরং আবার মাদ্রিদ নিয়ে আলোচনা করি।'

'তাহলে তুমি কি ও ব্যাপারে কিছুই জানো না?'

'একেবারেই না। যাক, ওসব কথা এখন ছাড়ো।' গম্ভীরতা ছেড়ে আবার হালকা মেজাজে ফিরে যায় রবার্টো। 'আমি তোমার চুলগুলো নিয়ে কি করবো ভাবছিলাম। ঠিক পশুর গায়ের লোমের মতো ওগুলো সারা মাথায় কিরকম ছড়িয়ে পড়েছে দেখেছো? গম ক্ষেতে হাওয়া বইলে যেরকম দেখতে সুন্দর লাগে, তোমার মাথায় হাত বোলাতেও আমার তেমনি ভালো লাগে।'

'হাত বোলাও তাহলে।'

'মাদ্রিদের নাপিত দিয়ে তোমার চুলের ধারগুলো আর পেছনটা আমি আমার মতো করে কাটিয়ে দেবো। দেখবে এরপর চুল গজালে আরো কত সুন্দর লাগবে। ওগুলো কাঁধ ছাড়ানোর পরেই ঢেউ খেলে যাবে আর রঙটা হবে ঠিক পাকা গমের মতো। তোমার মুখের পোড়া সোনার রঙের সঙ্গে মিল খাওয়াতে গেলে ওটাই হবে সবচেয়ে আদর্শ রঙ। আচ্ছা, কতদিন লাগাতে পারে তোমার চুলগুলো অতখানি বাড়তে?'

'কি জানি! আগে তো কখনো এইভাবে আমার চুল কাটা হয়নি। তবে মনে হয় আর ছ মাসের মধ্যেই আমার চুল কান ছাপিয়ে যাবে। আর তুমি যতখানি চাইছো ওটা হতে বোধহয় এক বছর লেগে যাবে।'

'আমরা কিন্তু বরাবর হোটেলে থাকছি না।'

'তাহলে?'

'আমরা মাদ্রিদেই অ্যাপার্টমেণ্ট ভাড়া করে নেবো। আমি ওখানকার একজন আমেরিকান মহিলাকে চিনি, তিনি ফ্ল্যাট ভাড়া দেন। ওঁর ঘরের জানলা খুললেই দেখবে সামনে বিরাট পার্ক। তাতে আছে সাজানো বাগান, সবুজ লন, নুড়ি বিছানো রাস্তা, অসংখ্য ফোয়ারা আর বাদাম গাছ। পার্কের পাশের লেকে যদি এখনো জল থাকে তাহলে দেখবে ওর পাশ দিয়ে হাঁটার কী অদ্ভুত আনন্দ!'

'জল থাকবে না কেন?'

'পাছে ওপর দিয়ে শত্রুপক্ষের কোন প্লেন-টেন উড়লে জায়গাটা ওরা চিনে ফেলে, এই ভয়ে লেকের সব জল গত নভেম্বর মাসে শুষে নেওয়া হয়েছে। অবশ্য এখন হয়তো আবার ভরে গেছে। ঠিক বলতে পারছি না। সে যাই হোক, জল থাকুক বা না থাকুক, আমরা পার্ক দিয়ে হেঁটেই এমন একটা জায়গায় চলে যেতে পারি যেখানটা গাছপালা দিয়ে ঠিক জঙ্গলের মতো সাজানো আছে। প্রতিটা গাছের গায়ে ফলক দিয়ে নামও লেখা আছে।'

'ওহ্, ঠিক যেন সিনেমার মতো ব্যাপার!' মারিয়া উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। 'গাছ-পালা আমার ভীষণ ভাল লাগে। আমি ওদের নামগুলো জেনে নেবো।'

'আসলে তুমি যা ভাবছ তা নয়। যাদুঘরের মতো নয় জায়গাটা। পার্কেরই একটা অংশ জায়গাটা। সেখানে পাহাড়ের মতো উঁচু উঁচু জায়গা আছে আর গাছ-

গুলো ওখানে আপনিই জন্মেছে। এছাড়া রাস্তার পাশে আছে বিরাট একটা বই বাজার। ওখানে লোকের পড়া বই কম দামে বিক্রী হয়। আন্দোলন শুরু হবার পর ওখানের বাজারটা আরও বেড়ে গেছে, কারণ এমনিতেই যে সব বাড়িতে বোমাবাজি হচ্ছে সেখান থেকে বই হাতানো হচ্ছে, তার ওপর ফ্যাসিস্টদের বাড়ি থেকে তো লুট-পাট করে আনা হচ্ছেই। আমি ইচ্ছে করলে দিনের পর দিন কাটিয়ে দিতে পারি ওই বাজারে। মাদ্রিদে যখন ছিলাম তখন অনেক দিন এইভাবে কেটেওছে।'

'ঠিক আছে, তুমি তাহলে বই বাজারেই কাটিও, আমি বরং ফ্ল্যাটেই থাকবো। আচ্ছা, কাজের লোক রাখার মতো পয়সা থাকবে আমাদের ?'

'নিশ্চয়ই। তোমার যদি পছন্দ হয় পেত্রাকেই হোটেল থেকে আনিয়ে নিতে পারি। ভীষণ ভালো ওর হাতের রান্না। ওর কাছে ইলেকট্রিক স্টোভও আছে।'

'ওসব তোমার ব্যাপার। না হলে আমি অন্য লোকও খুঁজে নিতে পারি। কিন্তু তোমাকে ওখানে গিয়ে নিশ্চয়ই কোন কাজ করতে হবে ?'

'তা হয়তো করতে হবে। আন্দোলনের শুরু থেকেই আমি লড়াই করছি। এবার হয়তো মাদ্রিদে আমায় কাজ দেওয়া হবে। অবশ্য এই নিয়ে আমি কোনদিন জিজ্ঞাসাবাদ করিনি। বিশ্বাস করবে, তোমার সঙ্গে আলাপ হবার আগে পর্যন্ত আমি কারুর কাছে নিজে থেকে কিছু চাইনি ? এই যুদ্ধে জেতার চিন্তা ছাড়া আর কোন চিন্তাও আনিনি মাথায় ? আসলে আমি আমার আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর সম্বন্ধে অত্যন্ত সজাগ। বিশ্বাস করো, আজ যুদ্ধে জেতাটা আমার কাছে যতটা কাম্য তোমার ভালবাসাও ঠিক অতখানিই আমার কাছে কাম্য। স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, স্বাধিকার আমি যেমনভাবে কামনা করি ঠিক সেইভাবে কামনা করি তোমার ভালবাসাকেও। জানো, এই যুদ্ধে আমি আমার প্রচুর সাথীকে হারিয়েছি। ওদের সংখ্যাটা ঠিক যে কত আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়, তবে জেনে নাও, অনেক—অনেক। ওদের হারানোর দুঃখটা হয়তো পুরোপুরি ভোলা সম্ভব নয়, কিন্তু বিশ্বাস করো, তোমাকে পেয়ে আজ জীবনের একটা অংশ অন্তত পূর্ণ হয়ে গেছে। স্ত্রী-সুখ কাকে বলে আমার জানা নেই, কিন্তু তোমাকে কাছে পেয়ে আজ আমি সত্যিই খুশি।'

'আমি চেষ্টা করবো স্ত্রী হিসেবে যতটা সম্ভব তোমার সঙ্গে মানিয়ে নিতে। মাদ্রিদে যদি আমরা যাই তাহলে তো ভালোই, নইলে অন্য যে কোন জায়গায় যেতেও আমার আপত্তি নেই। এমনকি তোমার দেশে যেতে হলেও যাব। ওখানে গিয়ে দরকার হলে আমি ইংরিজী শিখবো, ওদের চালচলন জেনে নেবো, ওরা যা যা করে সব জেনে নেবো আমি।'

'তুমি তো তাহলে ওদের একটা বিরাট দ্রষ্টব্য বস্তু হয়ে দাঁড়াবে দেখছি।'

'তা হলেই বা। আর আমি কোন ভুল করলে, তুমি তো রয়েইছো সংশোধন করার জন্যে। দেখো, এক ভুল আমি কখনই দ্বিতীয়বার করবো না। পিলার বলছিলো আদর্শ স্ত্রী হবার শিক্ষা তোমাদের ওখানে নাকি স্কুলেও শেখানো হয়। আর ওখানে ইংরিজী জানাটা নাকি খুবই জরুরী, তা না হলে তোমাকে নাকি যথেষ্ট লজ্জায় পড়তে হবে।'

'কখন ও বললো এসব কথা ?'

'আমরা যখন গোছগাছ করছিলাম তখন। তোমার স্ত্রী হতে গেলে আমাকে কি কি জানতে হবে এ সম্বন্ধে ও একনাগাড়ে বকে গেছে।'

তার মানে সম্ভবত ও-ও মাদ্রিদে যাচ্ছে, রবার্টো মনে মনে ভাবে। মুখে বলে, 'আর কি বলেছে ও ?'

'আর বলেছে নিজের শরীর আর গড়ন সম্বন্ধে যত্নবান হতে। এ ব্যাপারটা নাকি ভীষণ জরুরী।'

'তা ঠিক। তবে আমার মনে হয় ও ব্যাপারটা নিয়ে তোমার এখন বহু বছর মাথা না ঘামালেও চলবে।'

'না। পিলার আমাকে বলেছে এককালে ও-ও নাকি আমার মতো রোগা ছিলো, তারপর হঠাৎ মোটা হয়ে যায়। তখনকার দিনে তো স্বাস্থ্যচর্চার ব্যবস্থা ছিলো না! ও আমাকে বলে দিয়েছে শরীর রাখতে গেলে কি কি ব্যায়াম আমাকে করতে হবে। বেশি খেতেও বারণ করেছে আমাকে। আর বলে দিয়েছে কি কি খাবার একেবারে মানা। সব মনেও পড়ছে না, যাবার আগে আর একবার জেনে নেবো।'

'যেমন একটা হলো আলু।'

'ঠিক। আলু আর ভাজা খাবার। ওকে আমি আমার ব্যথার ব্যাপারটাও জানিয়েছিলাম। তাতে ও বলেছে আমি যেন যতটা সম্ভব সহ্য করি আর তোমাকে কিছু না জানাই। কিন্তু আমি চাই না তোমার সঙ্গে ছলনা করতে, তাই সব জানিয়ে দিলাম।'

'ভালোই করেছো জানিয়ে।'

'সত্যি বলছো ? হ্যাঁ গো ? এবার তুমি যেভাবে বলবে আমি তোমার কাছে মেলে ধরবো। স্বামীকে সুখী করা যায় এমন কয়েকটা পন্থা পিলার আমাকে শিখিয়ে দিয়েছে।'

'বলালাম তো, তোমাকে কিছু করতে হবে না। এই যে তোমাকে জড়িয়ে ধরে আমি পাশে শুয়ে আছি এতেই আমি সুখী। একদিন তো তুমি সেরে উঠবেই, তখন চুটিয়ে আমি সব আদায় করে নেবো, বুঝেছো ?'

'কিন্তু তোমার নিজস্ব কিছু চাহিদার ব্যাপারও তো রয়েছে। সেটা তো অন্তত আমাকে মেটাতে হবে ? পিলার তার মধ্যে কিছু কিছু আমাকে বলেওছে।'

'না, আমার নিজস্ব চাহিদা বলে কিছু নেই। আমার যা কিছু সব তোমাকে ঘিরে। তোমাকে বাদ দিয়ে আমি আলাদা কিছু চাই না।'

'তোমার কথাগুলো শুনে ভীষণ ভালো লাগছে গো। সব সময় মনে রাখবে তুমি কিছু চাইলে আমি কিন্তু সব সময় সেটা মেটাতে প্রস্তুত। আমাকে কিন্তু একটু বলেটলে দেবে, কেমন ? পিলার যদিও অনেক কিছু বলেছে কিন্তু আমি সব বুঝতে পারিনি। আবার ওকে জিজ্ঞেস করতেও আমার ভীষণ লজ্জা করছিলো।'

রবার্টো হাসলো। 'সত্যি তোমার জবাব নেই। ও আর কি বলেছে তোমাকে ?'

'বলেছে তো অনেক কিছু, সব মনেও পড়ছে না। ও হ্যাঁ, ও বলেছে আমার

ওপর অত্যাচারের ব্যাপারটা তোমাকে জানিয়ে দিতে, কারণ তুমি নাকি ভীষণ ভীষণ ভালো লোক—আর এর মধ্যে নাকি সব বুঝেও ফেলেছো। তবে একটা কথা। ও বলেছে, যদি কখনো আমার সেই সময়কার কথা ভেবে মনটা আগের মতো ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে, তবেই যেন মনটাকে হালকা করার জন্যে আমি ব্যাপারটা তোমাকে জানাই। নইলে জানানোর কোন প্রয়োজন নেই।'

'তোমার কি তাহলে এখনো ব্যাপারটা মনের বোঝা হয়ে আছে?'

'না। তোমার সঙ্গে প্রথমবার···হবার পরেই আমি ওটা ভুলে গেছি। অবশ্য বাবা-মার জন্যে আজও মন কেমন করে। ও বরবেই, কোন কিছুর মূল্যেই ওটা হয়তো ভোলা সম্ভব হবে না। আমার বাবা ছিলেন গ্রামের মেয়র জানো, রীতিমতো একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। আমার মার নামডাকও কিছু কম ছিল না। কিন্তু আমার বাবা যেহেতু রিপাব্লিকের সমর্থক ছিলেন তাই সেই অপরাধে তাঁর সঙ্গে মাকেও মরতে হলো। চোখের সামনে আমি দুজনকে গুলি খেয়ে মরতে দেখলাম। ভেবেছিলাম এরপর ওরা বোধহয় আমাকেও মেরে ফেলবে, কিন্তু তা না করে ওরা আমার ওপর পাশবিক বৃত্তিটা মিটিয়ে নেবারই সিদ্ধান্ত নিলো।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মারিয়া আবার বলতে শুরু করে, 'এরপর আমাকে আর আমার মতো আরো অনেক মেয়েকে হাত বেঁধে নিয়ে যাওয়া হলো একটা চুল কাটার দোকানের সামনে। সেখানে প্রথম আমাকেই পছন্দ করলো ওরা। আমাকে জোর করে বসানো হলো একটা চেয়ারে। আমি সেই সময় মাথায় দুটো বিনুনি বেঁধে চুল বাঁধতাম। ওরা প্রথমেই ক্ষুরের এক এক টানে ও দুটো প্রায় কানের পাশ ঘেঁষে উড়িয়ে দিলো। দ্বিতীয়টা কাটার সময় এমন জোরে ওরা ক্ষুরটা চালিয়েছিলে যে আমার কানের পাশের বেশ কিছুটা অংশ তাতে কেটে গিয়ে রক্ত ঝরতে শুরু করে। আমার এইখানটা হাত বোলাও, এখনো কাটার দাগটা মিলিয়ে যায়নি। পেয়েছো?'

'তা পেয়েছি। কিন্তু এসব নিয়ে আলোচনা আর না করাই ভালো নয় কি?'

'ও কিছু নয়। সেই জঘন্য ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা না করলেই হলো। যাই হোক, ওরা তো আমার চুল কাটা দেখে হো হো করে হাসতে শুরু করলো। যে লোকটা আমাকে ধরে রেখেছিলো সে বললো, "কি এইভাবে চুল কেটে আমরা লাল সন্ন্যাসিনী বানাই। তোমার প্রলেতারিয়ান ভাইদের সঙ্গে মেলার আগে এটার প্রয়োজন ছিলো। জয় হোক তোমাদের লাল যিশুর!"···এর পরেও নিষ্কৃতি মিললো না, আমারই কাটা বেণী দুটো দিয়ে ওরা আমার মুখে সপাং সপাং করে ঘা দিতে শুরু করলো। তারপর ওটা আমার মুখে গুঁজে ঘাড়ের সঙ্গে গিঁট দিয়ে বেঁধে আবার হো হো করে হাসতে শুরু করলো ওরা। এবার আমি কেঁদে ফেললাম। ওরা বোধহয় এটার জন্যেই অপেক্ষা করছিলো, কারণ এরপরই ওদের একজন ক্ষুর দিয়ে আমার মাথা কামাতে শুরু করলো। ব্যাপারটা এত আকস্মিক যে কিছু বোঝার আগেই দেখি আমি সম্পূর্ণভাবে নেড়া হয়ে গেছি। কাজ শেষ করে লোকটা একটা লম্বা কাঠি দিয়ে আমার কানের কাটা জায়গাটায় খানিকটা আয়োডিন লাগিয়ে দিলো। তারপর ওই কাঠিটাই আয়োডিনে চুবিয়ে সে আমার কপালে ইংরিজীতে

ইউ এইচ পি এই তিনটে অক্ষর লিখে দিলো।

'ততক্ষণে আমার চোখের জল শুকিয়ে গেছে। সন্ত বাবা-মাকে হারানোর দুঃখটাকেও সামলে নিয়েছি অনেকটা। যেন মনে হচ্ছিলো মনের ভেতরটা ক্রমশ পাথর হয়ে যাচ্ছে। লেখা শেষ করে লোকটা একবার ভাল করে দেখে নিলো। তারপর আয়োডিনের বোতলটা যথাস্থানে রেখে আবার ক্ষুরটা হাতে নিয়ে বললো, "পরের জন।" সঙ্গে সঙ্গে দুজন আমায় খামচে ধরে বাইরে নিয়ে চললো। ঠিক বেরোনোর মুখে একটু হলেই আর একজনের সঙ্গে ধাক্কা লেগে যেত আমার। দেখি আমার সবচেয়ে প্রিয় বান্ধবী, কনসেপসিয়ন গ্রাসিয়াকে আমারই মতো পিছমোড়া করে ধরে আনছে ওরা। প্রথমটা ও আমাকে চিনতে পারেনি, তারপরই হঠাৎ বুঝতে পেরে এমন চিৎকার শুরু করলো যে রাস্তায় নামার পরেও ওর সেই আর্তনাদ আমি শুনতে পেয়েছি। এরপর ঘটলো সেই জঘন্য ব্যাপারটা। বাবার অফিসে ঢোকানো হলো আমাকে। সেখানে একটা কৌচের ওপর আমাকে শুইয়ে ওরা—'

'থাক সোনা,' রাবার্টো আবার নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে মারিয়াকে। 'এসব কথা আর বলার দরকার নেই। সব শুনে আমারও ভেতরটা কেমন যেন অস্থির হয়ে উঠছে।'

'বেশ, আর কক্ষণো বলবো না এসব কথা। কিন্তু আমার ইচ্ছে, তোমাকে সঙ্গে করে ওদের কয়েকটাকে অন্তত নিজের হাতে খুন করি।'

'ভালো করলে আমাকে কথাটা জানিয়ে। ভাগ্য সহায় থাকলে কালই হয়তো তোমার ওই সাধ পূরণ করা যাবে।'

'কিন্তু যাদের মারা হবে তারা কি ফ্যালাঞ্জিস্ট? কাজটা কিন্তু ওরাই করছিলো।'

'না, ফ্যালাঞ্জিস্টরা ঠিক যুদ্ধ করে না। পেছন থেকে মানুষ মারা হলো ওদের কাজ। যুদ্ধক্ষেত্রে ওদের পাওয়া যায় না।'

'অন্য কোনো ভাবে ওদের মারা যায় না? আমার কিন্তু ভীষণ ইচ্ছে ওদের কয়েকটাকে শেষ করার।'

'আমি মেরেছি ওদের। সুযোগ পেলে আবারও মারবো। ট্রেনেও মেরেছি ওদের বেশ কয়েকটাকে।'

'আমিও তোমার সঙ্গে একটা ট্রেন ওড়াবো। আমাদের সময় যখন ট্রেনটা ওড়ানো হয় তখন ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। পিলার বলেনি আমার সেই সময়কার অবস্থা?'

'বলেছে। ওসব কথা এখন বাদ দাও বরং।'

'কিন্তু সেই সময়কার একটা কথা আমাকে বলতেই হবে। ওটা শুনলে তুমি হয়তো আমাকে বিয়ে করতে চাইবে না। আচ্ছা একটা কথা রবার্টো, ধরো তুমি যদি আমাকে বিয়ে নাই করো, আমরা কি সারাজীবন একসঙ্গে দুজনে থাকতে পারি না?'

'আমি তো তোমাকে বলেছি, বিয়ে আমাদের হবেই।'

'কথাটা আমার একেবারেই মনে ছিলো না। জানো, আমি হয়তো কোনদিনই

তোমার ছেলেমেয়ের মা হতে পারবো না। কথাটা আমার আগেই বলা উচিত ছিলো তোমাকে। পিলার বলেছে, আমি মা হবার হলে সেই সময়েই নাকি হয়ে যেতাম। জানি না, কথাটা আমি এতদিন কেন জানাইনি তোমাকে।'

'আমি তো তোমাকে বলেছি সোনা, ও ব্যাপারটার কোন গুরুত্ব নেই আমার কাছে। তাছাড়া ওটা তো সত্যি নাও হতে পারে? একমাত্র ডাক্তার ছাড়া কারুর পক্ষে এর মীমাংসা করা সম্ভব নয়। আর আমার কথা যদি বলো, আমি এই জঘন্য দুনিয়ায় কোন সন্তানের জন্ম দিতেই রাজী নই। আমার যাবতীয় ভালবাসা আমি তোমার কাছেই উজাড় করে দিতে চাই।'

'কিন্তু আমার যে ইচ্ছে তোমার ছেলেমেয়ের মা হওয়া? আর সেই পৃথিবীটাই বা কেমন হবে, যেখানে আমাদের কোন সন্তান থাকবে না ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে লড়াই করার?'

'ওসব আমি শুনতে চাই না, আমার স্রেফ তোমাকে চাই, বুঝেছো? আচ্ছা, এবার একটু বরং ঘুমোনো যাক। আমাকে আবার ভোর থাকতে থাকতে উঠে পড়তে হবে।'

'তাহলে তুমি বলছো এর পরেও আমাদের বিয়ে হতে পারে?'

'ধর না কেন, বিয়ে আমরা করেই ফেলেছি! এই মুহূর্ত থেকে আমি তোমাকে নিজের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করলাম, হয়েছে?'

'সত্যি বলছো? এটা তোমার কথার কথা নয়?'

'না, বললাম তো।'

'তাহলে ওই ভাবনা নিয়েই আমি কিন্তু ঘুমোচ্ছি।'

'নিশ্চয়ই, আমিও তাই।'

'শুভ রাত্রি, পতিদেব।'

'শুভ রাত্রি, স্ত্রীদেবী।'

বত্রিশ

সেই রাত্রেই মাদ্রিদের গেলর্ড হোটেলে তখন অজস্র লোকের সমাবেশ। তাদের দলে যোগ দিতে গাড়ি করে এলো আরো একজন। কালো রঙের গোড়ালি-উঁচু জুতো আর ধূসর রঙের পোশাক পরা বেঁটেখাটো চেহারার লোকটা গাড়ি থেকে নেমেই পা বাড়ালো হোটেল চত্বরের দিকে। দুজন রক্ষী আর আপ্যায়কের টেবিলে বসা পুলিস বাহিনীর গুপ্তচর লোকটার সসম্ভ্রম অভিবাদনের উত্তরে একবার করে মাথা নুইয়েই সে ঢুকে পড়লো এলিভেটরের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের মধ্যে। যদিও হোটেলের

আগন্তুকরা সঙ্গে কোন পিস্তল বা অন্য অস্ত্র নিয়ে ঢুকছে কিনা এটা লক্ষ্য করাই ওদের কাজ, কিন্তু এক্ষেত্রে ওরা কেউই এই ব্যক্তিটির বিষয়ে তেমন নজর দেবার প্রয়োজন অনুভব করলো না, কারণ এই লোকটির পরিচয় সম্বন্ধে তারা অত্যন্ত ওয়াকিবহাল।

গেলর্ডে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে লোকটা দেখলো সেখানে প্রচুর লোকজন ভর্তি। সাধারণত বৈঠকখানায় যেভাবে লোকে থাকে সেইভাবেই গল্পগুজবে মত্ত তারা। পুরুষ এবং মহিলাদের অনেকের হাতেই ভদকা হুইস্কি আর সোডার বোতল। ছোট ছোট গেলাসে ঢেলে সেগুলো সদ্ব্যবহার করছিলো তারা। এদের মধ্যে চারজনের পরনে সামরিক বাহিনীর পোশাক, পুরুষদের বাকিদের গায়ে চামড়ার জ্যাকেট। মেয়েদের চারজনের মধ্যে তিনজন সাধারণ পোশাকে এবং চতুর্থজন, যার চেহারা অস্বাভাবিক রোগা, তারও পরনে অনেকটা সামরিক বাহিনীর রঙের উর্দি।

ঘরে যে ঢুকেছিলো তার নাম কারকভ এবং এই মেয়েটিই তার স্ত্রী। কারকভ প্রথমেই ওর দিকে এগিয়ে এসে মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানালো। তারপর ওর হাত ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে রাশিয়ান ভাষায় এমন ভাবে কিছু কথা বললো যা ঘরে উপস্থিত অন্যদের পক্ষে কিছুতেই শোনা সম্ভব নয়।

ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে কারকভের চোখের দ্যুতি প্রায় অন্তর্হিত হয়েছিলো কিন্তু পরক্ষণেই অদূরে দাঁড়ানো এক সুবেশা মহিলার দিকে চোখ পড়তে ও দুটো জ্বলজ্বল করে উঠলো। মেহগনি রঙের চুলওয়ালা এই মহিলা তার রক্ষিতা। ছোট্ট ছোট্ট পায়ে এগিয়ে এসে কারকভ এমন ভঙ্গিমায় ওর সঙ্গে করমর্দন করলো যাতে ওদের সম্পর্কটা তার স্ত্রীর পক্ষে কিছুতেই বোঝা সম্ভব না হয় কিন্তু যার নজর এড়ানোর জন্যে ব্যাপারটা করা সে নিজেই তখন এক সুদর্শন স্প্যানিশ অফিসারের গল্পে মত্ত হয়ে পড়েছে। স্বামীর দিকে আদৌ নজর করলো না ও।

ওদিকে কারকভ তখন মহিলাটিকে বলছে, 'তোমার হীরোর গায়ে কিরকম চর্বি জমছে দেখেছো? সবে দু বছরে পা দিতেই এই অবস্থা, পরে কি হবে কে জানে।' যার বিষয়ে কথা বলা হচ্ছিলো তার দিকে কিন্তু আদৌ তাকাচ্ছিলো না সে।

'তোমার কেবল হিংসের কথা,' হাসতে হাসতে জার্মান ভাষায় কথা বলছিলো মেয়েটি। 'যাই হোক, কাল কি তোমার সঙ্গে যেতে পারবো?'

'না। ওখানে যাওয়ার অসুবিধে আছে।'

'সবাই জানে সে কথা কিন্তু তবু আমি যাবো। ডলোরেস যাচ্ছে। হয় ও নয়তো কারমেন কারুর না কারুর সঙ্গে আমি যাবোই। অনেকেই যাচ্ছে ওখানে।'

'তাহলে যার সঙ্গে যেতে হয় যাও, আমি তোমাকে সঙ্গে নিচ্ছি না।' সহসা গম্ভীর হয়ে ওঠে কারকভ। 'আচ্ছা, কে তোমাকে বললো এসব কথা?'

'রিচার্ড,' এবার মহিলাটির গলাও বেশ গম্ভীর।

দু কাঁধে ঝাঁকুনি তুলে কারকভ এগিয়ে যায়।

'কারকভ!' বেঁটেখাটো চেহারার একজন লোক এগিয়ে আসে। 'শুভ সংবাদটা শুনেছো? আমি শুনেছি মিনিট দশেক আগে। দারুণ খবর। সেগোভিয়াতে ফ্যাসিস্টরা নাকি নিজেদের মধ্যেই লড়াই শুরু করে দিয়েছে। শুনলাম বিকেলে ওরা

নিজেদের বাহিনীর ওপরই নাকি প্লেন থেকে বোমা বর্ষণ করেছে।'

'তাই নাকি? সত্যি?' কারকভ কৌতূহল প্রকাশ করে।

'একেবারে পাক্কা খবর। ডলোরেস নিজে জেনে এসেছে ওখান থেকে। ওকে আমি এত খুশি হতে জীবনে দেখিনি। আর মুখ দেখলেই তো বোঝা যায় কে সত্যি বলছে আর মিথ্যে বলছে। আমি তো ভাবছি এই সম্বন্ধে ইজভেস্তিয়াতে একটা প্রবন্ধ লিখে পাঠিয়ে দেবো।'

'সেটাই করুন বরং।' বলেই কারকভ আর একজনের দিকে এগিয়ে যায়। প্রায় আটচল্লিশ বছর বয়সী এই লোকটির পরনে সেনাবাহিনীর বিভাগীয় প্রধানের পোশাক। জাতে হাঙ্গেরিয়ান।

'আচ্ছা, ডলোরেস যখন এখানে এসেছিলো আপনি কি ছিলেন?' কারকভ প্রশ্ন করে তাকে।

'হ্যাঁ।'

'ব্যাপারটা কি?'

'শুনলাম ফ্যাসিস্টরা নাকি নিজেদের মধ্যে লড়াই শুরু করে দিয়েছে। ব্যাপারটা সত্যি হলে দারুণ একটা খবর।'

'আমাদের এখানে একটা আমেরিকান ছেলে আসতো—জর্ডন—সে এখন ওখানকার পার্টিজান দলের সঙ্গে আছে। ওর ওখানেই সম্ভবত ঘটনাটা ঘটছে।'

'তাহলে সেক্ষেত্রে আজ রাত্তিরের মধ্যে সে অবশ্যই এই রিপোর্টটা পেয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, গোলজের হয়ে সে কাজ করছে না? আপনি তো কাল গোলজের সঙ্গে দেখা করছেন?'

'হ্যাঁ, সকালবেলাই যাবো।'

'আমার তো মনে হয় ও ব্যাপারটা যতক্ষণ চলছে তার সংস্পর্শে না যাওয়াই ভালো। আপনার মতো লোকদের সে আমার মতোই ঠিক ভালো চোখে দেখে না।' হাঙ্গেরিয়ানটির মুখে হাসি ফোটে। 'অবশ্য মেজাজ সংযত করার ক্ষমতা তার আছে।'

'কিন্তু এরকম একটা ব্যাপারে—'

'আমার মনে হয় এটা ফ্যাসিস্টদের একটা ভাওতাবাজি। এবার গোলজ কিরকম পাল্টা ধোঁকা দেয় সেটাই দেখার। ও ব্যাপারটা পুরোপুরি তার হাতে ছেড়ে দেওয়াই ভালো।'

'ঠিক আছে, দেখা যাক। আমি এখন একটু ঘুমোতে যাচ্ছি।'

ধোঁয়া আর কোলাহলমুখর ঘরটা ছেড়ে নিজের শোবার ঘরে ঢুকলো কারকভ। কিন্তু ওখানেও কথাবার্তার শব্দ ভেসে আসছে দেখে সে দরজা বন্ধ করে জানলাটা খুলে দিলো। এরপর কোনক্রমে জুতোটা খুলেই সে সটান শুয়ে পড়লো বিছানায়। পোশাক বদলানোর প্রয়োজন নেই কারণ রাত দুটোর সময়েই তাকে গাড়িতে রওনা হতে হবে নেভাসেরেডার সীমান্ত অঞ্চলের দিকে, যেখানে গোলজ আগেই যুদ্ধের সবরকমের আয়োজন করে রেখেছে।

তেত্রিশ

সজোরে কেউ কাঁধে ঝাঁকুনি দিতে রবার্টো ধড়মড় করে জেগে উঠলো। প্রথমে ভেবেছিলো মারিয়া, পরক্ষণেই পিলারকে দেখে অবাক হয়ে ওঠে সে। হাতঘড়ির উজ্জ্বল আলোয় সময়টা দেখে নেয়—রাত দুটো, তারপর মুখ তুলে বলে, 'কি ব্যাপার ?'

'পাবলো সরে পড়েছে।'

একবার ঘুমন্ত মারিয়ার দিকে তাকিয়ে রবার্টো পোশাক আর জুতো পরে নেয় : 'কখন ?'

'ঘন্টাখানেক হলো।'

'তারপর ?'

'আপনার কিছু জিনিস সে নিয়ে গেছে।'

'কিরকম ? কি জিনিস ?'

'বলতে পারছি না। আপনি দেখবেন আসুন।'

অন্ধকারে হেঁটে গুহার প্রবেশপথের দিকে এগিয়ে যায় ওরা। পাছে ঘুমন্ত কারু সঙ্গে পায়ে ঠোক্কর লাগে এই ভয়ে রবার্টো ভেতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে টর্চ জ্বালিয়ে নেয়। তবু অ্যানসেলমো ওদের দেখে তাড়াতাড়ি উঠে বসে প্রশ্ন করে, 'সময় হয়ে গেলো এর মধ্যে ?'

রবার্টো ফিসফিস করে জবাব দেয়, 'না না, তুমি ঘুমোও।'

রবার্টোর দুটো থলি পিলারের বিছানার মাথায় একটা ঝুলন্ত কম্বলের পেছনে রাখা ছিলো। বিশ্রী দুর্গন্ধভরা বিছানাটার কাছে হাঁটু গেড়ে বসে কম্বলটা উঠিয়ে থলি দুটোর ওপর টর্চের আলো ফেললো রবার্টো। দুটো থলিই মাথা থেকে নিচে পর্যন্ত লম্বা করে চেরা। বাঁ হাতে টর্চটা ধরে রবার্টো ডান হাতটা প্রথম থলিটার ভেতর পুরে দিলো। ঘুমথলিটা আগেই বের করে নেওয়ায় এর ভেতর অনেকখানিই ছিলো ফাঁকা। এছাড়া ছিলো কিছু তার, সেগুলো যথাস্থানে থাকলেও বিস্ফোরক ভরা কাঠের বাক্সটা উধাও। এছাড়া অতি সযত্নে মোড়ক করে রাখা বিস্ফোরকের আর একটি চুরুটের বাক্স, প্যাঁচওয়ালা একটি টিন, ফিউজ এবং ক্যাপগুলোও ছিলো না সেখানে।

দ্বিতীয় থলেটাও বিস্ফোরকে পরিপূর্ণ ছিলো, কিন্তু পরীক্ষা করতে গিয়ে রবার্টো বুঝলো সম্ভবত একটার বেশি বাক্স সরানো হয়নি সেখান থেকে।

বিমূঢ় দৃষ্টিতে পিলারের দিকে ঘুরে তাকায় রবার্টো। 'তাহলে এইভাবে তুমি একজনের জিনিস পাহারা দিচ্ছিলে ?'

'আমি ওগুলোর ওপর মাথা আর হাত রেখে ঘুমোচ্ছিলাম।'

'ভালোই ঘুমিয়েছো তাহলে বলতে হয়।'

'তাহলে শুনুন। একবার ওকে উঠতে দেখে আমি জিগেস করি, "কি হলো, কোথায় চললে তুমি?" জবাবে ও বললো পেচ্ছাপ করতে যাচ্ছি। আমি আবার শুয়ে পড়লাম। এরপর কখন আবার ঘুম থেকে উঠেছি জানি না, দেখি ও পাশে নেই। ভাবলাম, হয়তো অভ্যাসমতো ঘোড়াগুলো দেখতে গেছে। তারপর—। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন ও ফিরলো না আমার চিন্তা হলো। কি ভেবে উঠে আপনার বস্তাগুলো পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখি ওগুলো এইভাবে চেরা।'

'বাইরে চলো।' গুহার বাইরে এসে রবার্টো বলে, 'আচ্ছা, যেসব জায়গায় আমাদের লোক আছে সেগুলো ছাড়া আর কোন দিক দিয়ে সে কি ঘোড়া নিয়ে পালাতে পারে?'

'ওরকম দুটো জায়গা আছে।'

'ওপরে আমাদের কে আছে?'

'এলাডিও।'

আর কোন কথা না বলে রবার্টো ঘোড়ার খোঁয়াড়ের কাছে চলে আসে। তিনটে ঘোড়া চরে বেড়াচ্ছিলো সেখানে। ওদের মধ্যে পিঙ্গল আর ধূসর ঘোড়া দুটো দেখতে পেলো না সে।

পিলারের দিকে ঘুরে তাকায় রবার্টো। 'কতক্ষণ আন্দাজ হবে সে গেছে?'

'অন্তত এক ঘণ্টা তো বটেই।'

'তাহলে তো ল্যাটা চুকেই গেলো। বস্তায় আর কি মাল রইলো দেখে আবার বরং শুয়ে পড়ি।'

'আমি ওগুলো পাহারা দিচ্ছি।'

'পাহারা তো তুমি আগেও একবার দিয়েছো।'

'দেখুন ইংরেজ সাহেব, এর জন্যে আমিও কিন্তু আপনার চেয়ে কম অনুতপ্ত নই। দয়া করে আমাকে আর আঘাত দেবেন না। আমি কথা দিচ্ছি, আপনার মালগুলো ফেরত আনার ব্যাপারে আমার তরফে যত রকম ব্যবস্থা নেবার আমি নেবো। পাবলো আমাদের দুজনের সঙ্গেই বেইমানি করেছে মনে রাখবেন।'

রবার্টোও বুঝলো এই অবস্থায় আর তিক্ততা বাড়ানো উচিত নয়। তাছাড়া আর কয়েক ঘণ্টা পরে এর সঙ্গেই হাত মিলিয়ে কাজ করতে হবে তাকে। কাঁধে হাত রেখে বলে, 'ও কিছু নয়, পিলার। যে মাল গেছে তার খুব বেশি গুরুত্ব নেই। আমরা ওর বদলে এমন জিনিস বানিয়ে নেবো যা দিয়ে আরো ভালো কাজ হবে।'

'তাহলে কি জিনিস নিয়েছে সে? বোমাগুলো ফাটাতে ওগুলোর কি দরকার হবে না?'

'তা হবে, তবে বিস্ফোরকগুলো ফাটানোর অন্য রাস্তাও আছে।' হাঁটতে হাঁটতে আবার গুহার মুখের কাছে ফিরে এসে রবার্টো বলে, 'আপাতত পাবলোর কথা ভুলে চলো আমরা কিছুটা ঘুমিয়ে নিই।'

'আমি দেখি এলাডিও কোথায় গেলো।'

'কোন লাভ নেই তাতে। তার থেকে ঘুমিয়ে নাও খানিকটা। চারটের মধ্যে

আমাদের আবার রওনা হতে হবে।' গুহার ভেতর ঢুকে অতি সন্তর্পণে বস্তা দুটো বের করে আনে রবার্টো।

'দিন, ফাটাগুলো আমি সেলাই করে দিই।'

'রওনা হবার আগে পর্যন্ত ওগুলো আমি নিজের কাছেই রাখতে চাই, পিলার। না হলে আমার ঘুমও হবে না।'

'আমি খুব তাড়াতাড়ি সেলাই করে দেবো।'

'যাবার আগে সে সুযোগ তুমি নিশ্চয়ই পাবে। যাও, ঘুমিয়ে নাও খানিকক্ষণ।'

চৌত্রিশ

সরকারের সংরক্ষিত জায়গায় এসে আঁদ্রেকে বাধার সম্মুখীন হতে হলো। রাতের অন্ধকারে কাটাতারের বেড়াটা সে অবশ্য অনায়াসেই টপকে যেতে পারতো, তবু অযথা ঝুঁকি না নিয়ে সে আত্মসমর্পণ করারই সিদ্ধান্ত নিলো।

চিৎকার করে নিজের উপস্থিতি ঘোষণা করলো সে, 'এই যে, কে আছে ওখানে?'

দূরে পাঁচিলের আড়াল থেকে একটা রাইফেল গর্জন করে উঠলো। সটান মাটিতে শুয়ে পড়ে আবার হাঁক দিয়ে উঠলো আঁদ্রে, 'গুলি ছুঁড়বেন না, কমরেডস, আমি আপনাদের কাছে আসতে চাই।'

'কজন আছেন আপনারা?' অন্ধকারে পাঁচিলের আড়াল থেকে চিৎকার করে উঠলো কেউ।

'একজন। আমি একা।'

'কে আপনি?'

'ভিলাকনেজো থেকে আসছি, আমার নাম আঁদ্রে লোপেজ। পাবলোর দলের লোক আমি। ওদিকে একটা খবর পৌঁছতে যাচ্ছি।'

'রাইফেল-টাইফেল সঙ্গে আছে?'

'হ্যাঁ।'

'অস্ত্র নিয়ে আমরা কাউকে এখান দিয়ে যেতে দিই না। তিনজনের বেশি কোন দলকেও যেতে দেওয়া হয় না।'

'বলছি তো আমি একা। আমার কাজটা জরুরী। দয়া করে যেতে দিন আমাকে।'

কিছুক্ষণ পরে আবার সেই কণ্ঠস্বর: 'এই যে ফ্যাসিস্ট, শুনুন!'

'আমি ফ্যাসিস্ট নই,' আঁদ্রে আবার চেঁচিয়ে ওঠে। 'আমি পাবলোর গেরিলা

বাহিনীর সদস্য। আমি এক মিলিটারি জেনারেলের কাছে খবর পৌঁছতে যাচ্ছি।'

'লোকটা পাগল,' কেউ একজন বলে ওঠে। 'ওর দিকে একটা বোমা ছুঁড়ে দাও।'

'শুনুন। আবার বলছি আমি একা এসেছি। আমাকে আপনারা যেতে দিন।'

'লোকটা ক্রিস্টানদের মতো কথা বলছে,' বলেই একজন উচ্চস্বরে হেসে ওঠে।

'সব থেকে ভালো ওর দিকে একটা বোমা ছোঁড়া।' এটা অন্য একজনের গলা।

'না।' আঁদ্রে গলা তুলে বলে, 'ও ভুল আপনারা করবেন না। আমার কাজটা অত্যন্ত জরুরী আমি আপনাদের জানিয়েছি।'

'আপনি তাহলে একা?'

'আচ্ছা মুশকিল, কতবার বলতে হবে কথাটা? আবার শুনে নিন। আমি—সম্পূর্ণ—একা। হয়েছে?'

'তাহলে একা যদি হয়ে থাকেন উঠে দাঁড়িয়ে মাথার ওপর দু হাত দিয়ে রাইফেলটা তুলে ধরুন।'

আঁদ্রে নির্দেশ মেনে রাইফেল মাথার ওপর তুলে ধরে।

'এবার তার পেরিয়ে আসুন। মনে রাখবেন, আমরা কিন্তু আপনার দিকে রাইফেল তাক করে আছি।'

আঁদ্রে ওই অবস্থায় কাঁটাতারের কাছে এগিয়ে এসে আবার চেঁচিয়ে ওঠে, 'এইভাবে হাত তুলে আমি তার পেরোবো কি করে?'

'হাত নামবে না।'

'কিন্তু আমি যে পেরোতে পাচ্ছি না।'

'একটা বোমা মেরে দিলেই তো ঝামেলা মিটে যেতো,' একজন মন্তব্য করে।

'আরে বাব্বা রাইফেল ওই অবস্থায় মাথায় তুলে ও আসবেই বা কেমন করে?' আর একজনের গলা। 'একটু যুক্তি দিয়ে অন্তত বোঝার চেষ্টা করো।'

'তুমি রাখো তো! সব ফ্যাসিস্টরাই সমান। একটার পর একটা বায়নাক্কা চলে তাদের।'

কথাটা কানে যেতে আঁদ্রে আবার ক্ষেপে ওঠে, 'বলছি না আমি ফ্যাসিস্ট নই, পাবলোর দলের লোক। মহামারিতে যত না ওরা মরেছে তার থেকে অনেক বেশি আমরা ওদের মেরেছি।'

'পাবলো ফাবলো কারুর নাম আমরা জীবনে শুনিনি। রাইফেল কাঁধে ফেলে হাত দিয়ে তার সরিয়ে চলে আসুন তাড়াতাড়ি।'

'হ্যাঁ, আমাদের হাত থেকে গুলি ছোটার আগে।'

কোন রকমে তারের ফাঁক দিয়ে গলে পাঁচিলের কাছাকাছি আসতেই অফিসার গোছের একজন আঁদ্রের সামনে উপস্থিত হয়। 'দেখি আপনার কাগজপত্রগুলো।'

রবার্টোর দেওয়া কাগজপত্রগুলো একটা মোমবাতির আলোয় পরীক্ষা করতে থাকে সে। গোলজের চিঠিটা একটা খামের মধ্যে সুতো দিয়ে বেঁধে তার ওপর গালা দিয়ে সীল মোহর করা ছিলো। মোহরটা পরীক্ষা করতে করতে অফিসারটি বলে,

'এ ছাপ আমি আগে দেখেছি। এটা যে আপনার কাছে থাকবে তাও জানতাম।' আঁদ্রের পরিচয়পত্রটায় আবার চোখ বুলিয়ে নেয়। 'আপনার জন্মস্থান?'

'ভিলাকনেজো।'

'ওখানে কোন্ জিনিসটা বেশি ফলে বলুন?'

'তরমুজ। সারা পৃথিবীর লোক জানে।'

'ওখানে কাকে কাকে আপনি চেনেন?'

'কেন? আপনার বাড়িও কি ওখানে?'

'না। তবে কিছুদিন আমি ওখানে ছিলাম। আমার বাড়ি অ্যারানজুয়েজ।

'অ! ঠিক আছে, যে কোন লোকের কথা আমাকে জিগেস করতে পারেন।'

'জোস রিঙ্কনের সম্বন্ধে কি জানেন বলুন।'

'ন্যাড়া মাথা, বিরাট ভুঁড়ি আর একটা চোখে ফেট্টি বাঁধা থাকে তার।'

'ঠিক আছে, এতে চলবে।' আঁদ্রের হাতে কাগজপত্রগুলো ফিরিয়ে দেয় লোকটি।

'তাহলে আমি চলি? আমার আবার ভীষণ তাড়া রয়েছে।'

'আপনাদের ওখানে ফ্যাসিস্টদের খবর কি?'

'আজ ওদের আমরা মোক্ষম শিক্ষা দিয়েছি। তবে সোরডোর দলটাকে ওরা আজ শেষ করে দিয়েছে।'

'সোরডোটা কে?

'আমাদের পাহাড়ী এলাকায় শ্রেষ্ঠ বাহিনীটার নেতা ছিলো সে।'

'আপনাদের সকলের উচিত সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়া। গেরিলাবাহিনী বেশ কিছু ক্ষেত্রে ছেলেমানুষী কাজ করছে। আমাদের দলে থাকলে আমরা প্রয়োজনমতো আপনাদের কাজে লাগাতে পারতাম।'

ধৈর্য নামক বস্তুটা আঁদ্রের মধ্যে প্রচুর পরিমাণেই আছে। তাই বেড়া-জাল ডিঙিয়ে এই পর্যন্ত আসার সমস্ত ব্যাপারটাই সে শান্ত মনে মেনে নিয়েছে। সে এও জানে অফিসারটির তাদের বিষয়ে কোন ধ্যান-ধারণাই নেই। কিন্তু এই মুহূর্তে তাকে বোঝানোর চেয়ে গন্তব্যস্থলের দিকে রওনা হওয়াটাই তার কাছে অনেক বেশি জরুরী মনে হলো। সিদ্ধান্ত নিয়ে সে বলে, 'শুনুন, কমরেড! হয়তো আপনার কথাগুলোই ঠিক, কিন্তু আমাকে এই চিঠিটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পঁয়ত্রিশ নম্বর ডিভিসনের জেনারেল কম্যাণ্ডারের কাছে পৌছে দিতে হবে, কেননা কাল সকালের মধ্যেই আমরা এখানে পাহাড়ী এলাকায় এক জায়গায় আক্রমণ করছি।'

'আক্রমণ? কিসের আক্রমণ?' অফিসারটি যেন আকাশ থেকে পড়ে।

'ওসব বলতে পারবো না। আমি শুধু এইটুকু জানি, আমাকে এক্ষুণি নেভা-সেরেডাতে যেতে হবে। আপনি দয়া করে আপনাদের কম্যাণ্ডারকে বলে একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন?'

'আপনার কথার একটা বর্ণও আমি বিশ্বাস করছি না। এর চেয়ে তার পেরোনোর আগে আপনাকে গুলি মেরে খতম করে দিলেই ভালো হতো দেখছি।'

'কিন্তু কমরেড, আপনি তো আমার কাগজপত্র দেখলেন! আমার এখান দিয়ে যাবার উদ্দেশ্যও আপনাকে বলেছি।'

'কাগজপত্র যে কেউ জাল করতে পারে। যে কোন ফ্যাসিস্ট একটা উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারে। আমি নিজে আপনার সঙ্গে সেই কম্যাণ্ডারের কাছে যাবো।'

'আরো ভালো হলো। কিন্তু আমাদের খুব তাড়াতাড়ি যেতে হবে।'

'এই যে, স্যাব্রুজ! এদিকে এসো। তুমি আমার হয়ে এখানকার দায়িত্ব সামলাবে। কি করতে হবে না হবে তা নিশ্চয়ই তোমাকে বোঝানোর প্রয়োজন নেই? আমি এই কমরেডকে নিয়ে একজন কম্যাণ্ডারের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।'

আঁদ্রের সঙ্গে রওনা হয়ে কিছু দূরে গিয়ে অফিসারটি সহসা থমকে দাঁড়ায়। 'আপনার বন্দুক এখনো সঙ্গে রয়েছে?'

'আছেই তো। কেন দোষটা কি হলো?'

'ওটা আমাকে দিন। আপনি যে কোন সময়ে আমাকে পেছন থেকে গুলি মেরে শেষ করে দিতে পারেন।'

'কেন? খামোকা আপনাকে গুলি করবো কেন?'

'বলা যায় না কিছুই। বিশ্বাস আমি কাউকেই করি না, দিন ওটা আমার হাতে।'

আঁদ্রে কাঁধ থেকে রাইফেলটা নামিয়ে বাড়িয়ে ধরে। 'নিন ধরুন তাহলে, আপনার যখন এটা বইবার এতই ইচ্ছে।'

'ঠিক আছে, আসুন এই পথ দিয়ে।'

পাহাড়ের নিচে আরো অন্ধকার পথের দিকে পা বাড়ায় ওরা।

পঁয়ত্রিশ

মারিয়ার পাশে শুয়ে রবার্টো নিজের হাতঘড়িটার সময় বোঝার চেষ্টা করছিলো। ছোট্ট ঘড়িটার সেকেণ্ডের কাঁটাটা নজর করা দুষ্কর কিন্তু কিছুক্ষণ মনঃসংযোগ করার পর সে বুঝলো, ওটা ঠিকমতো বোঝা সম্ভব না হলেও মিনিটের কাঁটাটার গতিবিধি অনায়াসেই লক্ষ্য করা সম্ভব। পাশে গভীর ঘুমে অচেতন মারিয়া। ঠিক এই মুহূর্তে ওর ঘুম ভাঙানোর ইচ্ছে না থাকলেও ওকে স্পর্শ করার লোভ সংবরণ করা অসম্ভব হয়ে পড়লো রবার্টোর পক্ষে। জিভ দিয়ে আলতো স্পর্শ করে ওর কানের পাশ থেকে ঘাড় পর্যন্ত চাটতে শুরু করলো সে। আর ঠিক তখনই ঘুম ভেঙে গেলো ওর।

নিবিড় আবেগে পরস্পরকে জড়িয়ে চুমু খেতে শুরু করলো ওরা।

'অ্যাই, লাগছে?'

'না।' আবেগে থরথর করে কাঁপতে থাকে মারিয়ার শরীর।

'আমার খরগোস সোনা।'

'এই, কথা বোলো না এখন।'

'কিন্তু একটা বিরাট ব্যাপার যে তোমাকে বলতে হবে।'

'পরে শুনবো।' রবার্টোকে হাতঘড়ির দিকে তাকাতে দেখে মারিয়া বলে, 'আর শোবার সময় নেই, না?'

'না, আর খুব অল্প সময় হাতে আছে।'

'তাহলে এখন উঠে পড়ে বরং কিছু খাবার বানিয়ে ফেলি?'

'তাই করো।'

'অ্যাই, তুমি কি কোন ব্যাপারে খুব চিন্তিত?'

'না না, কে বললে?'

'সত্যি বলছো?'

'মিথ্যে বলবো না, চিন্তা একটা ছিলো, কিন্তু এখন আর নেই।'

'আমি কি তোমাকে কিছু সাহায্য করতে পারি?'

'প্রয়োজন নেই, সোনা। এসো আমরা পোশাক পরে নিই।' স্প্যানিশে কথা বলতে বলতে রবার্টো হঠাৎ ইংরেজীতে বলে ওঠে, 'তোমার কাছে আমি অনেক কিছুই শিখলাম।'

'কি বললে?'

রবার্টো আবার স্প্যানিশে বলে, 'বলছি তোমার কাছে প্রচুর জিনিস শিখেছি আমি।'

'বলো কি? তুমি না অনেক বেশি লেখাপড়া জানো আমার চেয়ে?'

জুতোর ফিতে বাঁধতে বাঁধতে রবার্টো বলে, 'জীবনটা বেশ মজাদার হয়ে উঠেছে আমার কাছে।'

গুহার সামনে কম্বলটা নড়ে উঠতে ভেতরের আলো খানিকটা দেখা গেলো। ওরা দুজনেই তাকায় সেদিকে।

'রবার্টো?'

'বলো?'

'আজ সারাদিন তো আমরা একসঙ্গেই থাকতে পারবো, না?'

'হ্যাঁ। কাজটা শুরু হবার কিছুক্ষণ পর থেকে।'

'শুরু থেকেই নয় কেন?'

'না। তোমাকে ঘোড়াগুলোর কাছে থাকতে হবে।'

'কেন তোমার সঙ্গে থাকলে ক্ষতি কি?'

'না, সোনা, আমার যা কাজ আমাকে একাই করতে হবে, তুমি ও সময় থাকলে বরং আমার চিন্তা বেড়ে যাবে।'

'কাজটা চালু করেই তুমি কিন্তু তাড়াতাড়ি চলে আসবে।'

'রবার্টো হাসে। 'আসবো। এসো, এবার খাওয়াদাওয়ার পাটটা চুকিয়ে নেওয়া যাক।'

'তোমার ঘুমথলিটা?'

'গুটিয়ে রাখো। বলো তো আমি সাহায্য করি।'

'না না, দরকার নেই, আমি একাই পারবো।'

মারিয়া কাজ শুরু করতেই রবার্টো নিজের থলি দুটো নিয়ে গুহার দিকে হাঁটতে শুরু করলো। ঘড়িতে তখন তিনটে বাজতে দশ মিনিট বাকি।

ছত্রিশ

গুহার ভেতরে একটা উনুনকে ঘিরে ওরা সকলে দাঁড়িয়েছিলো। উনুনে আঁচ তুলতে হাতপাখা নাড়ছিলো মারিয়া। পিলার এর আগে কাপ বানিয়ে ফেলেছে। রবার্টোর মাল উধাও হবার পর থেকে ও আর আদৌ ঘুমোতে পারেনি। আপাতত একটা টুলে বসে ও রবার্টোর দ্বিতীয় থলিটার ফাটা অংশটা ছুঁচ দিয়ে সেলাই করছিলো। কাজটা শেষ হওয়া মাত্র ফার্নাণ্ডোকে দেখে ওর চোখ দুটো জ্বলে উঠলো।

'হ্যাঁ, পারো তো আরো খানিকটা গিলে নাও। এবার পেটে কিছু হলে কোন্ ডাক্তারের বাবা তোমাকে দেখবে শুনি?'

অগাস্টিন পাশ থেকে বলে ওঠে, 'দোহাই তোমার, একটু নরম করে বলো। তোমার হাবভাব অনেকটা খানকি বাড়ির মাসীদের মতো হয়ে যাচ্ছে।'

একটা স্বয়ংক্রিয় রাইফেলের সামনে সে দাঁড়িয়েছিলো। দু পকেটে ঠাসা গ্রেনেড, এক কাঁধে একটা ঝোলা, অন্য কাঁধে গুলির মালা। এক হাতে সিগারেট ধরে অন্য হাতে সে কফির পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছিলো।

পিলার তার দিকে তির্যক দৃষ্টিতে তাকালো। 'তোমাকে ঠিক একটা লোহালক্কড়ের দোকানের মতো লাগছে। এসব নিয়ে একশো গজও হাঁটতে পারবে কিনা সন্দেহ।'

'আরে না রে বাবা, আমরা তো নিচের দিকে নামবো।'

'ঢালু শেষ হবার পর খানিকটা আবার ওপর দিকেও উঠতে হবে,' ফার্নাণ্ডো বলে।

'ওটুকু আমি ঠিক ছাগলের মতো লাফিয়ে উঠে যাবো।'

এলাডিওর দিকে তাকিয়ে ফার্নাণ্ডো বলে, 'আর তোমার ভাই? ও তো দেখছি এর মধ্যেই সিঁটিয়ে আছে।'

দেওয়ালের পাশে দাঁড়ানো এলাডিও ধমকে ওঠে তাকে, 'চুপ করো তুমি!'

এলাডিও অবশ্য জানে তার শোচনীয় মানসিক অবস্থার কথা সকলেই ধরে ফেলেছে। যুদ্ধে নামার আগে এ ব্যাপারটা তার কাছে নতুনও নয়। তবু দুর্বলতা চাপা দিতে সে টেবিলের কাছে এসে পকেটে গ্রেনেড ভরতে শুরু করলো। দেখাদেখি রবার্টোও গোটা চারেক গ্রেনেড হাতে তুলে তাকে প্রশ্ন করলো, 'এগুলো কোত্থেকে আনা?'

'এসব রিপাব্লিকের মাল, ওই বুড়ো এনেছে।'

'মাল কিরকম?'

'একেবারে এক নম্বর জিনিস।'

'আমি এনেছি ওগুলো,' অ্যানসেলমো বলে। 'এক এক বাক্সে ষাটটা করে থাকে, নব্বই পাউণ্ড করে দাম।'

পিলারের দিকে তাকায় রবার্টো। 'তোমরা এগুলো আগে ব্যবহার করেছো?'

'ও মা, ব্যবহার করেছি মানে? এগুলো দিয়েই তো পাবলো সেবার ওটেরোর ঘাঁটিটা ওড়ালো।'

পাবলোর নাম শুনেই মুখখিস্তি শুরু করলো অগাস্টিন। এতে পিলারের প্রতিক্রিয়া দেখতে তাড়াতাড়ি ওর মুখের দিকে তাকাল রবার্টো।

পিলার বললো, 'ফালতু কথা বাদ দাও। ওতে কিছু লাভ নেই।'

তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ ঘোরালো রবার্টো, 'আচ্ছা, এগুলো সব কটা ফাটে?'

'প্রত্যেকটা,' এলাডিও জবাব দেয়। 'আজ অব্দি আমরা একটাও বাজে মাল পাইনি।'

'কতটা সময় লাগে ফাটতে?'

'শুধু ছুঁড়ে দিলেই হলো, ব্যস।'

'আর এগুলো?' টিনের মতো আকৃতির একটা বোমা তুলে ধরে রবার্টো।

'একেবারে ফালতু জিনিস,' এলাডিও বলে। 'অবশ্য ফাটে না তা নয়, তবে কাজের কাজ কিছু হয় না।'

'কিন্তু ফাটে তো সবগুলো?'

'না, এই সবগুলো শব্দটা আমরা কেউই হলফ করে বলতে পারি না,' এবার পিলার জবাব দেয়।

'এই যে তোমরা বললে ওই মালটা সব কটাই ফাটে?'

'সে ওরা বলেছে, আমাকে আপনি জিগেস করেননি ও ব্যাপারে। আমি এখনো পর্যন্ত এমন মাল দেখিনি যেগুলো সব কটাই ফাটে।'

'আমি বলছি সব কটাই ফাটে,' এলাডিও প্রতিবাদ করে ওঠে। 'সত্যি কথাটা বলতে আপত্তি কোথায় তোমার?'

'তুমি কি করে জানলে সব কটা ফাটে কিনা? ওগুলো ছুঁড়তো তো পাবলো, তুমি নও। ওটেরোতে ওদের কাউকে মারোনি তুমি।' রবার্টোর দিকে তাকায় পিলার। 'ও দুটো প্রায় একই জিনিস, ইংরেজ সাহেব। তবে ওই ঢেউ-তোলা

মালগুলো ব্যবহার করা সহজ।'

'আমি তো ভাবছি এর একটা ওর একটা করে ব্যবহার করবো।'

'আপনি কি তাহলে বোমা ছুঁড়বেন, ইংরেজ সাহেব?' অগাস্টিন বিস্মিত গলায় প্রশ্ন করে।

'হ্যাঁ, কেন? ক্ষতিটা কি?'

থলি সেলাই শেষ করে পিলার উঠে আসে। 'নিন, অনেক মজবুত করে দিয়েছি। ওগুলো খুব ভালো গ্রেনেড, ইংরেজ সাহেব। আপনি অনায়াসে ওগুলোর ওপর আস্থা রাখতে পারেন।'

'সে যাক, তোমার মনের অবস্থা এখন কেমন বলো?'

পিলার মাথা নেড়ে হাসে। 'ভালো। আর আপনার অবস্থা?'

'দলটা আমাদের খুবই ছোট,' রবার্টো তাড়াতাড়ি জবাব দেয়।

'এটা আমিও ভেবেছি। সংখ্যায় আমরা সত্যিই খুব কম।···মারিয়া অবশ্য ঘোড়াগুলো সামলে নিতে পারবে। ওখানে আমার প্রয়োজন নেই। আমরা ওগুলোকে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে পারবো। সৈন্যবাহিনীর ঘোড়া ওগুলো, গুলিটুলির শব্দে নিশ্চয়ই ঘাবড়ে যাবে না। আমি বরং পাবলো যেখানে থাকার কথা ছিলো সেখানে চলে যাবো। ওর দায়িত্বটা আমি নিলে একটা বাড়তি লোকের কাজ হয়ে যাবে।'

'বাঃ! আমি অবশ্য ভেবেছিলাম তুমি এরকম কিছু একটা বলবে।'

'না, ইংরেজ সাহেব, অযথা চিন্তা করবেন না। দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে। সব সময় খেয়াল রাখবেন, ওরা কিন্তু আমাদের এই আক্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকবে না।'

'হ্যাঁ, এটা অবশ্য ঠিক বলেছো।'

'আর একটা কথা ইংরেজ সাহেব,' গলা প্রায় ফিসফিসানির পর্যায়ে নামিয়ে আনে পিলার। 'আপনার হাতে ওই জিনিস থাকতে—'

'হাতে আবার কি জিনিস?'

'না না, শুনুন, রাগ করবেন না। আপনাদের হাতে একটা বিশেষ চিহ্ন আছে। আপনি যতই এটাকে জিপসী ভাঁড়ামো বলুন, আমি কিন্তু এর যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছি।'

'ওসব ফালতু কথা বাদ দাও।'

'ফালতু নয়, ইংরেজ সাহেব, আমি যা বলছি ঠিক। আজ যুদ্ধের দিনে আমি আপনাকে অযথা চিন্তিত থাকতে দেবো না।'

'আমি মোটেই চিন্তিত নই।'

'আপনাকে অত্যন্ত চিন্তিত দেখাচ্ছে ইংরেজ সাহেব। তার অবশ্য যথেষ্ট কারণও আছে। কিন্তু দেখবেন, সবই শেষ পর্যন্ত ঠিকঠাক হয়ে যাবে। একদম ঘাবড়াবেন না আপনি। যাকগে, আমরা রওনা হচ্ছি কখন?'

রবার্টো ঘড়ি দেখে নেয়। 'যে কোন মুহূর্তে।' তারপর অ্যানসেলমোর হাতে একটা থলি তুলে দিয়ে বলে, 'র‍্যাফেলকে দেখছি না?'

'ঘোড়াগুলোর কাছে আছে,' এলাডিও বলে ওঠে, 'গুহার মুখে দাঁড়ালেই

দেখতে পাবেন।'

'কি খবর তার ?'

এলাডিও হাসে। 'ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে।'

'শুনুন, ইংরেজ সাহেব—'

পিলার কথাটা উচ্চারণ করার পরই তার মুখে চোখে একটা অস্বাভাবিক ভাব লক্ষ্য করে রবার্টো চকিতে দৃষ্টি ফিরিয়েই দেখতে পেলো, এক হাতে গুহার মুখের কম্বলটা সরিয়ে পাবলো তাদের দিকে রক্তচক্ষুতে তাকিয়ে আছে। একটা স্বয়ংক্রিয় রাইফেল ঝুলছে তার কাঁধে।

'তুমি !' বিস্ময়ে হতবাক প্রায় পিলার বলে ওঠে।

'হ্যাঁ, আমি।' শান্ত পদক্ষেপে ভেতরে ঢোকে পাবলো। 'ইংরেজ সাহেব, আমি এলিয়াস আর অ্যালেজান্দ্রোর দল থেকে ঘোড়াসুদ্ধ পাঁচজন লোক নিয়ে এসেছি।'

'আর আমার মালগুলো ?' রবার্টো গম্ভীর হয়ে প্রশ্ন করে।

'ওগুলো আমি ওপর থেকে নদীতে ফেলে দিয়েছি।' পাবলো বিশেষ কারুর দিকে না তাকিয়েই কথা বলে যাচ্ছিলো। 'তবে আমাদের কাজটা যাতে গ্রেনেড দিয়ে উদ্ধার হয়ে যায় তার একটা উপায় মাথায় এসেছে আমার।'

'ওটা আমারও ভাবা হয়ে গেছে।'

'এখানে মালটাল কিছু আছে ?'

রবার্টোর হাত থেকে পানীয়ের ফ্লাস্কটা নিয়ে খানিকটা গলায় ঢেলে পাবলো হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুখ মুছে নিলো।

'তোমার ব্যাপারটা কি বলো তো ?' পিলারকে এতক্ষণে অনেকটা শান্ত লাগছিলো।

'ব্যাপার আর কি—কিছুই না।' আবার মুখ মোছে পাবলো। 'আমি ফিরে এলাম।'

'হঠাৎ ?'

'এমনিই। সাময়িক একটা মনের দুর্বলতা আমাকে বাইরে টেনে নিয়ে গিয়েছিলো সেটাই আবার ফিরিয়ে আনলো, এইটুকু বলতে পারি।' রবার্টোর দিকে ফিরে তাকায় পাবলো। 'আর যাই হোক, ভীরু তো আমি নই। সে যাক। এলিয়াস আর অ্যালেজান্দ্রোর কাছ থেকে পাঁচজনের বেশি লোক পাওয়া গেলো না। এখান থেকে বেরোনোর পর থেকে কেবল ঘোড়ায় করে চরকিবাজির মতো ঘুরেছি। বিশেষ কিছু পারিনি বটে, তবে যতটুকু করেছি তা আপনারা নজনে মিলেও করতে পারতেন না। একই কথা আমি বলছি ইংরেজ সাহেবের পরিকল্পনাটা সম্বন্ধেও। গতকাল রাত্রে ওঁর মুখে যা শুনলাম তাতে আমার ধারণা হয়েছে, ওঁর ওই সেতু ওড়ানোর মতলবটাও জীবনে সফল হবার সম্ভবনা নেই।...আজ আমি কেটে পড়ার সময়ও ভেবেছিলাম আপনারা পরে ব্যাপারটা চিন্তা করে নিজেরাই মতলবটা ত্যাগ করবেন। তারপরই জিনিসপত্রগুলো ফেলে দেবার পর একটা চিন্তা হঠাৎ আমার মাথায় এলো।'

'ওসব কথা এখন থাক।' পাবলোর দিকে এগিয়ে যায় রবার্টো। 'তুমি যে

ফিরে এসেছো তাতেই আমি খুশি। আমরা গ্রেনেডগুলো দিয়েই কাজটা করে নিতে পারবো, ও মালগুলোর আর প্রয়োজন নেই।'

'সত্যি বলতে কি, ওগুলো ফেলে দেবার পর আমার নিজেরও ভীষণ খারাপ লেগেছিলো। আপনাদের জন্যে কিছুই করতে পারলাম না ভেবে যখন মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেছে সেই সময় কিছু লোক যোগাড় করার চিন্তাটা মাথায় এলো আমার। ওদের আমি ওপরে দাঁড় করিয়ে রেখে আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি। হঁ্যা, একটা কথা, ওরা কিন্তু জানে আমিই এখানকার নেতা.'

'তাই হয়ো তুমি। এতই যখন তোমার নেতা হবার সাধ!'

পিলারের দিকে একবার তাকিয়ে আবার রবার্টোর দিকে ফিরলো পাবলো। 'এল সোরডোর ব্যাপারটার পর আমি অনেক চিন্তা করেছি। ভেবে দেখলাম, কাজটা যখন আমরা একসঙ্গেই শুরু করেছি তখন একসঙ্গেই শেষ করা দরকার। কিন্তু, ইংরেজ সাহেব, সত্যি বলছি, এসব ঝুটঝামেলা আমাদের এখানে আনার জন্যে আপনার ওপর ভীষণ রাগ হচ্ছে।'

'কিন্তু পাবলো—'একটুকরো রুটি বাটিতে ঘষতে ঘষতে ফার্নাণ্ডো বলে, 'তোমার কি মনে হচ্ছে আমরা কাজটায় সফল হবো না? গত পরশু রাত্রেও তুমি কিন্তু এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলে।'

'আর একটু স্টু দাও ওকে,' মারিয়াকে নির্দেশ দিয়ে পিলার যখন আবার পাবলোর দিকে তাকলো তখন ওর চোখের দৃষ্টি অনেকটা নরম। 'তাহলে তুমি ফিরে এলে, অঁ্যা?"

'তা এলাম।'

'বেশ, আমরাও তোমাকে আবার গ্রহণ করছি। আমি অবশ্য কোন সময়ে ভাবিনি যে যতটা খারাপ তোমাকে ওপর থেকে দেখায় অতটা খারাপ লোক তুমি।'

'ওরকম একটা কাজ হঠাৎ করে ফেলার পর একাকিত্ব আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিলো।'

'আহা রে! পনেরোটা মিনিটও উনি একা থাকতে পারেননি।'

'ঠাট্টা কোরো না, আমি নিজেই ফিরে এসেছি।'

'ঠিক আছে, তার জন্যে তোমাকে আদর করে গ্রহণও করা হয়েছে। এবার দয়া করে কফি খেয়ে চলো আমরা রওনা হই। অনেক নাটক হয়েছে, আর ভাল্লাগছে না।'

'ওটা কি কফি নাকি?'

'নিশ্চয়ই,' ফার্নাণ্ডো বলে ওঠে।

'দাও তো মারিয়া আমাকে এক কাপ।' ওর দিকে না তাকিয়েই পাবলো বলতে থাকে, 'তারপর, কেমন আছো তুমি?'

'ভালো।' কফির পেয়ালা এগিয়ে ধরে মারিয়া। 'একটু স্টু দিই?'

'না থাক। বরং—'রবার্টোকে লক্ষ্য করে পাবলো বলে, 'আপনার ওই বোতলটা আর একবার দিন। এরপর চলুন রওনা হওয়া যাক।'

সাঁইত্রিশ

ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে পাহাড়ের একটা সঙ্কীর্ণ পথ ধরে এগুতে শুরু করলো ওরা। সঙ্গে যথেষ্ট মালপত্র থাকায় প্রত্যেকেই অত্যন্ত ধীর গতিতে এগোচ্ছিলো। এমনকি প্রচুর বোঝা চাপানো ছিলো ঘোড়াগুলোর পিঠেও।

'আমরা অনেক কিছুই ফেলে দিতে পারি,' একসময় পিলার বলে, 'কিন্তু এগুলো থাকলে আর এক জায়গায় তাঁবু গাড়তে আমাদের সুবিধে হবে।'

'গোলাবারুদগুলো কোথায় রেখেছো,' রবার্টো প্রশ্ন করে।

'ঘোড়াগুলোর জিনের পাশে থলির মধ্যে আছে।'

এক হাতে সাবমেশিনগান, সার্টের দু পকেট বোঝাই গ্রেনেড, উরুর ওপর পিস্তলের খোঁচা, প্যান্টের পকেটে মেশিনগানের ক্লিপ এবং পিঠে বিরাট একটা থলির বোঝা, এতগুলো নিয়ে হাঁটতে অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছিলো রবার্টোর। এক সময় পাবলো তার পাশাপাশি এসে বললো, 'ইংরেজ সাহেব, আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিলো আমার।'

'বলে ফেলো।'

'আমি যাদের এনেছি তারা জানে কাজটা সফল হবেই। আপনি যেন এমন কিছু বলে বসবেন না যাতে ওরা অন্যরকম কিছু ভাবে।'

'না না। এসো সবাই মিলে আমরা কাজটা সফল করে তুলি।'

'ওদের সঙ্গে পাঁচটা ঘোড়া আছে।'

'ভালো হয়েছে। আমরা সবকটা ঘোড়াই একসঙ্গে রাখবো।'

'ঠিক আছে।' কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে পাবলো বলে, 'সোরডোর যে কাজটা করার কথা ছিলো নিচের চৌকিটায় ওদের পাঁচজনকে নিয়ে আমি সেটা করে নেবো। তারটা কেটেই আমরা পরিকল্পনামতো সেতুর ওপর এসে পড়বো।'

পাবলো কথা শেষ করে একটু পিছিয়ে যেতেই মারিয়া এগিয়ে আসে। ওর পাশে ঘোড়াগুলোর সঙ্গে আসছিলো পিলার আর র‍্যাফেল।

'কিরকম আছো বলো?' হেসে মারিয়াকে প্রশ্ন করে রবার্টো।

'ভালো।'

'কিছু চিন্তা কোরো না।' ডান কাঁধ থেকে বন্দুক নামিয়ে বাঁ কাঁধে ঝুলিয়ে রবার্টো মারিয়ার পিঠে হাত রাখে।

'না গো, আমি কিছু চিন্তা করছি না।'

'এখন কাজটা ভালভাবেই মিটবে আশা করছি। র‍্যাফেল ঘোড়াগুলো নিয়ে তোমার সঙ্গে থাকবে।'

'আমি কিন্তু তোমার সঙ্গেই থাকতে চাইছিলাম।'

'না, সোনা, ঘোড়াগুলোর কাছে তোমার থাকাটা আরো অনেক বেশি জরুরী।'

'বেশ, তাই হবে।'

সহসা একটা ঘোড়া হ্রেষারব করে উঠলো। এর পাল্টা জবাব দিলো কাছাকাছি আর একটা ঘোড়া। আর ঠিক তখনই অন্ধকারে একসার ঘোড়াকে সওয়ারিসুদ্ধ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো রবার্টো।

পাবলো এগিয়ে গেলো সামনের দিকে। 'এই ইংরিজী জানা ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গে এসেছেন। উনি ডিনামাইট বিশেষজ্ঞ।'

'সেলাম,' রবার্টো বললো।

'সেলাম,' পাল্টা উত্তর এলো অন্ধকার থেকে।

'তাহলে চলো, পাবলো, এগোনো যাক,' আর একজন বললো। 'দিনের আলো ফোটার তো সময় হয়ে এলো।'

'তোমরা আর গ্রেনেড এনেছো কি?' আর একজনের প্রশ্ন।

'অনেক আছে,' পাবলো জবাব দেয়। 'জানোয়ারগুলোকে আমরা ছেড়ে দেবার পর তোমরা তোমাদেরগুলো ব্যবহার কোরো।'

'তাহলে এগোও। আধখানা রাত তো আমরা এখানে অপেক্ষা করেই কাটিয়ে দিলাম।'

'আরে পিলার যে?' একজন বলে ওঠে।

পিলার এগিয়ে আসে। 'কে, পেপে নাকি? কেমন আছো বলো? ঘোড়াটা কার?'

'পাবলোরই। দারুণ ঘোড়া একখানা!'

'চলো চলো, ফালতু এখানে গেঁজিয়ে লাভ নেই,' ঘোড়সওয়ারদের মধ্যে একজন তাগাদা দেয়।

'এলিসিও, তুমি কেমন আছো?' পিলার তাকে প্রশ্ন করে।

'কেমন থাকার কথা আমার?' রুক্ষস্বরে জবাব দেয় লোকটা। 'এগোও এখন, কাজ আছে আমাদের।'

পাবলো ঘোড়ায় উঠলো। 'এখন সবাই মুখে কুলুপ এঁটে এসো দেখি আমার সঙ্গে। ঘোড়াগুলো কোথায় রাখতে হবে আমি তোমাদের দেখিয়ে দেবো।'

আটত্রিশ

এদিকে যখন এত কাণ্ড চলছে আঁদ্রে তখন সেই কোম্পানি-কম্যাণ্ডারের সঙ্গে ব্যাটেলিয়ান সদর দপ্তরে ওখানকার কম্যাণ্ডারের কাছে উপস্থিত হয়েছে। গোমেজ নামে এই কম্যাণ্ডারটি এক সময় নাপিত ছিলো। আঁদ্রের আসার উদ্দেশ্য শুনে অতি-মাত্রায় উৎসাহিত হয়ে উঠলো সে। কোম্পানি-কম্যাণ্ডারকে তার নির্বুদ্ধিতার জন্যে প্রচণ্ড ধমক দেবার পর আঁদ্রেকে ব্র্যাণ্ডি খাবার আমন্ত্রণ জানিয়ে বললো, একজন গেরিলা সৈনিক হবার ইচ্ছে তারও নাকি বহুদিনের। এরপর আঁদ্রেকে মোটরসাইকেলে চাপিয়ে সে নিজেই নিয়ে গেলো ব্রিগেডের সদর দপ্তরে। একজন ঘুমন্ত দ্বাররক্ষীর পাশ কাটিয়ে যে বিরাট ঘরটায় ঢুকলো ওরা সেখানের সমস্ত দেওয়ালে অতিকায় সব মানচিত্র টাঙানো।

ওদের দেখে দু'-দুটো টেলিফোন পাশে রাখা একজন অফিসারগোছের লোক তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো টেবিলের পাশ থেকে। তাঁর চোখ দুটোও ঘুমে ঢুলু-ঢুলু। 'কি, কি—কি ব্যাপার? আপনারা এখানে কেন? টেলিফোনের কথা জানেন না আপনারা?'

'আমাকে লেফটেন্যাণ্ট কর্নেলের সঙ্গে দেখা করতে হবে,' গোমেজ বলে।

'উনি ঘুমোচ্ছেন।'

'আমার দরকারটা অত্যন্ত জরুরী! ওঁকে ডাকুন।'

'বললাম না উনি ঘুমোচ্ছেন!' আঁদ্রের দিকে ইঙ্গিত করে অফিসারটি। 'এটি আবার কোন্ ধরনের ডাকাত?'

'উনি একজন গেরিলা বাহিনীর সদস্য। জেনারেল গোলজের নেভাসেরেডা আক্রমণের বিষয়ে উনি একটা অতন্ত জরুরী বার্তা নিয়ে এসেছেন। দোহাই আপনাকে, লেফটেন্যাণ্ট কর্নেলকে একটু ডেকে দিন।'

অফিসারটি ঢুলু-ঢুলু চোখে একবার আঁদ্রেকে তারপর গোমেজকে নিরীক্ষণ করে নিয়ে বলে, 'আপনাদের সত্যিই মাথা খারাপ মনে হচ্ছে। আমি জেনারেল গোলজকেও চিনি না, কোন আক্রমণের বিষয়েও জানি না। আপনি একে নিয়ে নিজের ব্যাটে-লিয়ানে ফিরে গেলেই আমি খুশি হবো।'

'আমি বলছি লেফটেন্যাণ্ট কর্নেলকে ঘুম থেকে ওঠান।' আঁদ্রে লক্ষ্য করলো গোমেজের গলায় ক্রমশ কাঠিন্য ফুটছে।

'যান যান, পথ দেখুন,' বলেই মুখ ঘুরিয়ে বসলো অফিসারটি।

সহসা গোমেজ তার কোমর থেকে ৯ মি.মি. স্টার পিস্তলটা টেনে বের করে অফিসারটির কাঁধে ঠেসে ধরলো। 'হারামজাদা ফ্যাসিস্ট, তুলবি কিনা ওঁকে! নইলে খুনই করে ফেলবো তোকে!'

'আরে দাঁড়ান দাঁড়ান,' নিমেষে নরম সুর ফোটে অফিসারটির গলায়। 'আপনাদের মতো নাপিতদের নিয়ে হয়েছে এক বিপদ! এত আবেগপ্রবণ হন আপনারা!'

আঁদ্রে দেখলো গোমেজের মুখ থমথম করছে। গম্ভীর গলায় সে আবার বললো, 'তুলুন ওঁকে!'

'বেয়ারা!' একজন সৈনিক এসে অভিবাদন জানালো। তাকে নির্দেশ দিয়ে অফিসারটি বললে', 'ওঁর বান্ধবী সঙ্গে আছেন। বুঝতেই পারছেন আপনাকে দেখে তিনি কিরকম খুশি হবেন।' গোমেজের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে কাগজ পড়ায় মনোযোগ দিলো সে।

'আপনাদের মতো লোকের জন্যেই যুদ্ধে জেতাটা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।'

অফিসারটি কর্ণপাতও করলো না গোমেজের কথায়, পড়তে পড়তে আপন মনেই বলে উঠলো, 'ওহ্,, কাগজ বটে একখানা!'

'এল ডিবেটে' পড়বেন, ওতে আরো জব্বর খবর থাকে। আর ওটা তো আপনাদেরই কাগজ।' গোমেজ যে কাগজটির কথা বললো সেটি আন্দোলনের আগে মাদ্রিদ থেকে ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের দ্বারা প্রচারিত হতো।

'আপনি ভুলে যাচ্ছেন আমি আপনার ওপরওলা অফিসার। আমার রিপোর্টের একটা আলাদা গুরুত্ব আছে।' মুখ না তুলেই অফিসারটি বলতে থাকে, 'বাজে কথা একদম বলবেন না, আমি জীবনে 'এল ডিবেটে' পড়িনি।'

পায়জামা পরা অবস্থায় লেফটেন্যাণ্ট কর্নেল মিরাণ্ডা ঘরে প্রবেশ করলেন। ছোট্ট-খাট্ট চেহারার এই মানুষটি প্রায় সারাটা জীবনই সেনাবাহিনীতে কাটিয়েছেন। আপাতত অবশ্য নিজের পদমর্যাদা বজায় রেখে এই যুদ্ধ শেষ করাটাই তাঁর লক্ষ্য। স্ত্রীর ভালবাসা থেকে তিনি অনেক আগেই বঞ্চিত হয়েছেন। বর্তমানে সোডা হুইস্কি আর সন্তানসম্ভবা এক রক্ষিতাকে নিয়ে তিনি মশগুল থাকেন। গোমেজের অভিবাদনের উত্তরে সামান্য মাথা ঝুঁকিয়ে তিনি চেম্বারে বসলেন। 'কি ব্যাপার, গোমেজ? একটা সিগারেট দেখি, পেপে।'

গোমেজ আঁদ্রের কাগজপত্র আর রবার্টোর চিঠিটা এগিয়ে দিলেন। প্রথমে আঁদ্রের পরিচয়পত্রটার ওপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিলেন মিরাণ্ডা, তারপর আঁদ্রের দিকে একবার মাথা ঝুঁকিয়ে মৃদু হেসে চিঠিটার ওপর মনোযোগ দিলেন। উল্টেপাল্টে খামটা দেখে সীলমোহরটার ওপর কয়েকবার আঙুল বুলিয়ে সব কাগজপত্র আবার ফিরিয়ে দিলেন আঁদ্রের হাতে। 'আপনাদের পাহাড়ি জীবন নিশ্চয়ই খুব কষ্টকর লাগছে?'

'আমার তো তা মনে হয় না,' আঁদ্রে শান্ত গলায় জবাব দেয়।

'জেনারেল গোলজের সদর দপ্তর কোন্ দিক দিয়ে গেলে সহজে পাওয়া যাবে আপনাকে বলে দেওয়া হয়নি?'

'হ্যাঁ, ইংরেজ সাহেব মোটামুটি আমাকে বলে দিয়েছেন।'

'ইংরেজ সাহেবটা কে?'

'উনি ডিনামাইট বিশেষজ্ঞ হিসেবে আমাদের সঙ্গে আছেন।'

মিরাণ্ডা ঘাড় নাড়লেন। 'গোমেজ, তুমি বরং এঁকে গাড়ি করে পৌঁছে দাও।

আর পেপে, তুমি এঁর জন্যে ভাল করে একটা অনুমতিপত্র টাইপ করে দাও। তলায় আমাদের সীল দুটো মেরে আমাকে দিয়ে সই করিয়ে নেবে। বিস্তারিত বিবরণ ওঁর কাগজপত্র থেকেই পেয়ে যাবে।' গোমেজের দিকে ঘুরে তাকালেন। 'আজ তোমার পেটে কড়া কিছু পড়া দরকার। তোমাকে দেখে আমার অন্তত তাই মনে হচ্ছে।' তারপর আঁদ্রের দিকে নরম গলায় বললেন, 'আপনাকে কি কিছু দেবো? খাবার বা পানীয় কিছু?'

'প্রয়োজন নেই, লেফটেন্যান্ট কর্নেল। আমার খিদেও নেই। আসার আগে ওঁরা আমাকে কনিয়্যাক দিয়েছিলেন, সেটা এখনও হজম হয়নি। এর ওপর আবার খেলে আর সহ্য হবে না।'

'আচ্ছা, আসার পথে আমাদের এলাকার বাইরে কি কোথাও কোন ঝামেলা আপনার নজরে পড়েছে?'

'নাঃ, সব চুপচাপ।'

'একটা কথা। আচ্ছা, মাস তিনেক আগে আপনার সঙ্গে কি আমার সার-সিভিলাতে দেখা হয়েছিলো?'

'হ্যাঁ, লেফটেন্যান্ট কর্নেল।'

'এবার মনে পড়েছে।' আঁদ্রের পিঠ চাপড়ে দিলেন মিরাণ্ডা। 'তাই তখন থেকে চেনা চেনা মনে হচ্ছিলো। আপনাকে বুড়ো অ্যানসেলমোর সঙ্গে দেখেছি। কেমন আছে সে?'

'ভালো।'

'শুনে খুশি হলাম।' মিরাণ্ডা তাঁর পেপে নামক অফিসারটির হাত থেকে টাইপ করা কাগজটা নিয়ে পড়ে তাতে সই করলেন। 'এবার আপনারা চটপট বেরিয়ে পড়ুন। গোমেজ, তুমি দেখেশুনে গাড়ি চালাবে। হেডলাইট জ্বালিয়েই যাবে, একটা গাড়ি চললে কোন ঝামেলার আশঙ্কা নেই। তবু সতর্ক থাকবে। আর কমরেড জেনারেল গোলজকে আমার হয়ে সেলাম জানাবে।' দুজনের সঙ্গেই কর-মর্দন করলেন তিনি। 'কাগজগুলো সার্টের ভেতরের পকেটে রাখুন। গাড়িতে গেলে প্রচুর হাওয়া লাগবে।'

আঁদ্রেকে সঙ্গে নিয়ে গোমেজ রওনা হতেই মিরাণ্ডা তাঁর পানীয়র আলমারির থেকে হুইস্কির বোতল বের করলেন।

উনচল্লিশ

সামান্য হোঁচট খেয়ে পাবলো অন্ধকারে নিচে নামলো পরক্ষণেই তার চাপা কণ্ঠস্বর শুনলো রবার্টো।

'পিলার, গ্রেনেডের থলিটা দাও দেখি।'

জ্বলন্ত সিগারেটটা হাতের তালুর আড়ালে লুকিয়ে রবার্টোও ফিসফিস করে ডাকলো অগাস্টিনকে। 'তুমি আর অ্যানসেলমো আমার সঙ্গে ব্রিজে চলো। থলেটা নিয়েছো?'

'নিশ্চয়ই! ও কি আর ভুল হয়!'

পিলারের কাছে এগিয়ে গেলো রবার্টো। 'শোনো! তোমার মনে আছে তো, বোমার শব্দ না পাওয়া পর্যন্ত তোমরা চৌকি আক্রমণ করবে না?'

প্রিমিটিভোর সাহায্য নিয়ে একটা ঘোড়ার পিঠের মাল নামাতে নামাতে পিলার খেপে উঠলো কথাটা শুনে। 'আচ্ছা, আর কতবার আমাকে কথাটা বলবেন বলুন তো? ঠিক বুড়িদের মতো স্বভাব হয়ে উঠছে আপনার।'

'আহা, চটবার কী আছে! আমি আর একবার পরখ করে দেখে নিচ্ছি সব ঠিকঠাক আছে কিনা। তাহলে চৌকির কাজটা করেই তোমরা আমার বাঁ দিকে সেতুর রাস্তাটার দিকে চলে যাবে।'

পিলারের বিরক্তি এরপরেও কমলো না। বললো, 'ওটা প্রথমবার শোনার সময়েই আমি ভাল করে বুঝে নিয়েছি। আর আমাকে বলার প্রয়োজন নেই। আপনি এবার নিজের কাজ শুরু করতে পারেন।'

'যতক্ষণ না বোমাবাজির শব্দ আসছে ততক্ষণ কেউ নড়াচড়া করবে না, বন্দুক ব্যবহার করবে না বা গ্রেনেডও ছুঁড়বে না।'

'উহ্, বলছি না আর শোনাতে হবে না এগুলো? সোরডোর ওখানে যাবার পরেই আমি এসব বুঝে গেছি।'

পাবলোকে ঘোড়া বাঁধতে দেখে রবার্টো এগিয়ে গেলো।

'যেসব ঘোড়া ভয় পেয়ে দৌড়োদৌড়ি শুরু করতে পারে আমি সেগুলোকে বেঁধে রাখছি। এই দড়িটা একটু টানলেই কিন্তু ওদের বাঁধন খুলে যাবে, দেখেছেন?'

'বাঃ, চমৎকার হয়েছে।'

'আমি ব্যাপারটা মারিয়া আর র‍্যাফেলকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।'

রবার্টো দেখলো পাবলোর নতুন লোকেরা বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। ওদের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে পাবলোকে সে বললো, 'তুমি কাজটা বুঝে নিয়েছো তো?'

'ওতে না বোঝার কি আছে? চৌকিটা ধ্বংস করবো, তার কাটবো, তারপর

ব্রিজে উঠে এসে পাহারা দেবো যতক্ষণ না আপনি ওটা ওড়ানোর ব্যবস্থা করে ফেলেন।'

'কিন্তু ওদিকে বোমাবাজি শুরু না হওয়া পর্যন্ত কিছুই করা চলবে না।'

'তাই হবে।'

'বেশ, তাহলে শুভেচ্ছা রইলো।'

পাবলো আপন মনে কিছু স্বগতোক্তি করে বলে উঠলো, 'তাহলে কাজটা মেটার পর আপনি আপনার ওই ছোট্ট বন্দুকটা দিয়ে আমাদের সকলকে রক্ষা করবেন, তাই তো, ইংরেজ সাহেব?'

'তা বলতে পারো।'

'ঠিক আছে, আর কিছু বলার নেই আমার। কিন্তু ইংরেজ সাহেব, আপনি কিন্তু খুব সতর্ক থাকবেন। না হলে কাজটা কিন্তু সহজে নাও মিটতে পারে।'

'মেশিনগানটা আমি নিজের হাতেই চালাবো ঠিক করেছি।'

ঠিকমতো চালাতে পারবেন তো? কথাটা বললাম এই কারণে যে আমার কিন্তু অগাস্টিনের হাতে নিজের পেট ফুটো করার আদৌ ইচ্ছে নেই।'

'না না, সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। ওসব জিনিস চালানো সম্বন্ধে আমার যথেষ্টই অভিজ্ঞতা আছে। তবু যদি কোন কারণে অগাস্টিনকে ওটা চালাতেই হয়, আমি ওর নলটা তোমার পেট থেকে অনেক, অনেক ওপরে তুলেরাখতে বলবো।'

'তাহলে আমার আর কিছু বলার নেই। কিন্তু আমাদের চেয়ে ঘোড়ার সংখ্যা কিন্তু কম রয়েই গেলো।'

'আমি না হয় হেঁটেই যাবো। ঘোড়াগুলো তুমি তাহলে সামলিও!'

'না, ইংরেজ সাহেব, আপনার জন্যে একটা ঘোড়া থাকবেই। আমাদের সকলেই হয়তো শেষ অব্দি ঘোড়া পেয়ে যাবো।'

'ওটা তোমাদের সমস্যা। আমাকে তোমরা ওর মধ্যে না ধরলেও পারো। ভালো কথা, তোমার নতুন মেশিনগানটার জন্যে যথেষ্ট গুলি আছে তো?'

'হ্যাঁ। ওদের সঙ্গে রাখা আছে। গতকাল পাহাড়ের অনেক উঁচু থেকে আমি কেবল গোটাচারেক গুলি পরখ করার জন্য ছুঁড়েছিলাম।'

'তাহলে চলো এবার। যতটা সম্ভব দেখে-ঢেকে একটু আগে যাওয়াই ভালো।'

'চলুন, আমরাও প্রস্তুত।'

হাঁটতে শুরু করে রবার্টো বললো, 'তোমার ঘাবড়ানোর কিছু কারণ নেই, আমি তোমার নিরাপত্তার বিষয়ে নজর রাখবো।'

'সত্যিবলতে কি, ইংরেজ সাহেব, আপনার জিনিসগুলো ফেলে দেওয়াতে আমার এখন নিজেরই ভীষণ খারাপ লাগছে। আমি সেই সময় এক অদ্ভুত দোটানার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম।'

'কিন্তু আমাদের যা দরকার ছিলো তুমি তো সেগুলো যোগাড় করেই এনেছো।'

'তা এনেছি। এখন আমার কি মনে হচ্ছে জানেন, ইংরেজ সাহেব?...আমাদের কাজটা শেষ অব্দি সফল হবেই।'

'আচ্ছা, তোমরা দুজন কি তখন থেকে বকবক করছো বলো তো?' সহসা অন্ধকারের মধ্যে পিলারের কণ্ঠস্বর শোনা যায়। 'আমি আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, ইংরেজ সাহেব, আপনার বাকি বিস্ফোরকগুলো ও চুরি করার আগে তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলুন।'

'তুমি আজ পর্যন্ত আমাকে চিনতে পারলে না, গিন্নী,' পাবলো বলে। 'আমি আর ইংরেজ সাহেব কিন্তু পরস্পরকে বুঝতে পেরেছি।'

'তোমাকে বুঝবেন উনি? ভগবানেরও সাধ্যি নেই তোমাকে বোঝার। তোমার জন্মদাত্রীই হয়তো কোনদিন বোঝেননি তোমাকে, আর আমি তো কোন্ ছার! তাড়াতাড়ি করুন, ইংরেজ সাহেব। আপনার ওই চুল-ছাঁটা প্রেয়সীর কাছেও বিদায়-পর্বটা মিটিয়ে নিন। আমার নিজেরও আর তর সইছে না।'

রবার্টো মারিয়ার কাছে এগিয়ে গেলো। 'চলি, সোনা।'

'এসো। খুব সাবধানে থেকো।' মারিয়া এমনভাবে কথাটা বললো যেন ওর ট্রেন ছাড়ার আগে বিদায় জানাতে এসেছে।

'নিশ্চয়ই।' ঝুঁকে চুমু খেতে গিয়ে পিঠের বোঝার ভারে বেসামাল হয়ে মারিয়ার কপালের সঙ্গে সজোরে মাথা ঠুকে ফেললো রবার্টো। 'তুমি আবার কান্নাকাটি শুরু করে দিও না যেন।'

'তা করবো না। তুমি কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে।'

'গুলিগোলার শব্দ শুনলে ঘাবড়াবে না। গুলি কিছু চলবেই।'

'ঠিক আছে। তুমি কেবল তাড়াতাড়ি আসবে।'

'চলি, সোনা।'

'এসো।'

রবার্টোকে আসতে দেখে অ্যানসেলমো থলিটা পিঠে তুলে নিলো। অগাস্টিন আগেই প্রস্তুত হয়ে ছিলো। একটা রাইফেলসমেত তার সঙ্গে আরো অনেক বোঝা রয়েছে দেখে রবার্টো বললো, 'তোমার কিছু মাল আমাকে দেবে নাকি? ঠিক ঘোড়ার পিঠে বোঝা চাপানোর মতো অবস্থা হয়েছে তোমার।'

'না না, ঠিক আছে। তাহলে এবার কি আমি ধরে নিতে পারি আমাদের যাত্রা শুরু হচ্ছে?'

'আস্তে কথা বলো,' অ্যানসেলমো সতর্ক করে দেয় অগাস্টিনকে। 'এবার থেকে যতটা সম্ভব চাপা গলায় নিচু স্বরে কথা বলবো আমরা।'

অ্যানসেলমোকে সামনে রেখে অগাস্টিন আর রবার্টো অতি সতর্ক পদক্ষেপে পাহাড় থেকে নামতে শুরু করলো এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেলো সেই জায়গায় যেখান থেকে অ্যানসেলমো প্রথম দিন রবার্টোকে সেতুটা দেখিয়েছিলো।

একটা পাইন গাছের আড়ালে এসে রবার্টোর কবজি খামচে ধরে অ্যানসেলমো ফিসফিস করে বলে, 'ওই দেখুন সেই চুল্লি।'

রবার্টো জানে সেতু আর রাস্তার ঠিক সংযোগস্থল ওই জায়গাটা।

'ঠিক এই জায়গায় আমরা সেবার দাঁড়িয়েছিলাম।' রবার্টোর হাত টেনে

গাছটার নিচে একটা সাদা দাগকে স্পর্শ করায় অ্যানসেলমো। 'আপনি যখন সেদিন ওদিকটা দেখছিলেন আমি ছুরি দিয়ে এই দাগটা করেছিলাম। এর ডান দিকে আপনি মেশিনগানটা বসাবেন বলেছিলেন।'

'ওখানেই ওটা বসাবো আমরা।'

'ঠিক আছে।' গাছের আড়ালে মালপত্র রেখে অ্যানসেলমো ওদের দুজনকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে এলো যেখানে সদ্যপ্রসূত কয়েকটা পাইন চারা ছাড়া মাটি মোটামুটি সমতল। 'এখানে ওটা রাখতে পারেন।'

একটা ছোট্ট পাইন চারার পাশে শুয়ে রবার্টো অগাস্টিনকে ফিসফিস করে বলতে শুরু করলো, 'দিনের আলো ফুটলে এই জায়গা থেকে তুমি এ পাশের রাস্তায় খানিকটা আর ব্রিজের প্রবেশমুখটা দেখতে পাবে। এছাড়া ওপারের রাস্তার কিছু অংশ আর ব্রিজটাকে লম্বালম্বিভাবেও দেখতে পাবে তুমি।'

অগাস্টিন নিরুত্তর থাকে।

'আমরা ওদিকে কাজ করার সময় তুমি এখানে শুয়ে শুয়ে সব দিক নজর রাখবে।'

'ওই আলোটা কোথাকার?' অগাস্টিন প্রশ্ন করে।

'ওপাশের চৌকির ভেতরের আলো ওটা।'

'চৌকিদারগুলোর ব্যবস্থা কে করছে?'

'বলেছি না তোমাকে? আমি আর অ্যানসেলমো। তবে যদি কোন কারণেও কাজটা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব না হয়, তুমি কিন্তু চৌকিটা লক্ষ্য করে গুলি চালাবে। নজরে পড়লে চৌকিদারগুলোকেও ছাড়বে না।'

'হ্যাঁ, এসব আপনি আগে আমাকে বলেছেন।'

'বিস্ফোরণ ঘটার পর পাবলোর লোকেরা যখন ওই কোনা দিয়ে উঠে আসবে, তখন পেছনে কাউকে দেখতে পেলেও তুমি ওদের মাথার ওপর দিয়ে গুলি চালাবে। এতে ওরা আর এগোতে সাহস পাবে না। বুঝতে পেরেছো?'

'নিশ্চয়ই। এসব তো আপনি কাল রাতেই বলেছেন।'

'আর কোন প্রশ্ন করবে কি?'

'না। আমার সঙ্গে দু বস্তা গুলি আছে, নিজেকে আড়াল করেই আমি বন্দুকে গুলি ভরে নিতে পারবো।'

'কিন্তু এখানে কোন খোঁড়াখুঁড়ির দাগটাগ রেখো না। ঠিক যেভাবে ওপরে তোমরা আত্মগোপন করে থাকতে, সেইভাবে এখানেও থাকবে। মনে রেখো, তুমি কিন্তু খুব কাছাকাছি আছো, দিনের বেলায় এই জায়গাটা নিচ থেকে স্পষ্ট দেখা যায়।'

'আপনি ঘাবড়াবেন না, ইংরেজ সাহেব। আপনি যাবেন কোথায়?'

'আমি আমার ছোট মেশিনগানটা নিয়ে আরো কাছাকাছি নিচের দিকে থাকবো। আর অ্যানসেলমো ওই সরু রাস্তাটা ধরে ওদিকে চলে যাবে। চৌকিটায় ঢোকার মুখটা ওই দিকেই।'

'তাহলে আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই। আমার শুভ কামনা রইলো, ইংরেজ সাহেব।

আপনার কাছে সিগারেট আছে নাকি ?'

'না না, সিগারেট-ফিগারেট এখন চলবে না। বললাম না, তুমি ভীষণ কাছে রয়েছো !'

'আরে না, এখনই খাচ্ছি না। শুধু মুখে ধরে রাখার জন্যে চাইছি আপনার কাছে।'

রবার্টো সিগারেট কেস এগিয়ে দিতে অগাস্টিন তার থেকে তিনটে সিগারেট তুলে নিয়ে টুপির খাঁজে গুঁজে নিলো। এরপর মেশিনগানের তেপায়া ঠিক করে মালপত্রগুলো সে যথাস্থানে সাজিয়ে রেখে বললো, 'ব্যস, আর কিছু দরকার নেই।'

ওকে ওই অবস্থায় রেখে আবার আগের গাছের কাছে ফিরে এসে রবার্টো অ্যানসেলমোকে জিজ্ঞেস করলো, 'আমাদের এই মালগুলো কোথায় রাখা যায় ?'

'এখানেই থাক বরং। আচ্ছা, আপনি কি নিশ্চিত, আপনার ওই ছোট্ট বন্দুকটা দিয়ে এদিককার চৌকিদারটার ব্যবস্থা করা যাবে ?'

'আমরা ঠিক এই জায়গায় সেদিন এসেছিলাম তো ?'

'ঠিক এই গাছ।' ফিসফিসানির চেয়েও নিচু গলায় কথা বলছিলো অ্যানসেলমো। 'আমি আমার ছুরি দিয়ে দাগ করে রেখেছি।'

'তবে ঠিকই আছে।'

'তাহলে আমি এবার ওপাশে যাবার জন্যে রওনা হয়ে পড়ি।' সামান্য গড়িমসি করে অ্যানসেলমো বলে, 'মাপ করবেন, ইংরেজ সাহেব, আমার যাতে ভুল না হয়, যাতে বোকামি করে না বসি, তার জন্যে কিছু কথা জিগেস করবো আপনাকে।'

'কি ব্যাপার বলো তো ?'

'আমায় যা যা করতে হবে তা যদি আর একটি বার আমাকে শুনিয়ে দেন ।'

'শোনো তাহলে। আমি গুলি ছোড়ার সঙ্গে সঙ্গে তুমিও গুলি চালাবে। চৌকিদারটা মরলেই এপাশে আমার কাছে চলে আসবে। আমার থলিগুলো নিচে থাকবে, ওখান থেকে বিস্ফোরক নিয়ে তোমাকে যেমন যেমন ভাবে রাখতে নির্দেশ দিয়েছি সেইভাবে ওইগুলো সাজিয়ে দেবে। ঠিক যেমনভাবে বলেছি তার থেকে এক চুলও যেন এদিক-ওদিক না হয়। যদি আমার কিছু হয়ে যায় তাহলেও তোমাকে যেমনভাবে বলে দিয়েছি সেইমতোই কাজ করতে হবে। মোট কথা, কাজটা নিখুঁত হওয়া চাই। কাঠের গোঁজগুলোর সঙ্গে গ্রেনেডগুলো সাবধানে আর ভালভাব বাঁধবে।'

'এবার পরিষ্কার হয়েছে, সব মনে পড়ে গেছে আমার। তাহলে আমি এখন চলি। দিনের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে কিন্তু ভালভাবে আড়াল করে নেবেন, ইংরেজ সাহেব।'

'একেবারে নিশ্চিত হয়ে তারপর গুলি চালাবে বুঝেছো ? লোকটাকে মানুষ হিসেবে নয়, তোমার লক্ষ্যবিন্দু হিসেবে ধরে নিয়ে গুলি চালাবে। তার সমস্ত দেহটা নয়, তার বিশেষ একটা অঙ্গ থাকবে তোমার বন্দুকের লক্ষ্য। সবচেয়ে ভালো হয়, যদি সে তোমার দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে পেট লক্ষ্য করে চালাবে। পিঠ

ফিরিয়ে থাকলে শিরদাঁড়ার ঠিক মাঝখানে। সে যদি বসেও থাকে আমার গুলির শব্দ শোনার পর নিশ্চয়ই উঠে দাঁড়াবে। হয়তো ছুটতেও পারে। তখনই তুমি চালাবে গুলিটা। যদি তখনও বসে থাকে তাহলে সেই অবস্থাতেই চালিয়ে দিও। মোটের ওপর গুলি চালাবে নিজের ওপর পুরো আস্থা নিয়ে। পঞ্চাশ গজের মধ্যে থাকছো তুমি, তার ওপর তুমি একজন শিকারী—সুতরাং অসুবিধের কোন কারণ নেই।'

'আপনার আদেশ আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো।'

'আমিও তাই চাই। যাও এখন।'

অ্যানসেলমো রওনা হতেই রবার্টো নিজের মেশিনগান নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।...

চল্লিশ

ওদিকে বেশ কিছু জায়গায় জিজ্ঞাসাবাদের পর আঁদ্রেকে সঙ্গে নিয়ে গোমেজ পাথর বসানো বিরাট এক বাড়ির সামনে উপস্থিত হলো। সামনে দুজন সশস্ত্র পাহারাদারকে দেখে সে মোটরসাইকেল দাঁড় করিয়ে এগিয়ে গেলো তাদের কাছে। ঠিক সেই সময় বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো একজন। পত্রবাহকদের মতো একটা ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে, কোমরের খাপে গোঁজা মাউজার পিস্তলটা দোলাতে দোলাতে সোজা রাস্তায় নেমে গেলো সে।

লোকটা দৃষ্টির আড়ালে চলে যেতেই গোমেজ লঘু পায়ে এগিয়ে এলো একজন রক্ষীর কাছে। 'আমি পঁয়ষট্টি নম্বর ব্রিগেডের ক্যাপ্টেন গোমেজ। আপনি কি বলতে পারবেন, পঁয়ত্রিশ নম্বর ডিভিসানের কম্যাণ্ডিং জেনারেল গোলজের হেডকোয়ার্টারটা কোথায় পড়বে?'

'এখানে নয়,' গম্ভীর হয়ে জবাব দেয় লোকটা।

'এটা তাহলে কিসের অফিস?'

'স্থ কমাণ্ডেন্সিয়া।'

'কমাণ্ডেন্সিয়া বলতে?'

'বলতে আবার কি, শুধু কমাণ্ডেন্সিয়া।'

'না না, সেটাই তো আমি জানতে চাইছি, কমাণ্ডেন্সিয়াটা কি?'

'এত খোঁজে আপনার দরকার কি?'

'শুনুন! আমি পঁয়ষট্টি নম্বর ব্রিগেডের প্রথম ব্যাটেলিয়ানের ক্যাপ্টেন। আমার নাম রোজেলিও গোমেজ। আমি আপনার কাছে জেনারেল গোলজের সদর দপ্তরটা কোথায় জানতে চেয়েছি।'

রক্ষীটা দরজা সামান্য ফাঁক করে ভেতরে হাঁক দিলো, 'গার্ড করপোরালকে খবর দাও।'

ওরা যখন রক্ষীদের প্রধানের জন্যে অপেক্ষা করছে সেই সময় বাহিনীর একটা বড়-সড় গাড়ি এসে দাঁড়ালো বাড়িটার সামনে। গাড়ির পেছন থেকে ফরাসী বাহিনীর সৈনিকের পোশাক পরা বিরাট বপু একজন লোক নেমে এলো। তার হাতে মানচিত্র রাখার একটা খাপ এবং ওভারকোটের পকেটে গোঁজা পিস্তল। আন্তর্জাতিক বিগ্রেডের পোশাক পরা আরো দুজন লোকও নেমে এলো তার সঙ্গে সঙ্গে।

ফরাসী ভাষায় কথা বলছিলো লোকটা, যার একটা বর্ণও আঁদ্রে বুঝলো না। গোমেজ অবশ্য তার অত্যন্ত সীমিত জ্ঞানে বুঝলো যে লোকটা তার চালককে গাড়িটা ছায়া ঢাকা কোন জায়গায় সরিয়ে নিতে নির্দেশ দিচ্ছে।

কিন্তু কথা শেষ করে লোকটা বাড়ির দিকে পা বাড়াতেই গোমেজ চিনে ফেললো তাকে। বহু রাজনৈতিক সভায় সে তাকে দেখেছে। শুধু তাই নয়, ফরাসী থেকে অনুবাদ করা তার বহু প্রবন্ধও খবরের কাগজে পড়েছে। ফ্রান্সের আধুনিক বিপ্লবীদের মধ্যে আঁদ্রে মার্তি একটি অতি পরিচিত নাম।

গোমেজ নিশ্চিত ছিলো এঁর কাছে সে গোলজের সদর দপ্তরের ঠিকানা পাবেই। বুকে সাহস সঞ্চয় করে তাই সামনে এসে একটা সামরিক অভিবাদন জানিয়েই বললো, 'কমরেড মার্তি, আমরা জেনারেল গোলজের জন্যে একটা বার্তা এনেছি। আপনি তাঁর হেড কোয়ার্টারটা একটু বলে দেবেন? আমাদের কাজটা অত্যন্ত জরুরী।'

মার্তি একবার আঁদ্রের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে গোমেজের দিকে ফিরলেন। 'কি এনেছেন বললেন?' এবার স্প্যানিশে কথা বলছিলেন তিনি, উচ্চারণে ক্যাটালিয়ান টান।

গোমেজ আবার বললো, 'জেনারেল গোলজের হেড কোয়ার্টারে পৌছে দেবার জন্যে আমরা একটা চিঠি এনেছি।'

'কোথা থেকে আসছেন আপনারা?'

'ওপারে ফ্যাসিস্ট এলাকা থেকে।'

আঁদ্রে মার্তি হাত বাড়িয়ে চিঠি এবং অন্যান্য কাগজপত্রগুলো গ্রহণ করলেন। একবার চোখ বুলিয়ে সবগুলোই পকেটে পুরে নিলেন তিনি। ইতিমধ্যে রক্ষীদের প্রধানও এসে দাঁড়িয়েছে, তাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'এঁদের দুজনকেই গ্রেপ্তার করে তল্লাসী করুন। আমি যখন ডেকে পাঠাবো আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন।' কথা শেষ করে গটগট করে ভেতরের ঘরে ঢুকে গেলেন তিনি।

বাইরে রক্ষীদের ঘরে আঁদ্রে আর গোমেজের তল্লাশী নেওয়া হলো। কাজটা শেষ হবার পর গোমেজ একজন রক্ষীকে প্রশ্ন করলো, 'কি ব্যাপারটা হলো বলুন তো ওঁর?'

'ওঁর কথা বাদ দিন। পাগল লোক একটা।'

'আরে না না, রাজনীতির জগতে উনি একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লোক,' গোমেজ বলে। 'আন্তর্জাতিক ব্রিগেডের চীফ কমিশার উনি।'

'সে যাই হোক, পাগল যে উনি তাতে সন্দেহ নেই,' রক্ষীদের প্রধান জবাব দেয়। 'আপনারা ফ্যাসিস্ট এলাকায় কি করেন ?'

'আমার সঙ্গের এই ভদ্রলোক ওখানকার গেরিলা বাহিনীর একজন সদস্য। জেন রেল গোলজের জন্যে উনি একটা বার্তা নিয়ে এসেছেন। আমার কাগজপত্রগুলো কিন্তু সাবধানে রাখবেন। টাকাপয়সা আর বুলেটগুলোও।'

'ঘাবড়াবেন না, সব এই দেরাজে থাকবে। আপনি আমাকে জিগেস করেননি কেন, গোলজকে কোথায় পাওয়া যাবে ?'

'তাইতো করতে চেয়েছিলাম। আপনাদের রক্ষীই তো আপনাকে ডেকে দিলো।'

'কিন্তু শেষ অব্দি আপনারা কিনা জানতে চাইলেন ওই পাগলটার কাছে ? জানেন কি ওর কাছে কেউ কোন প্রশ্ন করে না ? শুনুন। গোলজ এখান থেকে তিন কিলোমিটার দূরে ডানদিকে একটা জঙ্গলের মধ্যে আছেন।'

'আমরা এখন সেখানে যেতে পারি না ?'

'আরে সর্বনাশ! আমার মাথা কাটা যাবে তাহলে। ওই পাগলটার কাছে আপনাদের নিয়ে যেতেই হবে। তাছাড়া আপনাদের চিঠিটাই তো ওর হাতে।'

'কাউকে দিয়ে খবরটা পৌছনো যায় না ?'

'দেখি, সেরকম দায়িত্ববান লোক খুঁজতে হবে।'

'যাই হোক, আপনি যাই বলুন আমি কিন্তু ওঁকে ফ্রান্সের একজন মহান ব্যক্তি হিসেবে মানি।'

'মহানটহান কিনা জানি না তবে মাথায় যে ওঁর ছারপোকা পোরা আছে সে বিষয়ে নিশ্চিত। কথায় কথায় গুলি চালিয়ে দেন উনি।'

'গুলি ? সত্যি ?'

'একটা মহামারী হলে যত না লোক মরে তার চেয়ে বেশি লোককে গুলি করে মেরেছেন উনি। তবে আমাদের মতো ফ্যাসিস্টরা ওঁর লক্ষ্য নয়। ওদের বাদ দিয়ে আর সব ধরনের মানুষের ওপর উনি গুলি চালিয়ে থাকেন। না না, আমি কিন্তু ঠাট্টা করছি না।'

আঁন্দ্রের মাথায় ব্যাপারটা কিছুই ঢুকছিলো না।

লোকটি বলে চলে, 'এসকোরিয়ালে আমরা যখন ছিলাম আমাদের হাত দিয়েও উনি যে কত মানুষ মেরেছেন তার ইয়ত্তা নেই। ওখানে ব্রিগেডে ফরাসীরা তাদের জাতের লোকেদের গায়ে গুলি চালাবে না, সুতরাং সে কাজটা করতে হয়েছে আমাদের। শুধু তাই নয়, ওঁর আদেশ মেনে হাজার হাজার বেলজিয়ান এবং অন্যান্য জাতের লোকদেরও আমরা মেরে শেষ করেছি।'

প্রসঙ্গ বদলাতে গোমেজ বলে, 'খবরটা পৌছনোর ব্যবস্থা করবেন ?'

'নিশ্চয়ই, করবো বইকি। আপনি ঘাবড়াবেন না, কমরেড, এই পাগলকে কি করে টিট করতে হয় আমরা জানি, এবার স্প্যানিশদের ওপর গুলি চালাতে আমরা কিছুতেই দেবো না।'

'বন্দী দুজনকে নিয়ে এসো,' আঁন্দ্রে মার্তির গলা ভেসে এলো ভেতর থেকে।

'আপনারা একটু ড্রিঙ্ক করে নেবেন নাকি?'

'তা মন্দ কী?'

চটপট কিছুটা পানীয় গলায় ঢেলে আঁদ্রে আর গোমেজ যে ঘরে ঢুকলো মার্তি সেখানে হাতে একটা লাল নীল পেনসিল নিয়ে লম্বা একটা টেবিলের ওপর বিছানো একটা মানচিত্রের ওপর চোখ বোলাচ্ছিলেন। ওদের ঢোকায় পায়ের শব্দ পেয়ে মুখ না তুলেই বললেন, 'ওখানেই দাঁড়ান।'

পানীয়টা পেটে যাবার সঙ্গে সঙ্গে গোমেজের মেজাজও চড়ে উঠেছিলো। সহসা রুক্ষ গলায় সে বলে ওঠে, 'দেখুন, কমরেড মার্তি, একটু আগে আমরা একজন নৈরাজ্য-বাদী আর এক আমলার সন্দিগ্ধ মেজাজের মোকাবিলা করে এসেছি, এবার কি তাহলে একজন কম্যুনিস্টের কাছে জবাবদিহি করতে হবে?'

'চুপ করুন।' মার্তি এবারও তাকালেন না। 'এটা কোন মীটিং হচ্ছে না।'

'আমরা একটা অত্যন্ত জরুরী ব্যাপারে এসেছি, কমরেড মার্তি। দয়া করে ব্যাপারটা আপনি বোঝার চেষ্টা করুন।'

আঁদ্রে আর গোমেজের পাশে দাঁড়ানো রক্ষী বাহিনীর প্রধান এবং অন্য একটি সৈনিকের মুখচোখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিলো তারা এরকম কথাবার্তা শুনতে অভ্যস্ত। কিন্তু তবু আগে দেখা কোন নাটকের বিশেষ বিশেষ কোন দৃশ্য লোকে যেরকম কৌতূহল সহকারে দেখে থাকে ওরাও সেইভাবে উপভোগ করছিলো কথোপকথন-গুলো।

'জরুরী সবই। কোন্‌টা জরুরী নয়?' পেন্সিল হাতে মার্তি এবার ধীরে ধীরে চোখ তুলে তাকালেন। 'আপনারা কি করে জানলেন, গোলজকে এখানে পাওয়া যাবে? আপনারা জানেন কি, কোন বিশেষ যুদ্ধ আক্রমণের সময় একজন জেনারেলের বিষয়ে খোঁজখবর করাটা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ? ··জবাব দিন, জেনারেলকে যে এখানে পাওয়া যেতে পারে সেটা আপনারা জানলেন কেমন করে?'

গোমেজ আঁদ্রের দিকে তাকায়। 'আপনি বলুন।'

'ব্যাপারটা হলো, কমরেড জেনারেল,' আঁদ্রে বলতে শুরু করে—ভুল সম্বোধন জেনেও মার্তি সেটা সংশোধন করার চেষ্টা করলেন না। 'আমাকে সীমান্তের ওপারে ওই চিঠিটা দেওয়া হয়েছিলো—'

'সীমান্তের ওপারে?' বলেই মার্তি নিজেকে সংশোধন করে নিলেন, 'ও হাঁা, আপনি তখন বলছিলেন বটে যে ফ্যাসিস্ট এলাকা থেকে আসছেন।'

'রবার্টো নামে একজন ইংরেজী জানা লোক আমাকে চিঠিটা দিয়েছেন। একটা ব্রিজ ওড়ানোর ব্যাপারে একজন ডিনামাইট বিশেষজ্ঞ হিসেবে উনি এখন আমাদের সঙ্গে আছেন।'

'বলে যান আপনার গল্প, আমি শুনছি।'

'উনিই আমাকে বলেছিলেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চিঠিটা জেনারেল গোলজের কাছে পৌঁছে দিতে। ওঁর আজই ওই পাহাড়ি অঞ্চলের এক জায়গায় আক্রমণ করার কথা। এবার কমরেড জেনারেল যদি অনুমতি করেন, আমরা ওঁর সঙ্গে তাড়াতাড়ি

যোগাযোগ করতে পারি।'

মার্তি মাথা নাড়লেন। আঁদ্রের দিকে তিনি তাকিয়ে থাকলেও তাকে ঠিকমতো লক্ষ্য করছিলেন না। অবশেষে বলে উঠলেন, 'এদের সরিয়ে নিয়ে যাও। ভালো করে পাহারা দিয়ে রাখবে।'

রক্ষীবাহিনীর প্রধান এবং সৈনিকটি পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো। মার্তির এরকম শান্ত আচরণ ওরা আগে কখনো দেখেনি।

'কমরেড মার্তি,' গোমেজ বলে উঠলেন, 'দয়া করে মাথা গরম করবেন না। আমার কথাটা শুনুন। আপনাদের একজন অনুগত অফিসার এবং কমরেড হিসেবে আমি বলছি। ওই চিঠিটা কমরেড জেনারেল গোলজের কাছে পৌঁছনোর প্রয়োজন আছে। ইনি মিথ্যে বলেননি, সত্যি সত্যিই উনি ওটা ফ্যাসিস্ট এলাকা থেকে বয়ে নিয়ে আসছেন।'

'ওদের সরিয়ে নিয়ে যাও এখান থেকে।'

আঁদ্রে গোমেজের দিকে তাকায়। 'তার মানে সত্যি সত্যি উনি চিঠিটা নিয়ে যেতে দেবেন না?'

'নিজের কানেই তো শুনলেন,' গোমেজ বলে।

'আশ্চর্য পাগল লোক তো!'

'পাগল তো বটেই,' গোমেজ হঠাৎ মার্তিকে লক্ষ্য করে হুঙ্কার দিয়ে ওঠে, 'শুনছেন! একটা বদ্ধ পাগল! আপনি একজন খুনের চেয়েও অধম!'

'ওদের সরিয়ে নাও,' মার্তি রক্ষীপ্রধানকে লক্ষ্য করে বললেন, 'এত বড় অপরাধ করেও তাঁদের মানসিক পরিবর্তন হয়নি দেখা যাচ্ছে।'

'আপনি একটা খুনে!' গোমেজ আবার চিৎকার করে ওঠে।

মার্তি মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণভাবে ঘাড নেড়ে উঠলেন। রক্ষীরা গোমেজ আর আঁদ্রেকে সরিয়ে নিলো। মার্তিকে গালাগালি করায় রক্ষী দুজন খুশি হলেও ওদের প্রত্যাশা কিন্তু ছিলো আরও বেশি। বরং তাঁকে এর চেয়ে আরো বেশি গালমন্দ খেতে তারা শুনেছে। মার্তি অবশ্য এর জন্যে এতটুকুও দুঃখিত কোনদিন হননি। এবারও হলেন না যথারীতি। ব্যাপারটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে তিনি মানচিত্রটা নিয়ে মেতে উঠলেন।

আরো কিছুক্ষণ পরের ঘটনা। মার্তি তখনো একই অবস্থায় মানচিত্র পর্যবেক্ষণে ব্যস্ত, এমন সময় কারকভ নামে একজন রাশিয়ান সাংবাদিক তার দুজন রক্ষী সঙ্গীকে নিয়ে সেই ঘরে প্রবেশ করলো। ওরা ভেতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে বাইরে থেকে দরজা ভেজিয়ে দিলো রক্ষীরা। তারা জানে কারকভের এখানে বিনা অনুমতিতে প্রবেশের অনুমতি আছে।

'তোভারিচ, মার্তি,' কুৎসিত দাঁতগুলো বের করে একমুখ হাসলো কারকভ।

মার্তি তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন। প্রাভদার এই সাংবাদিকটিকে তাঁর আদৌ পছন্দ নয়। কিন্তু তিনি নিরুপায়, যেহেতু স্ট্যালিনের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ

আছে লোকটার। তাছাড়া বর্তমানে স্পেনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম।

'ভোভারিচ, কারকভ,' অনিচ্ছাসত্বেও তিনি বললেন।

মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়লো কারকভ। 'কোথাও আক্রমণ-টাক্রমণের মতলব করছেন নাকি?'

'না, এমনিই একটু দেখছিলাম।'

'আক্রমণটা কে করছে? আপনি না গোলজ?'

'আপনি তো জানেন, আমি একজন আজ্ঞাবহ মাত্র।'

'উঁহু, আপনি একজন জেনারেল। দূরবীন, ম্যাপ, সবই আপনার কাছে রয়েছে দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা কমরেড মার্তি, আপনি একসময় অ্যাডমিরাল ছিলেন, না?'

'আমি গোলন্দাজ বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত ছিলাম,' মার্তি ইচ্ছে করেই মিথ্যে বললেন। এককালে ফরাসী বিপ্লবে বিদ্রোহী কৃষক বাহিনীকে তিনি নেতৃত্ব দিলেও আজ আর কথাটা স্বীকার করতে চান না।

'আমি কিন্তু আপনাকে বিপ্লবী কৃষক বাহিনীর এক সুনিপুণ সৈনিক হিসেবে জানতাম। যাকগে, খুবই দুঃখের কথা, একজন সাংবাদিক হওয়া সত্ত্বেও আমার কাছে সব সময় ভুল তথ্য আসে।'

কারকভের দুই রাশিয়ান সঙ্গী ওদের আলোচনায় যোগ দিচ্ছিলো না কিন্তু মার্তির কাঁধের ওপর দিয়ে মানচিত্রটাকে লক্ষ্য করতে করতে মাঝে মাঝে নিজেদের ভাষায় বাক্য বিনিময় করছিলো। মার্তি আর কারকভের মধ্যে কথা হচ্ছিলো ফরাসী ভাষায়।

'তাহলে প্রাভদায় মিথ্যে সংবাদ পরিবেশন না করাই ভালো,' মার্তি বললেন।

'প্রাভদায় কোন খবর আমি সংশোধন না করে পাঠাই না। এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।' আঁদ্রে মার্তি বর্তমানে ফরাসী কমুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হওয়া সত্ত্বেও কারকভ তাঁকে কোন সময়ে বিশেষ আমল দিতে চায় না। 'আচ্ছা কমরেড মার্তি, আপনি জানেন কি, সেগোভিয়ায় আমাদের এক পার্টিজান দলের কাছ থেকে গোলজের কাছে কোন বার্তা এসেছে কিনা? ওটা আসার কথা জর্ডন নামে এক আমেরিকান কমরেডের কাছ থেকে। শোনা যাচ্ছে ওখানকার ফ্যাসিস্ট এলাকায় নাকি জোর লড়াই চলছে। এই অবস্থায় তার কাছ থেকে গোলজের কাছে খবর আসার কথা।'

'আমেরিকান?' মার্তি বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকালেন। তবে কি একটু আগে 'ইংরাজী জানা লোক' বলতে আঁদ্রে নামে লোকটা এর কথাই বলছিলো? সত্যি কত নির্বোধ এরা।

'হ্যাঁ, এই আমেরিকান যুবকটির রাজনৈতিক জ্ঞান তেমন প্রগাঢ় না হলেও স্প্যানিশদের সঙ্গে তার সম্পর্ক খুবই ভালো। পার্টিজানদের সঙ্গে লড়াই করেও সে যথেষ্ট সুনাম কিনেছে। কিন্তু কমরেড মার্তি, আমাকে ওই বার্তাটা এবার দিতে হবে। ইতিমধ্যেই অনেক দেরী হয়ে গেছে।'

'কিসের বার্তা বলুন তো?' মার্তি বুঝলেন তাঁর বলার ভঙ্গীমাটা মোটেই বিশ্বাস যোগ্য হয়ে উঠলো না।

'আর নিরাপদে ওটা নিয়ে যাবার জন্যে যে অনুমতি পত্রটা দেওয়া হয়েছে সেটাও।'

মার্তি বুঝলেন এক্ষেত্রে ভনিতা করার চেষ্টা বৃথা। তির্যক দৃষ্টিতে কারকভকে একবার লক্ষ্য করে তিনি পকেট থেকে বার্তাটা বের করে টেবিলের ওপর রাখলেন।

'আর অনুমতি পত্রটা?'

মার্তি সেটাও বের করে বার্তাটার পাশে রাখলেন।

'কমরেড করপোরাল!' এবার স্প্যানিশে হাঁক দিয়ে ওঠে কারকভ।

রক্ষী বাহিনীর প্রধান দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে প্রথমে মার্তির দিকে তাকালো। একপাল শিকারী কুকুরের মাঝে একটা বৃদ্ধ ভাল্লুককে ছেড়ে দিলে যা অবস্থা হয় মার্তির তখন সেই হাল।

'এই দুজন কমরেডকে গার্ড রুমে নিয়ে গিয়ে জেনারেল গোলজের হেড কোয়ার্টারটা কোথায় বুঝিয়ে দিন,' কারকভ নির্দেশ দেয় রক্ষী বাহিনীর প্রধানকে। 'প্রচুর দেরী হয়ে গেছে।' তারপর মার্তির দিকে তাকিয়ে বলে, 'তোভারিচ, মার্তি। দেখি এবার আপনার কি ব্যবস্থা করা যায়।'

মার্তি উত্তর না দিয়ে কারকভের মুখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে রইলেন।

'ওই করপোরালকে বিপদে ফেলার যেন কোন ফন্দী আঁটবেন না। ওর কোন দোষ নেই। গার্ডের ঘরে বসা ওই দুজনের সঙ্গেও আমি কথা বলেছি (এটা সবৈব মিথ্যা)। আমি মনে করি ইচ্ছে করলেই আমি যে কোন লোককে দিয়ে কথা বলাতে পারি। জানেন, আমি যখন রাশিয়ায় ছিলাম, একবার আজারবাইজানে একটা অবিচারের প্রতিবাদে কিছু লোক প্রাভদায় চিঠি লিখে আমার সাহায্য প্রার্থনা করেছিলো। ওরা বলেছিলো, কারকভ নিশ্চয়ই আমাদের সাহায্য করবে। এটা যদিও অন্য ব্যাপার, কিন্তু নীতি আমার একটাই থাকবে। ওর কোন ক্ষতি করলে আপনি কি করে পার পান আমি দেখবো।'

মার্তি দৃষ্টি সরিয়ে মানচিত্রের দিকে মনোযোগ দিলেন।

'জর্ডন কি লিখেছে?'

'আমি পড়ে দেখিনি। হ্যাঁ, কমরেড কারকভ, আমার এই কথাটা অন্তত মিথ্যে নয়।'

'বেশ, মেনে নিলাম। আমি চলি তাহলে।'

কারকভ যখন রক্ষীদের ঘরে ঢুকলো তার আগেই আঁদ্রে আর গোমেজ গোলজের সদর দপ্তরের দিকে রওনা হয়ে গেছে।

একচল্লিশ

পাহাড়ের খাঁজে একটা পাইন গাছের গুঁড়ির আড়ালে শুয়ে রাস্তা আর সেতুটাকে লক্ষ্য করতে করতে রবার্টো ক্রমশ ভোরের আলো ফুটে উঠতে দেখলো। সামান্য কুয়াশার রেশ থাকলেও সামনের লক্ষ্যবস্তুগুলো তখন মোটামুটি স্পষ্ট। খুপরির মধ্যে চৌকিদারটাকেও দেখা যাচ্ছিলো, চুল্লির আগুনে হাত সেঁকছিলো সে।

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে রবার্টো ভাবলো, আঁদ্রে কি শেষ পর্যন্ত গোলজের কাছে পৌছতে পেরেছে? ওরা শেষ পর্যন্ত আক্রমণের পরিকল্পনা প্রত্যাহার করে নেবে না তো? কিন্তু পরক্ষণেই ভেবে দেখলো এই নিয়ে অযথা চিন্তা করে লাভ নেই, কারণ প্রকৃত অবস্থাটা জানা যাবে অল্পক্ষণের মধ্যেই। তার চেয়ে বর্তমান অবস্থার দিকে মনোযোগ দেওয়া যাক। ধরে নেওয়া যাক এই অভিযানের সফলতার সম্ভাবনা আছে। গোলজ অবশ্য বলেছে তা হবেই, না হবার কোন কারণও নেই যদিও। সড়ক পথে আসছে ট্যাঙ্ক বাহিনী আর পাহাড়ের দু পাশ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে আমাদের লোক, এই অবস্থায় সাফল্যের প্রত্যাশা করাটা অন্যায়ও নয়।

দুজন চৌকিদারকে সেতুর ওপর দেখতে পেয়ে রবার্টোর চিন্তাধারায় ছেদ ঘটলো। ওদের মাথায় ইস্পাতের হেলমেট আর গায়ে কম্বলের পোশাক, কাঁধে রাইফেল ঝুলিয়ে সেতুর অপর প্রান্তের দিকে ধীর পদক্ষেপে হেঁটে যাচ্ছিলো ওরা। শেষ সীমায় পৌছবার আগেই একজন খুপরির ভেতরে ঢুকে গেলো। অপরজন বাকি পথটুকু হেঁটে থুতু ফেলে ওদিককার রক্ষাটার সঙ্গে দু-একটা বাক্য বিনিময় করেই আবার ফিরতে শুরু করলো তার আগের জায়গার দিকে। এবার দ্বিতীয় রক্ষীটিও তার সঙ্গীর দেখাদেখি থুতু ফেললো।

তবে কি থুতু ফেলাটা ওদের কোন কুসংস্কার? রবার্টো ঠিক করলো সেতুতে ওঠার পর সে নিজেও একবার থুতু ফেলে ব্যাপারটা পরখ করে দেখবে। পরক্ষণেই ওটাকে অবাস্তব কল্পনা ভেবে বিষয়টা মন থেকে উড়িয়ে দিলো।

ওদিকে দ্বিতীয় রক্ষীটিও ততক্ষণে খুপরিতে ঢুকে পড়েছে। পকেট থেকে দুরবীন বের করে রবার্টো খুপরির দিকে তাক করলো। সঙ্গে সঙ্গে রক্ষীর চেহারাটা পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠলো তার চোখের সামনে। হেলমেটটা হুকের সঙ্গে টাঙিয়ে দেওয়ালে হেলান দিয়ে যে বসেছিলো তাকে সে দু দিন আগেও দেখে গেছে এখানে। বিরাট একটা হাই তুলে লোকটা পকেট থেকে তামাকের প্যাকেট বের করে সিগারেট পাকাতে শুরু করলো। এরপর লাইটার নিয়ে কয়েকবার নাড়াচাড়া করে জ্বালাতে ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত চুল্লীর আগুনেই ধরিয়ে নিলো সিগারেটটা।

এই পর্যন্ত দেখে রবার্টো দুরবীনটা আবার পকেটে ঢুকিয়ে নিলো।

একটা কাঠবিড়ালী নেমে এলো গাছের গুঁড়ি বেয়ে। [illegible]বার

তাকিয়েই সেটা মাটির ওপর দিয়ে দ্রুত ছুটে গেলো আর একটা গাছ লক্ষ্য করে এবং নিমেষের মধ্যে হারিয়ে গেলো দৃষ্টির আড়ালে। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরেই তার কিচির-মিচির ধ্বনি শুনে রবার্টো দেখলো গাছের অনেক উঁচুতে একটা ডালের ওপর দেহ বিছিয়ে পরমানন্দে সে লেজ নাড়িয়ে চলেছে।

কিন্তু দৃশ্যটা পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করার আগেই দূর থেকে বোমা ফাটিয়ে শব্দ ভেসে এলো। পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে সেই শব্দ অনুরণন তুললো বেশ কয়েকবার। সঙ্গে সঙ্গে সাবমেশিনগানের ওপর ঝুঁকে পড়লো রবার্টো।

ওদিকে খুপরিতে বসা চৌকিদারটা তৎক্ষণে বোমার শব্দ পেয়ে বাইরে এসেছে। শব্দের উৎসস্থল লক্ষ্য করে সেতুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকাতে লাগলো আর সেই সুযোগে তার বুকের দিকে তাক করে রবার্টো তার মেশিনগানের নলটা ঘুরিয়ে দিলো। মুহূর্তের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়লো লোকটা, বেয়নেটস্দ্ধ তার কাঁধের রাইফেলটা ছিটকে সরে গেলো কিছুটা দূরে। পরক্ষণেই ওপ্রান্ত থেকে অ্যানসেলমোর পর পর দুবার বন্দুকের আওয়াজ পেয়ে রবার্টো বুঝলো সে তার দায়িত্ব অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে।

দ্বিতীয় গুলির শব্দের রেশ মেলানোর আগেই সেতুর নিচ থেকে ভেসে এলো গ্রেনেডের বিকট আওয়াজ। কয়েক সেকেণ্ড বিরতির পর সেতুর ওপারে রাস্তার ওপরেও ফাটতে শুরু করলো সেগুলো। পট পট পট করে কয়েকটা গুলির শব্দ এবং তার পরেই অ্যানসেলমোকে রাইফেল কাঁধে ছুটে আসতে দেখলো রবার্টো। নিচে একটা পাইন গাছের আড়াল থেকে আর দুটো ভারি ঝোলা তুলে নিয়েই সে আবার দৌড়ে আসতে শুরু করলো।

ওদিকে পাশ থেকে অগাস্টিন তখন চেঁচাচ্ছে, 'সাব্বাশ, ইংরেজ সাহেব, দারুণ শিকার হয়েছে! সত্যি জবাব নেই আপনার!'

হাঁফাতে হাঁফাতে অ্যানসেলমো হাজির হলো, 'সব ঠিক আছে। আমি লোকটাকে খতম করে দিয়েছি।'

রবার্টো লক্ষ্য করলো তার দু চোখ দিয়ে অঝোরে জল ঝরে পড়ছে। সেতুর মাঝে পড়ে থাকা রক্ষীটার মৃতদেহ দেখিয়ে সে বললো, 'আমিও একটা খতম করেছি, অ্যানসেলমো—ওই দ্যাখো।'

আবেগে জড়িয়ে এলো অ্যানসেলমোর গলা, 'হ্যাঁ, ইংরেজ সাহেব, আমি দেখেছি। আমাদের আরো মারতে হবে ওদের। আরো, আরো।'

'আচ্ছা এবার ওই থলিটা আমার হাতে দাও। এবার আমাদের আসল কাজে নামতে হবে।'

বিস্ফোরকের থলিটা হাতে নিয়ে ওরা দুজন যখন সেতুর দিকে এগোতে শুরু করলো করাত কলের দিক থেকে তখন প্রচণ্ডভাবে গুলি আর গ্রেনেড ফাটার শব্দ ভেসে আসছে।

সেতুর ওপর বিস্ফোরক বসানোর কাজ শেষ করে রাস্তার দিকে তাকাতেই রবার্টো

দেখতে পেলো ওদের। প্রিমিটিভো আর র‍্যাফেলের কাঁধে ভর দিয়ে দু হাতে কুঁচকির কাছে চেপে ধরে ফার্নাণ্ডো যেভাবে আসছিলো তাতে বোঝাই যায় ওখানে তার গুলি লেগেছে। ডান পাটাও টেনে চলছিলো সে। তিনটে রাইফেল হাতে পিলার ওদের একটু পেছন থেকে হনহন করে এগিয়ে আসছিলো।

রবার্টোকে দেখে প্রিমিটিভো হাঁক দিয়ে ওঠে, 'আপনাদের কি খবর?'

'ভালো। আমাদের সব কাজ প্রায় শেষ।' ওদের খবর জানতে চাওয়া অনাবশ্যক ভেবে রবার্টো আর পাল্টা প্রশ্ন করলো না।

সেতুর শেষ প্রান্তে এসে ফার্নাণ্ডো সহসা ঘাড় নেড়ে উঠলো, 'না, আর নয়, আমাকে এখানেই একটা রাইফেল দাও।'

'না বন্ধু, আমরা তোমাকে একেবারে ঘোড়ায় উঠিয়ে দেবো।'

'ঘোড়া? ঘোড়া কি হবে আমার? আমি এখানেই বেশ আছি।'

ওদের পরবর্তী কথোপকথনের দিকে আর মনোযোগ না দিয়ে রবার্টো আবার অ্যানসেলমোর সঙ্গে কথা শুরু করলো: 'তাহলে সব বুঝে নিয়েছো তুমি? ট্যাঙ্ক বা অস্ত্রবাহী কোন গাড়ি যদি এর ওপর দিয়ে যায় তবেই তুমি ব্রিজটা ওড়াবে—ঠিক যে-ভাবে আমি দেখিয়ে দিলাম সেইভাবে—নচেৎ নয়। এছাড়া অন্য কোন কিছু যদি এর ওপর দিয়ে যায় তোমার ভাবনার কিছু নেই কারণ ওর দায়িত্ব পাবলোর ওপর আছে। তারটা ভালো করে ধরে রাখো।'

'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন, আপনি সেই সময় এর মধ্যে থাকলেও আমি ব্রিজটা উড়িয়ে দেবো?'

'আমার ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি যখন প্রয়োজন মনে করবে তখনই কাজটা করবে। আচ্ছা, আমি এখন ওপাশের তারটা লাগিয়ে ফিরে আসছি। এরপর দুজনে মিলেই না হয় ওটাকে ধ্বংস করা যাবে।' বলেই সেতুর ওপর দৌড় শুরু করলো রবার্টো।

আনসেলমো দেখলো এক হাতে তারের কুণ্ডলি, অন্য হাতে কব্জির সঙ্গে ঝোলানো প্লাস এবং পিঠে রাইফেল নিয়ে রবার্টো দ্রুত বেগে সেতুর শেষ প্রান্তে গিয়ে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। ক্রমে সে তার দৃষ্টির আড়ালে চলে যেতেই অ্যানসেলমো আবার তাকালো তার সঙ্গীদের দিকে।

'আমাকে এখানেই থাকতে দাও না,' ফার্নাণ্ডো তখনো বলে চলেছে। 'ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে, ভেতরে হয়তো রক্তক্ষরণও হচ্ছে। হাঁটলেই আমি বুঝতে পারছি।'

'চলো ওই ঢালু জায়গাটায় তুলে দিই তোমাকে,' প্রিমিটিভো বললো। 'আমাদের ভালো করে জড়িয়ে ধরো, আমরা তোমার পাটা তুলে নিয়ে যাচ্ছি।'

'কোন লাভ নেই তাতে। তার চেয়ে আমাকে একটা পাথরের আড়ালে বসিয়ে দাও। আমার ওপরে থাকাও যা এখানে থাকাও তাই—একই ব্যাপার।'

'কিন্তু আমরা যখন এখান থেকে চলে যাবো?'

'আমাকে এখানেই ছেড়ে যেও; এই অবস্থা নিয়ে আমার যাবার কোন মানেই হয় না। এতে তোমাদের একটা বাড়তি ঘোড়াও হয়ে যাবে। তাছাড়া আমি

ভালোই থাকবো এই জায়গায়। ওরা হয়তো এক্ষুণি এসে পড়বে.

'আমরা কিন্তু তোমাকে অনায়াসেই পাহাড়ের ওপর তুলে নিয়ে যেতে পারি,' র‍্যাফেল বললো এবার

'না! বলছি না আমি এখানেই থাকবো। আচ্ছা, এলাডিওর কি হয়েছিলো?'

র‍্যাফেল নিজের মাথার এক জায়গায় আঙুল নির্দেশ করে দেখালো। 'ঠিক এই জায়গা দিয়ে গেছে গুলিটা। তোমার ঠিক পরেই। যখন আমরা ফেরার জন্যে হুড়োহুড়ি শুরু করলাম তখনই।'

'ঠিক আছে, তোমরা এখন যাও।'

অ্যানসেলমো দেখলো ফার্নাণ্ডোর সত্যিই ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। দু হাতে কুঁচকির কাছটা চেপে সে ওখানেই আধশোয়া অবস্থায় বসে পা দুটো ছড়িয়ে দিলো। তার পাংশু মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছিলো। চোখ বুজে কাঁপা কাঁপা ঠোঁটে আবার বলে উঠলো সে, 'আমাকে রেখে তোমরা চলে যাও। আমি ভালোই থাকবো এখানে।'

'ঠিক আছে, রাইফেল আর গুলি আমরা রেখে গেলাম,' প্রিমিটিভো বলে ওঠে।

চোখ না খুলেই ফার্নাণ্ডো প্রশ্ন করে, 'কার রাইফেল ওটা? আমার?'

'না, তোমারটা পিলারের কাছে। ওটা আমার।'

'আমারটা হলেই ভালো হতো। ওটা আমার চালানোর অভ্যেস আছে।'

'বেশ তো, তোমারটা এনে দিচ্ছি আমরা,' র‍্যাফেল ইচ্ছে করেই মিথ্যে বললো। 'ততক্ষণ এটা রাখো তোমার সঙ্গে।'

'এই জায়গাটা সত্যিই ভালো। রাস্তা আর সেতু দুটোই ভালভাবে দেখা যায়।' চোখ খুলে মাথা ঘুরিয়ে একবার সেতুটা পর্যবেক্ষণ করে নেয় ফার্নাণ্ডো, পরক্ষণেই যন্ত্রণায় আবার চোখ বন্ধ করে।

র‍্যাফেল এই ফাঁকে বুড়ো আঙুল ঝাঁকিয়ে প্রিমিটিভোকে সরে পড়ার নির্দেশ দেয়।

'আমরা তাহলে আবার ফিরে আসবো তোমার কাছে,' বলেই র‍্যাফেলের পিছু পিছু হাঁটতে শুরু করে প্রিমিটিভো।

ফার্নাণ্ডো ওখানেই শুয়ে রইলো। তার সামনে রাস্তার প্রান্ত নির্দেশক একটা সাদা পাথর। মাথা ছায়ার মধ্যে থাকলেও তার বাকি দেহটার ওপর সূর্যের আলো পড়ছিলো। এক পাশে রাখা রাইফেল আর তিনটে কার্তুজের মালা। কোথা থেকে একটা মাছি উড়ে এসে তার হাতের ওপর বসলো, কিন্তু অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে তার অতটুকু দংশনের জালা বিন্দুমাত্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারলো না ফার্নাণ্ডোর দেহে।

'ফার্নাণ্ডো!' পাশ থেকে অ্যানসেলমো ডেকে উঠলো। পাছে হাত থেকে তারটা ছিটকে যায় এই ভয়ে সে ওটা মণিবন্ধের সঙ্গে পেঁচিয়ে রেখেছিলো।

জবাব না পেয়ে আবার ডাকলো সে, 'ফার্নাণ্ডো!'

এবার ফার্নাণ্ডো চোখ খুলে তার দিকে তাকালো। 'কি খবর?'

'খুব ভালো। এবার যে কোন মুহূর্তে আমরা ওটাকে উড়িয়ে দেবো।'

'খুশি হলাম। প্রয়োজন পড়লে আমাকে বোলো।' যন্ত্রণায় আবার চোখ বন্ধ করলো ফার্নাণ্ডো।

অ্যানসেলমো দৃষ্টি ঘুরিয়ে আবার সেতুর দিকে মনোযোগ দিলো।

র‍্যাফেলকে সঙ্গে নিয়ে প্রিমিটিভো পাহাড়ের ওপরে যে জায়গায় উপস্থিত হলো পিলার সেখানে একটা গাছের আড়ালে শুয়ে সেতুর রাস্তাটার দিকে একমনে তাকিয়ে ছিলো। প্রিমিটিভো পাশে বসতেই ওর সামনে রাখা তিনটে গুলিভরা রাইফেলের একটা বাড়িয়ে ধরলো তার দিকে। 'ওই গাছটার আড়ালে তাড়াতাড়ি চলে যাও। র‍্যাফেল, তুই চলে যা ওই গাছটার পাশে।...ও কি মারা গেলো?'

'এখনও যায়নি,' প্রিমিটিভো জবাব দেয়।

'ভাগ্যটাই খারাপ ওর। আমাদের আর জন-দুই লোক থাকলে এ অবস্থা হতো না। তবু বলবো কাঠের গুঁড়োর স্তূপটার পাশ দিয়ে ওর হামাগুড়ি দিয়ে যাওয়া উচিত ছিলো। ও কোথায় আছে এখন? যে জায়গায় দেখে এলাম সেখানেই?'

প্রিমিটিভো মাথা নেড়ে সমর্থন করলো।

'আচ্ছা, ইংরেজ সাহেব ব্রিজটা ওড়ানোর পর লোহালক্কড়গুলো অ্যাদ্দুর ছিটকে-টিটকে আসতে পারে কি?' গাছের আড়াল থেকে র‍্যাফেল প্রশ্ন করলো।

'বলতে পারি না,' পিলার উত্তর দেয়। 'তবে অগাস্টিন তোর থেকেও কাছে আছে। সেরকম হলে ইংরেজ সাহেব নিশ্চয়ই ওকে ও জায়গায় রাখতো না।'

'আমার সেই ট্রেন ওড়ানোর ঘটনাটা মনে পড়ছে। ইঞ্জিনের আলোটা সাঁই সাঁই করে উড়ে গিয়েছিলো আমার মাথার ওপর দিয়ে। আর ঠিক সোয়ালো পাখীর মতো উড়ছিলো লোহার টুকরোগুলো।'

'আহা কী কাব্যের বর্ণনা! সোয়ালো পাখীর মতো! আমার কাছে ওগুলো ছিলো লোহা-গলানো চুল্লীর টুকরোর মতো। যাক, আজকের দিনটা মোটামুটি তুই সাহসের পরিচয় দিয়েই কাটিয়েছিস। এবার বাকি সময়টুকু আর একটু হিম্মত যদি দেখাতে পারিস আমরা তাহলে উদ্ধার পেয়ে যাই।'

'আরে না, ভয়ের কি আছে! আমি শুধু জানতে চাইছিলাম ওগুলো এতদূরে আসার সম্ভাবনা আছে কি না। তাহলে গাছের আড়ালে আর একটু ভালো করে ঢুকে যাবো আর কি!'

'যেভাবে আছিস সেইভাবেই থাক,' পিলার বলে। 'তাহলে ওদের কটাকে আমরা খতম করলাম?'

'আমরা মেরেছি পাঁচজন আর এখানে দুজন। ব্রিজের ওধারটায় একটা পড়ে আছে দেখতে পাচ্ছো? ওই যে চৌকিঘরটার পাশে? এছাড়া পাবলোর হাতে মরার কথা আরো আটজনের। ওই চৌকিটা সেদিন ইংরেজ সাহেব আমাকে নজর রাখতে

বলেছিলেন।'

হঠাৎ পিলার উত্তেজিত হয়ে ওঠে, 'আচ্ছা, ইংরেজ সাহেবের কি ব্যাপার বল্ তো? কি রাজকাজ উনি করছেন ওখানে? সেতুটা উনি ওড়াতে গেছেন না আর একটা ওরকম বানাতে গেছেন?' ঘাড় উঁচিয়ে ও দেখলো অ্যানসেলমো একটা পাথরের আড়ালে গুঁড়ি মেরে বসে রয়েছে। তাকে উদ্দেশ্য করে চেঁচিয়ে উঠলো, 'আরে এই! ইংরেজ সাহেব ওখানে বসে কি মারাচ্ছেন?'

'আহা, একটু ধৈয ধরো না!' হাতের তারটা দৃঢ়ভাবে ধরে রেখেছিলো অ্যানসেলমো। 'উনি কাজটা শেষ করতে গেছেন '

'ধন্যি বাপু! এত সময় লাগে?'

'এ কি যা-তা ব্যাপার পেয়েছো? বৈজ্ঞানিক মাথা দরকার ও'তে।'

'হ্যে মারি তোমার বিজ্ঞানে,' পিলার র‍্যাফেলের দিকে তাকিয়ে গজগজ করে ওঠে। 'বুঝি না কিসের এত পাঁয়তাড়া!' আবার চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে রবার্টোর উদ্দেশ্যে মুখ খারাপ করতে থাকে ও।

'আরে বাবা এত উত্তেজিত হচ্ছো কেন!' অ্যানসেলমো আবার নিচ থেকে জবাব দেয়। 'এত বড় একটা কাজ করতে হচ্ছে ওঁ.ক। এতক্ষণে হয়তো শেষও হয়ে গেছে।'

'যাহান্নমে যাক! যতসব—!' ঠিক এই সময় পাবলোর যে জায়গায় থাকার কথা সেখান থেকে গুলির শব্দ শুনে পিলার মুখখিস্তি বন্ধ করে বলে উঠলে, 'এই, এই! শুনতে পাচ্ছিস?'

ওদিকে রাস্তার ওপর একটা ট্রাক আসার শব্দ কানে যেতে রবার্টোও চেঁচিয়ে উঠেছে অ্যানসেলমোর উদ্দেশ্যে, 'এবার উড়িয়ে দাও ওটাকে!'

বলার সঙ্গে সঙ্গে দু হাত দিয়ে দুই কান চেপে উপুড় হয়ে সটান মাটিতে শুয়ে পড়লো সে।

বিকট শব্দটার রেশ মিলিয়ে যাবার পর রবার্টো যখন মুখ তুলে তাকালো সেতুর মধ্যের অংশটা তখন উধাও হয়ে গেছে, চতুর্দিকে ভাঙা লোহার টুকরোর ছড়াছড়ি, রাস্তা থেকে শ খানেক গজ দূরে দাঁড়িয়ে পড়েছে ট্রাকটা, চালক তার দুই সঙ্গীকে নিয়ে প্রাণপণে দৌড়ে পালাচ্ছে।

দু হাত পাশে ছড়িয়ে ফার্নাণ্ডোকে একই অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখলো রবার্টো, কিন্তু অ্যানসেলমোর শোবার ভঙ্গীমা দেখেই বুঝলো অঘটন যা ঘটার ঘটে গেছে। তবু নিশ্চিত হতে কাছে এগিয়ে গেলো। দোমড়ানো মোচড়ানো বাঁ হাতের ওপর মাথা রেখে উপুড় হয়ে পড়েছিলো অ্যানসেলমো, ডান হাতের কব্জির সঙ্গে তখনো জড়ানো তারটা। ইস্পাতের চাঙড়টা কেমনভাবে আঘাত করে তার প্রাণবায়ু বের করে নিয়েছে সেটা দেখার মতো মানসিক তাগিদ রবার্টো আর অনুভব করলো না। এক লাথিতে মৃত্যুঘাতী ইস্পাত খণ্ডটাকে দূরে সরিয়ে প্রথমে অ্যানসেলমো পরে ফার্নাণ্ডোর পাশে পড়ে থাকা রাইফেল দুটো কুড়িয়ে নিলো সে, তারপর ধীর

পায়ে হাঁটতে হাঁটতে পিলারের কাছে এসে রাইফেল দুটো রেখে বললো, 'তোমরা অনেক উঁচুতে রয়েছো। রাস্তা দিয়ে একটা ট্রাক আসছিলো দেখতে পাওনি? তোমরা বরং আর একটু কাছের দিকে চলে যাও। আমি অগাস্টিনকে নিয়ে পাবলোকে সাহায্য করতে যাচ্ছি।'

'বুড়ো কোথায়?'

'মারা গেছে,' নির্লিপ্ত গলায় জবাব দেয় রবার্টো। 'তোমার গলায় জোর আছে বটে। আমি নিচ থেকে শুনছিলাম তুমি মারিয়াকে বলছিলে—আমি ঠিক আছি।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে পিলার। 'করাত কলের কাছে আমাদের দুজন শেষ হয়ে গেলো।'

'জানি। তুমি ঘোড়াগুলোর কাছে চলে গেলে পারতে। এখানটা আমি সামলে নিতে পারবো।'

'আপনি তো পাবলোকে সাহায্য করতে যাবেন!'

'জাহান্নমে যাক পাবলো, জেনে দরকার নেই, ও নিজেই সামলে নেবে সব।'

'না, ইংরেজ সাহেব, ওটা ঠিক হচ্ছে না। মনে রাখবেন, সে অন্যায় করলেও ফিরে এসেছে আবার। লড়াইও করছে। আপনি গুলির শব্দ পাননি?'

'ঠিক আছে, যাচ্ছি তাহলে। তবে কি জানো, আমার সেই বিস্ফোরকগুলো ও যদি না ফেলে দিতো আজ বুড়ো মরতো না এইভাবে। আমি এখান থেকেই সেতুটা উড়িয়ে দিতে পারতাম।'

'যদি, যদি, যদি—,' সহসা রোষে ফুঁসতে থাকে পিলার। 'বরফ যদি না পড়তো সোরডোও তো—'

'কি বললে?'

'বলছিলাম সোরডোর কথা। সেও তো—'

'হ্যাঁ, তা ঠিক।' ম্লান হাসি ফোটে রবার্টোর মুখে। 'যাক,' ভুলে যাও ওসব কথা। আমরাই ভুল। আমি সত্যিই দুঃখিত তার জন্যে। এবার এসো বাকি কাজটুকু আমরা মিলেমিশে শেষ করে ফেলি। আমি অগাস্টিনের কাছে যাচ্ছি। তুমি বরং র‍্যাফেলকে এমন জায়গায় যেতে বলো যাতে সে রাস্তাটা আরো ভালভাবে দেখতে পায়। প্রিমিটিভোকে এই রাইফেলগুলো দিয়ে তুমি এই মেশিনগানটা রেখে দাও। এসো তোমায় দেখিয়ে দি।'

'না না, ওটা আপনিই রাখুন। আমরা তো আর এখানে থাকছি না, পাবলো এলেই আমরা রওনা হবো।'

র‍্যাফেলের দিকে তাকালো রবার্টো। 'তুমি নিচে চলে এসো। হ্যাঁ, ঠিক আছে, এই জায়গাতেই থাকবে। কালভার্টটার দিকে নজর রাখবে। ট্রাকটার ওপাশে ওই জায়গাটা দেখতে পাচ্ছো? কিছু আসতে দেখলেই ঠিক ওই জায়গায় একটা গুলি ছুঁড়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।'

র‍্যাফেল রাইফেল তাক করে একটা গুলি ছুঁড়লো।

'একটু ওপরে হয়ে গেলো। যেখানে ধুলো উড়ছে ওখান থেকে ফুট দুই নিচে

তোমাকে মারতে হবে।' সহসা সজাগ হয়ে ওঠে রবার্টো। 'আরে আরে, ছাখো! সাবধান! ওরা ছুটছে, দেখতে পাচ্ছো? চালাও গুলি!'

সঙ্গে সঙ্গে রাইফেল তাক করলো র‍্যাফেল। 'একটাকে আমি পেয়ে গেছি।'

কালভার্ট আর ট্রাকের মাঝামাঝি এসে লুটিয়ে পড়লো লোকটা। পেছনের দুজন ব্যাপারটা উপেক্ষা করে দৌড়ে এসে লুকিয়ে পড়লো কালভার্টের আড়ালে।

'ওদের দিকে গুলি চালানোর দরকার নেই। ট্রাকটার সামনের টায়ারকে টিপ করো। ওখানে গুলিটা না লাগলেও ইঞ্জিনে লাগবেই।...বাঃ!' দূরবীন তুলে দেখে নেয় রবার্টো। 'এবার আর একটু নিচে।...চমৎকার! জবাব নেই তোমার। আচ্ছা এক কাজ করো, আমার জন্যে রেডিয়েটর লক্ষ্য করেই তুমি গুলি চালিও। কিন্তু ওই জায়গা থেকে কেউ যেন এপাশে না আসতে পারে, ঠিক আছে?'

র‍্যাফেল খুশিয়াল হয়ে ওঠে। 'দাঁড়ান, গাড়িটার সামনের কাঁচটা চুরমার করে দিই।'

'না না, দরকার নেই। গাড়িটার বারোটা বেজেই গেছে। ওরা রাস্তায় আবার না বেরোনো পর্যন্ত অপেক্ষা করো। গাড়িতে ওরা বসলে বরং ড্রাইভারটাকে লক্ষ্য করে গুলি চালিও। এরপর তোমরা সকলেই গুলি চালাবে।' রবার্টোর শেষের কথাটা পিলার আর প্রিমিটিভোকে লক্ষ্য করে বলা। আগের জায়গা ছেড়ে ওরা আরো নিচে নেমে এসেছিলো। 'এবার ঠিক জায়গায় এসেছো তোমরা। দেখছো এখান থেকে ও জায়গাটা কত ভালো দেখা যায়? প্রিমিটিভো, তুমি বরং আর একটু উঠে যাও।'

'আমরা ঠিক আছি,' পিলার কিছুটা রুক্ষ ভাবে জবাব দেয়। 'আপনি বরং নিজের কাজে যান। আমাদের নিয়ে আপনাকে অত ভাবতে হবে না।'

পিলারের কথাটা শেষ হতেই আকাশে এরোপ্লেনের গর্জন শোনা গেলো।

ওদিকে একনাগাড়ে এতক্ষণ ঘোড়াগুলোর সঙ্গে থাকতে থাকতে মারিয়া ক্রমশ হাঁফিয়ে উঠেছিলো। যে জায়গায় ওকে রাখা হয়েছিলো সেখান থেকে রাস্তা বা সেতু কোনটাই দেখা যায় না, ফলে আরো অস্থির হয়ে উঠছিলো ও। হয়তো ঘোড়াগুলোও অনুভব করছিলো ওর মানসিক অবস্থা, কারণ প্রতিবার বোমাবাজি আর গুলির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়ে, নাক ফুলিয়ে আর শরীর ঝাঁকিয়ে তারাও বিরক্তি আর অস্থিরতা প্রকাশ করছিলো। ক্রমাগত পিঠে হাত বুলিয়েও মারিয়া শান্ত করতে পারছিলো না তাদের।

একসময় অনেক নিচ থেকে পিলারের গলা শুনতে পেলো ও। অনেক দূর থেকে ভেসে আসা শব্দগুলো ঠিকমতো বোঝা না গেলেও ওগুলো যে ওরই উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ কোন বাক্যবাণ এটুকু বুঝতে অসুবিধে হলো না ওর।

অবশেষে মানসিক অশান্তি খানিকটা প্রশমিত করার উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের নাম জপ করার সিদ্ধান্ত নিলো ও। হাতের কড় গুণতে গুণতে ও প্রার্থনা শুরু করলো।

এর কিছুক্ষণ পরেই ঘটলো ব্যাপারটা।

রবার্টোর বিস্ফোরকের বিকট শব্দটা ওখানে পৌঁছনো মাত্র বিরাট এক আর্তনাদ তুলে একটা ঘোড়া দড়ির বাঁধন খুলে হঠাৎ ছুটতে শুরু করলো জঙ্গলের মাঝ দিয়ে। মারিয়াও দৌড়ে গেলো তার পেছনে পেছনে।

ঘোড়াটাকে পাকড়াও করে আবার যখন ও ফিরে এলো পিলার তখন হেঁড়ে গলায় নিচ থেকে চেঁচাচ্ছে :

'মারিয়া!…মারিয়া! তোর ইংরেজ সাহেব ভালো আছে রে। শুনতে পাচ্ছিস? ওঁর কিছু হয়নি। কই রে, জবাব দিচ্ছিস না কেন?'

এবার লাগামটা দু হাতে ধরে ওর ওপর মাথা ঠুকতে ঠুকতে মারিয়া ডুকরে কেঁদে ফেললো। তারপর কয়েক মুহূর্ত পরে নিজেকে সামলে নিয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় কোনরকমে উত্তর দিলো, 'হ্যাঁ, শুনতে পেয়েছি। অনেক—অনেক ধন্যবাদ তোমাকে।'

সেগোভিয়ার দিক থেকে উড়ে আসা এক ঝাঁক বিমানের দিকে তাকিয়ে পিলার উচ্ছ্বসিত গলায় বলে ওঠে, 'ওই ওরা এসে গেছে, আর চিন্তা নেই!'

রবার্টো ওর কাঁধে হাত রাখে। 'না হে, ওরা আমাদের জন্যে আসছে না। অত সময় এখন নেই ওদের। তুমি বরং একটু শান্ত হয়ে থাকো। আমি এবার আগস্টিনের কাছে যাচ্ছি।'

পাইন জঙ্গলের মাঝ দিয়ে রবার্টো যখন অগাস্টিনের কাছে উপস্থিত হলো সে তখনো তার স্বয়ংক্রিয় রাইফেলের ওপর ঝুঁকে শুয়ে আছে। পায়ের শব্দ শুনে মুখ তুলে বললো, 'ডলার খবর কি? করছেটা কি পাবলো? সে কি এখনো জানে না সেতুটা উড়ে গেছে?'

'এমনও হতে পারে কোন ঝামেলায় পড়ে সে আসতে পারছে না।'

'তাহলে চলুন আমরা কেটে পড়ি। জাহান্নমে যাক ও।'

'ছাখো না আর একটু। ও হয়তো এক্ষুনি এসে পড়বে।'

'আমি মিনিট পাঁচেকের ওপর তার কোন সাড়াশব্দ পাচ্ছি না।… আরে না! ওই শুনুন! বোধ হয় আসছে এবার।'

ফট ফট করে সাবমেশিনগানের কিছু গুলির শব্দ শোনা গেলো।

'হ্যাঁ, ওই হারামজাদাই হবে,' রবার্টো বলে ওঠে।

আরো কিছু বিমান উড়ে গেলো ওপর দিয়ে। দৃষ্টি ফিরিয়ে আবার সেতুর দিকে তাকিয়ে ওরা দেখলো রাস্তাটা তখনো পরিষ্কার। সহসা ভারি একটা মেশিনগানের শব্দ শোনা গেলো রাস্তার বাঁকের কাছ থেকে। এই শব্দটা আগেও শুনেছিলো ওরা।

'কি ব্যাপার বলুন তো?'

দু কাঁধে ঝাঁকুনি তোলে রবার্টো। 'কী জানি! সেতুটা ওড়ানোর আগে থেকেই আমি শব্দটা শুনছি।'

রবার্টোর হাত খামচে ধরলো অগাস্টিন। 'ওই দেখুন, পাবলো আসছে!'

ওরা দেখলো রাস্তার বাঁকের মুখ থেকে পাবলো প্রাণপণে দৌড়ে আসছে। সহসা একটা পাথরের আড়ালে বসে পড়েই সে কয়েক রাউণ্ড গুলি চালালো পেছনের দিকে, তারপর ওদিকে আর না তাকিয়েই আসতে লাগলো সেতুর দিকে।

রবার্টোর ঠেলা খেয়ে অগাস্টিন সঙ্গে সঙ্গে তার মেশিনগানের নল ঘুরিয়ে ধরলো রাস্তার বাঁকের দিকে। কিন্তু ওদিকটা তখন সম্পূর্ণ নিঃশব্দ।

'কিছু দেখা যাচ্ছে কি ওখানে?'

'কই না, আমি তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না।'

কিন্তু অগাস্টিনের কথা শেষ হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ছোট্ট একটা যুদ্ধযান দেখা দিলো বাঁকের মুখে। সবুজ-রঙা যানটার গায়ে ধূসর আর বাদামী রঙের ডোরাকাটা দাগ, সামনে উদ্ধত সাবমেশিনগানের নল।

'আরে!' অগাস্টিন সবিস্ময়ে বলে ওঠে, 'এ যেন মনে হচ্ছে গর্ত থেকে একটা ইঁদুর বেরিয়ে এলো!'

'এ ইঁদুর কিন্তু যথেষ্ট শক্তিশালী,' রবার্টো বলে।

'তাহলে এটার সঙ্গেই পাবলো তখন লড়াই করছিলো। ইংরেজ সাহেব, নিন আবার আমরা চালু করি।'

'না। তাতে ওরা বুঝে যাবে আমরা কোথায় আছি।'

রাস্তার ওপর গুলি চালাতে চালাতে এগিয়ে আসছিলো ট্যাঙ্কটা। সেতুর দোমড়ানো মোচড়ানো লোহাগুলোর ওপর টুংটাং শব্দে আঘাত করছিলো গুলিগুলো। একটু আগে এই মেশিনগানটার আওয়াজই আড়াল থেকে শুনছিলো ওরা।

'ইংরেজ সাহেব, এটাই কি সেই বিখ্যাত ট্যাঙ্ক?'

'হ্যাঁ, ছোট সংস্করণের।'

আমার কাছে একটা গ্যাসোলিনের বোতল থাকলে ওপর থেকে ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিতে পারতাম। আরে! ওটা যে মড়া সেপাইগুলোর ওপরই গুলি চালাচ্ছে!'

'আর কি করবে, গুলি মারার মতো আর কিছু নেই যে।'

আরো কিছুক্ষণ গুলিবর্ষণ করে মুখ ঘুরিয়ে নিলো ট্যাঙ্কটা। সেই সময় আবার পাবলোকে দেখে অগাস্টিন বলে উঠলো, 'ওই আসছে শুয়োরের বাচ্চা।'

'কে?'

'পাবলো, আবার কে।'

ট্যাঙ্কটা দৃষ্টির আড়ালে চলে যেতেই রবার্টো চেঁচিয়ে উঠলো, 'চলো এবার। মেশিনগান আর গুলির ব্যাগটা তুলে নাও।' পাবলো তখন অনেকটা কাছে এসে গেছে। তাকে কিছু না বলেই পাইন জঙ্গলের মাঝ দিয়ে দৌড় শুরু করে রবার্টো আবার হাঁক দেয়, 'পিলার! নেমে এসো তাড়াতাড়ি!'

খাড়াই পথটার ওপর দিয়ে যতটা সম্ভব দ্রুত গতিতে চলছিলো ওরা। একমাত্র বন্দুক বাদে পাবলোর কাছে আর কোন মাল না থাকায় খুব সহজেই সে ধরে ফেললো অগাস্টিনকে। পাশাপাশি আসার পর অগাস্টিন তাকে প্রশ্ন করলো, 'তোমার

বাকি লোকজন কোথায় ?'

'সব মারা গেছে,' হাঁফাতে হাঁফাতে জবাব দিলো পাবলো, তারপর রবার্টোকে উদ্দেশ্য করে বললো, 'আমাদের তো তাহলে প্রচুর ঘোড়া হয়ে গেলো, ইংরেজ সাহেব।'

'ভালই হয়েছে। তোমার কাজ কদ্দুর হলো ?'

'সবই করেছি। পিলারের খবর কি ?'

'সে হারিয়েছে ফার্নাণ্ডো আর তার ভাই—'

'এলাডিও,' অগাস্টিন ধরিয়ে দেয়।

'আর আপনি ?'

'অ্যানসেলমো শেষ।'

'তার মানে আমাদের হাতে এখন প্রচুর ঘোড়া। তাহলে মালপত্রগুলোও বয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে ওতে।'

অগাস্টিন ঠোঁট কামড়ে রবার্টোর দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লো। নিচে গাছগাছালির আড়াল থেকে সেই ট্যাঙ্কটা রাস্তা আর সেতু লক্ষ্য করে আবার গুলি বর্ষণ শুরু করেছিলো।

মাথা ঝাঁকিয়ে রবার্টো তাকালো পাবলোর দিকে। 'ওটার কি ব্যাপার বলো তো ?'

'নিচের চৌকিটার কাছে ওটা আমাকে প্রায় ঘিরে ধরেছিলো। শেষে জানি না কি মতলবে এখানে চলে এলো। আমিও সেই সুযোগে পালিয়ে এলাম।'

'তুমি ওই মোড়ের মাথায় কাকে লক্ষ্য করে গুলি চালাচ্ছিলে ?' অগাস্টিন হঠাৎ প্রশ্ন করে পাবলোকে।

পাবলো উত্তর না দিয়ে শুধু একটু মুখ টিপে হাসলো।

'তুমি কি ওদের সব কটা কেই শেষ করে এসেছো ?'

এবারও উত্তর না পেয়ে অগাস্টিন বিরক্ত হয়ে বলে ওঠে, 'ঠিক আছে ঠিক আছে, এগোও। এটা বলতে তোমার কি যে অসুবিধে হচ্ছে বুঝতে পারছি না।'

'চুপ করো। আজ অনেক লড়াই করেছি আমি—লড়েছিও ভালো। ইংরেজ সাহেবকে জিগেস করে ছাখো।'

'এবার বাকি কাজটুকুও করে দাও তাহলে,' রবার্টো বলে। 'এবারের ব্যাপারটা তো তোমারই মাথা থেকে বেরোনো।'

'মতলবটা ভালোই ঘটিয়েছি। ভাগ্য যদি কিঞ্চিৎ আমাদের সহায় হয়, আমার মনে হচ্ছে, অসুবিধে কিছু হবে না।'

'আমাদের কাউকে মেরেটেরে ফেলার মতলব করোনি তো ?' অগাস্টিন জানতে চায়। 'আমার কিন্তু ইচ্ছে হচ্ছে তোমাকেই শেষ করে দিতে।'

'বাজে বোকো না। আমাকে সবার স্বার্থের দিকে নজর রেখে চলতে হবে এখন, ভুলে যেও না এটা যুদ্ধক্ষেত্র। এখানে যে যার খুশিমতো কাজ করতে পারে না।'

'আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে,' রবার্টো আবার দুজনের কথার মাঝে ঢুকে পড়ে।

'এবার বলো দেখি, নিচে তুমি কি কি ধ্বংস করলে ?'

'সব কিছু,' পাবলো আবার পুনরাবৃত্তি করে, তারপর হাসি হাসি মুখে রবার্টোর দিকে তাকিয়ে বলে, 'প্রথমে আমরা চৌকিটা দখল করলাম। এরপর এলো একটা মোটরসাইকেলওলা। তার পেছন পেছন আবার একটা। ওটাকে শেষ করতে না করতেই এলো একটা অ্যাম্বুলেন্স। তার পেছনে একটা মোটরলরি। আর আপনি ব্রিজটা ওড়ানোর ঠিক আগে, একটা ট্যাঙ্ক।'

'তারপর ?'

'ট্যাঙ্কটা যদিও আমাদের কিছুই করতে পারেনি তবু ওই অবস্থায় ওটাকে আমরা ছেড়ে আসতে চাইছিলাম না। তারপর ওটাও সরে পড়লো আর আমিও এখানে চলে এলাম।'

'আর তোমার লোকজন ?' অগাস্টিনকে দেখে বোঝা যাচ্ছিলো সে তখনো যথেষ্ট বিভ্রান্ত।

'চুপ করো!' পাবলো সরাসরি তাকালো তার দিকে। 'ওরা আমাদের দলের লোক নয়। ওদের নিয়ে অত মাথাব্যথার প্রয়োজন নেই।'

এবার ওরা ঘোড়াগুলো দেখতে পেলো। মাথা ঝাঁকিয়ে আর পা ছুঁড়ে খেলা করছিলো ওরা। তাদের পাশে শক্ত হাতে একটা রাইফেলের বাঁট আঁকড়ে ধরে মারিয়া আপন মনে বিড়বিড় করছিলো, 'ওহ্, রবার্টো! ওহ্—'

'এই যে আমি এসে গেছি সোনা। এবার চলো যাওয়া যাক।'

চকিতে ঘুরে তাকায় মারিয়া। 'তুমি ? সত্যি তুমি ?'

'হ্যাঁ মারিয়া—আমি। এবার চটপট ঘোড়ায় উঠে পড়ো দেখি।'

অগাস্টিনের হাতে সাবমেশিনগানটা ধরিয়ে রবার্টো পকেট থেকে গ্রেনেডগুলো বের করে ঘোড়ার পাশে ঝোলানো থলিতে ভরতে শুরু করলো। ইতিমধ্যে পিলারও হাজির হয়েছে সেখানে। পাবলো ওর দিকে তাকিয়ে বললো, 'ঠিক আছে, গিন্নী!'

উত্তর না দিয়ে পিলার ঘাড় নাড়লো শুধু।

একে একে সকলে ঘোড়ায় উঠে পড়ার পর পাবলোকে উদ্দেশ্য করে ও প্রশ্ন করলো, 'কোথা দিয়ে যাচ্ছো তুমি ?'

'সোজা নিচে নেমে রাস্তা ধরে সেই ঢালু জায়গাটার কাছে চলে যাবো। তারপর ওখান দিয়ে ঢুকে যাবো জঙ্গলে।'

'রাস্তা ধরে ?' অগাস্টিন ঘোড়ার ওপর ঘুরে বসে।

'হ্যাঁ, ও ছাড়া আর রাস্তা নেই,' বলে রবার্টোর দিকে তাকালো পাবলো। 'ইচ্ছে করলে আপনিও আমাদের সঙ্গে আসতে পারেন। আমরা অবশ্য জঙ্গলে ঢোকার পর সব আলাদা আলাদা হয়ে যাবো, তারপর যেখানে জঙ্গলটা সরু হয়ে এসেছে সেখানে আবার দেখা হবে আমাদের।'

'বেশ তো, তাই হবে।'

চলতে শুরু করলো ওরা। মারিয়ার ঠিক পেছনে রবার্টোর ঘোড়া। ঘন গাছপালার জন্যে পাশাপাশি যাওয়া সম্ভব হচ্ছিলো না ওদের পক্ষে।

'রাস্তাটা পার হবার সময় তুমি একজনের পরে থাকবে,' রবার্টো বললো মারিয়াকে। 'একেবারে সামনে না থাকাই ভালো। পেছনে থাকাও উচিত নয়, কারণ ওইখানটাই নজর দেয় সকলে।'

'আর তুমি?'

'আমি যথাসময়ে পৌঁছে যাবো। এখানে তেমন কোন ঝামেলা নেই, সমস্যা হলো সীমান্ত পার হওয়া।...তুমি বরং পিলারের পেছনে পেছনে থেকো।'

পাবলোকে সামনে রেখে বিনা বাধায় একে একে রাস্তা পেরিয়ে গেলো ওরা।

আরো কিছুক্ষণ পরের ঘটনা। জঙ্গলের মাঝে নির্দিষ্ট জায়গায় আবার জমায়েত হলো সকলে। পূর্বব্যবস্থামতো এখান থেকেই পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হবার কথা ওদের।

রবার্টো এখানে পাবলোকে কাছে ডাকলো। 'শোনো! আমি মারিয়ার সঙ্গে একটু কথা বলবো। এরপর আমি যখন ইঙ্গিত দেবো ওকে তোমরা সরিয়ে নেবে। ও হয়তো যেতে চাইবে না, কিন্তু তোমরা শুনবে না ওর কথা। আমি কয়েক মিনিটের বেশি সময় নেবো না।'

'সময় বেশি নেইও আমাদের হাতে।'

'যাই হোক। আমার মনে হয় তোমাদের পক্ষে রিপাব্লিকে যাওয়াই সুবিধাজনক হতো।'

'না, আমি গ্রেডোসে যাচ্ছি।'

'ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে চেষ্টা করো, পাবলো।'

'ঠিক আছে, আপনি এখন ওর সঙ্গে কথা বলুন। সময় আর বেশি নেই। আমি দুঃখিত ইংরেজ সাহেব, আপনার কপালে ওরকম একটা মাল জুটে গেলো।'

'আমি যখন ওর ভার নিয়েছি—। যাকগে, ও প্রসঙ্গ বাদ দাও। কিন্তু আমি আবার বলছি তোমাকে, মাথা খাটাতে চেষ্টা করো। যথেষ্ট বুদ্ধি আছে তোমার, সেটাকে ব্যবহার করো।'

'বুদ্ধি তো নিশ্চয়ই আমি খাটাবো, ইংরেজ সাহেব, কিন্তু আপনি একটু জলদি কথা বলে নিলে ভালো হয়, আর একদম সময় নেই।'

একটা গাছের নিচে মারিয়া আর পিলার বসেছিলো, রবার্টো পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলো তাদের দিকে। 'পিলার, আমরা একটু আলাদা কথা বলবো।'

একটাও কথা না বলে পিলার মাথা নিচু করে উঠে গেলো। ও চলে যাবার পর মারিয়ার দু হাত ধরে রবার্টো বললো, 'শোনো! আমরা মাদ্রিদে যাচ্ছি না।'

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো মারিয়া।

'না না সোনা, শুধু শুধু কেঁদো না। আমরা মাদ্রিদে যাচ্ছি না ঠিকই কিন্তু তুমি যেখানে যাবে সেখানেই আমি পরে চলে যাবো। ঠিক আছে?'

মারিয়া উত্তর না দিয়ে রবার্টোর গালে মাথা ঠেকিয়ে তাকে দু হাতে জাপটে ধরলো।

'তাহলে এই কথাই রইলো তোমার সঙ্গে। তুমি যেখানে যাবে আমিও সেখানে যাবো, কিন্তু আপাতত আমাকে এখানেই থাকতে হবে।'

'তাহলে আমিও তোমার সঙ্গে এখানে থাকবো।'

'না, সোনা। আমার এখন যা কাজ তাতে একা থাকারই প্রয়োজন। আমি তো বলছি তোমাকে, তোমার কাছে আমি যাবোই।'

'কেন, কী ক্ষতি হতো আমিও থেকে গেলে?'

'আমার সমস্যাটা তুমি বুঝতে চেষ্টা করো, সোনা। তুমি থাকলে আমার কাজের অসুবিধে হবে।'

'কিন্তু তুমিও তো আমাকে বুঝতে চেষ্টা করছো না, রবার্টো। আমার কি হবে? তোমাকে ছেড়ে কিভাবে থাকবো আমি?'

'জানি, তোমার খুব কষ্ট হবে। কিন্তু তবু বলবো আমাদের দুজনের স্বার্থের কথা চিন্তা করে তুমি ব্যাপারটা মেনে নাও। আর আমি তো সত্যি সত্যি তোমার থেকে আলাদা হচ্ছি না।'

মারিয়া নিরুত্তর থাকে।

'তাহলে তুমি রাজী? বুঝতে পেরেছো আমার সমস্যা? বাঃ! তাহলে, লক্ষ্মীটি এবার মাথাটা তোলো। হাত নামাও। বেশ। আচ্ছা, এবার আমার এই জায়গায় হাত রাখো। বাঃ, এই তো, কত বাধ্য মেয়ে তুমি।' কথা বলতে বলতে রবার্টো এক ফাঁকে পাবলোর দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাতেই সে পিলারের দিকে বুড়ো আঙুলের ইঙ্গিত দেখিয়ে কাছে আসতে শুরু করলো।

'আমরা মাদ্রিদে অন্য কোন সময়ে যাবো। এবার উঠে দাঁড়াও দেখি লক্ষ্মীটি।'

'না!' বলে আবার রবার্টোকে সজোরে আঁকড়ে ধরলো মারিয়া।

'উঠে দাঁড়াও বলছি।' রবার্টোর গলায় এবার কিঞ্চিৎ কাঠিন্যের সুর।

ফোঁপাতে ফোঁপাতে খানিকটা উঠে দাঁড়িয়েই আবার ধপ করে বসে পড়লো ও।

'উঠে পড়ো, সোনা।'

পিলার ওর হাত ধরে দাঁড় করিয়ে দিলো।

'পরস্পরের কাছে বিদায় আমরা চাইবো না মারিয়া,' রবার্টো বলতে থাকে, 'কারণ আমরা তো আর সত্যি সত্যি আলাদা হচ্ছি না, আবার গ্রেডোসে দেখা হবে আমাদের। এবার তোমরা বরং রওনা হয়ে পড়ো।' পিলার ওকে জাপটে ধরে ঘোড়ার কাছে নিয়ে যায়। 'পেছনে তাকিও না। এবার পা ওঠাও। হ্যাঁ, ঠিক আছে। ওকে এবার তুলে ধরো পিলার। এই তো, ঠিক আছে। ভালো করে বসো। এবার রওনা হও তোমরা।...না না, একদম পেছনে তাকাবে না।'

'না না, আমি তোমার কাছে থাকবো। আমাকে থাকতে দাও তোমার সঙ্গে।'

'আরে, আমি কি পালাচ্ছি নাকি? আমি তো তোমার সঙ্গেই যাচ্ছি।'

পিলার, মারিয়া আর পাবলোর ঘোড়া এগিয়ে গিয়ে বাঁকের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

রবার্টোর পাশ থেকে অগাস্টিন বলে উঠলো, 'এবার কি আপনার ওপর গুলি

চালাবো, ইংরেজ সাহেব ? না না, একটু ঠাট্টা করছি আপনার সঙ্গে।'

'ঠিক আছে। রওনা হয়ে পড়ো এবার। আমি এখানেই ভালো থাকবো।'

'সেলাম, ইংরেজ সাহেব।'

'সেলাম। মেয়েটার দিকে একটু নজর রেখো কিন্তু।'

'নিশ্চয়ই, ওটা কোন সমস্যাই নয়। আপনার যা যা প্রয়োজন নিয়ে নিয়েছেন তো ?'

'এই মেশিনগানটায় গুলি বেশি নেই, তাই আমিই রেখে দিচ্ছি এটা। তোমার আর পাবলোর কাছে তো বন্দুক রয়েছেই।'

'আমাদের পাওয়া ঘোড়াটা কোথায় গেলো ?'

'র‍্যাফেল নিয়েছে ওটা।'

অগাস্টিনের মধ্যে তবু যাওয়ার ইচ্ছে দেখা গেলো না। রবার্টো যে গাছের নিচে শুয়ে ছিলো সেদিকেই তাকিয়ে ছিলো সে।

'কি হলো, যাও তুমি ?'

'হ্যাঁ, যাই, সত্যি যুদ্ধ কী জঘন্য একটা জিনিস।'

'তা তো ঠিকই।'

'চলি, ইংরেজ সাহেব।'

'এসো।'

নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘোড়া ঘুরিয়ে নিলো অগস্টিন। তারপর বিরক্তির সঙ্গে একবার হাত ছুঁড়ে এগিয়ে গেলো বাঁকটার মুখে। তার সঙ্গীরা সবাই তখন দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে। চলে যাবার আগে শেষ বারের মতো সে হাত তুললো রবার্টোর উদ্দেশ্যে। রবার্টোও হাত তুলে প্রত্যুত্তর দেবার সঙ্গে সঙ্গে সেও চলো গেলো তার দৃষ্টির আড়ালে·

আরো কিছুক্ষণ পরের ঘটনা।

দূর থেকে এক বাহিনীকে জঙ্গল অতিক্রম করে রাস্তায় নামতে দেখে রবার্টো সহসা সজাগ হয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে উপুড় হয়ে শুয়ে সে সাবমেশিনগানের নল বাগিয়ে ধরলো সামনের দিকে। ক্রমে আরো কাছে এগিয়ে এলো সেই বাহিনী। রবার্টো জানে, কুড়ি গজ নিচে যে জায়গা দিয়ে ওরা চলেছে সেখান থেকে তাকে দেখা ওদের পক্ষে সম্ভবপর নয়, ওদের গতিবিধি সে পরিষ্কার ভাবেই দেখতে পাবে।

এই বাহিনীকে নেতৃত্ব দিচ্ছিলো লেফটেন্যান্ট বেরাণ্ডো। সেতুর তলার চৌকিতে আক্রমণ হবার পর লা গ্রাঞ্জায় খবর পৌছনো মাত্র তড়িঘড়ি তাকে পাঠানো হয় ব্যাপারটা সরেজমিন পরিদর্শনের জন্যে। বেরাণ্ডো অবশ্য তখনো সেতুটা ধ্বংস হবার খবর জানতো না ফলে বিস্তর পথ ঘুরে শেষ অব্দি জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আসতে হয় তাকে। একেই অতিরিক্ত পথশ্রমে ক্লান্ত, তার ওপর চাক্ষুষ ধ্বংসলীলা দেখে আরও

গম্ভীর হয়ে ওঠে তার মুখ। শ্রান্ত ঘোড়াটা পায়ে পায়ে তাকে এগিয়ে নিয়ে চলে বিধ্বস্ত সেতুটার দিকে।

ওদিকে রবার্টো তখন পুরোপুরি প্রস্তুত। সাবমেশিনগানের ঘোড়ায় আলতো করে আঙুল স্পর্শ করে সে তখন ভাবছিলো বেরাণ্ডো কত তাড়াতাড়ি তার লক্ষ্য-স্থলটার কাছে এসে পৌঁছবে।…

———